রূপক সাহা

BanglaBook.org

নায়ক যখন কুশ

নায়ক যখন কুশ

রূপক সাহা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দীপ প্রকাশন ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৬

NAYAK JAKHAN KUSH

by

Rupak Saha

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০০৮ ◆ প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : অনুপ রায়

প্রকাশক : শংকর মণ্ডল

দীপ প্রকাশন, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

বর্ণসংস্থাপন : আই. ই. আর. ই. ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক : কমলা প্রেস, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

দাম : ১২৫ টাকা

যার গল্প-উপন্যাস পড়ার অপেক্ষায় আছি, সেই
অনুজ সাংবাদিক মানস চক্রবর্তীকে

ভূ মি কা

ইংল্যান্ডের প্রিমিয়ার লিগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড-এর খেলা থাকলে টিভি-তে প্রায়ই এক ফুটবলারকে দেখতে পাই। তার নাম লুই সাহা। ফরাসি নাগরিক, কিন্তু আদতে ক্যারিবিয়ান বংশোদ্ভূত। লুই আগে ফুলহ্যাম ক্লাবে খেলতেন। সেখান থেকে তাঁকে ম্যান ইউঃ ক্লাবে নিয়ে যান ম্যানেজার অ্যালেক্স ফার্গুসন। তাঁর লক্ করা চুলের স্টাইলের জন্যই শুধু নয়, লুইকে আমার খুব পছন্দ তাঁর 'সাহা' পদবিটার জন্য। দেড়শো দু'শো বছর আগে ভারত থেকে জাহাজ বোঝাই করে প্রচুর মানুষকে আফ্রিকা এবং ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ডস-এ নিয়ে গেছিলেন ইংরেজ ও ফরাসিরা, তাঁদের শ্রমিক হিসাবে খাটানোর জন্য। কে বলতে পারে, এই লুই-এর কোনও এক পূর্বপুরুষ ওই রকম ক্রীতদাস হিসাবে বাংলা থেকে গেছিলেন কী না? হয়তো সেই কারণেই 'সাহা' পদবিটা বংশ পরম্পরায় রয়ে গেছে।

ম্যান ইউঃর খেলা দেখতে দেখতে অনেক সময় ভাবি, কী ভালই না হত, যদি লুই সাহা সত্যিকারের বাঙালি হতেন! প্রায় একশো চল্লিশ বছর হয়ে গেল, বাঙালি ফুটবল খেলছে। সময়ের বিচারে, সেটা ব্রাজিলিয়ানদের থেকেও পঁচিশ বছর বেশি। সারা বিশ্বে ব্রাজিলিয়ানরা চুটিয়ে খেলে বেড়াচ্ছেন, অথচ ভারত বাংলাদেশের বাইরে এই মুহূর্তে বিশ্বের আর কোনও দেশে বাঙালি ফুটবলার নেই। বছর পনেরো আগে জার্মানির ফুটবল লিগে এক বাঙালি ফুটবলারের নাম শুনেছিলাম—রবিন দত্ত। এখন তিনি কোনও একটা ক্লাবে কোচিং করান।

এই কয়েক বছর আগেও বাঙালি ফুটবলাররা কলকাতা ছেড়ে বেরোতে চাইতেন না। জাতীয় ফুটবল লিগ শুরু হওয়ার পর থেকে অবশ সেই ঘরকুণো বদনামটা কেটেছে। বাঙালি ফুটবলাররা এই শহর ছেড়ে এখন ভিন রাজ্যের ক্লাবে খেলতে যাচ্ছেন। সুনামের সঙ্গে সঙ্গে ভাল রোজগারও করছেন। এটা ভাল লক্ষণ। আমি দীর্ঘ আটাশ বছর ফুটবল সাংবাদিকতা করেছি। নব্বই সালে ইতালিতে প্রথমবার বিশ্বকাপ ফুটবল কভার করে আসার পর থেকে ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর চেষ্টাও করেছি, যাতে বাঙালি ফুটবলাররা বিদেশে গিয়ে নিজেদের যোগ্যতা যাচাই করতে পারেন। কিন্তু আমার সেই চেষ্টা সফল হয়নি। জার্মানিতে ট্রেনিং এবং তার পর কোনও একটা ক্লাবে খেলার সুযোগ করে দেওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সভয়ে পিছিয়ে গিয়েছেন দু'তিনজন নামী ফুটবলার। আমার উদ্যোগেই গোলকিপার কল্যাণ চৌবে জার্মানিতে গিয়েছিলেন

ট্রেনিং নিতে। কিন্তু কেন তিনি অধৈর্য হয়ে ফিরে এলেন, তা এখনও আমি জানি না। আমার কথা মতো যদি এগোতেন, তা হলে ভাইচুং ভুটিয়া নন, ইংল্যান্ডের মাটিতে দ্বিতীয় ভারতীয় ফুটবলার হতেন দীপেন্দু বিশ্বাস। প্রথম যিনি খেলেন, তিনি মহম্মদ সেলিম।

ষাট-সত্তর আশির দশক অর্থাৎ যে সময়টায় বাঙালি ফুটবলাররা ঝলমল করতেন, সেই সময়ের অনেক ফুটবলারই চেষ্টা করলে বিদেশে গিয়ে নাম করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের উচ্চাশাটা সীমাবদ্ধ ছিল ঘরোয়া ফুটবলের মধ্যে। স্পষ্ট করে বললে, ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানকে ঘিরে। তার বাইরে যে ফুটবলের বিরাট একটা বাজার আছে, সেটা তাঁরা বুঝতেই চাইতেন না। বিদেশের ক্লাবে গিয়ে ফুটবল খেলার স্বপ্ন দেখার কথা তখন কেউ ভাবেননি। সেই সময় প্রাজ্ঞজনেরা কেউ তাঁদের সেই স্বপ্ন দেখার কথাও বলেননি। তাঁরা গৌতম সরকারকে 'ছোট বেকেনবাউয়ার' খেতাব দিয়েই ক্ষান্ত থেকেছেন। গৌতমকে কেউ বলেননি, যাও, ইউরোপে গিয়ে নিজেকে যাচাই করে এসো। বহু বছর আগে কথায় কথায় একবার কৃশানু দে-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তোমার যা স্কিল, তাতে কেন তুমি বিদেশে গিয়ে খেলার কথা ভাবোনি?' কৃশানু উত্তর দিয়েছিল, 'কই, কেউ তো আমাকে কোনওদিন এই উৎসাহটা দেয়নি। বিদেশে খেলতে যাওয়ার জন্য কী করতে হয়, সেটাই তো আমরা জানতাম না।'

কৃশানুর আমলে যা কেউ ভাবতেও পারতেন না, ভাইচুংয়ের আমলে অনেকেই এখন সেটা ভাবতে পারেন। টিভি আর ইন্টারনেট-এর কল্যাণে সেই পরিস্থিতিটা আর নেই। সারা বিশ্বটা যেন এখন মাউসের সামনে। আগে আমরা যা পারিনি, তা কল্পনা করতেও এখন কোনও দোষ নেই। মতি নন্দী যখন তাঁর 'স্ট্রাইকার' উপন্যাসটা লেখেন, তখন নায়ককে তিনি ঘরোয়া ফুটবলের মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছিলেন। তবুও মারাত্মক জনপ্রিয় হয়েছিল সেই উপন্যাসটি। আমি আমার নায়ককে আর এক ধাপ এগিয়ে রেখেছি। আমার নায়ক কুশ সেনগুপ্ত শুধু বিদেশেই খেলতে যায়নি, ধাপে ধাপে সে বিশ্বের সেরা যুব ফুটবলারদের দলেও জায়গা করে নিয়েছে। সে স্বপ্ন দেখে রোনাল্ডো, বার্গক্যাম্পদের সঙ্গে অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশেও খেলার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই মুহূর্তে অবিশ্বাস্য মনে হলেও, একদিন না একদিন কোনও এক সেনগুপ্ত, বসু, মিত্র, ভট্টাচার্য বা মুখার্জি সত্যি সত্যিই ম্যাঞ্চেস্টার বা চেলসিতে খেলবে। সেই দিনটা দেখার জন্য যেন বেঁচে থাকি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বাসস্ট্যান্ডে এসে কুশ শুনল, ধুবুলিয়ার কাছে কোথায় যেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এখনই কলকাতার দিক থেকে কোনও বাস আসার সম্ভাবনা নেই। খবরটা শুনে ও খুব মুষড়ে পড়ল। বিকেলের মধ্যেই ওকে বালুরঘাটে পৌঁছতে হবে। চিন্ময়সার বারবার বলে দিয়েছেন। স্কুল টিম নিয়ে গতকালই সার বালুরঘাটে পৌঁছে গেছেন। সারের সঙ্গে মাত্র বারোজন প্লেয়ার। তার মধ্যে দু'জন গোলকিপার। ঠিক সময়ে পৌঁছতে না পারলে সার টিম নামাতে পারবেন না।

বেলা দশটা বাজে। বেশ রোদ উঠেছে। বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে কুশ ঘামতে লাগল। বহরমপুর থেকে বালুরঘাট যেতে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার মতো লাগবে। খাগড়ার বাড়ি থেকে বেরনোর সময় কুশ হিসেব করেই বেরিয়েছিল, বিকেল তিনটের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ও পৌঁছে যাবে বালুরঘাটে। কিন্তু কলকাতার দিক থেকে যদি সরকারি বাস না আসে, তা হলে মুশকিল। বহরমপুর থেকে সকালের দিকে একটা প্রাইভেট বাস অবশ্য বালুরঘাটে যায়। সেটা সাতটায় ছেড়ে গেছে। পরের বাস বেলা বারোটায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুশ ভাবতে লাগল, কী করা যায়। ঘণ্টাদুয়েক ওকে এখন বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করতে হবে। বাস ছাড়ছে নানা দিকে যাওয়ার জন্য। লালবাগ, কান্দি, সাগরদিহি, লালগোলা, ভগবানগোলা। প্যাসেঞ্জার ডাকাডাকি চলছে। আশপাশে ফেরিওয়ালাদের ভিড়। এই বাসস্ট্যান্ডটা নতুন তৈরি হয়েছে। মাথার ওপর একটা ছাদ আছে, বসার জায়গা আছে। কিন্তু স্ট্যান্ডে এখন এমন ভিড়, কুশ কোথাও বসার ফাঁকা জায়গা পেল না।

কুশের স্কুল কে এন কলেজিয়েট বাসস্ট্যান্ড থেকে খুব বেশি দূরে নয়। রিকশা করে গেলে মিনিট সাতেকের রাস্তা। স্কুল এখন শুরু হয়ে গেছে। স্কুলে গিয়ে ও হেডসারকে এখনই বলতে পারে বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবে না। উলটে হেডসার বকাবকি শুরু করে দেবেন, টিমের সঙ্গে কাল না যাওয়ার জন্য। সার তো বুঝবেন না, কেন ও যেতে পারেনি? ওর একটাই মাত্র ভাগ্নে। তার অন্নপ্রাশন ছিল কাল দুপুরে। অন্নপ্রাশনের সময় ভাগ্নের মুখে ভাত তুলে দেওয়ার নিয়ম আমার। সেইজন্যই দিদি যেতে দেয়নি। দিদির বাড়িতেই থাকে কুশ। দিদি-জামাইবাবু কোনও কিছু বললে ওর না করার উপায় নেই।

চিন্ময়সারকে জামাইবাবু আশ্বাস দিয়েছিল, আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। কুশ যাতে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারে তার ব্যবস্থা আমি করে দেব। তখন জামাইবাবু কী করে জানবে, ধুবুলিয়ায় আজ বড় অ্যাক্সিডেন্ট হবে। জামাইবাবু চাকরি করে কালেক্টরেটে। একটু আগে স্কোয়ারফিল্ডের কাছে রিকশা থেকে নেমে যাওয়ার সময় শুধু বলল, "সাবধানে যাস। বালুরঘাটে পৌঁছেই স্কুলে একবার ফোন করে দিস। তোর দিদি কিন্তু খুব চিন্তা করবে।" কুশ ভালমতো জানে, দিদি মোটেই চিন্তা করবে না। ওর জন্য চিন্তা করার কেউ

BanglaBook.org

নেই। জামাইবাবুর আপনজনেরা কেউ চায় না, কুশ ও বাড়িতে থাকুক। অনেকভাবে সেটা ওরা বুঝিয়ে দিয়েছে।

বাসস্ট্যান্ডে টিকিট ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে একজন হকার খবরের কাগজ বিক্রি করছে। বহরমপুরে এই ক'দিন আগেও কালকাতার কাগজ বেশ বেলা করে আসত। ইদানীং সকাল সাতটার মধ্যে পৌঁছে যায়। খবরের কাগজ খুব খুঁটিয়ে পড়ে কুশ। বিশেষ করে খেলার পাতা। কাল প্রিওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলে ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার ম্যাচ ছিল। কী রেজাল্ট হল কে জানে? না জিততে পারলে ব্রাজিল খুব মুশকিলে পড়ে যাবে। গেল বিশ্বকাপে সবাই ব্রাজিলকে খুব সাপোর্ট করছিল। দেখে কুশও ব্রাজিলের সাপোর্টার হয়ে গেছে। চিন্ময়সারের পছন্দ অবশ্য আর্জেন্টিনা। সার অনেক খোঁজখবর রাখেন আর্জেন্টিনা সম্পর্কে। লাস্ট প্র্যাকটিসের দিন গল্প করেছিলেন, "দেখিস, আর্জেন্টিনার সঙ্গে এবার ব্রাজিল পারবে না।"

কংক্রিটের বেঞ্চে সামান্য ফাঁকা জায়গা পেয়ে কুশ কিট ব্যাগটা রেখে দিল। ওর ব্যাগে অবশ্য বিশেষ কিছু নেই। দু-চারটে জামাকাপড়। দাঁত মাজার ব্রাশ। পেস্ট নেই। দিন পাঁচেকের ব্যাপার। পেস্ট ও কল্লোলের কাছ থেকে চেয়ে নেবে। কোথাও খেলতে যাওয়ার আগে কল্লোলের মা ওর কিট ব্যাগ গুছিয়ে দেন। কুশের দিদি কখনও জিজ্ঞেস করে না, কী নিয়ে যাচ্ছিস। মা থাকা বা না থাকার মধ্যে কত তফাত। কুশ এখন তা বেশ ভালমতো বুঝছে। বছরখানেক আগে গ্যাসট্রিক আলসারে ভুগে মা মারা গেছেন। বাবা বহুদিন ধরে নিখোঁজ। মায়ের মুখে কুশ শুনেছে, বাবা জাহাজে চাকরি করতেন। বাবা চলে যাওয়ার পর থেকে মা খুব কষ্ট করে সংসার চালাতেন। রেশম সমবায়ে সামান্য চাকরি করতেন। মা মারা যাওয়ার পর থেকে কুশ একপ্রকার অনাথই। দিদি আশ্রয় না দিলে সত্যিই ওকে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হত।

হকার ছেলেটা এদিকে-সেদিকে ঘুরে খবরের কাগজ বিক্রি করছে। তার কাছ থেকে একটা কাগজ কিনে চোখ বোলাতে শুরু করল কুশ। না, ব্রাজিলের খবরটা দেয়নি। তবে উরুগুয়ে ম্যাচের রেজাল্ট দিয়েছে। ম্যাচটা উরুগুয়ে জিতেছে। এই রে, তা হলে ব্রাজিলকে ম্যাচ জিততেই হবে। কী হবে, ব্রাজিল যদি না জেতে? এতক্ষণে ম্যাচটা বোধ হয় হয়ে গেছে। কালকের আগে জানার কোনও উপায় নেই। টিভিতে বলতেও পারে। কিন্তু সারা দিনে টিভি দেখার কোনও সুযোগ নেই।

বেঞ্চে বসে কাগজ পড়তে পড়তে সামনের দিকে তাকাতেই কুশ হঠাৎ দেখতে পেল কিস্টিদাকে। মোটরবাইক চালিয়ে আসছে। কিস্টিদার ভাল নাম কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জি। কে এন কলেজে পড়ে। খাগড়ায় খুব সুনাম কিস্টিদার। একে বড়লোকের ছেলে। তার ওপর পড়াশোনায় খুব ভাল। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষায় টেন্থ পজিশন পেয়েছিল। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে থার্ড। ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েও কিস্টিদা কলকাতায় যায়নি। মাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না বলে। তখন পাড়ায় সবাই ধন্য ধন্য করছিল কিস্টিদার নামে। এমন মাতৃভক্ত ছেলে নাকি এখন কমই দেখা যায়। বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি থেকে

BanglaBook.org

একবার কিস্টিদাকে সংবর্ধনা দিয়েছিল। তখন থেকে সকলে ওকে চেনে। কিস্টিদাকে খুব ভাল লাগে কুশের। ফুটবল খেলায় ওকে খুব উৎসাহ দেয়।

মোটরবাইক থেকে নামার সময় কিস্টিদা দেখতে পেল কুশকে। হেলমেট খোলার ফাঁকে বলল, "আরে, তুই এখানে! কিট ব্যাগ নিয়ে চললি কোথায়? কোথাও খেলা আছে বুঝি?"

কুশ বলল, "হ্যাঁ, বালুরঘাটে। স্কুল গেম্‌স..."

"ওহ, তুইও ওখানে যাচ্ছিস বুঝি? ...আরে, আমার এক মাসতুতো বোনও পার্টিসিপেট করতে যাচ্ছে। ও অবশ্য টেব্‌ল টেনিসে।"

"কোন স্কুলে পড়ে?"

"এখানকার স্কুলে না। কলকাতার বেলতলা গার্লস। কাল ফোন করেছিল। আজ ভোরে রওনা হয়েছে বাসে। এদিক দিয়েই যাবে। বাসটা এখানে দশ মিনিটের জন্য দাঁড়াবে। মা কিছু খাবার পাঠিয়ে দিল বোনের জন্য। সেটাই দিতে এলাম।"

"কলকাতা থেকে কোনও বাস আসার চান্স নেই কিস্টিদা"।

"কেন রে?"

"শুনলাম, ধুবুলিয়ার কাছে কোথায় যেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।"

কথাটা শুনে হাঁফ ছাড়ল কিস্টিদা, "যাক নিশ্চিন্ত। বোনেদের বাসটা ধুবুলিয়া পেরিয়ে এসেছে। পলাশীর কাছে ওরা সকলে চা খেতে নেমেছিল। এই একটু আগে সেখান থেকে বোন ফোন করেছিল। এখুনি এসে পড়বে। যাক, তোর খবর কী বল। গেম্‌স খেলতে যাচ্ছিস, যা। কিন্তু গেলবারের মতো, এবারও খবরের কাগজে যেন তোর নামটা দেখতে পাই।"

কথা বলার ফাঁকেই হাত নেড়ে ঝালমুড়িওয়ালাকে ডাকল কিস্টিদা। দু' জায়গায় মুড়ি মাখতে বলল। খুব বাজে অভ্যেস কিস্টিদার। সারাটা দিন টুকটাক এসব খায়। ফুচকা, আলুকাবলি, ঘুগনি। কুশ বাইরের খাবার পছন্দ করে না। কিন্তু সে-কথা তো কিস্টিদাকে বলা যায় না। তাই ও বলল, "আমি না, কিস্টিদা। এখুনি ভাত খেয়ে বেরিয়েছি। তুমি খাও।"

হাতের পলিথিনের ব্যাগে কী যেন এনেছে কিস্টিদা। সেটা কংক্রিটের বেঞ্চে রেখে, রুমাল দিয়ে মুখ মুছে বলল, "এই গরমে তোরা খেলবি কী করে রে কুশ?"

প্রশ্নটা শুনে কুশ মনে মনে হাসল। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে কিস্টিদা। কষ্ট কাকে বলে, টের পায়নি। বাড়িতে চার-চারটে কাজের লোক। সবসময় খিদমত খাটার জন্য লোক দাঁড়িয়ে থাকে। কিস্টিদা মাঝে-মধ্যেই ওকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। ইন্টারনেট খুলে সারা বিশ্বের ফুটবলের খবর বলে। কিস্টিদা নিজে কোনওদিন ফুটবল খেলেনি। কিন্তু চিন্ময়সারের থেকেও বেশি খবর রাখে। এই কিস্টিদার মুখ থেকেই কুশ পুসকাস, পেলে, ক্রুয়েফ, মারাদোনার অনেক গল্প শুনেছে।

কুশ হেসে বলল, "ফুটবল তো দিনের বেলাতেই হয়। কী আর করা যাবে?"

BanglaBook.org

কিস্টিদা বলল, "তোর মুণ্ডু। সব জায়গায় রাত্তিরে হয়। টিভিতে দেখিসনি? আমাদের রাত বারোটায় খেলা শুরু হচ্ছে, তখন ইউরোপে সন্ধে সাতটা। অনেক দেশে তো লোকে ডিনার খেয়ে তারপর ফুটবল ম্যাচ দেখতে যায় বউ-বাচ্চা নিয়ে।"

কিস্টিদা সবসময়ই ঠিক। তাই কুশ আর কথা বাড়াল না। তবে একটা কথা ওর মনে উদয় হয়ে ফের মিলিয়ে গেল। সারা পৃথিবীতে যদি ফুটবল রাত্তিরে খেলা হয়, তা হলে আমাদের দেশে ভরদুপুর বা বিকেলে হয় কেন? ঝালমুড়িওয়ালা ঠোঙা বাড়িয়ে দিয়েছে। মুড়িভর্তি পেল্লাই সাইজের একটা ঠোঙা। মুড়ির চেহারা দেখে কুশ শিউরে উঠল। গুঁড়ো লঙ্কা মেশানো। কিস্টিদা আঃ উঃ করতে করতে খাবে। আর পেটের বারোটা বাজিয়ে দেবে। চিন্ময়সার দেখলে মুড়িওয়ালাকেই মেরে তাড়াতেন। স্কুলগেটের সামনে অনেক ফেরিওয়ালা গলাধাক্কা খেয়েছে।

ঝালমুড়ি খেতে খেতে কিস্টিদা বলল, "কুশ, তুই ফুটবল খেলিস কেন রে?"

প্রশ্ন শুনে কুশ একটু অবাক হয়েই বলল, "ভাল লাগে।"

"স্রেফ ভাল লাগে বলে খেলিস? আর কোনও কারণ নেই?"

"না, কিস্টিদা। ফুটবল ছাড়া আমি যে আর কিছুতে ভাল না।"

মুড়ি চিবনো বন্ধ করে কিস্টিদা এক মুহূর্ত তাকিয়ে তারপর বলল, "তোর খেলা আমি একদিন ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের মাঠে দেখেছি। না...না, ভুল বললুম...আরও একদিন দেখেছি অজানা সঙ্ঘের মাঠে। তোর পায়ে খেলা আছে। চেষ্টা করলে তুই খুব বড় প্লেয়ার হতে পারিস। যদি ঠিক লোকের হাতে পড়িস। এই বহরমপুরে পড়ে থাকলে তোর কিছু হবে না রে। তোকে কলকাতায় যেতে হবে। কলকাতায় তোর কেউ চেনাশোনা আছে?"

"না কিস্টিদা।"

"তোর কথা কে যেন সেদিন আমায় বলছিল। বোধ হয় তোর চিন্ময়সার। আমাদের বাড়িতে এসেছিল। বাবাকে বলছিল, করুণা ভট্‌চাযের চেয়েও নাকি তুই বড় প্লেয়ার হবি। বাবা করুণা ভট্‌চাযের খেলা দেখেছে। বলল, দূর, তুমি কার সঙ্গে কার তুলনা করছ? জানো, এই বহরমপুরে করুণা ভট্‌চাযের চেয়ে বড় প্লেয়ার জন্মায়নি। জন্মাবেও না। তা, তোর চিন্ময়সার তোর হয়ে খুব লড়ে গেল। সেদিন থেকেই কথাটা আমার মাথায় ঘুরছে। তোকে যদি গড়পারে আমার মাসির বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া যায়। দাঁড়া, একটু পরেই তো বোন আসছে। তোর সঙ্গে চেনা করিয়ে দেব।"

করুণা ভট্‌চাযের নাম চিন্ময়সারের মুখে কুশ শুনেছে। মোহনবাগান ক্লাবে খেলতেন। কলকাতায় গিয়ে উনি খুব নাম করেছিলেন। তা সে সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগের কথা। মোহনবাগানের ক্যাপ্টেনও ছিলেন নাকি একটা সময়। তখন সাহেবদের রাজত্ব। সাহেব-ফুটবলারদের সঙ্গে নাকি ওঁরা খালি পায়ে খেলতেন। অত বড় প্লেয়ারের সঙ্গে ওর নামটা কেউ জুড়তে পারে, কুশের তা বিশ্বাস হল না। ও জানে, ও খুব ভাল খেলতে পারে। কিন্তু কোনওদিন ভাইচুং ভুটিয়াই হতে পারবে কি না সন্দেহ, তো করুণা ভট্‌চার্য!

কিস্টিদার কথা শেষ হতে-না-হতেই একটা লাক্সারি বাস এসে দাঁড়াল স্ট্যান্ডে। বাসের

BanglaBook.org

গায়ে বড় বড় করে লেখা বেলতলা গার্ল্‌স স্কুল। নীল রঙের বাস, ঝকঝকে। স্ট্যান্ডের আর পাঁচটা বাসের থেকে একেবারে আলাদা। জানলা থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, "ছোড়দা, আমি এদিকে। দাঁড়া, নেমে আসছি।"

কুশ দেখল, জানলায় অনেক কৌতূহলী মুখ। ওরই বয়সী সব মেয়ে। ঝকঝকে পোশাক। দেখলেই মনে হয়, সব বড়লোক ফ্যামিলির। কিস্টিদার একটু তফাতে গিয়ে ও দাঁড়াল। না বাবা, কিস্টিদার মাসতুতো বোনের সঙ্গে আলাপ করে কোনও দরকার নেই। হয়তো আনস্মার্ট ভেবে নেবে। কলকাতার মেয়েরা খুব স্মার্ট হয়। অনেকে আবার ফটাফট ইংরেজিতেও কথা বলে।

বাস থেকে দু-তিনটে মেয়ে প্রায় লাফিয়েই নেমে এল। কিস্টিদাকে ওরা ঘিরে ধরেছে। পলিথিনের ব্যাগটা ধরে তিনজনেই টানাটানি করছে। ওদের কথাবার্তা শুনে কুশ বুঝতে পারল, পলিথিনের ব্যাগের ভেতর টিফিন ক্যারিয়ার আছে। তাতেই খাবার পাঠিয়েছেন কিস্টিদার মা। ব্যাগটা শেষ পর্যন্ত ছিনিয়ে নিল মোটামতো একটা মেয়ে। কিস্টিদাকে বলল, "এটা খুব অন্যায় কৃষ্ণেন্দুদা। আমরা এত মেয়ে একসঙ্গে যাচ্ছি। আপনি শুধু তিতলির কথাই ভাবলেন? ও একা খাবে। আর আমরা সবাই তাকিয়ে থাকব নাকি? খাবারটা আমার জিম্মাতেই রইল। মালদহে লাঞ্চ । তখন সবাই মিলে খাব।"

কিস্টিদার মাসতুতো বোনের নাম তা হলে তিতলি। পরনে নীল জিন্‌সের ট্রাউজার্স, হলুদ টি শার্ট। বয় কাট চুল। মেয়েটা বলল, "ছোড়দা, তুই এই রাক্ষুসিটার হাতে টিফিন ক্যারিয়ার দিয়ে দিলি? আমার ভাগ্যে তো ছিটেফোঁটাও জুটবে না। মুটকিটা জ্যাভলিন ছোড়ে। চেহারাটা দেখছিস? ও তো সবটাই খেয়ে নেবে।"

কথাগুলো শুনে কুশের খুব হাসি পেল। হাসি চাপার জন্য ও মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। মোটামতো মেয়েটা যুদ্ধজয়ের ভঙ্গিতে বাসের গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কয়েকটা মেয়ে হইহই করে উঠল। তিতলি জিজ্ঞেস করল, "ছোড়দা, মাসিমণিকে সঙ্গে নিয়ে এলি না কেন রে?"

"কী করে আসবে বল? বাবা এখুনি বেরোবে। মা একবার বলছিল বটে আসার কথা। পরে বলল, না তুই চলে যা। বালুরঘাট থেকে তিতলিরা যেদিন ফিরবে সেদিন আমি যাব। হ্যাঁ রে, তোরা এই রাস্তা দিয়েই তো ফিরবি, তাই না?"

"মনে হয়। আমাদের সঙ্গে সুরঞ্জনা দিদিমণি এসেছেন। উনি বলতে পারবেন। এই তো তোর সঙ্গে দেখা করার জন্য নেমে এসেছে। "তিতলি কথা শেষ করামাত্রই হঠাৎ কুশের চোখে পড়ল মায়ের বয়সী এক ভদ্রমহিলা বাস থেকে নেমে আসছেন। এই ভদ্রমহিলা তা হলে স্কুলের টিচার। ভদ্রমহিলা কিস্টিদার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "নমস্কার। আমি সুরঞ্জনা মিত্র। এদের বেলতলা গার্ল্‌স স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস। তিতলির মুখে আপনার সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা শুনলাম। ভাল লাগল শুনে।"

কিস্টিদা পাল্‌টা নমস্কার করে বলল, "আপনারা এখানে কতক্ষণ হল্ট করবেন মিসেস মিত্র?"

BanglaBook.org

"মিনিট দশেক। কেন বলুন তো?"

"না, আমারই একটু ভুল হয়ে গেছে। আমার উচিত ছিল সবার জন্য খাবার আনা। আমি খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসছি।"

"না, না, তার কোনও দরকার নেই। বাসেই প্রচুর খাবার রয়েছে। আচ্ছা, এখান থেকে হাজারদুয়ারি কতদূর বলুন তো?"

"মিনিট পঁয়তাল্লিশ। কেন, আপনারা যাবেন?"

"না, না, এমনিই জানতে চাইছিলাম।"

তিতলি বলল, "আমি গতবছরই হাজারদুয়ারি দেখে গেছি দিদি। এখন খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে। ফেরার সময় কিন্তু ঘুরে যাওয়া যেতে পারে।"

মিসেস মিত্র বললেন, "টেব্‌ল টেনিসে তুমি যদি চ্যাম্পিয়ান হও, কথা দিচ্ছি, তা হলে যাব।"

পাশে দাঁড়ানো মেয়েটি দৌড়ে খবর দিতে গেল জানালার কাছে। ফেরার সময় হাজারদুয়ারি নিয়ে যাওয়া হবে। আরেকবার হইহই করে করে উঠল মেয়েগুলো। স্ট্যান্ডে সবাই এই বাসের দিকে তাকিয়ে আছে। কুশের খুব ভাল লাগল মেয়েগুলোকে দেখে। এরা কী প্রাণবন্ত। আসলে মনে হয়, এদের জীবনে কোনও দুশ্চিন্তা নেই। তাই এত হাসিখুশি থাকতে পারে।

মিসেস মিত্রর সঙ্গে কিস্টিদা কথাই বলে যাচ্ছে, "আপনি কি এই প্রথম বহরমপুরে এলেন?"

"না, এ নিয়ে তিনবার এলাম। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে একবার এসেছিলাম লালবাগে। হাজারদুয়ারি দেখার জন্যে। লালদিঘি বলে একটা জায়গায় হোটেলে ছিলাম। গতবছর আরও একবার এসেছিলাম। স্টেশনের কাছে হাসপাতালে। তবে খুব অল্প সময়ের জন্য ছিলাম।"

দু'জনের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকাল কুশ। এই রে, এগারোটা বেজে গেছে। ও নিজে কী করে বালুরঘাটে যাবে? বাসের কোনও দেখা নেই। বিকেল-বিকেল পৌঁছতে না পারলে ওদিকে চিন্ময়সারেরও মাথা খারাপ হয়ে যাবে। হেডসার এবার টিম পাঠাতে চাননি। টিম পাঠানোর অনেক খরচ। গেলবার পুরুলিয়ায় টিম পাঠানোর পর স্পোর্টস ফান্ডের টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে স্কুলের অ্যানুয়াল স্পোর্টস করা যায়নি, হেডসারকে অনেক কথা শুনতে হয়েছিল। কিন্তু এবার চিন্ময়সার অনেক করে বুঝিয়েছেন, "আমাদের টিম শিওর চ্যাম্পিয়ান হবে সার। কুশ আছে। কল্লোল আছে। আর আছে কিংশুক। এরা তিনজনই যথেষ্ট। দেখবেন সার, অন্য সব টিম তোপের মুখে উড়ে যাবে।"

তখন হেডসার বলেছিলেন, "ঠিক আছে, যাও। তবে আমি টাকাপয়সা বেশি দিতে পারব না। নিজে কিছু জোগাড় করো।"

কেউ কিছু না বললেও কুশ জানে, সার কয়েক জায়গায় গিয়ে হাত পেতেছেন। এই

BanglaBook.org

একটু আগেই কিস্টিদা বলল, চিন্ময়সার ওদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই সাহায্য চাইতে। কল্লোলের বাবাও কিছু টাকা দিয়েছেন। খুব আশা করে সার টিম নিয়ে গেছেন। কুশের ওপর ভরসা করে আছেন। এখন ঠিক সময়ে যদি ও পৌঁছতে না পারে, সার মুখ দেখাতে পারবেন না অন্যদের কাছে। কথাটা মনে হতেই ছটফট করতে লাগল কুশ।

এই সময় কিস্টিদার সঙ্গে চোখচোখি হয়ে গেল। এতক্ষণ বোধ হয় মনেই ছিল না ওর কথা। কিস্টিদা গলা তুলে ডাকল, "এই কুশ এদিকে আয়। তোর সঙ্গে তিতলির আলাপটা করিয়ে দিই।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিস্টিদার পাশে গিয়ে দাঁড়াল কুশ। ও স্পষ্ট বুঝতে পারল, ওকে দেখেই মিসেস মিত্র চমকে উঠলেন। তিতলির সঙ্গে কিস্টিদা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। ওর নামে বাড়িয়ে-বাড়িয়ে অনেক কিছু বলছে। তিতলি হাসি-হাসি মুখ করে তাকিয়ে রয়েছে। কুশ আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, ভদ্রমহিলা তখনও অবাক দৃষ্টিতে ওকে দেখছেন। কুশ একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল। ওর পরনে শস্তার জামা। কাঁধে অল্প দামের কিট ব্যাগ। তাও কেনা নয়, কোথায় যেন প্রাইজ পেয়েছিল। হয়তো ওকে দেখে মিসেস মিত্র করুণাই বোধ করছেন।

কিস্টিদা চুপ করে যাওয়ার পর মিসেস মিত্র বিড়বিড় করে বললেন, "ইস, স্বাতীর মুখখানা যেন কেটে বসানো। ভাগ্যিস, এখানে বাসটা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল।" তারপরই কুশের কাঁধে হাত দিয়ে উনি বললেন, "তোমার নামটা কী যেন বললে বাবা?"

"কুশগ্রাহী সেনগুপ্ত।"

"তোমার মায়ের নাম কি স্বাতী সেনগুপ্ত?

"হ্যাঁ, আপনি কী করে জানলেন?"

"তোমার বাবা কি কুশেশ্বর সেনগুপ্ত?"

"হ্যাঁ। আপনি কি আমার বাবা-মাকে চিনতেন?"

"মাই গড। এমন ঘটনাও পৃথিবীতে ঘটে? আমি যে হন্যে হয়ে এতদিন তোকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম বাবা।"

BanglaBook.org

২

ব্রিজের ওপর দিয়ে বাসটা খাগড়া ঘাটের দিকে এগোচ্ছে। ড্রাইভারের পাশের জানালা দিয়ে কুশ একবার উত্তর দিকে তাকাল। নীচে ভাগীরথীর জল বয়ে যাচ্ছে। সারি সারি ঘাট। স্নান করছে অনেক লোক। ঘাটের দিকে তাকিয়ে কেন জানে না, হঠাৎ কুশের মনে হল, ও চিরদিনের জন্য বহরমপুর ছেড়ে যাচ্ছে। একটু আগে মিসেস মিত্র ওকে বাসে তুলে নিয়েছেন। কিস্টিদাকে বলেছেন, "আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। বালুরঘাটে

আমাদের নেওয়ার জন্য অর্গানাইজাররা অপেক্ষা করবেন। ওরা নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও ছেলেদের থাকার ব্যবস্থা করবেন। কুশকে আমার জিম্মায় নিয়ে নিচ্ছি। আপনি ওর দিদি-জামাইবাবুকে আমার কথা বলবেন। ফেরার সময় আমি অবশ্যই ওদের সঙ্গে দেখা করে যাব।"

বাসের ভেতর কয়েকটা মেয়ে গান শুরু করে দিয়েছে। ড্রাইভারের কেবিনে বসে কুশ ওদের কোরাস শুনতে পাচ্ছে। দরজার সামনের সিটে মিসেস মিত্র বসে। গান শুনে মিটি মিটি হাসছেন। তিতলির কানে হেড ফোন। ওয়াকম্যানে গান শুনছে। চোখ ফিরিয়ে কুশ সামনের রাস্তার দিকে তাকাল। বাসে এয়ারকন্ডিশন করা আছে মনে হয়। বাইরের হলকাটা এখন গায়ে লাগছে না। কুশ মনে মনে হিসেব করল, মালদহে পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা দেড়টা হয়ে যাবে। সেখান থেকে বালুরঘাটে প্রায় আড়াই ঘণ্টা। হাইওয়ে ফাঁকা থাকলে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু কোনও কারণে জ্যাম হয়ে গেলে ভোগান্তির একশেষ।

বাসের দুলুনি আর ঠাণ্ডা পরিবেশে কুশের চোখ বুজে এল। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি। অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন খেয়ে লোকেরা গেল রাত প্রায় বারোটা নাগাদ। সাগরপাড়া থেকে আসা জামাইবাবুর কয়েকজন আত্মীয় রয়ে গেল। তাদের শোয়ার জন্য চিলেকোঠার ঘরটা কুশকে ছেড়ে দিতে হল। ছাদে দেড়টা নাগাদ একটা শতরঞ্চি পেতে ও ঘুমনোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গরমে বারবার ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে।

ঢুলুনির মাঝেই কুশ ড্রাইভারের গলা শুনতে পেল, "দাদাবাবু, ও দাদাবাবু, ঘুম পেলে আপনি পেছনের কোনও সিটে চলে যান। ড্রাইভারের পাশে কেউ ঘুমোলে ড্রাইভারের চোখে ঘুম এসে যায়। অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে।"

কুশ খুব লজ্জায় পড়ে গেল কথাগুলো শুনে। তাড়াতাড়ি ও বাসের ভেতরের দিকে তাকাল। অন্য কেউ কথাগুলো শুনতে পায়নি তো? ভেতরের দিকে তাকাতেই ও দেখল মিসেস মিত্র হাত নেড়ে ওকে উঠে আসতে বলছেন। তার মানে, ড্রাইভারের কথাগুলো উনি শুনতে পেয়েছেন। খুব লজ্জিত মুখে ও উঠে এল ড্রাইভারের কেবিন থেকে। জানালার দিকে সরে গিয়ে মিসেস মিত্র ওকে বসার জায়গা করে দিলেন।

একটু আগেই প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছিল কুশের। কিন্তু জায়গা বদল করার সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেল। বসে বসে ও ভাবতে লাগল, পৃথিবীটা কী অদ্ভুত জায়গা। ও এখন মায়ের ছেলেবেলার বন্ধুর পাশে বসে আছে। মায়ের মুখে কুশ অবশ্য দু-একবার রঞ্জুমাসির কথা শুনেছে। মায়ের যখন খুব টাকার দরকার হত, তখন রঞ্জুমাসির কাছে টাকা চেয়ে পাঠাতেন। দু-চারদিনের মধ্যে টাকা এসেও যেত। সেই রঞ্জুমাসিই যে বেলতলা গার্ল্‌স স্কুলের টিচার সুরঞ্জনা মিত্র, তা কুশ কী করে জানবে?

BanglaBook.org

বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে মিসেস মিত্র কিস্টিদাকে একটু আগে পুরনো কথা বলছিলেন। মা যখন হাসপাতালে ছিলেন, সেই সময় নাকি কলকাতায় রঞ্জুমাসির কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন। আমার যদি কিছু হয়ে যায়, তা হলে তুই কুশকে দেখিস। তোর হাতে ওকে

দিয়ে গেলাম। ছেলেটার মধ্যে অনেক ট্যালেন্ট আছে। তোর তো ছেলেপুলে নেই। আমার ছেলেটাকে তুই মানুষ করে দিস। মায়ের অসুখের খবর পেয়েই নাকি রঞ্জুমাসি ছুটে এসেছিলেন বরকে সঙ্গে নিয়ে। হাসপাতালে মায়ের মৃত্যুর খবরটা পেয়ে সৈদাবাদে যান। কিন্তু সেখানে কুশকে পাননি। পাবেন কী করে? সেই সময় তো হবিষ্যি করানোর জন্য কুশকে দিদি শ্বশুড়বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল।

মায়ের বন্ধু তো মায়েরই মতো। মা একবার বলেছিলেন, "তোর রঞ্জুমাসির বর অনেক টাকা ইনকাম করে। রঞ্জুর চাকরি করার কোনও দরকার নেই।" কুশের খুব জানতে ইচ্ছে করল, তা হলে কেন রঞ্জুমাসি চাকরি করেন? কিন্তু এত অল্প পরিচয়ে এসব কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। কুশ তাই জানলার দিকে তাকিয়ে রইল। রাস্তার দু'পাশে ধানের খেত। ধান কাটার সময় হয়ে এল।

"জানিস কুশ, তোর বাবাও দারুণ ফুটবল খেলত।"

পাশ থেকে রঞ্জুমাসির কথাটা শুনে কুশ অবাক হয়ে তাকাল। মায়ের মুখে কখনও এ-কথাটা শোনেনি। ছেলেবেলায় কুশ যখন বাবার কথা জিজ্ঞেস করত, তখন মা খালি কাঁদতেন। একটু বড় হওয়ার পর বাবার কথা উঠলেই মা এড়িয়ে যেতেন। কুশের কোনও ধারণা নেই, বাবা কবে থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো রঞ্জুমাসি সেসব কথা জানেন। পুরনো কথা জানার লোভে কুশ জিজ্ঞেস করল, "বাবার খেলা আপনি দেখেছেন?"

"না, দেখিনি। তবে অনেকের মুখে শুনেছি। তোর বাবাকে মোহনবাগান ক্লাবে ডেকেছিল। কিন্তু জাহাজে চাকরি পেয়ে যাওয়ায় তোর বাবা আর খেলতে পারেনি। তুই চেহারাটা মায়ের মতো পেয়েছিস। কিন্তু গুণগুলো বাবার মতো।"

কথাটা শুনে কুশের খুব ভাল লাগল। কৌতূহলবশত ও জিজ্ঞেস করল, "আমার মায়ের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব হল কী করে?"

"ছেলেবেলায় যে আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম। আমরা একই স্কুলে এক ক্লাসে পড়তাম। তোর দাদু, মানে মায়ের বাবা খুবই বড়লোক ছিলেন। স্বাতী খুব আদরে মানুষ হয়েছে ছেলেবেলায়। একমাত্র মেয়ে। রোজ গাড়ি করে স্কুলে যেত। সেই গাড়িতে ও প্রতিদিনই আমাকে তুলে নিত। তখন আমাদের অবস্থা ভাল ছিল না। তোকে বলতে তো কোনও অসুবিধে নেই। তোর মায়ের মনটা এত ভাল ছিল, আমি যখন যা চাইতাম, তা ওর কাছ থেকে পেয়ে যেতাম। কতদিন ও আমার স্কুলের মাইনে দিয়েছে, তুই ভাবতে পারবি না। তোর মায়ের শেষ সময়ে আমি কিছুই করতে পারলাম না, এ দুঃখ আমার জীবনেও যাবে না।"

"আর দাদুর বাড়ির কেউ নেই?"

"তোর মামাটা ছিল খুব বদমাশ টাইপের। তোর দাদুর সব সম্পত্তি উড়িয়ে দিল। এমনকী, তোর মায়ের অংশটাও। আমি চিঠিতে তোর মাকে সব জানালাম। তোর মা কী উত্তর দিল জানিস? সম্পত্তির প্রতি আমার কোনও লোভ নেই। ওই সম্পত্তি যদি তোর মা নিত, তা হলে অমন কষ্ট পেয়ে তো মাকে মরতে হত না।"

BanglaBook.org

"মামারা কেউ বেঁচে নেই?"

"কে জানে? সম্পত্তি বেচে কোথায় যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, আমরা জানতেও পারলাম না। তোর বাবা আগে তোর মাকে নিয়ে কলকাতার বেলভিডিয়ারে থাকত। সেখানে কতদিন আড্ডা মারতে গেছি। তার পর তোর বাবার মাথায় কী ঢুকল কে জানে? একদিন এসে বলল, কারও গোলামি করব না। জাহাজ কোম্পানি থেকে সব পাওনাগণ্ডা বুঝে নিয়ে ওদের কোয়ার্টারটাও ছেড়ে দিল। তোর মাকে নিয়ে চলে এল পৈতৃক বাড়িতে, বহরমপুরের খাগড়ায়। কী একটা ব্যবসা করতে নেমে প্রচুর টাকা লোকসান দিল।"

"তারপর?"

"তারপর কী মতিগতি হল, বলল জাহাজের চাকরিতেই ফিরে যাবে। সেই যে গেল, আর তার কোনও খোঁজ নেই।"

"মা খোঁজাখুজি করেনি?"

"করেছে। জাহাজ কোম্পানি থেকে বলল, তোর বাবা ব্যাঙ্কক অবধি গিয়েছিল। তারপর কাউকে কিছু না জানিয়ে জাহাজ থেকে নেমে যায়। কোম্পানির লোকেরাই উলটে তোর মাকে ভয় দেখাল, তোর বাবার নামে ওয়ারেন্ট বের করেছে। ধরা পড়লেই গ্রেফতার হবে।"

কুশ অবাক হয়ে বাবার কথা শুনছিল। সত্যিই তো, মায়ের পক্ষে একা কতটা খোঁজা আর সম্ভব ছিল তখন। ও কী-একটা কথা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তিতলিকে উঠে আসতে দেখে চুপ করে গেল। কান থেকে হেড ফোনটা খুলে ফেলেছে। ওর এক হাতে ওয়াকম্যান। অন্য হাতে বাসের রড ধরে দাঁড়িয়ে তিতলি বলল, "দিদি শোভনার শরীরটা বোধহয় ভাল নেই। বমি করছে।"

কথাটা শুনেই রঞ্জুমাসি উঠে দাঁড়ালেন। উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, "পেট্রোলের গন্ধ ওর সহ্য হয় না। এক কাজ কর। আমার কাছে ট্যাবলেট আছে। একটা ওকে খাইয়ে দে। বমির ভাবটা কমে যাবে।"

সাইড ব্যাগ খুলে রঞ্জুমাসি ট্যাবলেট বের করে দিতেই তিতলি ফের বাসের পেছন দিকে চলে গেল। সিটে বসে রঞ্জুমাসি বললেন, "ট্রেনে করে এলেই বোধহয় ভাল হত। রাতে শেয়ালদা থেকে গৌড় এক্সপ্রেসে চাপতাম। ভোরবেলায় মালদা পৌঁছে যেতাম। আরামে জার্নি করা যেত।"

কুশ বলল, "সময়ও কম লাগত।"

"আরে, হেডমিস্ট্রেসের মাথায় বাসের কথাটা কে চাপাল কে জানে? উনি বললেন, স্কুলের অতগুলো বাস। একটা নিয়ে চলে যাও। দিনের বেলায় জার্নি। ঠিক পৌঁছে যাবে। বাসে আসার এত হ্যাপা কে জানত? আবার দ্যাখ, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। বাসে যদি না আসতাম, তা হলে হয়তো তোর খোঁজই পেতাম না।"

"আমার খোঁজ করছিলেন কেন?"

"তোকে আমার কাছে রাখবার জন্য। কী রে, আমার কাছে থাকবি?"

BanglaBook.org

আজ বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েই কিস্টিদা বলছিল, বহরমপুরে পড়ে থাকলে কোনও লাভ হবে না। ফুটবলার হিসেবে যদি নাম করতেই হয় কলকাতায় গিয়ে থাকতে হবে। কত সুযোগ কলকাতায়। কত ক্লাব। প্লেয়াররা নাকি অনেক টাকাও পায় ভাল খেলতে পারলে। কল্লোল মাঝেমধ্যে কলকাতায় যায়। ও এসে গল্প করে। ওর বাবা একটা ফ্ল্যাট কিনে রেখেছেন সল্টলেকে। বলেছেন, হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পরই ওকে কলকাতায় পড়তে পাঠাবেন।

"কী রে, উত্তর দিচ্ছিস না যে। মাসির কাছে থাকতে পারবি না?"

কুশ সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "পারব।"

"কলকাতায় কখনও গেছিস?"

"হ্যাঁ একবার। তবে কলকাতার ভেতরে ঢুকিনি। সল্টলেক স্টেডিয়ামের পাশে সাই কমপ্লেক্স। ওখানে তিনদিন ছিলাম। সাব জুনিয়ার ফুটবল খেলার জন্য। আপনার বাড়ি কলকাতার কোথায়?"

"দূর বোকা, আমাকে আপনি করছিস কেন? আমাকে রঞ্জুমাসি বলে ডাকবি। কলকাতায় আমাদের দু'টো বাড়ি। একটা চেতলায়। নাম শুনেছিস?"

"না। জায়গাটা কোন দিকে? পাতাল রেল যায়?"

"পাশ দিয়ে যায় না। তবে কাছ দিয়ে যায়। পাতাল রেলে উঠতে গেলে তোকে অটো রিকশা ধরে রাসবিহারীর মোড়ে আসতে হবে। চেতলা হল কলকাতা শহরের দক্ষিণ দিকে। খুব ভাল জায়গা। কাছেই কালীঘাটের মন্দির। কেওড়াতলা শ্মশান। চিড়িয়াখানা। রেস কোর্স...মানে যেখানে ঘোড়দৌড় হয়।" আমাদের অন্য বাড়িটা সল্ট লেকে। এখন সেখানে থাকি।"

কুশ আস্তে-আস্তে সহজ হচ্ছে রঞ্জুমাসির কাছে। কথা বলার ফাঁকে ও একবার পেছন দিকে তাকাল। মেয়েরা হইহুল্লোড় বন্ধ করেছে। পুরো বাসটাতেই কেমন যেন ঝিমুনির ভাব। এ ওর কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। কেউ বই পড়তে-পড়তে নখ খাচ্ছে। হঠাৎ স্পিড কমিয়ে বাসটা দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে চৌরাস্তার মোড়। একটু জ্যামের মতো হয়েছে। আশপাশে অনেক দোকান। রাস্তায় মাইল স্টোনে কুশ দেখল মালদহ এখনও প্রায় বত্রিশ কিলোমিটার।

বাসটা দাঁড়িয়ে থাকার সময়ই ড্রাইভারের হেল্পার দরজা খুলে নীচে নেমেছে। কুশ দেখল একটা রোগাপটকা ছেলে লোকটার সঙ্গে কথা বলছে। পাশেই বাচ্চা কোলে দাঁড়িয়ে এক গ্রাম্য মহিলা। মাথায় ঘোমটা এমনভাবে দেওয়া মুখ দেখা যাচ্ছে না। রোগা ছেলেটা হেল্পারের কাছে কাকুতি মিনতি করছে। হেল্পার ঘাড় নেড়ে না করে দিচ্ছে। শেষে ছেলেটাকে নিয়ে ও বাসের ভেতরে উঠে এল। রঞ্জুমাসিকে বলল, "দিদিমণি, এই ছোকরা আর ওর বউ লিফ্‌ট চাইছে। বাচ্চার জ্বর। হাসপাতালে নিয়ে যাবে। বেলা দশটা থেকে নাকি দাঁড়িয়ে আছে। কোনও বাস নেই। কী করব, বলুন।"

রঞ্জুমাসি বললেন, "যাবে কোথায়?"

BanglaBook.org

"বলছে তো মালদার কাছে।"

"কতক্ষণ লাগবে রে?"

"মিনিট পঁয়তাল্লিশ।"

ছেলেটা হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি না। দেখেই মনে হয় খেতমজুরের কাজ করে। বন্যার সময় বহরমপুরে এইরকম মুখ অনেক দেখতে পায় কুশরা। ভাগীরথীর ওপার থেকে এরা দলে দলে আসে। হয় ভিক্ষে করতে, না হয় মুনিশ খাটতে। ছেলেটাকে দেখে বোধহয় মায়া হল রঞ্জুমাসির। হেল্পারকে বলল, "তুলে নে। ড্রাইভারের কেবিনে তো জায়গা আছে। বাচ্চার জ্বর বলছে।"

হেল্পার বলল, "এই তোরা তাড়াতাড়ি উঠে আয়। জ্যাম ছেড়েছে।"

ছেলেটা আর তার বউ বাসে উঠে ড্রাইভারের কেবিনে ঢুকে গেল। হেল্পার ছেলেটা কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আবার বাস ছুটল মালদার দিকে। বেলা প্রায় একটা। আকাশে মেঘ। রোদের তেজ এখন অনেক কম। হাইওয়েটা এই সময় ধূ ধূ করছে। উলটো দিক থেকে কদাচিৎ একটা ট্রাক হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে। কুশের চোখ ফের বুজে এল। ইস, ঘুমটা আর আজ ছাড়ছে না। কুশ মনে মনে ঠিক করে নিল, বালুরঘাটে পৌঁছেই ও একচোট ঘুমিয়ে নেবে।

"তোদের ফুটবল খেলার প্রাইজ দিতে কে আসছে জানিস?"

রঞ্জুমাসির প্রশ্নটা শুনে কুশ বলল, "না, জানি না।"

"চুনী গোস্বামী। স্কুল গেম্‌স ফেডারেশনের অফিসে সেদিন গেছিলাম। কবিতাদির মুখে শুনলাম। ফাইনালের দিন সকালে উনি বালুরঘাট পৌঁছবেন। তোদের টিমটা কেমন রে কুশ? ফাইনালে উঠতে পারবি?"

কুশ বলল, "মনে হয়। গেলবার আমরা সেমিফাইনালে হেরে গেছিলাম।"

"ফেডারেশনের অফিসে আরও কী শুনলাম জানিস। বালুরঘাটে যারা ভাল খেলবে তাদের ইন্ডিয়ান স্কুল টিমে ডাকা হবে। তুই ভাল করে খেলিস। তোর বাবা আর চুনী গোস্বামী একই সঙ্গে আশুতোষ কলেজের টিমে খেলেছেন। নাম বললে নিশ্চয়ই তোর বাবাকে চুনী গোস্বামী চিনতে পারবেন।"

কুশ অবাক হয়ে গেল কথাটা শুনে। চুনী গোস্বামীর সঙ্গে একই টিমে বাবা খেলতেন! রঞ্জুমাসি নিশ্চয়ই বানিয়ে বলছেন না। বানিয়ে বলে ওঁর কী লাভ। আজ রঞ্জুমাসির সঙ্গে দেখা না হলে তো ও কিছুই জানতে পারত না। মা কোনওদিন বলেনি। এখন হঠাৎ যদি এসব কথা ও কল্লোল বা কিংশুকদের বলতে যায়, তা হলে কেউ বিশ্বাস করবে না। কুশ মনে মনে ঠিক করল, ওদের টিমটাকে যে করেই হোক ফাইনালে তুলতেই হবে। তারপর প্রাইজ নেওয়ার সময় ও চুনী গোস্বামীর কাছে জানতে চাইবে, বাবাকে উনি চিনতেন কি না।

কিন্তু ওঁর মতো অত বড় ফুটবলার কি পাত্তা দেবেন? বছরতিনেক আগে একটা খুব বিচ্ছিরি অভিজ্ঞতা হয়েছিল কুশের। ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের মাঠে খেলতে এসেছিলেন বিজয়ন।

BanglaBook.org

চিন্ময়সার সেই ম্যাচটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কুশ তখন ক্লাস সেভেনে পড়ে। ওহ, কী ড্রিব্‌ল! কী পাস! খেলার পর ক্লাবের ভেতরে ওকে নিয়ে গিয়েছিলেন চিন্ময়সার। বলেছিলেন, "বিজয়নের সঙ্গে একটা ছবি তুলে রাখ। ওর থেকেও তোকে বড় প্লেয়ার হতে হবে।"

তা, সেদিন ক্লাবের ভেতর বিজয়নকে নিয়ে খুব হুড়োহুড়ি। চিন্ময়সার ছবি তোলার কথা বলতেই বিজয়ন খুব বাজে ব্যবহার করেছিলেন। হয়তো মেজাজটা ভাল ছিল না। চিন্ময়সার মুখ নিচু করে ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তার পর হাঁটতে হাঁটতে ওকে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন একেবারে ব্রিজের ওপর। কুশের খুব খারাপ লেগেছিল সেদিন। ওর না হয় লোকের মেজাজ সহ্য করার অভ্যেস আছে। কিন্তু চিন্ময়সারকে তো সবাই খুব শ্রদ্ধা করে। চিন্ময়সার তাচ্ছিল্যটা সহ্য করতে পারেননি। ব্রিজে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর শুধু একটা কথা বলেছিলেন, "চল জয়কালীবাড়ি চল। তোকে আজ একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।"

ব্রিজ থেকে নেমে একটা রিকশা ধরে দু'জনে জয়কালীবাড়ি গিয়েছিল। কালীমায়ের সামনে দাঁড়িয়ে চিন্ময়সার বলেছিলেন, "তোকে আজ শপথ করতে হবে, বিজয়নের থেকে বড় প্লেয়ার হবি। যদি হতে পারিস বল, তোর পেছনে সময় দেব। না হলে আজ থেকে তোর সঙ্গে আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।" মন্দিরে তখন সন্ধ্যারতি শুরু হয়েছে। কুশের গা কেমন যেন ছমছম করে উঠেছিল। কিছু না বুঝেই ও প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিল, বিজয়নের চেয়ে বড় প্লেয়ার হবে।

বাসে বসে সেদিনের কথা মনে হতে কুশ হেসে ফেলল। চিন্ময়সার ফুটবল ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। সারের কাছে ফুটবলই ধ্যানজ্ঞান। সার বলেন, একাগ্রতা না থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায় না। মারাদোনা নাকি ফুটবলকে বালিশের মতো মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকতেন ছেলেবেলায়। তা সম্ভব নাকি? ঘুমন্ত অবস্থায় ফুটবল মাথায় থাকবে? মাথা তো গড়িয়ে পড়ে যাবে।

ফুটবলের জন্য চিন্ময়সার বাড়িতে বকুনিও খান। আগে রোজ সকালে সার ওদের প্র্যাকটিস করাতেন স্কোয়ার ফিল্ডে। প্র্যাকটিসে আসার সময় বাজারের থলে সাইকেলের ক্যারিয়ারে রেখে দিতেন। স্কোয়ার ফিল্ডের পাশেই বাজার বসে। বাড়ি ফেরার সময় রোজ সকালে সার বাজার করে ফিরতেন। এখন বহরমপুরে স্টেডিয়াম হয়ে গেছে। প্র্যাকটিস হয় বাবুলবোনা রোডের ওদিকে স্টেডিয়ামে। সার অর্ধেক দিন বাজার করতেই ভুলে যান। মনে করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বটা সারের স্ত্রী দিয়েছেন কুশকে। ও রোজ বাড়ি ফেরার পথে সারকে নিয়ে বাজারে ঢোকে।

বাসে বসে চিন্ময়সারের পাগলামির কথা মনে পড়তেই কুশ হেসে ফেলল। সঙ্গেসঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়ে গেল রঞ্জুমাসির। আরে, রঞ্জুমাসি এতক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে ছিলেন নাকি? জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, হঠাৎ কোনও মজার কথা মনে পড়ে গেছে বুঝি?"

কুশ বলল, "না।"

BanglaBook.org

"তুই যে দিদির কাছে থাকিস, তার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?"

"খাগড়ায়।"

"ও বাড়িতে কে-কে থাকে রে?"

"দশ-বারোজন।"

"তোর ওখানে থাকতে অসুবিধে হয় না?"

হয় না আবার? প্রচণ্ড অসুবিধে হয়। জামাইবাবুর ভাই দুটো খুব হিংসুটে। বাড়ির কোনও কাজ করে না। সব খাটাখাটনি ওর ওপর চাপিয়ে দেয়। ওর প্রশংসা কেউ করে ফেললে রক্ষে নেই। নানাভাবে ওকে জব্দ করার ফন্দি খোঁজে। এসব কথা রঞ্জুমাসিকে বলা যায় না। কুশ বলল, "না, আমার কোনও অসুবিধে হয় না। দিদির বাড়ির সকলেই খুব ভাল। আর সবচেয়ে ভাল লাগে দিদির ছেলে কুট্টুসকে।"

"বাঃ, নামটা বেশ সুন্দর তো। কে দিল রে। কত বয়স বাচ্চাটার?"

"এই ছোট্ট...এক বছরও হয়নি। নামটা আমি দিয়েছি। টিনটিন থেকে। খুব কুট করে কামড়ে দেয় সবাইকে।"

বাসের স্পিড কমছে। রাস্তার ধারে হঠাৎ বাসটাকে দাঁড়িয়ে যেতে দেখে কুশ অবাক হল। কোনও কলকব্জা বিগড়ে গেল নাকি? তা হলে মুশকিল! ধারেকাছে কোথাও গ্যারেজ নেই। মেকানিক ডাকতে সেই মালদা যেতে হবে। কেবিনের ভেতর থেকে মিনিট কয়েক কোনও সাড়াশব্দ নেই। রঞ্জুমাসি বেশ জোরেই বললেন, "এই জগন্নাথ, কী হল রে? বাসটা দাঁড়িয়ে পড়ল কেন?"

বাস দাঁড়িয়ে পড়ায় মেয়েরাও কলকল করতে শুরু করেছে। মোটা মতো মেয়েটা বাসের মাঝামাঝি জায়গায় বসেছে। একজনের হাত থেকে জলের বোতল কেড়ে নিয়ে ও ঢকঢক করে মুখে ঢালছে। এই নিয়ে দু'জনের মধ্যে বোতল কাড়াকাড়ি চলছে। অন্য মেয়েরাও ওদের উৎসাহ দিচ্ছে। ঠিক ওই মুহূর্তে কেবিনের দরজা খুলে রোগাপটকা ছেলেটা বেরিয়ে এল।

হাতে পিস্তল। ওই সরু গলা থেকে বাজখাঁই আওয়াজ বের করে বলল, "এই মেয়েরা, যার যা আছে, বের করে দাও। না দিলে কিন্তু লাশ ফেলে দেব।"

BanglaBook.org

৩

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কেবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল আরেকটা ছেলে। পরনে হাফপ্যান্ট আর একটা টি-শার্ট। একটু আগে এই ছেলেটাই তা হলে শাড়ি পরে ঘোমটা দিয়ে মুখ আড়াল করে, বউ সেজে উঠেছিল। ছেলেটার কোলে বাচ্চাটা কই? কুশ মনে করতে পারল না, বাচ্চাকে ও দেখেছিল কি না? কোলে চাদর মোড়ানো একটা কিছু ছিল। কেউ তখন এই দু'জনকে অবিশ্বাস করেনি।

দ্বিতীয় ছেলেটা বেরিয়ে আসতেই, রোগাপটকা ছেলেটা বলল, "এই শঙ্কু, তুই চটপট মেয়েগুলোর কাছ থেকে গয়নাগুলো হাতিয়ে নে। এই মেয়েরা, লক্ষ্মীসোনার মতো যার গলায়, হাতে, আঙুলে যা আছে খুলে খুলে দিয়ে দাও। না হলে...বুঝতেই পারছ কী হতে পারে?"

ড্রাইভারের ঠিক পেছনের সিটে যে দুটো মেয়ে বসে ছিল, তাদের গলা থেকে সোনার চেনগুলো টেনে ছিঁড়ে নিল শঙ্কু বলে ছেলেটা। মেয়ে দুটো ব্যথা পেয়ে ককিয়ে উঠতেই পিস্তলধারী ধমক দিয়ে উঠল, "এই চুপ, গলার আওয়াজ বের করলে এখুনি গুলি করে দেব।" ওর ধমকানি শুনে বাসের মেয়েরা চুপ করে গেল। কুশ তখনই টের পেল রঞ্জুমাসির ডান হাতটা ওর বাঁ হাত আঁকড়ে ধরেছে। হাতটা থরথর করে কাঁপছে। ঘাড় ঘুরিয়ে ও দেখল, রঞ্জুমাসির মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

শঙ্কু বলে ছেলেটা বাঁ সারি ধরে এগোচ্ছে। ডান দিকে ওকে কেউ লক্ষ করেনি। কেবিনের দরজার সামনে পিস্তল হাতে ছেলেটা বাসের পেছন দিকে তাকিয়ে। আর সময় নেই। রঞ্জুমাসির কাঁপুনি থামানোর জন্য একটা কিছু ওকে করতেই হবে। কুশ মেপে নিল, বাঁ পা-টা ও যদি ভলি শট করার মতো চালায়, তা হলে ছেলেটার হাত থেকে পিস্তলটা উড়ে যাবে। কথাটা মনে হওয়ামাত্র ও আর দেরি করল না। ডান হাতটা সিটের ওপর ভর দিয়ে বাঁ পা-টা চালিয়ে দিল রোগাপটকা ছেলেটার হাত লক্ষ্য করে। পিস্তলটা কোথায় গিয়ে পড়ল, তা দেখার প্রয়োজন বোধ করল না কুশ। সিট থেকে লাফিয়ে উঠেই ঘুসি চালাল ছেলেটার মুখ লক্ষ্য করে।

ওয়াক করে একটা শব্দ। ছেলেটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে তৃতীয় সিটে বসা একটা মেয়ের ওপর। মেয়েটা সভয়ে চিৎকার করে উঠল। কুশ সঙ্গে সঙ্গে চুলের মুঠি ধরে ওকে টেনে তুলল। ছেলেটার দুটো দাঁত উপড়ে গেছে। মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। রক্ত দেখে মাথায় খুন চেপে গেল কুশের। ঘাড় ধরে ছেলেটার মাথা ও ঠকাস করে ঠুকে দিল লোহার রডে।

শঙ্কু বলে ছেলেটা বোধ হয় বাসের ভেতর আশা করেনি কুশকে। বিপদ বুঝে লাফিয়ে এদিকে আসার চেষ্টা করতেই কুশ চিৎকার করে বলল, "তিতলি, তোমরা ওকে ঘিরে ধরো। আমি আসছি।"

মোটামতো মেয়েটার হাতে তখনও জলের বোতল। সেই বোতল শঙ্কুর মাথায় ও দড়াম করে মারতেই ছেলেটা বসে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে গেল চড়-থাপ্পড় আর লাথি। মেয়েরাই মারতে-মারতে প্রায় আধমরা করে ফেলল শঙ্কুকে। ওকেও চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে কুশ কেবিনের সামনে নিয়ে এল। রোগাপটকা ছেলেটার জ্ঞান নেই। ঘাড় কাত করে পড়ে আছে। ওর অবস্থা দেখে রঞ্জুমাসি ভয়ে ভয়ে বলল, "কুশ বাবা, লোকটাকে মেরে ফিলিসনি তো রে?"

কুশ বলল, "আপনি ঘাবড়াবেন না। এদের কইমাছের জান। চট করে মরবে না। তবে এখনই পুলিশে খবর দিতে হবে।"

BanglaBook.org

বাসের সামনের দিকে চলে এসেছে সব মেয়ে। রঞ্জুমাসিকে ঘিরে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে। শঙ্কু বলে ছেলেটাকে কে আগে মেরেছে, তা নিয়ে দাবি, পালটা দাবি। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "দিদি শোভনার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে। শিগগির এদিকে আসুন।"

রঞ্জুমাসি সিট থেকে উঠে পেছনের দিকে চলে গেলেন। সামনে তিতলিকে দেখে কুশ বলল, "তোমরা একটা কাজ করবে? কয়েকজন মেয়ে নীচে নেমে যাও। কোনও গাড়ি এদিকে আসতে দেখলে, থামানোর চেষ্টা করো। যাতে মালদার কাছাকাছি কোনও থানায় গিয়ে তারা খবর দেয়। ফাঁকা হাইওয়েতে বেশিক্ষণ এভাবে থাকা ঠিক হবে না। কুইক ।"

তিতলি তাড়াতাড়ি কয়েকজন মেয়েকে নিয়ে নীচে নেমে গেল। কুশ আড়চোখে একবার তাকাল ডাকাত দু'টোর দিকে। এমন মার খেয়েছে, এখনই নড়াচড়ার কোনও ক্ষমতা নেই। শঙ্কু বলে ছেলেটা কয়েকজনের গলার চেন আর কানের দুল ছিনতাই করে পকেটে ভরেছিল। সে-কথা মনে হাতেই কুশ ওর পকেট থেকে জিনিসগুলো বের করে নিল। তিনটে চেন, চারটে কানের দুল। কী ভেবে সোনার জিনিসগুলো কুশ পকেটের ভেতর ঢুকিয়ে রাখল।

হঠাৎই ওর ড্রাইভারের কথা মনে হল। কেবিনের দরজা ফাঁক করে কুশ দেখল, হাত আর মুখ বাঁধা অবস্থায় ড্রাইভার স্টিয়ারিংয়ের ওপর পড়ে আছে। কাঁধের কাছে জামায় রক্তের দাগ। ও তাড়াতাড়ি কেবিনের ভেতর ঢুকে দড়ির বাঁধন খুলে দিল। ডাকাত দুটো নিশ্চয়ই বাস দাঁড় করানোর পর ভারী কোনও কিছু দিয়ে ড্রাইভারের মাথায় মেরেছিল। তাই এখন জ্ঞান নেই।

ঘণ্টাখানেক আগে রঞ্জুমাসি ড্রাইভার লোকটাকে একবার ডেকেছিলেন জগন্নাথ বলে। সে-কথা মনে পড়ায় কুশ দু-তিনবার ডাকল, "জগন্নাথদা, ও জগন্নাথদা।" কাঁধ ধরে দু-তিনবার ঝাঁকুনি দেওয়া সত্ত্বেও কোনও সাড় নেই। চোখমুখে জলের ঝাপটা দিলে জ্ঞান ফিরতে পারে। ভেবে কুশ কেবিনের বাইরে বেরিয়ে বলল, "কারও কাছে জলের বোতল আছে?"

মোটামতো মেয়েটা একটা জলের বোতল ছুড়ে দিল। মেয়েটার নাম জানা হয়নি কুশের। কিন্তু ওর সাহস দেখে কুশ মনে মনে তারিফ শুরু করেছে। শঙ্কুর মাথায় জলের বোতল দিয়ে প্রথমে ও না মারলে, অন্য মেয়েরা এগিয়ে আসার সাহস পেত কি না সন্দেহ। রঞ্জুমাসি খুব ব্যস্ত হয়ে ফের কেবিনের ভেতর ঢুকে এল। জগন্নাথ উঃ আঃ করছে। ওর চোখমুখে জলের ঝাপটা দিতেই হাউমাউ করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল।

কুশ বলল, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই জগন্নাথদা। ডাকাত দুটোকে আমরা মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছি। উঠে এসো।"

কেবিনের বাইরে বেরিয়ে এসে কুশ দেখল তিতলিরা গোটাপাঁচেক গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। বাসের নীচে বিরাট জটলা। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক কথা বলছেন

BanglaBook.org

রঞ্জুমাসির সঙ্গে। পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বয়স। তাঁকে ঘিরে বেশ কিছু লোকের ভিড়। নিশ্চয়ই এই অঞ্চলের কেউকেটা হবেন। ওঁকে দেখেই রঞ্জুমাসি বলে উঠলেন, "এই যে...এই হল কুশ। এ আমাদের সঙ্গে না থাকলে আজ ডাকাত দুটো আমাদের সর্বস্বান্ত করে দিত।"

ভদ্রলোক সস্নেহে তাকিয়ে বললেন, "তোমারই নাম কুশ? পিস্তল দেখে তোমার ভয় করল না?"

কুশ বলল, "না সার। আমাদের ওখানে বিবেকানন্দ জিমনাশিয়ামে সেল্‌ফ ডিফেন্সের একটা কোর্স করেছিলাম। তারপর থেকে ভয় কেটে গেছে।"

"বাঃ।" বলেই ভদ্রলোক পকেট থেকে মোবাইল সেট বের করে কোথায় যেন ফোন করলেন। নিচু গলায় কয়েকটা কথা বলে, কুশের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "শুনলাম ফুটবল খেলো।"

তার মানে রঞ্জুমাসি সব বলে দিয়েছেন। কুশ বলল, "হ্যাঁ সার।"

"কোন স্কুলের হয়ে তুমি খেলো?"

"কে এন কলেজিয়েট। বহরমপুরে।"

"আরে, আমিও তো ছেলেবেলায় ওই স্কুলে পড়তাম। আচ্ছা, প্রণবসার এখনও স্কুলে আছেন?"

"হ্যাঁ, সার। উনি এখন আমাদের হেডমাস্টারমশাই।"

"এক্সেলেন্ট। আমার নাম নীলমণি চৌধুরী। আমি ক্লাস টেন পর্যন্ত তোমাদের স্কুলে পড়েছি। তারপর মালদায় চলে আসি। আমার বাবা ছিলেন ডাক্তার। বাবা বদলি হয়ে মালদা হাসপাতালে চলে আসেন। তখন থেকে মালদাতেই আছি। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভাল লাগল কুশ।"

কথা বলার ফাঁকেই উলটো দিক থেকে পুলিশের একটা জিপ আর ভ্যান এসে দাঁড়াল। জিপ থেকে নেমেই একজন পুলিশ অফিসার নীলমণি চৌধুরীকে স্যালুট করে বললেন, "আপনার মেসেজ পেয়েই চলে এলাম সার। কী হয়েছে?"

নীলমণি চৌধুরী বললেন, "হাইওয়েতে আপনাদের পেট্রোলিং ঠিকমতো হয় না। কী আবার, ডাকাতি। দেখুনগে যান, আপনাদের কাজটা অর্ধেক এই বাচ্চাগুলোই করে দিয়েছে।"

কথাটা বলেই পা বাড়ালেন নীলমণি চৌধুরী। লাল আলো লাগানো একটা অ্যাম্বাসাডারে ঢোকার আগে বললেন, "চলি মিসেস মিত্র। চলি কুশ। আশা করছি কাল বালুরঘাটে আবার দেখা হবে।"

পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, "আমি সুব্রত ঘোষ। এখানকার এস পি। কী হয়েছে বলুন তো?"

রঞ্জুমাসি দু-চারটে কথায় পুরো ঘটনাটা জানিয়ে দিতেই উনি বললেন, "দিন পনেরোর মধ্যে এ-ধরনের ঘটনা তিনটে ঘটল। চলুন তো দেখি, ছেলেগুলো কারা?"

এস পি বাসের ভেতর উঠে ছেলে দুটোকে দেখেই বললেন, "আরেব্বাস, কী করেছেন আপনারা! এই ছেলেটাকে ধরার জন্য আমরা গত ছ'মাস হন্যে হয়ে ঘুরছি। নটোরিয়াস

BanglaBook.org

ক্রিমিনাল। এর নাম শাঁকালু ওরফেঁ শঙ্কু। আর অন্য ছেলেটা ল্যাংড়ামন্টু। মাই গড, মালদা জেলা জ্বালিয়ে খাচ্ছিল দু'জনে।"

মিনিট পনেরোর মধ্যেই শাঁকালু আর ল্যাংড়ামন্টুকে জিপে তোলা হল। পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক বললেন, "মিসেস মিত্র, আপনাদের একবার থানায় যেতে হবে। এদের নামে এফ আই আর করতে হবে।"

রঞ্জুমাসি বললেন, "আমরা না গেলে চলবে না?"

"না, যেতেই হবে। মিঃ চৌধুরীকে আপনারা কতটুকু চেনেন, জানি না। আমরা ওঁকে ভয় পাই। আজ বিকেলের মধ্যে উনি একটা রিপোর্ট দিতে বলেছেন। বুঝছেনই তো, আমরা হলাম গিয়ে পাবলিক সারভেন্ট। পান থেকে চুন খসলেই গালাগাল খেতে হয়।"

রঞ্জুমাসি তবুও আরেকবার চেষ্টা করলেন, "আজ বিকেলের মধ্যেই আমাদের বালুরঘাটে পৌঁছতে হবে। প্রায় দুটো বাজে। মেয়েদের লাঞ্চ করাও হয়নি। বুঝতেই পারছেন, তাড়া আছে আমাদের।"

"প্লিজ, চলুন। কথা দিচ্ছি আধঘণ্টার বেশি আপনাদের ডিটেন করাব না। তেমন দেরি হলে কথা দিচ্ছি, আমার অফিসার গিয়ে আপনাদের বালুরঘাটে পৌঁছে দিয়ে আসবে। তা ছাড়া, আপনাদের ড্রাইভার ইনজিওরড। তার ট্রিটমেন্ট করানোর দরকার। আপনি ভয় পাবেন না।"

অগত্যা সবাইকে বাসে উঠতে হল। জগন্নাথকে নিয়ে রঞ্জুমাসি চিন্তা করছিলেন। ও অবশ্য বলল, তেমন কিছু হয়নি। রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে। বালুরঘাটে গিয়ে ডাক্তার দেখালেও চলবে। জিপের পেছন পেছন বাস থানার দিকে রওনা হল। এই সময়টুকুর মধ্যে মেয়েদের সবার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল কুশের। মোটামতো মেয়েটার নাম জয়িতা। ও এসে হ্যান্ডশেক করে বলল, "থ্যাঙ্কস কুশ। তোমার সাহস দেখে আমার খুব ভাল লাগল।"

কুশ বলল, "তুমিও খুব সাহসী। তুমি জলের বোতলটা ছুঁড়ে না মারলে শাঁকালু হয়তো আমাকে কবজা করে ফেলত। পুলিশ যখন ওকে বাস থেকে নামাল, তখন লক্ষ করেছ, ওর পকেট থেকে কী বের করল?"

'দেখেছি। রিভালভার। মাই গড। একটা বড় ধরনের ক্যাজুয়ালটি হয়ে যেত।"

রঞ্জুমাসি বললেন, "আসলে দোষটা আমার। কেন যে তখন গাড়িগাড়ির কথায় ছেলে দুটোকে বাসে তুললাম, কে জানে? যদি আজ কিছু একটা হয়ে যেত, তা হলে আমি গার্জেনদের কাছে কী কৈফিয়ত দিতাম বল তো কুশ?"

তিতলি বলল, "সবই তো হল, ল্যাংড়ামন্টুর পিস্তলটা কোথায় ছিটকে পড়ল, কেউ জানো?"

রঞ্জুমাসি বললেন, "এই, তোরা খুঁজে বের কর। কী সর্বনাশ। পুলিশকে জমা দিয়ে যেতে হবে।"

তিতলি নাটকীয় ভঙ্গিতে পিস্তলটা আঙুলের ফাঁকে তুলে আনল। তারপর কুশের দিকে তাক করে বলল, "তোমার কাছে যা আছে বের করে দাও, না হলে লাশ ফেলে দেব।"

BanglaBook.org

ওর কথা শুনে সকলে হেসে উঠল। কুশ ঠাট্টা করার লোভ সামলাতে পারল না। ভয় পাওয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠল, "আমার কাছে লজেন্স ছাড়া কিছু নেই ল্যাংড়া তিতলি। আমাকে ছেড়ে দাও।"

এভাবে হাসিঠাট্টা করতে করতেই বাস এসে দাঁড়িয়ে পড়ল থানার সামনে। এস পি জিপ থেকে নেমে বললেন, "মেয়েদের কাউকে নামতে হবে না। মিসেস মিত্র, আপনি আর কুশ এলেই চলবে। হ্যাঁ, ড্রাইভারটাকেও আসতে বলুন। কাছেই ডাক্তারখানা আছে। ওর ট্রিটমেন্টটাও করতে হবে।"

রঞ্জুমাসির সঙ্গে কুশ নীচে নেমে এল। সকাল থেকে সব অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনা ঘটছে। বাস মিস করা, স্ট্যান্ডে কিস্টিদার সঙ্গে দেখা হওয়া, রঞ্জুমাসির সঙ্গে দেখা হওয়া, রঞ্জুমাসির সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাওয়া, জ্যান্ত ডাকাতের সঙ্গে মারামারি করা, পুলিশের সঙ্গে থানায় আসা—কোনওটাই সকালে বাড়ি থেকে বেরনোর সময় ও ভাবতে পারেনি। বালুরঘাটের বাসস্ট্যান্ডে নিশ্চয়ই চিন্ময়সার এখন টেনশনে পড়ে গেছেন। সারকে কিছু জানোনোর উপায়ও নেই। মোবাইল ফোন থাকলে না হয় খবর দেওয়া যেত। এই যেমন একটু আগে নীলমণি চৌধুরী কেমন সুন্দর মাঝরাস্তা থেকেই পুলিশের সঙ্গে কথা বললেন। ভদ্রলোক কে, কুশ জানে না। রঞ্জুমাসি হয়তো বলতে পারবেন।

রঞ্জুমাসির সঙ্গে ও সি-র ঘরে ঢোকামাত্র শাঁকালু আর ল্যাংড়ামন্টুকে দেখতে পেল কুশ। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের কাছে এখনও রক্ত লেগে। কপালের কাছটা ফোলা ফোলা। কুশ বুঝতে পারল, ও যখন মাথাটা ঠুকে দিয়েছিল, তখনই কপালটা আলু হয়ে গেছে। মুখ তুলে এই সময় ল্যাংড়ামন্টু একবার কড়া চোখে তাকাল। ওর দৃষ্টি দেখে মনে মনে একটু ঘাবড়ে গেল কুশ। এইসব ক্রিমিনালের সঙ্গে অনেকের যোগাযোগ থাকে। কে জানে, বহরমপুরে লোক পাঠিয়ে বদলা নেবে কি না। হয়তো ওখানেও ওদের হয়ে কেউ কাজটাজ করে।

ডাকাতদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার কথা যদি চিন্ময়সারের কানে যায়, তা হলে খুব বকাকি করবেন। একবার আমবারুণির দিন গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে কুশের সঙ্গে মারামারি হয়েছিল শ্মশানঘাটের গলির কয়েকটা ছেলের সঙ্গে। শুনে চিন্ময়সার ওকেই মারতে বাকি রেখেছিলেন, "তুই ফুটবলার। তোর পক্ষে মারামারি সাজে? ফের যদি তোকে বাজে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে দেখি, আমার কোচিং ক্যাম্প থেকে তোকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেব। আমি কোনও ইনডিসিপ্লিন্ড ছেলে আমার ক্যাম্পে রাখব না।"

কুশ মনে মনে ঠিক করে নিল, এখানকার কথা যাতে চিন্ময়সারের কানে না যায়, তার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। মনটা জোর করে সরিয়ে এনে ও ল্যাংড়ামন্টুর দিকে তাকাল। ভয় পেলে চলবে না। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে সেটা বোঝাতেও হবে। এস পি কথা বলছেন থানার ও সি-র সঙ্গে। ফিরিস্তি নিচ্ছেন, কবে কোথায় ল্যাংড়ামন্টুরা কী করেছে। হঠাৎ ওকে জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়েদের স্কুলের বাসটা যে আসছে, কে তোকে খবর দিয়েছিল?"

BanglaBook.org

ল্যাংড়ামন্টু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। এস পি বাজখাঁই গলায় ধমকে উঠতেই ও মিউ মিউ করে বলল, "বহরমপুর থেকে রুইতন। বাসস্ট্যান্ড থেকেই খবরটা ও পাঠিয়েছিল। তারপরই এখানে আমরা জ্যাম করে বাসটা দাঁড় করিয়ে দিই?"

"হুঁ। আমারও সেরকম সন্দেহ হচ্ছিল। এই রুইতন ছেলেটা কে বলো তো? ভাল নামটা কী বলো।"

"কার্তিক মাইতি।'

"কোথায় থাকে সে?"

"গঙ্গার ধারে, সোনাপাড়ায়।"

এস পি কী যেন ইঙ্গিত করলেন ও সি-র দিকে। ও সি ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। "যা বলছিস, সত্যি বলছিস তো? অ্যাদ্দিন ধরে তোরা যা করছিলি, তিন থেকে সাড়ে তিন বছর নির্ঘাত জেল। কেউ তোদের বাঁচাতে পারবে না। ভাল চাস তো আমাদের সব বলে দে। তোর হাতে নাকি পিস্তল ছিল? গেল কোথায়?"

কুশের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ল্যাংড়ামন্টু বলল, "জানি না।"

"জানি না মানে?"

"হাত থেকে ছিটকে পড়েছিল।"

"তার মানে, বাসেই সেটা পড়ে আছে। কোত্থেকে পাস এইসব আর্মস? আর কী কী তোদের কাছে আছে, কোথায় আছে?"

"আর কিছু নেই সার।"

"চোপ" ধমক শুনে রঞ্জুমাসিও চমকে উঠলেন, "গুল মারার জায়গা পাসনি। এই দিনদশেক আগে মালবাজারে ব্যাঙ্ক রাবারিটা তুই করিসনি?"

"বিশ্বাস করুন, না সার। ওটা হাতকাটা জগার কাজ। আমাকে থাকতে বলেছিল। আমি না করে দিইছি।"

"হ্যাঁ-না পরে হবে। তুই তো বাবা সামান্য সোনার হার আর গয়না চুরি করার জিনিস না। মেয়েদের বাসটা আটকেছিলি কেন বল তো বাবা? আসলে টার্গেটটা কী ছিল?"

"কিছু না সার।"

"উ হুঁ হুঁ হুঁ। মিথ্যে বলছিস। চেপে যাচ্ছিস। যদি না বলিস থার্ড ডিগ্রি। মানে জানিস? কী বাবা শাঁকালু? পুলিশের থার্ড ডিগ্রি মার, কোনওদিনও খেয়েছ?"

শাঁকালু বলল, "সার, আমি মন্টুকে বারণ করেছিলুম। কিডন্যাপের মধ্যে যাস না। সামলাতে পারবি না। ও আমার কথা শুনলই না।"

কিডন্যাপ? কথাটা শুনেই কুশ ঘাবড়ে গেল। অবাক হয়ে পাশে রঞ্জুমাসির দিকে তাকাতেই ও দেখল, মুখটা সাদা হয়ে গেছে। চোখাচোখি হতে বলল, 'কুশ, এসব কী বলছে রে?" কুশ রঞ্জুমাসির হাত চেপে ধরল। ফের থরথর করে কাঁপছে। কাকে কিডন্যাপ করার প্ল্যান করেছিল ল্যাংড়ামন্টু?

BanglaBook.org

প্রশ্নটা একই সঙ্গে এস পি-র মুখ ছিটকে বেরোল। "কে এই মেয়েটা? সুপারিটা কে তোদের দিয়েছিল?"

ল্যাংড়ামন্টু মেঝের দিকে তাকিয়ে। সুপারি কথাটার মানে কুশ বুঝতে পারল না। কোনও সাংকেতিক কথা বোধ হয়। এই ছেলেটা পাক্কা ক্রিমিনাল। এর পেট থেকে কথা বের করা কঠিন। কুশ আগে কখনও থানায় আসেনি। জানেও না, পুলিশ কীভাবে ক্রিমিনালদের সঙ্গে ব্যবহার করে। এস পি-র ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, এখুনি মারধর শুরু হবে। কুশ শুনেছে, পুলিশ নাকি নির্মমভাবে মারে।

দু'জনের কেউ কোনও জবাব দিচ্ছে না। এস পি চিৎকার করে ডাকলেন, "গরান, এই গরান...একবার আয় তো।"

সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় সোয়া ছ'ফুট লম্বা, বিরাট চোহারা একটা লোক ঘরের ভেতর ঢুকে এল। লোকটাকে দেখেই কেঁপে গেল শাঁকালু। ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমি বলছি সার। আমি বলে দিচ্ছি। মেয়েটার নাম তিতলি চ্যাটার্জি।"

মাই গড। কিস্টিদার বোনকে কিডন্যাপ করার প্ল্যান করেছিল এই ক্রিমিনাল দুটো! কেন?

"লক্ষ্মী ছেলে। সুপারিটা কে দিয়েছিল তা হলে বলে ফ্যাল।"

"কলকাতা থেকে একজন। নামটা জানি না সার। রুইতন জানে।"

"প্ল্যানটা কী ছিল।"

"মালদা থেকে কিডন্যাপ করে দিনদশেক কোনও জায়গায় আটকে রাখতে হবে। তারপর কলকাতা থেকে খবর এলে হয় ওকে ছেড়ে দিতে হবে, নয়তো..."

"নয়তো মেরে ফেলতে হবে?"

ঠক করে একটা শব্দ হল। কুশ চমকে উঠে দেখল, রঞ্জুমাসি টেব্‌লের ওপর টলে পড়েছেন। এস পি সাহেবের মনে হয় এতক্ষণে নজর পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে উনি জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন। কয়েক মিনিট পর রঞ্জুমাসি চোখ খুলেই বললেন, "কুশ, চল, আর এক মুহূর্তও আমি থানায় থাকব না।"

কথাটা বলেই রঞ্জুমাসি উঠে পড়লেন। এস পি সাহেব এফ আই আর করার কথা বলতে গেলে, রঞ্জুমাসি বললেন, "মাফ করবেন। আমি অসুস্থ বোধ করছি। আমার পক্ষে এখানে আর এক মুহূর্তে থাকা সম্ভব হবে না।"

ও সি-র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কুশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। থানা কি ভদ্রলোকের জায়গা? পুলিশেরও কাজটা কী বিচ্ছিরি। থানায় না এলে তো জানাই যেত না, কলকাতা থেকে স্কুলের বাসটা যখন রওনা হয়েছে, একদল ক্রিমিনাল তখন থেকেই সেটাকে ফলো করে যাচ্ছে। কী হত, ছেলে দুটো যদি ডাকাতির পর তিতলিকে নামিয়ে নিয়ে যেত? ওইরকম একটা প্রাণবন্ত মেয়ে, তাকে খুন করার ভাবনা কার মাথায় আসতে পারে? নিশ্চয় টাকাপয়সা বা সম্পত্তির ব্যাপার। না হলে মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে না।

থানার সিঁড়ি থেকে নেমে রঞ্জুমাসি বললেন, "কুশ, কী কুক্ষণেই যে স্কুলের এই দায়িত্বটা

BanglaBook.org

নিয়েছিলাম। মেয়েটার সর্বনাশের জন্য আমি বোধ হয় দায়ী হয়ে থাকতাম রে। ভগবান তোকে আজ দেবদূতের মতো আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। উফ, আমাকে ধর। আমার সারাটা শরীর এখনও কাঁপছে। থানায় যা শুনলি, কোনও মেয়ের কানে যেন তা না যায়। মনে থাকবে?"

কুশ ঘাড় নাড়ল। রঞ্জুমাসিকে ধরে ধরে ও বাসের ভেতর তুলে আনল। জগন্নাথের মাথায় বিরাট ব্যান্ডেজ। বাসের সামনে দাঁড়িয়ে ও অপেক্ষা করছিল। রঞ্জুমাসিকে দেখতেই ও ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসল। সিট ছেড়ে কয়েকটা মেয়ে উঠে এসেছে। সবাই জানতে চাইছে, শয়তান দুটোর কী হল? কুশ বলল, "এখন সবাই সিটে গিয়ে বোসো। মালদার ময়ূর হোটেলে লাঞ্চ । তখন জমিয়ে গল্প করা যাবে।"

বাস থানা থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এগনোর পর, পেছন থেকে সাইরেনের মতো শব্দ শুনে কুশ উঠে দাঁড়াল। হুটার চালিয়ে পুলিশের একটা জিপ ছুটে আসছে। জিপটা বাসের সামনে চলে গেল। নিশ্চয়ই এস পি পাঠিয়েছেন। যাক, নিশ্চিন্ত। তা হলে হাইওয়েতে আর বিপদের সম্ভাবনা নেই। সিটে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে কুশ বসল। বেলা আড়াইটে। ছ'টা সাড়ে ছ'টার আগে, বালুরঘাটে পৌঁছনোর কোনও চান্স নেই। হুটারের গাড়ি সামনে সামনে যাচ্ছে। মন্ত্রীদের গাড়ির সামনে যায়।

নিজেকে বেশ ভি আই পি বলে মনে হতে লাগল কুশের।

৪

বাসটা বালুরঘাটে পৌঁছল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময়। বাসস্ট্যান্ডে নামার পরই রিসেপশন বুথে গিয়ে কুশ শুনল, স্কুল গেম্‌সের ফুটবল টুর্নামেন্টটা শহরে হচ্ছে না। গেম্‌সের অন্য সব খেলা হচ্ছে বালুরঘাট শহরে। শুধু ফুটবল খেলাটাই নিয়ে যাওয়া হয়েছে সীমান্তের কাছে হিলিতে। ওখানকার মাঠ নাকি খুব সুন্দর। থাকার ব্যবস্থাও। খবরটা শুনে কুশ মুষড়ে পড়ল। রঞ্জুমাসি তাঁর মেয়েদের নিয়ে চলে যাবেন স্থানীয় কোনও একটা স্কুলে। মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে। তা হলে রাতে কুশ কোথায় থাকবে?

সংগঠকদের একজন বললেন, "ম্যাডাম, এত রাতে এই ছেলেটাকে হিলিতে পাঠানো উচিত হবে না। বর্ডার থেকে ট্রাক আসে। রাস্তাটা অ্যান্টিসোশ্যাল লোকে ভর্তি থাকে। কাল সকাল সাতটায় আমরা একে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।"

রঞ্জুমাসি জেদ ধরে বললেন, "এ আমার ছেলের মতো। একে একা ফেলে আমার পক্ষে কোথাও থাকা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু একে তো আপনাদের সঙ্গে রাখা যাবে না ম্যাডাম? মেয়েদের যেখানে ব্যবস্থা হয়েছে, সেখানে অন্য স্কুলের মেয়েরাও আছে। তাদের টিচাররা কেউ আপত্তি করতে পারেন।"

BanglaBook.org

রঞ্জুমাসি বললেন, "এখানে কোনও হোটেল নেই? থাকলে সেখানে রাখার ব্যবস্থা করুন। যা খরচ লাগবে, আমি দিয়ে দিচ্ছি।"

রিসেপশন বুথের অন্য দিকে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল একটা মেয়ে। সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "আমাকে বলুন তো, কী প্রবলেম হয়েছে?" রঞ্জুমাসি সংক্ষেপে সমস্যাটার কথা বলতেই মেয়েটা বলল, "আরে কুশগ্রাহী সেনগুপ্তের জন্য এক ভদ্রলোক তো বেলা একটা থেকে এখানেই বসে ছিলেন। দাঁড়ান, দাঁড়ান। ভদ্রলোক এখনও হিলিতে ফিরে যাননি। উনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারির বাড়িতে গেছেন। বোধ হয় ফোন করতে। এই খুব কাছেই। একে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি আমি।"

রঞ্জুমাসি বাসে উঠে যাওয়ার পর কুশের মনটা খারাপ হয়ে গেল। অল্প কয়েক ঘণ্টার পরিচয়। কিন্তু তার মধ্যেই খুব আপন বলে মনে হচ্ছিল রঞ্জুমাসিকে। মা আর বাবার সম্পর্কে কত গল্প করলেন। একটা আশ্চর্য কথাও শোনালেন। কুশের জন্ম নাকি এ-দেশে হয়নি। বাবা আর মা তখন জাহাজে। এডেন থেকে মুম্বইয়ের দিকে আসছিল। সেই সময় আরব সাগরেই কুশের জন্ম। এডেন জায়গাটা কোথায় ও জানে না। ও ভেবে রাখল চিন্ময়সারের সঙ্গে দেখা হলে জেনে নেবে।

বাসটা বেরিয়ে যাওয়ার পরই রিসেপশন বুথের মেয়েটার সঙ্গে একটা রিকশায় উঠে চিন্ময়সারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল কুশ। এবার একটু ক্লান্ত লাগছে। সারাটা দিন কম ধকল যায়নি। এখন অবশ্য ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। কেমন যেন ঠাণ্ডার আমেজ। বিকেলে মালদহের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল। নিশ্চয় এখানেও হয়েছে। রাস্তা একটু ভিজে লাগছে। রাস্তাগুলোও কী পরিষ্কার। আগে বহরমপুরের রাস্তা দিয়ে হাঁটা যেত না। এখন মিউনিসিপ্যালিটিতে নতুন লোকজন আসার পর রোজ সকালে আবর্জনা তুলে নিয়ে যায়।

"এই, তোমার অদ্ভুত নামটা কে রেখেছিল গো? বাবা, না মা?"

প্রশ্নটা শুনে কুশ পাশ ফিরে তাকাল। ছোট্ট করে ও উত্তর দিল, "বাবা।"

"আমার নামটা খুব বিচ্ছিরি।"

মেয়েটার নাম জিজ্ঞেস করা হয়নি। ও নিজেও বলেনি। আচ্ছা মজার মেয়ে তো? কুশ বলল, "না তোমার নামটা খুব আনকমন।"

মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "কী করে জানলে? আমি তো নামটা তোমায় বলিনি?"

"এই তো বললে। খুব বিচ্ছিরি। তবে পদবিটা এখনও বলোনি।"

"তুমি না...একটা যাচ্ছেতাই। নিশ্চয়ই ফুটবল খেলো। বাবা বলে, ফুটবল যারা খেলে তাদের ঘিলু বলে কিছু নেই।"

"কথাটা কাকে বলে?"

"দাদাকে। আমার দাদা বালুরঘাট স্কুল টিমের ক্যাপ্টেন। সবসময় ওর মাথায় ফুটবল আর ফুটবল।"

"বিচ্ছিরি, স্কুলে তোমার নামটা কী, তা তো বললে না!"

"অরুণিমা। সবাই আমাকে রুনু বলে ডাকে। এই দেখো না, তোমাদের জন্য এই

BanglaBook.org

ক'দিন আমাকে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত খাটতে হচ্ছে। বাবা বলল, সারা রাজ্য থেকে স্কুলের কত ছেলেমেয়ে আসবে। দেখবি, তোর সঙ্গে অনেকের বন্ধুত্ব হয়ে যাবে।"

"তোমার বাবা কি অর্গানাইজিং কমিটিতে আছেন?"

"তুমি জানো না? আমার বাবাই তো মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। তোমাকে তো আমাদের বাড়িতেই নিয়ে যাচ্ছি।"

কুশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক, চিন্ময়সারকে যদি না পাওয়া যায়, তা হলে জলে পড়ে থাকবে না। একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সকাল থেকে পরপর এমন সব ঘটনা ঘটে গেল, ফুটবল নিয়ে একটু ভাবনাচিন্তা করার সময়ও কুশ পায়নি। গেম্‌সে কতগুলো টিম খেলতে এসেছে, কে কতটা স্ট্রং, কিচ্ছু জানা হয়নি। রুনু বলে মেয়েটা কি কিছু বলতে পারবে? রিসেপশনে ছিল। জানলেও জানতে পারে, কটা স্কুল ফুটবল টিম নিয়ে এসেছে। বাজিয়ে দেখার জন্য কুশ বলল, "তুমি কি জানো, হিলিতে খেলার জন্য ক'টা টিম গেছে?"

রুনু বলল, "মোট আঠারোটা। আজকেই দাদা বাবাকে বলছিল। কলকাতা থেকে নাকতলা হাই স্কুল এসেছে। ওই টিমটাই নাকি চ্যাম্পিয়ান হবে। দাদাটা কী পাজি জানো, বাবাকে বলছিল, "রেফারি ম্যানেজ করতে। এবার নাকি বালুরঘাটের স্কুলকে চ্যাম্পিয়ন করাতেই হবে। হি হি হি। এই সব তুমি কাউকে বলে দিও না যেন।"

রুনুর কথায় বিপদের গন্ধ। তবুও কুশ বলল,"তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, এ-কথা আমি অন্য কাউকে বলব না।"

"তোমার স্কুলের টিমটা কেমন গো?"

"ভাল না।" কুশ ইচ্ছে করেই সত্যি কথাটা বলল না।

রাস্তায় লোকজন খুব কম। এখন প্রায় আটটা। বহরমপুরে খাগড়া বাজার এখনও গমগম করে। দোকানগুলো থেকে আলো ঠিকরে বেরোয়। রাস্তা ঝলমল করে। বালুরঘাটে এসে মনে হচ্ছে, লোকজন সাততাড়াতাড়ি বাড়ি ঢুকে যায়। আকাশটা পরিষ্কার। তারাগুলো ঝিকমিক করছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে কুশ দেখল, পুব দিক থেকে একটা তারা পশ্চিম দিকে ছুটে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আরও একটা। আরও একটা। এরকম ঘন ঘন উল্কাপাত আগে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না।

ওকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রুনু বলল,"তুমি জানো না, আজ আকাশে উল্কাবৃষ্টি হবে?"

"উল্কাবৃষ্টি? তা আবার হয় নাকি?" কুশ বলল,"তুমি কোত্থেকে জানলে?"

"কেন, কাগজেই তো লিখেছে। রাত এগারোটার পর থেকে প্রচুর তারা খসে পড়বে। তুমি পড়োনি?"

সকালে বাসস্ট্যান্ডে কুশ একটা কাগজ কিনেছিল বটে, কিন্তু বাস না আসা নিয়ে এমন উদ্বেগের মধ্যে ছিল, কাগজটা উলটে দেখার সুযোগ পায়নি। এমন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটবে, কিস্টিদারও বলা উচিত ছিল। এ সব খবর কিস্টিদা খুব রাখে। ইন্টারনেট খুঁজে খুঁজে দেখে। রুনু বলল, তারা খসে পড়বে। কোথায় পড়বে? কুশ ভূগোল-বইয়ে পড়েছে

BanglaBook.org

তারাগুলো পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে বটে, কিন্তু বেশিরভাগটাই পৃথিবীতে পড়ে না। তা হলে যায় কোথায়?

আকাশে তারা দেখার ফাঁকেই রিকশা এসে থামল পাঁচিল-ঘেরা একটা বাড়ির সামনে। রুনু লাফিয়ে নেমে বলল, "এসো, বাড়ি এসে গেছে।"

লোহার দরজা ঠেলে বাড়ির ভেতর ঢোকার পর কুশ টের পেল রুনুরা খুব বড়লোক। দরজা ঠেলার শব্দ শুনে বাড়ির ভেতর থেকে ইয়া বড় একটা অ্যালসেশিয়ান ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল। কুশ কুকুরে ভয় পায় না। অ্যালসেশিয়ানটা কাছে এসেই প্রথমে লাফিয়ে রুনুর গা একটু চেটে নিল। তারপর কুশের গায়ে নাক লাগিয়ে গন্ধ শুঁকতে লাগল। রুনু বকাবকি করছে, "এই টিটো, যাও, ঘরে যাও। না হলে খুব রাগ করব কিন্তু।" টিটো শোনার পাত্তর না।

কুকুর সামলে বসার ঘরে আসা ইস্তক রুনু বারবার বলতে লাগল, "টিটো কিন্তু এরকম করে না। আমাকে খুব ভয় পায়। আজকেই কেন আমার কথা শুনছে না, ঠিক বুঝতে পারছি না।"

টিটোর ডাক শুনে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন দীর্ঘকায় এক ভদ্রলোক। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশি। রুনুকে দেখেই উনি জিজ্ঞেস করলেন, "কে এই ছেলেটা?"

"কুশগ্রাহী বাবা। পার্টিসিপেন্ট। একে ধরে নিয়ে এলাম।"

বসার ঘরে ঢুকে রুনু বলল, "ফোন করার জন্য যে ভদ্রলোক এখানে এসেছিলেন, তিনি চলে গেছেন?"

"অনেকক্ষণ। হিলি চলে গেছেন। বহরমপুরে ফোন করেছিলেন। ওখান থেকে কে একজন বললেন, তুমি নাকি সকাল ন'টার সময়ই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছ। এত দেরি হল কেন তোমার বাবা?"

কুশ বলল, "বাস বন্ধ ছিল। এখন তা হলে কী হবে?"

রুনু বলল, "কী আবার হবে। রাতটা আমাদের বাড়িতেই তুমি থাকবে। কাল সকালবেলায় আমাদের লোক গিয়ে ক্যাম্পে দিয়ে আসবে।" নিশ্চিন্ত মনে কথাগুলো বলেই রুনু ওর বাবাকে বলল, "দাদা বাড়ি নেই? ক্যাম্পে গেছে বুঝি?"

ভদ্রলোক বললেন, "চিন্ময়বাবুর সঙ্গেই গেল। ইস, আর আধঘণ্টা আগে এলে একেও পাঠিয়ে দেওয়া যেত। যাকগে, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও বাবা। এই মেয়েটা, তুই একটু দেখাশোনা কর। আমি একবার অর্গানাইজিং কমিটির অফিস থেকে ঘুরে আসি। ডি এম আসছেন। কাল ওপেনিং সেরিমনি নিয়ে কথাবার্তা বলতে।"

কথাগুলো বলেই ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। সেদিক তাকিয়ে রুনু বলল, "আমার বাবাকে দেখলে? কেমন দায়িত্ব চাপিয়ে চলে গেল? উফ, সারাটা দিন আমি খেটে খেটে মরছি। আমাকে একটু জল দেওয়ার লোক নেই।"

রুনুর কথা শুনে হাসি পাচ্ছে কুশের। কিন্তু মেয়েটা খুব সহজ সরল। হয়তো খুব

BanglaBook.org

আদুরে। তিতলিদের সঙ্গে কত তফাত! রুনুরা রাতে থাকতে দিয়েছে। ওর কথার সূত্র ধরে হাসাটা খুব অন্যায় হয়ে যাবে। মেয়েটার পিছু পিছু ও বাড়ির অন্দরমহলে চলে এল। বাড়িটা একতলা বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে অনেক ঘর। ভেতরে একটা নাটমন্দিরের মতো আছে। বাল্‌বের আলোয় কুশ দেখতে পেল, নাটমন্দিরে দুর্গাঠাকুর তৈরি হচ্ছে। খড় বাঁধা হয়ে গেছে। হঠাৎ ওর মনে হল, দুর্গাপুজোর আর দিন কুড়ি বাকি।

"মা, দ্যাখো কাকে নিয়ে এসেছি।"

রুনুর ডাক শুনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন রঞ্জুমাসির মতো এক ভদ্রমহিলা। কুশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কে রে?"

"তোমার বাপের বাড়ির লোক...বহরমপুরের ছেলে। রিসেপশনে এসে বলে কি না, এত রাতে হিলি যাবে। ওদের স্কুলের ছেলেরা কালই পৌঁছে গেছে। আর ইনি একা এলেন আজ। কী করে ছাড়ি বলো। তাই বাড়ি নিয়ে এলাম।"

"বেশ করেছিস। বহরমপুরে কোথায় তোমার বাড়ি?"

প্রশ্নটা কুশকে। ও উত্তর দেওয়ার আগেই রুনু বলল, "মা, এখন ওসব কথা ছাড়ো তো। বেচারা সেই সাতসকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। এখন একটু বিশ্রাম নিতে দাও। পরে তুমি বাপের বাড়ির খোঁজ নিও। কুশ, এসো তো আমার সঙ্গে।" বলেই রুনু হাত ধরে টানল।

নাটমন্দিরের ঠিক উল্টো দিকের একটা ঘরে রুনু বলল, "এই ঘরে তুমি থাকবে। অ্যাটচ্‌ড বাথরুম আছে। আগে গা-টা ধুয়ে নাও। তারপর ডিনার। আমারও গা-টা ঘিনঘিন করছে। শাড়ি পরার অভ্যেস নেই। বাবা বলল, শাড়ি না পরলে তোকে বড় বড় দেখাবে না। স্কুলের ছেলেমেয়েরা তোকে পাত্তাই দেবে না। তাই মায়ের একটা শাড়ি পরে গেলাম। এখন দেখছি সালোয়ার-কামিজ অনেক ভাল। আচ্ছা বলো তো, আমাকে দেখে মনে হয়, ক্লাস টেন-এ পড়ি?

রুনুর বকবকানি শুনে কুশ মজাই পাচ্ছে। ওকে দেখে মোটেই মনে হয় না, ক্লাস টেনে পড়ে। কিন্তু পাছে ও দুঃখ পায়, সেজন্য ও বলল, "আমি কিন্তু নাইনের মেয়ে ভেবেছিলাম।"

"তবেই বলো, বাবার কি শাড়ি পরার অ্যাডভাইসটা দেওয়া উচিত ছিল?"

কুশ হ্যাঁ আর না-এর মাঝামাঝি ঘাড় নেড়ে, তারপর বলল, "আমি তা হলে বাথরুমে ঢুকি?"

"যাও তা হলে। আমি ঠিক আধঘণ্টা পরে আসছি। তোমায় ডাইনিং টেব্‌লে নিয়ে যাব। তুমি কী খেতে ভালবাসো, মাছ না মাংস?"

দিদির বাড়িতে কোনওটাই রোজ জোটে না। পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে মত দেওয়ার সুযোগ কখনও কুশের হয়নি। তবুও বলল, "আমার কোনও বাছবিচার নেই।"

কোমরে হাত দিয়ে পাকা গিন্নির মতো রুনু বলল, "তুমি কী ভাল ছেলে গো! দাদাকে নিয়ে তো মা একেক সময় পাগল হয়ে যায়। আজ স্টু করো, কাল টেংরির জুস। এতসব

BanglaBook.org

খেতে হয় নাকি ফুটবল খেলার জন্য? কী জানি বাপু। যাকগে, তোমাকে আর দেরি করাব না। তুমি যাও।"

রুনু চলে যাওয়ার পর কুশ কিট ব্যাগ খুলে গামছা বের করে নিল। গামছাটা বের করে ওর একটু লজ্জাই করতে লাগল। চান করার পর গামছাটা শুকোতেই বা দেবে কোথায়? এসব বাড়িতে কেউ গামছা ব্যবহার করে বলে মনে হয় না। তোয়ালের চলন বেশি। কিন্তু কী আর করা যাবে? পায়জামাটা কেচে এনেছে। একটা সুবজ রঙের পাঞ্জাবিও। পরলে খুব একটা গরিব লাগবে না।

বাথরুমে ঢুকেই কুশ অবাক হয়ে গেল। কিস্টিদাদের মতো। একপাশে বাথটব। লাগোয়া শাওয়ার। দুটো তোয়ালেও টাঙানো রয়েছে। যাক বাবা, গামছা ভেজানোর দরকার হল না। বাথটবে জল ভরে কুশ শুয়ে পড়ল। আহ্, ঠাণ্ডা জলে শুয়ে থাকতে দারুণ লাগছে। অনেক টাকা লাগে বোধ হয়। কুশ মনে মনে ভাবল, ওর যদি কোনওদিন প্রচুর টাকা হয়, তা হলে এর চেয়েও একটা ভাল বাথরুম বানিয়ে নেবে। চিন্ময়সারের মুখে ও শুনেছে, সাওনা বাথ নিলে নাকি ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। একরকমের স্টিম বাথ। বিদেশে নাকি খেলার পর ফুটবলাররা সাওনা বাথ নেয়। ক্লাবে ক্লাবে সাওনা বাথের ব্যবস্থা থাকে। কত টাকা লাগে সেসব তৈরি করতে?

মিনিট পনেরো ধরে চান করে কুশ উঠে দাঁড়াল। এই রে, টব থেকে জল উপচে পড়ে মেঝের বেশ কিছুটা অংশ ভিজিয়ে দিল। গা মোছার কথা ভুলে গিয়ে কুশ মেঝের জল পরিষ্কার করতে লাগল পাপোশ দিয়ে। গরিব হওয়ার কত জ্বালা। প্রতি মুহূর্তেই ওকে সতর্ক থাকতে হয়। কেউ যেন ওকে গাঁইয়া না ভাবে। বহরমপুর অবশ্য বালুরঘাটের তুলনায় গ্রাম না। বরং কলকাতার অনেক কাছে।

বাইরে বেরিয়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে কুশ পাখার তলায় বসল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই ও অবাক হয়ে গেল। বাড়ির পেছন দিকে মাঠ, অনেক ধরনের গাছ। এত বড় এলাকা জুড়ে কারও বাড়ি হয় নাকি? জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ও দেখতে পেল, আকাশ থেকে একটা তারা খসে পড়ল। এই তারাটা একটু লালচে। নীচে নামার সময়, তারার মুণ্ডুটাকে একটা ক্রিকেট বলের মতো লাগল। কত তারা খসে পড়বে তা হলে আজ? আকাশের দিকে তাকিয়ে কুশের মনে হল, কে যেন বলেছিল তারা খসে পড়তে দেখাটা ভাল নয়।

"তুমি রেডি? চলো, খেতে চলো। মা ডাকছে।"

রুনুর গলা শুনে কুশ পেছনে ফিরে তাকাল। রুনুও স্নান সেরে সালোয়ার-কামিজ পরে এসেছে। ওকে এবার ক্লাস টেনের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে। কুশ বলল, "তোমাদের বাড়ির পেছনের দিকে এত জায়গা, চারটে ফুটবল মাঠ হয়ে যায়?"

"দাদা তো রোজ ওখানে প্র্যাকটিস করে। একটা জিমনাশিয়ামও করেছে। রাতে দেখতে পাবে না। ইচ্ছে করলে, কাল ভোরে গিয়ে তুমি এক্সারসাইজও করতে পারো। দাদার খুব ইচ্ছে, কলকাতায় গিয়ে কোনও ক্লাবে খেলবে। বাবা বলেছে, কলেজে পড়তে সামনের

BanglaBook.org

বছরই দাদাকে কলকাতায় পাঠাবে। তাই দাদা এখন থেকে তৈরি হচ্ছে।"

"বাহ্, তোমার দাদার সঙ্গে আলাপ হলে ভাল লাগত।"

"হিলিতেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে। বাবার সঙ্গে আমিও দাদাদের ম্যাচ দেখতে যাব। তখন তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। না, আর কোনও কথা নয়। মা ভাত সাজিয়ে বসে আছে। চলো।"

ডাইনিং রুমে আয়োজন দেখে কুশের চক্ষুস্থির। না, ও আর কোনও ব্যাপারে অবাক হবে না। ও চুপচাপ খাওয়া শুরু করল। শুক্তো, মুগের ডাল, রুইমাছের কালিয়া, মুরগির মাংস, চাটনি, দই, মিষ্টি। রুনুর মা খুব যত্ন করে ওকে খাওয়াচ্ছেন। মাও এরকম ভাত বেড়ে বসে থাকতেন একটা সময়। রাতে রুটি, সবজি আর ডাল। এই ছিল বরাদ্দ। তবুও কুশ তৃপ্তি করে খেত। মায়ের কথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল। রুনু টুকটাক কথা বলছে। কিন্তু কুশের সেদিকে মন নেই। সৈদাবাদে ওদের বাড়ির উঠোনটার কথা ওর মনে পড়ছে। খেতে দিয়ে পাশে বসে মা হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতেন। খাওয়া শেষ করে কুশ হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ফিরতেই রুনু এসে বলল, "এই, তুমি ডিনার করার পর সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ো নাকি। খুব খারাপ অভ্যেস।"

কুশ বলল, "না না। আমি তখন পড়তে বসি।"

"মাই গড। অত রাতে! কেন, সন্ধ্যেবেলায় সময় পাও না?"

সত্যি কথাটা বলতে গিয়ে কুশ চুপ করে গেল। কী করে রুনুকে ও বলবে, সন্ধেবেলায় ওকে দুটো টিউশনি করতে হয়, হাতখরচ চালানোর জন্য। ফুটবলের সরঞ্জামগুলো অবশ্য চিন্ময়সার কিনে দেন। বলেন, "তুই যখন ফুটবল খেলে অনেক টাকা রোজগার করবি, তখন পাই-পয়সা শোধ দিবি। আমি হিসেবটা রেখে দিচ্ছি। দেখিস, পরে যেন সব ডিনাই করিস না।" বলেই সার হাসতে থাকেন। রুনুকে তো আর এইসব কথা বলা যায় না। তাই ও বলল, "রাতে পড়তে আমার খুব ভাল লাগে।"

"চলো, ছাদে যাই। তারা খসা দেখে আসি। আর-একটু পরে শুরু হবে।"

রুনুর পিছু পিছু কুশ ছাদে উঠে এল। বিরাট ছাদ। মাথার ওপর একেবারে মেঘহীন খোলা আকাশ। কুশের মনে হল, যেন তারার চাঁদোয়ার তলায় বসে আছে। উত্তর-পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দু'জনে বসে রইল। ভাগ্যিস, হিলিতে আজ যায়নি। চিন্ময়সার এত রাত পর্যন্ত কখনওই ওকে জেগে থাকতে দিতেন না। সার নিশ্চয়ই ওর জন্য এখন খুব চিন্তা করছেন। কেউ একটা ফোন করে দিলে ভাল হত। তখন কথাটা মনে হয়নি। হিলিতে এত টিম আছে। অর্গানাইজাররা অবশ্যই ফোনের ব্যবস্থা রেখেছেন। কাল গেম্‌সের উদ্বোধন হয়ে যাওয়ার পরই ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার কথা। কোন স্কুলের সঙ্গে ম্যাচ, কুশ তাও জানে না। কাল সকালে কখন জায়গাটায় পৌঁছবে, কুশের কোনও ধারণা নেই। সকাল সাতটায় সার স্ট্রেচিং করাবেন। মনে হয় না অত সকালে পৌঁছনো যাবে। কথাটা ভেবে কুশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

খানিকক্ষণ বকবক করে, "রাতে বেশিক্ষণ আমি জেগে থাকতে পারি না বাবা, তুমি

BanglaBook.org

একা উল্কাবৃষ্টি দেখো" বলে রুনু একটা সময় নীচে নেমে গেল। অন্ধকার ছাদে একা কুশ পায়চারি করতে লাগল। অচেনা জায়গা। বিছানায় শুলেও চট করে ঘুম আসবে না। তার চেয়ে উল্কাবৃষ্টি দেখাটা জীবনে বড় একটা অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। কথাটা ভেবে ও মাঝেমধ্যেই আকাশের দিকে তাকাতে লাগল। মনে হয়, এগারোটা এখনও বাজেনি। কিন্তু চারিদিক এত নিঝুম, মনে হচ্ছে গভীর রাত।

হঠাৎ ওর চোখে পড়ল, উত্তর-পূর্ব দিকে একটা তারা। আরে, আকাশ থেকে তারাটা তো কোনাচে হয়ে নেমে আসছে। ক্রমশই সেটা বড় হচ্ছে। একই নীলাভ। তারাটার গা থেকে কিছু অংশ খসে পড়ছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কুশ। উড়ন তুবড়ির মতো মনে হচ্ছে। মার্বেল গুলির আকার থেকে গল্‌ফ বল, তারপর ক্রমশই ক্রিকেট বল হয়ে চোখের সামনে নেমে এল তারাটা। কুশ বিস্ফারিত চোখে দেখল, জ্বলন্ত তারাটা প্রায় নারকোল গাছের মাথার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। পলকের মধ্যে গাছপালা ভেদ করে সেটা গিয়ে মাঠের এক কোণে পড়ল।

ধুপ করে শব্দটা তখনই শুনতে পেল কুশ। সত্যি সত্যি তারা খসে পড়ল নাকি এ বাড়িতে? কথাটা মনে হতেই হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে যেন গলার কাছে চলে এল। ছাদের কার্নিসে ঝুঁকে ও নিশ্চিত হতে চাইল, সত্যিই তারাটাকে ও পড়তে দেখেছে। হ্যাঁ, গাছপালার ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। রুনু ছাদে ওঠার সময় একটা টর্চ নিয়ে উঠেছিল। নামার সময় সেটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছে। টর্চ নিয়ে কুশ নীচে নেমে এল। রুনু থাকলে ভাল হত। ওর কপালে নেই। জ্যান্ত তারা দেখার সৌভাগ্য ওর হল না।

একতলায় সব সুনসান। সবাই শুয়ে পড়েছে। কাউকে না ডেকে কুশ দৌড়াল মাঠের দিকে। বাতাসে পোড়া পোড়া গন্ধ। গন্ধকের যেমন হয়। গাছপালার ফাঁক দিয়ে একশো দেড়শো গজ এগোতেই কুশ তারাটাকে দেখতে পেল। জ্বলন্ত কয়লার মতো মনে হচ্ছে। টর্চ জ্বালিয়ে আলোটা সেদিকে ফেলতেই ও নিশ্চিত হল, যা দেখেছে সত্যি।

৫

হিলি শহরে কুশ যখন পৌঁছল, তখন বেলা আটটা। সীমান্ত শিখা বলে একটা ক্লাব আছে ওখানে। ক্লাবের বিরাট বাড়ি। তারই দোতলায় গোটাপাঁচেক বড়-বড় ঘর। ওদের স্কুলের ছেলেদের ওখানেই থাকার ব্যবস্থা করেছেন সংগঠকরা। বালুরঘাট থেকে যে ছেলেটার সঙ্গে কুশ হিলিতে এল, তার নাম বাবুয়া। দোতলায় উঠেই সে বলল, "এই রে, তোমাদের সব ঘরে দেখছি তালা লাগানো। তুমি এখন কী করবে তা হলে? এই চড়া রোদ্দুরে বারান্দায় বসে থাকবে? তার চে' চলো আমার সঙ্গে।"

বহরমপুর থেকে কাল সকাল ন'টায় রওনা দিয়েছিল। প্রায় তেইশ ঘণ্টা পর হিলিতে পৌঁছল কুশ। পৌঁছেও নিস্তার নেই। ঘর বন্ধ। তার মানে সকালে চিন্ময়সার টিমকে

প্র্যাকটিস করাতে নিয়ে গেছেন। সকালে অবশ্য সার বেশিক্ষণ প্র্যাকটিস করাতে চান না। বলেন, "সকালের দিকে বাতাসে গুমোট থাকে বেশি। শরীর থেকে জল বেশি বেরিয়ে যায়। তাতে শরীর কাহিল হয়ে যায়। উচিত হল, প্র্যাকটিসটা বিকেলের দিকে নিয়ে যাওয়া। যে সময়ে খেলাটা হয়।"

সার আর একটু পরেই চলে আসবেন ভেবে কুশ বাবুয়াকে বলল, "না ভাই, তুমি যাও। আমি এখানেই কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করছি।"

সীমান্ত শিখা ক্লাবের উলটো দিকেই একটা চায়ের দোকান। সেখানে গিয়ে কুশ বসল। সকালবেলায় রুনুর সঙ্গে ওর দেখা হয়নি। রুনুর বাবা হঠাৎ ওকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, "কেটারারের লোকেরা হিলিতে যাচ্ছে। তুমি চট করে রেডি হয়ে নাও বাবা। গাড়িতে ফাঁকা জায়গা আছে।"

তাড়াহুড়োতে গামছাটা রুনুদের বাড়িতে ফেলে এসেছে। সেটা মনে পড়ল অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে আসার পর। তখন তো বাবুয়াকে আর ফিরে যাওয়ার কথা বলা যায় না। কুশ ঠিক করে নিল, চিন্ময়সারকে বলে একটা তোয়ালে কিনে নিতে হবে। কত আর দাম হবে? চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা। সার অবশ্য প্রথমে একটু বকাবকি করবেন। কেননা, এভাবে জিনিস হারিয়ে ফেলা সার মোটেই পছন্দ করেন না। বলেন, "ফুটবলারদের পক্ষে এটা অপরাধ।"

কুশের মনে আছে সার একদিন বলেছিলেন, পেশাদারি ফুটবলে কেউ এ ধরনের অপরাধ করলে তাকে নাকি খেসারত দিতে হয়। "জানিস, জার্মানিতে কোনও টিমের কোনও প্লেয়ার যদি চান করার সময় ভুল করে বাথরুমে নিজের হাতঘড়িটাও ফেলে আসে, তা হলে তাকে ফাইন দিতে হয়। একেবারে লেখাপড়া করা থাকে এসব ক্লজ। আমাদের দেশেও এসব নিয়ম একটা সময় আসবে। তোরা তৈরি থাক।"

গামছা হারিয়ে ফেলার জন্যও কি ফাইন হতে পারে? কথাটা ভাবতেই কুশের হাসি পেল। ধুত, জার্মানিতে কেউ গামছা ব্যবহার করে নাকি? ওদের দেশে সবাই নিশ্চয়ই খুব বড়লোক। ইস্, বহরমপুরে না থেকে যদি ওর বাবা জার্মানিতে থাকতেন, তা হলে কী ভালই না হত! চোখের সামনে রোজ-রোজ লোথার ম্যাথেউস, বিয়েরহফ, কন আর এফেনবার্গের খেলা ও দেখতে পেত। কিস্টিদা বলেছে, জার্মানিতে যে ফুটবল লিগ হয়, তার নাম বুন্দেশলিগা। ইতালির ফুটবল লিগ হল সেরি এ। ইংল্যান্ডে প্রিমিয়ার লিগ। এই রে, স্প্যানিশ ফুটবল লিগের নামটা হঠাৎ ভুলে গেল কুশ। কিছুতেই আর মনে করতে পারল না।

বেঞ্চে বসার সময়ই পাশে কিট ব্যাগটা রেখেছিল কুশ। হঠাৎ টের পেল ব্যাগের ভেতর ফের কী যেন নড়াচড়া করছে। বেঞ্চ থেকে ব্যাগটা ও নামিয়ে মেঝের ওপর রাখল। এই নিয়ে আজ সকালে তিন-তিনবার ও টের পেল, ব্যাগের ভেতর থেকে কী যেন বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

প্রথমবার বোঝে, রুনুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় কিট ব্যাগটা যখন ও

BanglaBook.org

কাঁধে নিয়েছিল। ভয়ানক চমকে উঠে ব্যাগটা সঙ্গে সঙ্গে কুশ বিছানার ওপর ফেলে দেয়। বাইরে থেকে গাড়িটা তখন রওনা হওয়ার জন্য বারবার হর্ন দিচ্ছে। তাই চেন খুলে ব্যাগের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ তখন পায়নি।

পরের বার হিলিতেই গাড়ি থেকে নামার সময় কুশ টের পেয়েছিল কিছু একটা ব্যাগের ভেতর ঢুকে আছে। ব্যাঙ, টিকটিকি, না সাপ? ঠিক কোনটা, তখন ওর মাথায় এল না। রুনুদের বাড়িতে চেনটা কি ও খুলে রেখেছিল? মনে পড়ল না। হয়তো ভুলে খুলে রেখেছিল। সেই সুযোগে জ্যান্ত কিছু ঢুকে পড়েছে। কান্দিতে খেলতে গিয়ে একবার মাঠের ধারে ওরা ড্রেস করেছিল। একটা ইয়া বড় কোলা ব্যাঙ ঢুকে বসেছিল পিন্টুর ব্যাগে। বাসে বাড়ি ফেরার সময় তা ধরা পড়ে। সে নিয়ে পরে কী হাসাহাসি! চিন্ময়সার অবশ্য ভয় দেখিয়েছিলেন, "তোরা হাসছিস। এটা ব্যাঙ না হয়ে যদি সাপ হত, তা হলে কী হত বল তো?"

কুশের ব্যাগের ভেতর অবশ্য একটাই মাত্র দামি জিনিস। মায়ের ছবি। এ ছাড়া আছে দুটো জামা, একটা টি শার্ট, দুটো ট্রাউজার্স, একটা শর্টস। আর রয়েছে এক জোড়া ফুটবল বুট। সার একটা নতুন বুট এখানে দেবেন বলেছেন। সেইসঙ্গে শিনগার্ড, এক সেট জার্সিও। দোকানে বসে থাকতে থাকতেই ব্যাগের চেন খুলে কুশ ভেতরের অনভিপ্রেত জিনিসটা বাইরে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও, ও তা দমন করল।

চায়ের দোকানে ভিড় ক্রমশই বাড়ছে। হিলিতে আসার সময় বাবুয়া বলেছিল, খুব কাছেই বাংলাদেশ সীমান্ত। ক্লাবের সামনের রাস্তাটাই সোজা চলে গেছে সীমান্তের দিকে। ট্রাকে করে নানারকম জিনিস যায় বাংলাদেশে। তাই এ-রাস্তায় ট্রাক আর লরির ভিড়। চায়ের দোকানেও ড্রাইভাররা বসে ব্রেকফাস্ট করছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। দোকানে বসেই কুশ লক্ষ রাখতে লাগল সীমান্ত শিখা ক্লাবের দিকে। স্কুলের ছেলেদের কাউকে দেখতে পেলেই ও উঠে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিন্ময়সারের সঙ্গে এখন দেখা হওয়া দরকার।

"ভাই, একটু চা হয়ে যাবে নাকি?"

সারের কথাই বসে ভাবছিল কুশ। হঠাৎ কথাটা শুনে ও পাশ ফিরে তাকাল। মাঝবয়সী একটা লোক। পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। এই সকাল বেলাতেই লোকটা স্নান সেরে নিয়েছে। কপালে সিঁদুরের টিপ। তার মানে মন্দিরে গিয়ে পুজোটুজোও দিয়ে এসেছে। লোকটাকে কোথাও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না কুশ। ও বলল, "না। থ্যাঙ্কস, আমি চা খাই না।"

"তা হলে এক গ্লাস লস্যি হয়ে যাক। এ দোকানের লস্যিটা খুব ভাল বানায়।"

সকালবেলায় কিছু খাওয়া হয়নি। পেট চোঁ-চোঁ করছে। তবুও একজন অচেনা অজানা লোকের পয়সায় লস্যি খেতে মন চাইল না কুশের। কী মতলব আছে কে জানে? ও বলল, "না, আমি লস্যিও খাই না।"

লোকটা নাছোড়বান্দার মতো বলল, "একটা কিছু তোমাকে খেতে হবেই ভাই। আচ্ছা,

BanglaBook.org

না হয় আলু পরোটা হয়ে যাক। বেশি না, দুটো।"

লোকটার আবদার শুনে কুশের হাসি পেয়ে গেল। কী লোক রে বাবা! গাঁটের পয়সা খরচ করে খাওয়ানোর জন্য এত পীড়াপীড়ি কেউ করে নাকি? আলু পরোটা জিনিসটা মন্দ না। খেলে অনেকক্ষণ খিদে পায় না। বহরমপুরে ভাল একটা রেস্টুরেন্ট হয়েছে। কল্লোল একবার সেখানে নিয়ে গিয়ে আলু পরোটা খাইয়েছিল। দারুণ টেস্ট। কিন্তু এখন খেলে পেট ভার হয়ে থাকবে। চিন্ময়সার যদি ফিরে এসে ওকে আলাদা ভাবে এক্সারসাইজ করান, তা হলে ভরা পেটে কুশ মুশকিলে পড়ে যাবে।

কুশ ঠিক জানে না, আজই বিকেলে খেলা আছে কি না। খেলা থাকলে সার ছাড়বেন না। এসব ভেবেই ও বলল, "না, না, এখন আমি কিছু খাব না।"

শুনে লোকটা যেন মুষড়ে পড়ল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, "ইস্, তা হলে পুরো দিনটাই আমার খারাপ যাবে।"

ওর না খাওয়ার সঙ্গে লোকটার দিন খারাপ যাওয়ার কী সম্পর্ক, কুশ বুঝতে পারল না। কৌতূহল হওয়ায় ও জিজ্ঞেস করল, "কেন, আপনার দিন খারাপ যাবে কেন?"

"সে অনেক কথা ভাই। তোমাকে বলে লাভ নেই।" দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোকটা। তারপর বলল, "একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া যায় না? খাও না ভাই। আমি লোক খারাপ নই। জিজ্ঞেস করে দেখো। আমার নাম দিকপতি। এই হিলি শহরে সব্বাই আমায় চেনে।"

লোকটার আকুতি দেখে কুশের মনটা কেমন করে উঠল। একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস নিশ্চয়ই খাওয়া যেতে পারে। মাত্র একশো কুড়ি ক্যালরি। চিন্ময়সার বলেছেন, খুব বেশি খেলে ফ্যাট হতে পারে। গরমে তেষ্টাও পাচ্ছে। তাই ও ঘাড় নেড়ে বলল, "একটা কোলা খাওয়া যেতে পারে।"

"বাঁচালে!" হাসি ফিরে এল দিকপতির মুখে। বলল, "গুড বয়। ভেরি ভেরি গুড বয়। তা ভাই, হিলি শহরে তুমি কী মনে করে? আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না?"

কুশ বলল, "দেখবেন কী করে? আজই প্রথম এলাম।"

"কার বাড়িতে?"

"কারও বাড়িতে নয়। খেলতে। স্কুল গেম্‌সের ফুটবলে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে একটা খেলা হচ্ছে বলে শুনেছি। আমিও একটা সময় ফুটবল খেলতাম। বাবা বুট দিয়ে একদিন এমন পেটান পেটালেন... এই দ্যাখো, এখনও কপালে সেই দাগ রয়ে গেছে...পরদিন থেকে ব্যবসায় নামিয়ে দিল। আচ্ছা ভাই, তুমি যে ফুটবল খেলো, তোমার বাবা কিছু বলেন না?"

"আমার বাবা নেই।"

উত্তরটা শুনেই দিকপতির মুখটা খুব করুণ হয়ে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "আমার বাবাও বেঁচে নেই। গেল অঘ্রানে অনেক চেষ্টা করা হল। রাখা গেল না।" কথাটা বলতে বলতেই দিকপতি হাত নেড়ে কাকে যেন ডাকল।

BanglaBook.org

"কী ভাবছ ভাই? দিকপতি লোকটা অদ্ভুত, তাই না?"

প্রশ্নটা শুনে কুশের মনে হল, সত্যিই লোকটা অদ্ভুত। জানাশুনো নেই, তবু কথা বলেই যাচ্ছে ওর সঙ্গে। কিছু খাওয়ানোর জন্য পীড়াপীড়ি করছে। নাহ, লোকটা সম্পর্কে কিছু জেনে রাখা দরকার। কথাটা মনে হতেই ও বলল, "আপনি কি এই হিলি শহরেই থাকেন?"

"হ্যাঁ রে ভাই। হিলি থানার ঠিক পেছনে। আমার এক্সপোর্টের বিজনেস। বাংলাদেশে পেঁয়াজ আর আলু পাঠাই। এই এখন আমার ট্রাক নিয়ে ও-দেশে যাচ্ছি। ফিরব দিনতিনেক পর। তা তোমার খেলা কবে, তা তো বললে না?"

"জানি না। আমাদের সার জানে।"

দোকানের অল্পবয়সী একটা ছেলে সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের একটা বোতল এনে ঠক করে টেব্‌লের ওপর রাখতেই আচমকা বাইরে কাকে যেন দেখে দিকপতি উঠে দাঁড়াল। তারপর কোনও কথা না বলে হনহন করে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। ওর ব্যস্ততা দেখে কুশের মনে হল, এই লোকটা যেন কয়েক সেকেন্ড আগে পাশে বসে থাকা দিকপতি নয়, এ অন্য কেউ। এই রে, লোকটা দাম দিয়ে গেছে তো? একটা সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের দাম ন'টাকার মতো। কুশের পকেটে সাকুল্যে আছে তেরো টাকা। এই টাকাটা থাকারও কথা নয়। বহরমপুরের বাসস্ট্যান্ডে রঞ্জুমাসিদের সঙ্গে দেখা না হলে, আজ টাকাটা বাসভাড়া দিতেই চলে যেত।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের বোতল শেষ করে ধীরেসুস্থে কুশ উঠে দাঁড়াল। ক্যাশ কাউন্টারের কাছে গিয়ে পকেট থেকে দশ টাকার নোটটা বের করতেই, বসে থাকা লোকটা বলে উঠল, "ছি ছি, টাকাটা চট করে পকেটে পুরে ফেলুন। মালিক দেখতে পেলে দোকান থেকে আমায় বের করে দেবেন।"

"কে তোমাদের মালিক?"

"দিকপতিবাবু। ওই যে এতক্ষণ যার সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন। উনিই তো আমাদের এই সীমান্ত শিখা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। আপনাকে বলেননি?"

"না।"

"এই দ্যাখো। আপনি জিজ্ঞেসও করেননি?"

কুশ লজ্জায় পড়ে গেল। আর কোনও কথা না বলে দশ টাকার নোটটা পকেটে পুরে ও দোকান থেকে বেরিয়ে এল। বেলা সাড়ে আটটা বাজে। এর মধ্যেই চড়া রোদ্দুর উঠে গেছে। রাস্তা পেরিয়ে ও ক্লাবের সামনে এসে দাঁড়াল। কোলাপসিবল গেটটা এখন খোলা। ভেতরের বারান্দায় একটা বেঞ্চ পাতা। রোদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কুশ বেঞ্চের ওপর বসল। চিন্ময়সারের দেখা নেই। এতক্ষণ তো প্র্যাকটিস হওয়ার কথা নয়? পুরো টিমটা নিয়ে সার গেলেন কোথায়?

ঠিক এই সময় কুশ ফের টের পেল, কিট ব্যাগের ভেতর নড়াচড়া শুরু হয়ে গেছে। নাহ্, জিনিসটা দেখা দরকার। ভেবে ও চেনটা ধীরে-ধীরে টানতে লাগল। পুরো চেনটা

BanglaBook.org

খুলে ফেলার পর ভেতরে উঁকি দিয়ে কুশ কিছুই দেখতে পেল না। সাহস করে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে তন্নতন্ন করে ও খুঁজতে লাগল। হঠাৎই জামা-প্যান্টের ভাঁজে নরম রবাবের মতো কী একটা জিনিস ওর আঙুলে স্পর্শ হতেই কারেন্ট লাগার মতো চিড়িং করে উঠল। ঝট করে ও হাতটা বাইরে বের করে আনল।

ব্যাগটার দিকে অবাক হয়ে কুশ তাকিয়ে রইল। আর ঠিক তখনই ওর রুনুদের বাগানে পড়া তারাটার কথা মনে পড়ে গেল। কাল রাতে বাগান থেকে মরা তারাটাকে ও তুলে এনে ব্যাগের ভেতর রেখে দিয়েছিলো। কলা পাতায় মুড়ে জিনিসটা যখন তুলে আনে, তখন সেটা ছিল একটা ক্রিকেট বলের মতো। বাগান থেকে হেঁটে আসার সময় ওর সারা শরীরটা ঝিনঝিন করে উঠেছিল। তারাটাকে নিয়ে কী করবে, তখন কুশ বুঝে উঠতে পারছিল না। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে। একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল, অথচ বাড়ির কেউ সাক্ষী থাকল না। ভেবে ওর আফসোসই হচ্ছিল।

বাগান দিয়ে হেঁটে হেঁটে বারন্দার কাছে আসতেই গরগররর শব্দ শুনে কুশ দাঁড়িয়ে পড়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে ভাঁটার মতো চোখ জ্বলছে। সাক্ষাৎ যমদূতের মতো দাঁড়িয়ে রুনুদের অ্যালসেশিয়ান টিটো। রাতে বাগান পাহারা দেওয়ার জন্য বোধ হয় ছাড়া থাকে। টিটোর হিংস্র গরগরানি শুনেই কুশের মতো সাহসী ছেলেরও বুকের রক্ত জল হয়ে গিয়েছিল তখন। ও চট করে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওর দু'হাতে কলাপাতায় মোড়া খসে পড়া তারা। টিটো আক্রমণ করলে আত্মরক্ষা করার উপায় নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। কী যেন দেখে টিটো হঠাৎ উলটো দিকে দৌড় মারল। বেঞ্চের ওপর বসে কুশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেই মুহূর্তের কথা মনে করার চেষ্টা করতে লাগল। বাইরের গেটের আবছা আলোয় ও শেষ যা দেখতে পেয়েছিল, তা হল টিটো কুঁইকুঁই করতে করতে গেটের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। স্পষ্টই ওর পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে ভয় আবিষ্কার করেছিল কুশ। কী দেখে ভয় পেয়েছিল টিটো? কুশ তখন বুঝতে পারেনি। বরং বড় একটা বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে ও দ্রুতপায়ে ঘরে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

ব্যাগের ভেতরে রাখা তারাটাকে ভালভাবে দেখার জন্য এখন তীব্র কৌতূহল বোধ করছে কুশ। হাত দিয়ে তুললে ফের যদি কারেন্ট মারে সেই ভয়ে ও পকেট থেকে রুমাল বের করে আনল। রুমালে মুড়ে জামার ভাঁজ থেকে ও বাবারের মতো জিনিসটা তুলে আনতেই দেখল, খসে পড়া তারাটা সাইজে ছোট হয়ে গেছে। কাল যেটাকে ক্রিকেট বল মনে হচ্ছিল, আজ সেটা গল্‌ফ বলের মতো লাগছে। কাল ছিল লালচে আভা। আজ যেন কালো স্পঞ্জ। গায়ে অসংখ্য ফুটো। হাতের মধ্যে স্থির হয়ে আছে। কুশের বিশ্বাসই হল না, এই জিনিসটা ব্যাগের ভেতর লাফালাফি করতে পারে।

রুমালসুদ্ধু তারাটাকে ধীরে-ধীরে ও বেঞ্চের ওপর রাখল। এটা তারা, না উল্কা? তারার সঙ্গে উল্কার কি কোনও পার্থক্য আছে? ভূগোল-বইয়ে নিশ্চয়ই লেখা আছে। কুশ মনে করতে পারল না। ও একদৃষ্টিতে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইল। এই কয়েকদিন

BanglaBook.org

আগেও হয়তো লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এখন ওর হাতের মুঠোয়। অবাক কাণ্ড! বললে কেউ বিশ্বাস করবে? উলটে ওকে লোকে পাগল ভাববে। না, কাউকে কুশ বলবে না। তারাটার ওপর কয়েকদিন ও নজর রাখবে। সত্যি-সত্যিই ব্যাগের ভেতর লাফায় কি না।

"কুশ, তুই কখন এলি?"

চিন্ময়সারের গলা শুনে কুশ চমকে উঠল। সার বারান্দায় পা দিয়েছেন। পেছনে কল্লোল, কিংশুক এবং আরও অনেকে। ঘর্মাক্ত সব শরীর। সারের গলা পেয়েই কুশ তাড়াতাড়ি রুমালটা মুড়ে পকেটে চালান করল। তারপর বলল, "সকাল আটটা থেকে এখানে বসে আছি সার।"

"চল, চল, ওপরে চল। কাল থেকে তোকে আমি পাগলের মতো খুঁজছি।" কথাগুলো বলতে বলতে সার সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন। কিট ব্যাগ তুলে নিয়ে কুশও ওপরে উঠতে লাগল। "কাল নাকি তুই মালদায় ডাকাত ধরেছিস?"

"ওই ঝামেলাটার জন্যই তো আমার আসতে আরও দেরি হয়ে গেল সার। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?"

"আরে, আজ এখানকার একটা কাগজে বেরিয়েছে। উত্তরবঙ্গ সমাচার। মাঠে একজন এনে আমায় দেখাল। কাগজে স্কুলের নামটা দিয়েছে। সেই কারণেই বুঝতে পারলাম, তুই। আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম, থানা-পুলিশে বোধ হয় শেষ পর্যন্ত তুই আটকে গেলি। আজ বিকেলেই খেলা। জানিস তো?"

"না সার।"

"চট করে ড্রেসটা তুই বদলে নে। ঘরে বসেই কিছু ফ্রি হ্যান্ড কর। পুরো একটা দিন প্র্যাকটিস করিসনি। বডি জ্যাম হয়ে গেছে। তুই কল্লোলদের ঘরে ঢুকে যা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার ঘরে আসবি।"

হঠাৎ জামায় টান। কুশ ফিরে তাকাতেই দেখে কিংশুক। টিমের গোলকিপার। ফিসফিস করে বলল, "কুশ আমার ঘরে আয়। তোর সঙ্গে কথা আছে।"

সিঁড়ি দিয়ে চিন্ময়সার প্রায় দোতলায় উঠে গেছেন। হঠাৎ ঘুরে ছেলেদের উদ্দেশে বললেন, "খেলা সাড়ে তিনটেয়। আমরা এখান থেকে বেরব ঠিক তিনটেয়। মনে থাকে যেন। বেলা এগারোটায় লাঞ্চ।"

নীচ থেকে সমস্বরে সবাই বলল, "হ্যাঁ সার।"

সার ঘরে ঢুকে যেতেই নীচে সবাই হইচই করে উঠল। সবাই ডাকাতের গল্প শুনতে চায়। কুশকে শেষপর্যন্ত উদ্ধার করল কল্লোল। "এই...এই, ওসব গল্প পরে হবে। এখন ওকে বিশ্রাম নিতে দে।" ছিনতাই করে কল্লোলই ওকে টেনে নিয়ে গেল একতলা একটা ঘরে। কুশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বেলা তিনটের সময় খেলতে যাওয়ার জন্য সীমান্ত শিখা ক্লাব থেকে বেরনোর আগে কুশের একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। প্রতিদিন ম্যাচ খেলতে নামার আগে মায়ের ছবির

BanglaBook.org

সামনে এক মিনিট ও চুপ করে বসে থাকে। মনে মনে প্রার্থনা করে, যেন ভাল খেলতে পারে। মায়ের কাছ থেকে আশীর্বাদ চায়। বাবা-মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া জীবনে কারও পক্ষে বড় কিছু করা সম্ভব না। এটা শিখিয়েছেন চিন্ময়সার। সত্যি, কুশ বিশ্বাস করে এ-কথাটা।

আজও ড্রেস করার পর ফাঁকা ঘরে মায়ের ছবির সামনে হাতজোড় করে বসে থাকার সময়, মায়ের বদলে বারবার রঞ্জুমাসির মুখটা কুশের মনে ভেসে উঠতে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও মায়ের মুখটা ও চোখের সামনে আনতে পারল না। মিনিটপাঁচেক বসে থাকার পর ওর অস্বস্তিই হতে লাগল। টিমের সবাই বাইরে বেরিয়ে গেছে। কল্লোল বোধ হয় শিনগার্ড নিতে ভুলে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে জিনিসটা নিয়ে ও বলল, "কুশ, কুইক। তোর জন্য বাইরে সবাই দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু।" কথাটা বলেই দৌড়ে ও বেরিয়ে গেল। কুশ তবুও মায়ের মুখটা মনে করতে পারল না।

মায়ের ছবিটা ব্যাগের ভেতর ঢুকিয়ে রাখার সময় হঠাৎ রুমালে মুড়িয়ে রাখা তারাটাকে কুশ বের করে আনল। ভেতরে সামান্য স্পন্দন। কিছু একটা দপদপ করছে বলে ওর মনে হল। রুমালের ঘেরাটোপটা সরাতেই কুশ চমকে উঠল। লালচে আভাটা ফের ফিরে এসেছে। দেখেই ওর শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল। পাছে কেউ দেখে ফেলে, সেই ভয়ে তারাটাকে ও হাতের মুঠোয় বন্ধ করতেই অঘটন। ওর সারা শরীরে এক লহমার জন্য বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেল। ঠিক তখনই চোখের সামনে অসংখ্য সাদা-লাল-নীল-হলুদ তারা দেখতে পেল কুশ। "মা" বলে ও মেঝেয় বসে পড়ল।

৬

ম্যাচ শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কুশ বুঝতে পারল, ও আজ দারুণ খেলেছে। মাঠ থেকে বেরিয়ে আসার সময় চিন্ময়সার দৌড়ে এসে ওকে কোলে তুলে নিলেন।

কলকাতার নাকতলা হাই স্কুলকে সাত গোলে হারানোর কথা খেলতে নামার আগেও ভাবতে পারেননি চিন্ময়সার। কুশের ডাবল হ্যাটট্রিক। মানে ছ'টা গোল। কুশ বুঝতেই পারল না, কী করে ও এত গোল করে ফেলল।

চিন্ময়সার এমনিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন না। ভাল খেললেও বলেন, "অনেক ভুল করেছিস। ফার্স্ট হাফে গোবিন্দকে ঠিক টাইমে চিপ করিসনি।" কিংবা, "গোলের সামনে আউটসাইড ডজটা তখন না করলেও পারতিস।" এরকম অসংখ্য ভুলের কথা বলে যাবেন। সার মনেও রাখতে পারেন সব। মাথার ভেতর যেন একটা ক্যামেরা বসানো। সব ছবি তাতে ধরা আছে। শুধু কুশের খেলার ভুল না, প্রত্যেক প্লেয়ারের দোষ-ত্রুটি খেলার পর সার বলে দেবেন।

সেই চিন্ময়সার আজ নিজেকে আর সামলাতে পারেননি। কোলে করে সাইড লাইনের কাছে নিয়ে এসে বললেন, "কুশ, তোকে দেখে আজ মনে হচ্ছিল যেন চুনী গোস্বামীর খেলা দেখছি।"

BanglaBook.org

খেলা দেখার জন্য মাঠে বেশ লোক হয়েছিল। কুশকে ঘিরে ছোট্ট ভিড়। ওর জার্সির নম্বর দশ। অনেক লোক দশ নম্বর জার্সির নাম জানতে চাইছে। জার্সি খুলে ও মুখ মুছতে লাগল। ভিড়ের মাঝেই চিন্ময়সার কাকে যেন ধরে আনলেন। তারপর বললেন, "কুশ, এই দ্যাখ কৃশানু দে। নাম শুনেছিস? বিরাট প্লেয়ার। নাকতলা টিমের কোচ হয়ে এখানে এসেছে। আমার সঙ্গে এন আই এস করেছে। প্রণাম কর।"

কুশ সঙ্গে-সঙ্গে প্রণাম করল। ওর দেখাদেখি টিমের অন্য সবাইও টিপ টিপ করে প্রণাম শুরু করল। কৃশানুসার বললেন, "চিন্ময়, তুই একে কোত্থেকে পেলি রে?"

"আমাদের বহরমপুরেরই ছেলে।"

"একে তুই আমার হাতে দে। আমি ইস্টবেঙ্গলের জুনিয়ার টিমটা কোচিং করি। একে কলকাতায় নিয়ে আয়। বড় প্লেয়ার হবে।"

চিন্ময়সার হাসি-হাসি মুখে বললেন, "কী রে কুশ, যাবি? কৃশানু তোকে ইস্টবেঙ্গলের জুনিয়ার টিমে খেলাবে বলছে।"

কুশ বলল, "হ্যাঁ।"

কৃশানুসার বললেন, "কলকাতায় কি তোমার কোনও আত্মীয়স্বজন কেউ আছেন? মানে ওখানে গিয়ে কি তুমি কোথাও থাকতে পারবে?"

চট করে রঞ্জুমাসির কথাই মনে পড়ল কুশের। ও বলল, "হ্যাঁ সার। আমার এক মাসি থাকেন।"

"তা হলে নভেম্বর মাসে তুমি চিন্ময়সারের সঙ্গে আমার কাছে চলে এসো। বহরমপুরে পড়ে থেকো না। ডিসেম্বরে আন্ডার নাইনটিন ইন্ডিয়ান টিম ব্যাঙ্কক যাবে খেলতে। কোচিং ক্যাম্প হবে কলকাতাতেই। ওই টিমের কোচ আহমেদভ। আমি তোমাকে সেই ট্রায়ালে পাঠাব। তোমার বয়স কত?"

"ষোলো সার।"

চিন্ময়সারের দিকে তাকিয়ে কৃশানু বললেন, "এক্সেলেন্ট। এইরকম কত ট্যালেন্টেড প্লেয়ার এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, আমরা জানিই না। এই চোখে দেখলাম বলে এই ছেলেটার কথা কলকাতায় গিয়ে আমি বলতে পারব। ভাগ্যিস, আমাদের নাকতলা স্কুলের হেডসারের রিকোয়েস্টে টিমটা নিয়ে এখানে এসেছিলাম।"

"তুইও তো নাকতলা স্কুলে পড়তিস।"

"হ্যাঁ। তোদের নেক্সট ম্যাচ কবে রে?"

"কাল। আগরপাড়া নেতাজি শিক্ষায়তনের সঙ্গে। কেমন টিম রে?"

"শুনেছি ভাল। তোদের খেলাটা দেখার জন্য একদিন বাড়তি থেকে যাব ভাবছি। এই কুশ ছেলেটার আরেকটা ম্যাচ দেখা দরকার। চলি রে। আমাদের আজই এরা বালুরঘাটে নিয়ে যাবে বলেছে।"

কৃশানুসারকে নিয়ে কথা বলতে বলতে চিন্ময়সার রাস্তার দিকে চলে গেলেন। মাঠ থেকে সীমান্ত শিখা ক্লাবটা খুব বেশি দূরে না। কুশ টিমের অন্যদের সঙ্গে ক্লাবের দিকে

BanglaBook.org

হাঁটতে লাগল। ওর পাশেই কল্লোল। মাঝমাঠে খেলে। সাতটা গোলের মধ্যে একটা গোল ওর। হাঁটতে-হাঁটতে ও বলল, "এত ভাল কী করে খেললি রে আজ কুশ? আমি তো তোর খেলা দেখার জন্য একটা সময় দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।"

ওর কথা শুনে কুশ হাসল। ও নিজেই জানে না, কেমন যেন একটা স্বপ্নের ম্যাচ ও খেলে ফেলল। ক্লাব থেকে বেরনোর সময় ও ভাবতেই পারেনি, মাঠে দাঁড়াতে পারবে। ওর সারা শরীর ঝিমঝিম করছিল তারাটা মুঠোয় নেওয়ার পর। তাড়াতাড়ি রুমালে মুড়ে সেটাকে ও তখন ব্যাগের ভেতর ফেলে দেয়। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর হঠাৎই ওর মনে হল, শরীরে বাড়তি শক্তি পাচ্ছে। কেন এটা হল, কুশ বুঝতে পারল না। খেলা চলার সময় ও আজ যা করতে চেয়েছে, পেরেছে। মানুষ ইচ্ছে করলে তা হলে সব পারে। ইচ্ছেটাই আসল শক্তি। মনে হয়, ইচ্ছেটাই তারা হয়ে এসেছে।

সীমান্ত শিখা ক্লাবে পৌঁছনোর পর ঘরে ঢুকে কুশ কিটব্যাগ খুলে ভেতরটা দেখল। না, রুমালটা যথাস্থানেই আছে। কাউকে ও তারাটার কথা বলবে না। কারও চোখেও পড়তে দেবে না। আরও কিছুদিন লক্ষ করবে ও তারাটাকে। ব্যাগের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কুশের মনে হল, তারাটা যে কারণেই আসুক, ওর ভালর জন্যই এসেছে। এই সময় ঘরে হুড়মুড় করে দু'-তিনজন ঢুকে এল। কুশ তাড়াতাড়ি ব্যাগের চেনটা টেনে দিল।

বাইরে খেলতে এলে চিন্ময়সার সন্ধেবেলায় খুব আড্ডা মারেন ছেলেদের সঙ্গে। যেদিন ম্যাচ জেতেন, সেদিন একেবারে বন্ধুর মতো হয়ে যান। ফুটবলের আলোচনা থেকে চলে যান মনীষীদের জীবনীতে। কুশের খুব ভাল লাগে সেসব কাহিনী শুনতে। স্নান সেরে টি-শার্ট গলিয়ে ও আর কল্লোল সারের ঘরে যাওয়ার জন্য সিঁড়িতে পা বাড়াচ্ছিল, এমন সময় দেখল দিকপতি গেট দিয়ে হনহন করে ভেতরে ঢুকে আসছে। লোকটার হাতে একটা প্যাকেট। সকালে বলল, বাংলাদেশে যাবে। তা হলে যায়নি?

ভেতরে ওকে দেখেই দিকপতি বলল, "আরে, তোমাকেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি। চলো, চলো। আমার সঙ্গে চলো। শুনলাম, আজ তুমি নাকি ফাটিয়ে দিয়েছ?"

দিকপতি এমনভাবে কথা বলছে, যেন অনেকদিনের জানাশোনা। কুশ হাসি চেপে বলল, "কার কাছ থেকে শুনলেন?"

"আরে ভাই, হিলি শহর এট্টুখানি জায়গা। কোনও কথা চাপা থাকে নাকি? আমারই দুর্ভাগ্য, ট্রাক নিয়ে এমন ঝামেলায় পড়লাম, আজ ও-পারে যাওয়াই হল না। ভালই হল, কাল তোমার খেলা দেখার সুযোগটা পেয়ে যাব।"

কল্লোল অবাক হয়ে দিকপতির দিকে তাকিয়ে। সেটা লক্ষ করে কুশ বলল, "তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি দিকপতি, এই সীমান্ত শিখা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। আর এ আমাদের টিমের প্লেয়ার, কল্লোল।"

দিকপতি খেয়ালই করল না কল্লোলকে। বলল, "তা হলে চলো ভাই এখুনি বেরিয়ে পড়ি।"

BanglaBook.org

কুশ ব্যস্ততা দেখে বলল, "কোথায় যাওয়ার কথা বলছেন?"

'কেন, আমার বাড়ি। একটা আশ্চর্য জিনিস দেখতে পাবে আমার বাড়িতে গেলে। বাড়িটা শুরু হয়েছে ভারতে। শেষ হয়েছে বাংলাদেশে।"

কল্লোল বলল, "তা হয় নাকি?"

"গেলেই দেখতে পাবে। আমার ড্রয়িংরুমটা ইন্ডিয়ান টেরেটরিতে। আর কিচেন বাংলাদেশের মাটিতে। মাঝখান দিয়ে বর্ডার চলে গেছে। শুধু আমারই না, এরকম বাড়ি তোমরা আরও দেখতে পাবে হিলিতে। তা হলে চলো, বাইরে আমি রিকশা দাঁড় করিয়ে রেখেছি।"

কল্লোল বলল, "আমাদের সার কিন্তু কোনও লোকাল লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে মানা করেছেন।"

"কেন বলো তো?"

"না, বর্ডার এরিয়া তো। এখানে নাকি নানা ধরনের লোকজন ঘোরাঘুরি করে।"

"এটা অবশ্য উনি ঠিকই বলেছেন। এই তো কয়েকদিন আগে এখানে একটা মার্ডার হয়ে গেল। মালদা থেকে একজন বিজনেসম্যান এসেছিলেন। ব্যস, খুন। তা কুশভাই, তুমি তা হলে যাবে না। আমি যে মাকে বলে এলাম, তোমাকে নিয়ে চট করে আসছি। মা অনেক খাবার করে রাখবে। তুমি না গেলে সব কিন্তু নষ্ট।"

দিকপতির কথা শুনে কুশের খুব মজা লাগছে। লোকটা সকালে ওকে খাওয়ানোর জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল। কিন্তু কেন? ও বলল, "আমি যদি আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে যাই, তা হলে আপনার অসুবিধে হবে?"

"একদম না। চলো, তা হলে সব্বাই মিলেই না হয় চলো। তোমাদের সার না কে, তাকে নিয়ে যাওয়া যায় না?"

কল্লোল বলল, "দাঁড়ান। তা হলে সারকে ডেকে নিয়ে আসি।"

কথাটা বলেই কল্লোল লাফিয়ে সিঁড়ি টপকে দোতলায় উঠে গেল। সেই ফাঁকে দিকপতি বলল, "কুশভাই, তোমার জন্য একটা গিফ্‌ট নিয়ে এসেছি। প্লিজ, তুমি কিন্তু ফেরত দিও না।"

কথাটা বলেই দিকপতি হাতে ধরা প্যাকেটটা এগিয়ে দিল। অবাক হয়ে কুশ জিজ্ঞেস করল, "কী আছে এতে?"

"একটা বড় তোয়ালে।"

তোয়ালের কথা শুনে কুশ চমকে উঠল। আশ্চর্য। একটা তোয়ালে ওর প্রচণ্ড দরকার ছিল। দিকপতি তা কেমন করে জানল? প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সকাল থেকে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে। ও মনে মনে যা চাইছে, তা হয়ে যাচ্ছে। দিকপতিকে ও ধন্যবাদ দিতেও ভুলে গেল।

ঠিক এই সময় গেট দিয়ে দ্রুত পায়ে একটা ছেলে ভেতরে ঢুকে, কানে কানে কী যেন বলতেই দিকপতি হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। সকালেও ও এমন করেছিল। সফ্‌ট

BanglaBook.org

ড্রিঙ্কস খাওয়ানোর জন্য তখন অত ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু বোতলটা আসার সঙ্গে সঙ্গে কাকে যেন দেখে উঠে চলে গিয়েছিল। এই একটু আগে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য অত আগ্রহ দেখাল। ছেলেটা আসার পর বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলেও গেল না, আর আসবে কি না?

"কুশ, এই কুশ..."

দোতলা থেকে কল্লোল ওকে ডাকছে। নীচ থেকে কুশ বলল, "ডাকছিস কেন?"

"তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে আয়। কেব্‌ল টিভিতে আমাদের খেলাটা দেখাচ্ছে। সার তোকে ডাকছেন।"

টিভির কথা শুনে কুশ দ্রুত ওপরে উঠে এল। খেলার সময় একটা ছেলেকে ক্যামেরা নিয়ে সাইড লাইনের ধারে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিল বটে! তা হলে সেই ছেলেটাই কেব্‌ল টিভির। বহরমপুরেও কেব্‌ল টিভি চালু হয়েছে। স্যান্ডোর দাদা চঞ্চলদা কেব্‌ল টিভি চালায়। সুব্রত মুখার্জি কাপের ফাইনাল খেলাটা কেব্‌ল টিভিতে দেখিয়েছিল। কুশ অবশ্য দেখতে পায়নি। পরদিন সকালে হেডসার বলেছিলেন, "তোমার খেলা বাড়িতে বসেই দেখলাম বাবা। আশীর্বাদ করি, আমাদের স্কুলের নাম আরও উজ্জ্বল করো।"

সারের ঘরে ঢুকে কুশ দেখল, ওর আগেই পাঁচ-ছ'জন মেঝেতে বসে পড়েছে। টেব্‌লের ওপর ছোট্ট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি। খেলা দেখানো হচ্ছে। আরে, ওই তো দেবাংশু। লম্বা শট নিল। কুশ নিজেকে দেখার জন্য টিভির সামনে বসে পড়ল। বলটা রিসিভ করল কল্লোল। মুখ তুলে ও তাকিয়েছে। নাকতলা স্কুলের একটা ছেলে ট্যাক্‌ল করল। তবুও বডি শিল্ড করে কল্লোল বলটা দখলে রাখল। তারপর পাস বাড়াল। এর পরই কুশ নিজেকে দেখতে পেল। বল নিয়ে ও পেনাল্টি বক্সের দিকে দৌড়চ্ছে। নাকতলা স্কুলের স্টপার ছেলেটাকে ও কাটিয়ে নিল। গোলকিপার এগিয়ে আসছে। বলটা গোলকিপারের ডান পাশ দিয়ে ও গোলে ঠেলে দিল।

কুশের মনে পড়ল, এটা থার্ড গোল। প্রথম গোলটা করেছিল হাফ ভলিশটে। দ্বিতীয় গোলটা কর্নার কিক থেকে হেড মারফত। সব লিখে রাখতে হবে। চিন্ময়সার ডায়েরিতে সব লিখে রাখতে বলেছেন। কুশের তখনই মনে পড়ল, এই রে, ডায়েরিটা এখানে আনতে ভুলে গেছে। কাল সকালেই একটা খাতা কিনে নেবে। সার প্রতি ম্যাচের প্রতিটা গোলের কথা মন্তব্যসহ লিখে রাখতে বলেছেন। পৃথিবীর সব বড় ফুটবলারই নাকি এটা করেন। শুধু নিজেদের গোলের কথা নয়, অন্য টিমের ডিফেন্ডারদের কথাও। তাঁরা কে কেমন খেলেন, কার কী দুর্বলতা, সব কিছু।

চিন্ময়সার এই অভ্যাসটা করিয়েছেন গতবারের গেম্‌সের সময় থেকে। "সময় পেলে ডায়েরির পাতা ওলটাবি, বুঝলি। তা হলে নিজের ভুল-ত্রুটিগুলো সবসময় মনে থাকবে। বড় প্লেয়াররা ভিডিও ক্যাসেট জোগাড় করে রাখে। অবসর সময়ে বসে বসে নিজেদের ম্যাচ দেখে। আমাদের তো সে সুযোগ নেই। কী আর করা যাবে! আমাদের ডায়েরির পাতাই সই।"

BanglaBook.org

টিভিতে খেলা দেখতে দেখতে স্কুলের ছেলেরা উত্তেজিত। কৌশিক একটা দারুণ সেভ করল। সার এতক্ষণে মুখ খুললেন, "দেখেছিস, মানস আর সুকান্তটা কী ব্লান্ডারটাই না করল! তোদের বারবার বলেছি, দু'জন স্টপার একটু আগুপিছু খেলবি। এই দ্যাখ, দু'জনে কীরকম প্যারালাল লাইনে দাঁড়িয়ে রইল। কৌশিক অ্যালার্ট ছিল বলে তাই রক্ষে! না হলে গোল হয়ে যেত।"

ফার্স্ট হাফে চার গোলে এগিয়ে ছিল কুশরা। ফোর্থ গোলটা দেখানোর সঙ্গে-সঙ্গেই লোডশেডিং। যাঃ, খেলাটা আর দেখা হবে না। বহরমপুরেও ঘন-ঘন লোডশেডিং হয়। ভোল্টেজ মাঝেমধ্যে এত কম হয়ে যায়, টিভিতে ঝিরঝির করে। কুশদের বাড়িতে দিদির ঘরে টিভি আছে। তবে দিদি টিভি দেখতে দেয় না। তেমন কোনও খেলা হলে কুশ কিস্টিদার বাড়িতে চলে যায়। কিস্টিদার বাড়িতে জেনারেটর আছে। গত বছর ইউরো কাপে পর্তুগালের ম্যাচের সময় আচমকা লোডশেডিং হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন কিস্টিদা জেনারেটর চালিয়ে দিয়েছিল। তাই কুশ শেষ পর্যন্ত খেলাটা দেখতে পায়। তবে না দেখলেই ভাল হত। ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল, পর্তুগাল ম্যাচটা হেরে যাওয়ায়।

অন্ধকার ঘরে বসে চিন্ময়সার বললেন "বড্ড গরম লাগছে। চল, ছাদে গিয়ে বসি। তোদের সঙ্গে একটু আড্ডা মারা যাক।"

সবাই হইহই করে ছাদে এসে দেখল, আকাশে মেঘ জমেছে। দূরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সবে ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে শুরু করেছে। সারাদিন বেশ গুমোট গরম ছিল। রাতের দিকে একটু বৃষ্টি হলে ঘুমটা ভাল হবে। ছাদের ওপর শতরঞ্জি পেতে সবাই বসার পর চিন্ময়সার বলল, "এই হিলি শহরে আমি একবার খেলতে এসেছিলাম। তা সে বছর পনেরো আগে। সেবার খুব মজার ঘটনা ঘটেছিল।"

"কী হয়েছিল সার?"

"তখন হিন্দ ক্লাবের হয়ে খেলি। পনেরোই অগস্ট একটা ওয়ান ডে টুর্নামেন্ট হয়। সেখানে খেলতে এসেছি। মাঠে লোক দেখে তো আমাদের চক্ষু চড়কগাছ! সারাদিন হাজারদশেক লোক দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। শুনলাম, বর্ডারের ওপার থেকেও অনেক লোক খেলা দেখতে এসেছে। বর্ডারে তখন এত কড়াকড়ি ছিল না। হেঁটে হেঁটে লোক এপারে চলে আসত। সারাদিন খেলা দেখত। আবার বাড়ি চলে যেত।"

"মজার ঘটনাটা কী হল সার?"

"সেটাই বলতে যাচ্ছি। আমরা তো ফাইনালে উঠলাম। ম্যাচ খেলতে নামার আগে দেখি কয়েকটা লোক দশ-বারোটা পাঁঠা সাইড লাইনের ধারে খোঁটায় বেঁধে রেখেছে। তারপর দেখি, বিরাট ঝুড়িতে দশ-বারোটা মুরগি এনে রেখেছে। আমরা ড্রেস করতে করতে ভাবলাম, রাতে বোধ হয় আমাদের ভূরিভোজের ব্যবস্থা হচ্ছে। খেলাটা শুরু হওয়ার ঠিক আগে একটা লোক এসে বলল, 'বাবু আপনারা যা পাবেন আমার কাছে বিক্রি করে দেবেন।' হাফ টাইমের সময় আরেকটা লোক এসেও এই রিকোয়েস্ট করল। আমাদের মাথায় কিছুই ঢুকছে না। ম্যাচটা আমরা দু'গোলে জিতলাম। প্রাইজ দেওয়ার সময় দেখি

BanglaBook.org

কি না, আমাদের প্রত্যেক প্লেয়ারকে একটা করে পাঁঠা দিচ্ছে। আর যারা রানার্স, তাদের একটা করে মুরগি।"

সারের কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। কল্লোল জিজ্ঞেস করল, "পাঁঠা নিয়ে আপনারা কী করলেন সার?"

"কী আর করব? একশো টাকা করে বিক্রি করে দিলাম। কেনার লোক তো খেলা শুরু হওয়ার আগে থেকেই মাঠে বসে ছিল।"

কুশ ছাদের কার্নিসের ধারে দাঁড়িয়ে সারের গল্প শুনছে। মাথার ওপর অন্ধকার আকাশ। মেঘ জমেছে বলে আরও অন্ধকার দেখাচ্ছে। কাল এই সময়টায় ও রুনুদের বাড়িতে ছিল। আকাশ তারায় তারায় ঝকমক করছিল। আজ একটা তারা দেখা যাচ্ছে না। কাল রাতে আকাশ থেকে অনেক তারা খসে গেছে। আকাশে কত লক্ষ তারা আছে কে জানে?

শতরঞ্জিতে বসে থাকা কেউ একজন হঠাৎ বলে উঠল,"সার, কাল রাতে আমি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছি।"

"কী রে?"

"রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। জানালা দিয়ে তখন দেখলাম, আকাশ থেকে অনেক তারা খসে পড়ছে। একটা তারা মনে হল খুব কাছে কোথাও এসে পড়ল।"

চিন্ময়সার বললেন, "তুই ঠিক দেখেছিস। কাগজে লিখেছিল। ইস, আমার দেখা হল না। আজ কাগজে দেখলাম, কলকাতায় কোন একটা বাড়িতে নাকি তারা এসে পড়েছিল। জিওলজিক্যাল সার্ভের অফিসাররা এসে সেই তারা মিউজিয়ামে নিয়ে গেছেন।"

"ওরা কী করে খোঁজ পেলেন সার?"

"নিশ্চয়ই কোনওভাবে খবরটা পেয়েছেন। কাগজে দেখলাম, যে ছেলেটা ছাদ থেকে তারাটা কুড়িয়ে পেয়েছিল, তার ইন্টারভিউ বেরিয়েছে। তোরা কি জানিস, তারা খসে পড়া দেখলে কী হয়?'

"কী হয় সার?"

"তারা খসে পড়ার সময় যে যা মনে মনে ইচ্ছে করে, তা বাস্তবে হয়। ধর, কাল যদি খসে পড়া তারাটা দেখার সময় তুই যদি মনে মনে চাইতি মারাদোনা হবি, তাই হয়ে যেতে পারতি। চান্সটা মিস করলি তো?"

সারের কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। কথাটা গিয়ে বুকের ভেতর ধাক্কা মারল কুশের। কথাটা সত্যি। একশোভাগ সত্যি। আজ সকাল থেকে ওর ক্ষেত্রে তা হচ্ছে। কেউ জানে না সে-কথা। অন্ধকারে সারের মুখের দিকে কুশ তাকিয়ে রইল। আজ ও যে এত ভাল খেলল, সার কি জানেন তা ওই তারাটার জন্যই?

"সার, মারাদোনার গল্প বলুন না?"

"না রে, আজ না। অনেক রাত্তির হয়ে গেছে। কাল ম্যাচ আছে। জিতলেই ফাইনাল। আজ তোদের একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে।"

সারের পিছু পিছু ওরা সবাই নীচে নেমে এল। ক্লাবের পাশেই ফাঁকা জমিতে প্যাণ্ডেল

BanglaBook.org

বেঁধে ভিয়েন করা হয়েছে। দুটো সার দেওয়া ডেকরেটরের টেব্‌ল। রাস্তায় নেমে ডান দিকে ঘুরে খাবারের জায়গায় যেতে হয়। কুশ রাস্তায় নেমে দেখল, লাইন দিয়ে প্রচুর ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। উলটোদিকে দিকপতির চায়ের দোকানে অনেক লোকের ভিড়। তবে দিকপতিকে কোথাও চোখে পড়ল না।

প্যাণ্ডেলের ভেতর ঢুকে কুশ দেখল চিন্ময়সার খুব রাগারাগি করছেন রাঁধুনির ওপর। মেনু চিকেন বিরিয়ানি আর কষা মাংস। রাতে প্লেয়ারদের ঝাল-মশলা দেওয়া খাবার চিন্ময়সার পছন্দ করেন না। পুরো টুর্নামেন্ট চলার সময়ই খাওয়াদাওয়ার দিকে কড়া নজর রাখেন। সার বললেন, "এই সব বিষ আমার প্লেয়াররা কেউ খাবে না। অন্য কোথাও থেকে শিগগির রুটি আর সবজি তুমি জোগাড় করো।"

রাঁধুনি লোকটা কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, "বাবু, বিরিয়ানি আমি রাঁধিনি। এসব পাঠিয়ে দিয়েছেন দিকপতিবাবু। আপনারা না খেলে উনি আমার লাশ ফেলে দেবেন। এই গরিবের ওপর আজ এট্টু দয়া করুন বাবু।"

রাঁধুনিকে হাউমাউ করে উঠতে দেখে কুশের মনে হল, দিকপতি লোকটার কি মাথা খারাপ?

৭

বেলা দশটার সময় স্নান করার আগে ছাদে বসে গায়ে তেল মালিশ করছিল কুশ। এমন সময় দেবাংশু এসে বলল, "এই, এক ভদ্রমহিলা তোর খোঁজে এসেছেন।" ভদ্রমহিলা শুনে কুশের চট করে রঞ্জুমাসির কথা মনে হল। ছাদের কার্নিস থেকে উঁকি মেরে ও দেখল, রঞ্জুমাসি নয়। রুনু। শাড়ি পরে এসেছে বলে ওকে অনেক বড় দেখাচ্ছে। পরনে শুধু কালো শর্টস। গায়ে তেল। এই অবস্থায় রুনুর সামনে যাওয়া উচিত হবে কি না, কুশ বুঝতে পারল না। হঠাৎ ওর দিকপতির দেওয়া তোয়ালেটার কথা মনে পড়ল। ছাদ থেকে নেমে এসে ঘরে ঢুকে তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে ও নীচে নামল। না, এখন আর ওকে ততটা আনস্মার্ট দেখাচ্ছে না।

সামনাসামনি হতেই কুশ দেখল রুনু একা আসেনি। সঙ্গে ওরই বয়সী একটা ছেলে। বেশ লম্বা। ছিপছিপে শরীর। এই ছেলেটাই তা হলে রুনুর দাদা। বালুরঘাট টাউন স্কুলের হয়ে এখানে খেলছে। ওই টিমটার সঙ্গে ফাইনালে দেখা হতে পারে। ওরাও কাল মালদহ জেলা স্কুলকে চার গোলে হারিয়েছে। ওদের আগে ম্যাচটা ছিল। কুশরা তখন ব্যস্ত ওয়ার্ম আপ করতে। পরে চিন্ময়সার বলেছিলেন, বালুরঘাট টিমটার ওপর একটু নজর রাখতে হবে। ওকে দেখতে পেয়ে রুনু বলল, "ম্যাসাজ করছিলে বুঝি? এই সময়টায় আসাই আমার উচিত হয়নি।"

কুশ বলল, "না, না। কীজন্য এলে বলো।"

BanglaBook.org

"সেদিন বাবা তোমায় ভোরবেলাই এখানে পাঠিয়ে দিল। বাবার কোনও খেয়াল নেই। এত তাড়াহুড়োর কোনও দরকার ছিল, বলো? আরে, আমি বাড়িতে একটা গেস্ট নিয়ে গেছি। আমার তো একটা দায়িত্ব আছে রে বাবা। ব্রেকফাস্ট করে তারপর এখানে তোমাকে পাঠালে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত? পরে বাবাকে আমি খুব বকুনি দিয়েছি।"

কুশ বলল, "সেদিন সকালে এসে কিন্তু আমার ভালই হয়েছিল। সারের কাছে ফ্রি হ্যান্ডটা করার সময় পেয়েছিলাম। আমার অবশ্য খারাপই লাগছিল, তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে আসতে পারিনি বলে।"

রুনুর হাতে একটা প্যাকেট। সেটা এগিয়ে দিয়ে ও বলল, "এই নাও বাবা, তোমার জিনিস।"

"কী এটা?"

"তোমার গামছা। বাথরুমে ফেলে এসেছিলে। দ্যাখো, আসল ব্যাপারটাই ভুলে মেরে দিয়েছি। আমার দাদার সঙ্গে তোমার আলাপ করানো হয়নি। এই হল আমার দাদা, শুভ্রনীল। দাদা বলল, তোমার খেলা নাকি কাল দেখেছে। তুমি নাকি খুব ভাল খেলো? দেখে তো মনে হয় না।"

কুশের হাসি পাচ্ছে রুনুর কথা শুনে। শুভ্রনীলের দিকে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করে ও বলল, "তুমি কোন পজিশনে খেলো?"

"স্টপারে। কাল তোমাদের খেলা দেখেছি। তুমি তো আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ ভাই। ফাইনালে যদি তোমাদের স্কুলের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, তা হলে তোমাকে তো আমি আটকাতেই পারব না।"

প্রসঙ্গটা এড়ানোর জন্য কুশ বলল, "তুমি নাকি কলকাতায় খেলতে যাবে?"

"ইচ্ছে আছে। আমার বাবার খুব বন্ধু সুভাষ ভৌমিক। উনি বলেছেন কলকাতায় গেলে ক্লাব ঠিক করে দেবেন। তা, তুমি চট করে স্নানটা সেরে এসো না ভাই। তোমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব বলে এসেছি।"

"কোথায় নিয়ে যাবে?"

"এই কাছেই। একজনের বাড়িতে। ভয় নেই। ভদ্রলোক ফুটবলপাগল। কাল তোমার খেলা দেখে ওঁর এত ভাল লেগেছে, আমাকে বললেন, যে করেই হোক ছেলেটাকে আমার বাড়িতে ধরে নিয়ে এসো।"

কুশ একটু দ্বিধায় পড়ল। বিকেলেই ম্যাচ। চিন্ময়সারকে না বলে কোথাও যাওয়া এখন ঠিক হবে না। মুশকিল হচ্ছে সার এই মুহূর্তে বালুরঘাটে। সকালেই দেবাংশুকে নিয়ে ওখানে ডাক্তার দেখাতে গেছেন। কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে দেবাংশু চোট পেয়েছিল। পায়ের ফোলা কমেনি। সার একটু ভয় পেয়ে গেছেন। যে-কোনও সময় সার ফিরে আসতে পারেন। এসে ওকে না দেখলে রেগে যাবেন।

ওকে ভাবতে দেখে রুনু বলল, "অত ভাবাভাবির কী আছে? এই তো একটুখানি রাস্তা। যেতে-আসতে মিনিট পনেরোও লাগবে না।"

BanglaBook.org

কী ভেবে কুশ বলল, "আচ্ছা, তোমরা পাঁচ মিনিট দাঁড়াও। আমি চট করে স্নান সেরে বেরোচ্ছি।"

মিনিট দশেক পরে রাস্তায় বেরিয়ে কুশ দেখল রুনু আর শুভ্র গাড়িতে বসে ওর জন্য অপেক্ষা করছে। কল্লোল রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ক্লাবের একটা ছেলের সঙ্গে। গাড়িতে ওঠার আগে কুশ ওকে বলল, "আমি একটু ঘুরে আসছি। সার এলে বলিস আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব। যেন চিন্তা না করেন।"

গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র বলল, "এবার বলি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি। এখানে একটা কালীবাড়ি আছে। খুব জাগ্রত। ঘণ্টাখানেক আগে আমরা দু'ভাইবোন মিলে ওই কালীবাড়িতে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেবাইতের যিনি ভাই, তিনি এখানকার মস্ত বড় জ্যোতিষী। কাল তিনি তোমাকে দেখেছেন। তিনিই তোমাকে নিয়ে আসতে বললেন।"

কুশ বলল, "তোমরা কি প্রায়ই এই মন্দিরে আসো?"

রুনু বলল, "আমি পরীক্ষার আগে একবার করে আসি। দাদা অবশ্য প্রায়ই আসে মোটরবাইক চালিয়ে। বাবা এত বারণ করে, তাও শোনে না।"

"তোমরা বোধ হয় খুব ঠাকুর-দেবতা মানো?"

"তুমি মানো না?"

"মানি। আমার মা ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করতেন।"

রুনু বলল, "বিশ্বাস করতেন মানে? এখন তোমার মা নেই?"

"না। মারা গেছেন।"

"দাদা আমাদের মা তা হলে ঠিক বলেছিল। কুশ যেদিন চলে এল, সেদিন কিন্তু মা আমাকে বলেছিল, ছেলেটাকে যত্ন করে বসিয়ে খাওয়ানোর মতো কেউ নেই বোধ হয় বাড়িতে। আহা রে...তোমার খুব কষ্ট না?"

কুশ কোনও উত্তর দিল না। জানালা দিয়ে ও বাইরে দিকে তাকাল। পাকা রাস্তা ছেড়ে গাড়ি মোরামের রাস্তায় নেমেছে। কাছেই কোথাও ট্রেনের হুইস্‌ল শোনা যাচ্ছে। এখানে আবার ট্রেন এল কোথা থেকে? রাস্তার দু'পাশে একতলা ছোট-ছোট বাড়ি। বহরমপুরে ভাগীরথীর ধারে এরকম বাড়ি দেখতে অভ্যস্ত কুশ। দেখেই বোঝা যায়, খুব গরিব লোকেদের বাস। রাস্তার মাঝে একটা কালভার্ট। তার ডানপাশে খাকি উর্দি পরা দু'জন সেপাই হাত তুলে গাড়িটা দাঁড়াতে বলল।

শুভ্র বলল, "এরা বর্ডার সিকিওরিটি ফোর্সের লোক।"

গাড়ির ভেতরে একবার উঁকি দিয়ে সেপাই দুটো ড্রাইভারকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করতেই বাঁ দিকে একটা রেললাইন চোখে পড়ল কুশের। ও জিজ্ঞেস করল, "এখান দিয়ে ট্রেন যায় নাকি?"

ড্রাইভার বলল, "হ্যাঁ, দর্শনা পর্যন্ত। আগে এখান থেকে শেয়ালদায় যাওয়া যেত।

BanglaBook.org

ছেলেবেলায় বাবার মুখে শুনেছি। এই যে রেললাইনটা দেখছেন, এর এদিকে ইন্ডিয়া। ওদিকে বাংলাদেশ।"

কথাটা শুনে কুশ অবাক হয়ে বলল, "তার মানে আমি এক লাফে বাংলাদেশ চলে যেতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে। অনেকে যায়ও। সকালে গিয়ে আবার বিকেলে ফিরে আসে। ওখানকার অনেকেও আসে। আমাদের যেমন বি এস এফ, ওদের তেমন বি ডি আর। মানে বাংলাদেশ রাইফেল্‌স। লাইনের ওদিকে ওরা পাহারা দেয়। নেমে একবার দেখবেন নাকি বাবু?"

কুশ সোৎসাহে বলে উঠল, "গেলে মন্দ হয় না!"

রুনু বাধা দিয়ে বলে উঠল, "না, না, বাবা। কোনও ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই।"

শুভ্র বলল, "তুই এত ভয় পাস কেন বল তো বোন? ওদিকে যাই বা না যাই, এদিকে দাঁড়িয়ে দেখতে অসুবিধে কী?"

ড্রাইভার ছেলেটা গাড়ি প্রায় রেললাইনের কাছে একটা ফাঁকা জায়গায় এনে দাঁড় করাল। গাড়ি থেকে নেমে কয়েক পা হেঁটে যেতেই ওরা চারজনে দেখতে পেল, লাইনের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বি ডি আরের একজন জওয়ান দ্রুতপায়ে এদিকে আসছে। কাঁধে রাইফেল।

শুভ্র বলল, "এই যে কংক্রিটের ফলকটা দেখছ, এটা হল আমাদের সীমানা। এদিকে কারও কিছু করার ক্ষমতা নেই।"

লোকটা হাঁটতে-হাঁটতেই পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, "সেলাম আলেকুম। ভাইয়া, বাংলাদেশ দেহেন নাকি?"

কুশ বলল, "হ্যাঁ। লাইনের ওদিকে যাওয়া যাবে?"

'যান, যান, বেহি দূরে যাইয়েন না ভাইয়া। আখুনি একডা ট্রিরেন আইব দর্শনা থেইক্যা। তখন কড়াক্কড়ি।"

সম্মতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুশ লাফিয়ে লাইনের ওপারে চলে গেল। ওর উৎসাহ দেখে জওয়ান লোকটা হাসতে-হাসতে সামনের দিকে এগোল। কুশ বিশ্বাসই করতে পারছে না, ও অন্য একটা দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। ভাগ্যিস, রুনুদের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল, না হলে বাংলাদেশে ঢোকার সুযোগই পেত না। ক্লাবে ফিরে গিয়ে এই অভিজ্ঞতার কথা বললে কেউ মানতেই চাইবে না।

লাইনের ধারে উঁচু ঢিবি দিয়ে ওরা নামার সময় দেখল, দু-তিনজন মহিলা উঁকি মারছে। একজন বলল, "বি ডি আর লোকটা চলে গেছে গো?"

কুশ বলল, "হ্যাঁ।"

সঙ্গে-সঙ্গে তিনজন লাফিয়ে রেললাইনে নেমে দৌড়তে শুরু করল ইন্ডিয়ার দিকে। ওদের দেখে ড্রাইভার ছেলেটা বলল, "এরা কী করে জানেন বাবু? সবাই শাড়ি পাচার করে। একেকজন আট-দশটা করে শাড়ি পরেছে। দামি জামদানি শাড়ি। তাই বেঢপ লাগছে।

BanglaBook.org

ওপারে গিয়ে মহাজনদের ঘরে পরা শাড়িগুলো বেচে দেবে। মন্দ ইনকাম না।"

চারজনে মিলে হাঁটতে-হাঁটতে ওরা বেশ খানিকটা ভেতরে ঢুকে এল। একটু দূরেই বাসস্ট্যান্ড। লোকের ভিড়। সেদিকে তাকিয়ে কুশের হঠাৎ বহরমপুরের বাসস্ট্যান্ডের কথা মনে পড়ল। কোনও পার্থক্য নেই। ফেরিওয়ালারা ঘুরে ঘুরে জিনিস ফেরি করছে। আশপাশে ছোট-ছোট দোকান। লোকজনের চেহারায় কোনও তফাত নেই। আগে তো আলাদা দেশ ছিল না। বর্ডারও ছিল না। লোকে নিশ্চিন্তে এপার-ওপার করত। দুটো দেশ এক থাকলে কী এমন ক্ষতি হত?

এই সময় দূর থেকে ট্রেনের হুইস্‌ল ভেসে আসতেই ড্রাইভার ছেলেটা বলল, "চলুন বাবু, এবার ফিরে যাওয়া যাক। সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি আর একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে। তখন জগুবাবুর সঙ্গে দেখা করা যাবে না।"

পা চালিয়ে ওরা কয়েক মিনিটের মধ্যে ফের এপারে চলে এল। গাড়িতে উঠে কুশ বলল, "কালীবাড়িটা এখান থেকে কদ্দুর?"

"মিনিট দুয়েক। প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো। একটা মজার ব্যাপার হল, মন্দিরের মাঝখান দিয়ে বর্ডার। দু'দেশের লোকেরাই যখন-তখন আসা-যাওয়া করতে পারে।"

রুনু বলল, "কুশ, মন্দিরের মাঝে একটা শিবলিঙ্গ আছে। তার কাছে গিয়ে মনের ইচ্ছে জানালে সেটা নাকি ফলে যায়।"

"তুমি কখনও জানিয়েছ?"

"অনেকবার।"

ঠাট্টা করার লোভ সংবরণ করতে পারল না কুশ, "তাড়াতাড়ি ফলে, না কি দেরি হয়?"

"সেটা নির্ভর করে তুমি কতটা আন্তরিকতা নিয়ে বলছ, তার ওপর। তুমি তো ঠাকুরেই বিশ্বাস করো না। তোমার যে কী হবে ভবিষ্যতে, জানি না!"

শুভ্র বলল, "না ঠাট্টা নয়। আমি যখন যা বলে গেছি, তা কিন্তু ফলে গেছে।"

"এবার নিশ্চয়ই প্রার্থনা করেছ, স্কুল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন করে দিতে হবে।"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, আমি গিয়ে যদি ওই একই প্রার্থনা করি, তবে কারটা ফলবে? ঠাকুর তো ট্রোফিটা দু'জনকে ভাগ করে দিতে পারবেন না।"

"তুমি তা হলে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার কথা বোলো না।"

কুশ হেসে বলল, "তা হলে বলব না।"

কথা বলার ফাঁকেই সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি এসে পড়ল। মন্দিরের ঢোকার রাস্তার সামনে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে। কুশ বুঝতে পারল, অনেক ধনী মানুষও তা হলে আসেন। আশপাশে গাছপালা দিয়ে ঘেরা মায়ের মন্দির। তার ঠিক উত্তর দিকে ছোট একটা শিবমন্দির। কোথাও হইহট্টগোল নেই। পুজো দিয়ে অনেকে বেরিয়ে আসছেন। তাঁদের হাতে প্রসাদী থালা। কপালে সিঁদুরের টিপ। গাড়িতে আসার সময়ই রুনু একবার বলেছিল, কালীবাড়িতে

BanglaBook.org

বলি নিষিদ্ধ। মা নিরামিষাশী। পুজোর নামে প্রাণীহত্যা কুশেরও ভাল লাগে না। এই কারণেই কাশিমবাজারে বিষ্টুপুর কালীবাড়িতে ও যেতে চায় না। বিষ্টুপুরের কালীও নাকি খুব জাগ্রত।

সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির খুব বড় নয়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ও বিগ্রহ প্রণাম করে নীচে নেমে এল। রুনু মন্দিরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে বিড়বিড় করে কী যেন বলছে। দেখে হাসি পেল কুশের। পকেটে তিনটে টাকা আছে। পুজো দিয়ে গেলে ভাল হত। তা হলে চিন্ময়সারের কাছে আর বকুনি খেতে হত না। সারের কাছে বলা যেত, টিমের জন্য ও পুজো দিতে এসেছিল। ডানপাশে সারি সারি দোকান। তিন টাকার ডালা সাজিয়ে ও পুজোর লাইনে গিয়ে দাঁড়াল।

শুভ্র বলেছিল, এখানে একটা শিবলিঙ্গ আছে। কিন্তু সেটা কোথায়, আশেপাশে তাকিয়ে কুশ তার হদিস করতে পারল না। গাড়ি থেকে নেমে শুভ্র কোথায় ঢুকে গেছে, কুশ তা লক্ষ করেনি। লাইনে দাঁড়িয়ে এবার ও রুনুকেও দেখতে পেল না। হঠাৎ 'গেল গেল' আওয়াজ শুনে ও সামনের দিকে তাকাল। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মোটামতো এক ভদ্রলোক কপাল চাপড়াচ্ছেন। ডালা নিয়ে মন্দিরে ঢোকার মুখে বিপত্তি। ডালা ছিনতাই করে একটা বানর গাছের ডালে উঠে বসেছে। পেছন থেকে টিপ্পনি শুনতে পেল কুশ, "মা, তোর পুজো নেবে না। তোর যে চোরাচালানের পয়সা।"

মোটামতো ভদ্রলোক হাঁসফাঁস করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ফের নীচে নেমে গেলেন দোকান থেকে ডালা কিনতে। ঠিক সেই সময় কুশ লক্ষ করল, একটা আধপাগলা লোক ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। খালি গা। পরনে সামান্য একটা লুঙ্গি। লোকটার চোখ অসম্ভব উজ্জ্বল। ওই চোখের দিকে তাকিয়ে কুশের গা শিরশির করে উঠল। লাইনে খানিকটা এগনোর পরও ওর মনে হল, লোকটা ওকে লক্ষ করে যাচ্ছে।

মন্দিরের ভেতরে ঢোকার ঠিক আগে একটা বাচ্চা মেয়ে এসে কুশকে বলল, "এই, তুই আমার সঙ্গে আয়। লাইনে দাঁড়িয়ে তোকে পুজো দিতে হবে না।"

বয়স আট-নয়ের বেশি না। পরনে লাল রঙের একটা শাড়ি। এত অল্প বয়সের একটা মেয়ে তুই-তোকারি করতে কুশ একটু অবাকই হল। হয়তো সেবায়েত পরিবারের মেয়ে। লাইন থেকে বেরিয়ে ও মেয়েটার পিছু নিল। মন্দিরের পেছন দিকে বড় একটা পুষ্করিণী। টলটল করছে জল। পুষ্করিণীর ঘাটে বসে মেয়েটা বলল, "দে তোর ডালাটা দে। অনেকদিন কিছু খাইনি।"

কথা শেষ করেই কুশের হাত থেকে ডালাটা কেড়ে নিল মেয়েটা। তারপর সন্দেশ ভেঙে মুখে দিতে লাগল। মুখে মিটিমিটি হাসি। খেতে-খেতেই ও বলল, "তুই ঢাকেশ্বরী কালীবাড়ির নাম শুনেছিস?"

কুশ বেশ মজাই পাচ্ছে মেয়েটার কথা শুনে। আচ্ছা পাকা তো! ও ঘাড় নেড়ে বলল, "না, শুনিনি। কোথায় সেটা?"

BanglaBook.org

"ঢাকায়। আগামী অমাবস্যায় তোর সঙ্গে ওখানে আমার দেখা হবে।"

মেয়েটা পাগল নাকি! ঢাকা, মানে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা? প্রশ্নটা মনে একবার ঘুরপাক খেতেই ও নিশ্চিন্ত হল, ডালার তিনটে টাকাই গচ্চা গেছে।

"কী ভাবছিস তুই? ঢাকা শহরে যাবি কী করে? তাই না?"

বাহ, মেয়েটা থটরিডিংও জানে তা হলে! ও বলল, "তুমি জানলে কী করে?"

"আমি সব জানি। তোর কপালে সব লেখা আছে। যা, মন্দিরের গেটের সামনে চলে যা। তোর বন্ধুরা তোর জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আর শোন, আমার কথা কাউকে কিন্তু বলিস না। কেমন?"

পরামর্শটা দিয়েই মেয়েটা ডালা ফেরত দিল। কোনও কথা না বলে কুশ ঘাট থেকে উঠে এল।

গেটের সামনে পৌঁছতেই শুভ্র উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "আরে, তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ? জগুবাবু তোমার জন্য বসে আছেন।"

কোথায় ছিল, বলা বারণ। তাই কুশ বলল, "মন্দিরের পেছন দিকে গিয়েছিলাম।"

"শিগগির চলো। এখুনি উনি আসন থেকে উঠে যাবেন।"

দু'জনে মিলে পা চালিয়ে শিবমন্দিরে উঠে এল। কুশ দেখল, শিবলিঙ্গের সামনে মেঝেতে হরিণের চামড়ার আসনে বসে রয়েছেন অনিন্দ্যসুন্দর এক ভদ্রলোক। দীর্ঘদেহী, মাথার চুল কাঁধ অবধি নেমে এসেছে। কপালে লাল সিঁদুরের টিপ। পরনে সাদা রঙের ধুতি। ভদ্রলোক ওকে দেখেই বললেন, "আয় তুই আমার কাছে আয়।"

ঘরে আরও চার-পাঁচজন বসে। একজনের হাতে জন্মকুণ্ডলী দেখে কুশ বুঝতে পারল, জগুবাবু জ্যোতিষচর্চাও করেন। এই তা হলে শিবলিঙ্গ। যার কথা গাড়িতে আসার সময় শুভ্ররা বলেছিল। জগুবাবু ওকে দেখেই অন্যদের বললেন, "এই তোরা আজ আয়। আমি পরে তোদের সঙ্গে কথা বলব।"

ঘর ছেড়ে সবাই বেরিয়ে গেল। কুশ সামনে গিয়ে বসতেই জগুবাবু বললেন, "তোর তো মহাসমুদ্রে জন্ম রে! তোকে আটকে রাখা মুশকিল।"

দিনতিনেক আগে রঞ্জুমাসির মুখে কথাটা শুনেছে কুশ। জগুবাবুর মুখে ফের কথাটা শুনে ও একটু অবাকই হল। উনি জানলেন কী করে? কথাটা বলেই জগুবাবু চোখ বুজে কী যেন ভাবতে লাগলেন। মন্দিরের ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। ভেতরের দিকটা আবছা অন্ধকার। দুধের গন্ধ। শিবলিঙ্গের মাথায় পুণ্যার্থীরা বোধ হয় দুধ ঢেলে গেছে। চুপ করে বসে থাকতে থাকতে শিবলিঙ্গের দিকে তাকিয়ে কুশ মনের ইচ্ছাটা জানিয়েই ফেলল, 'আমাদের স্কুল যেন চ্যাম্পিয়ান হয়।'

"বাড়ি ফেরা তোর আর হবে না।" হঠাৎ জগুবাবু বলে উঠলেন, "এক দেশ থেকে আরেক দেশে তোকে ঘুরে বেড়াতে হবে। বুঝলি কিছু?"

কুশ হতভম্ব হয়ে বলল, "না।"

বাড়ি ফেরা হবে না? তার মানে? তা হলে ও কোথায় যাবে? একসঙ্গে এত প্রশ্ন

BanglaBook.org

ওর মাথায় ভিড় করে এল। একটু আগে পুষ্করিণীর ঘাটেও মেয়েটা বলছিল, আগামী অমাবস্যায় ওর সঙ্গে নাকি ঢাকায় দেখা হবে। এই প্রথম কুশের মনে হল, রুনুদের সঙ্গে এসব অদ্ভুত জায়গায় না এলেই ভাল করত।

"আর পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের সবাই তোকে একডাকে চিনবে। তোর নাম ছড়িয়ে যাবে পশ্চিমেও। কুশ, মনটাকে তুই তৈরি কর। তোর সেই যোগ এসে গেছে চার-পাঁচদিন আগে।"

থেমে থেমে জলদগম্ভীর স্বরে জগুবাবু এমনভাবে কথাগুলো বললেন, কুশের বুকটা কেঁপে উঠল।

৮

ফাইনাল ম্যাচটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারা যেন ওকে কাঁধে তুলে নিল। ঝাপসা চোখে কুশ দেখতে পেল, মাঠের চারদিক থেকে প্রচুর লোক ছুটে আসছে। বাঁধভাঙা জলের মতো। কু...উ...শ, কু...উ...শ। এই একটা আওয়াজ ওর কানে ঝাপটা মারছে। জমি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে তুলে লোকগুলো ওকে নিয়ে যাচ্ছে মঞ্চের দিকে। কুশ ওই জনারণ্যে চিন্ময়সারকে দেখতেই পেল না। মঞ্চ থেকে কে যেন মাইকে তারস্বরে বলে যাচ্ছেন, "প্লিজ, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবেন না। আপনারা মাঠের ভেতর ঢুকবেন না। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটা সুষ্ঠুভাবে হতে দিন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মঞ্চে আছেন। আপনারা মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান।"

ঘোষণাটা প্রথমে অনুরোধের সুরে, পরে সেটা বদলে গেল ধমকে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? কুশকে নিয়ে যারা মঞ্চের দিকে যাচ্ছিল, তারা দিক বদলে মাঠ প্রদক্ষিণ করার জন্য বাঁ দিকে ঘুরে গেল। আর সেই সময় কুশ দেখতে পেল রঞ্জুমাসি আর তিতলিকে। ওর দিকে তাকিয়ে তিতলি হাত নাড়তেই এক ঝটকায় লোকের কাঁধ থেকে নেমে পড়ল কুশ। ও বিশ্বাসই করতে পারছে না, বালুরঘাট থেকে রঞ্জুমাসি ফুটবল ফাইনাল দেখতে এসেছে।

ভিড় কাটিয়ে রঞ্জুমাসির কাছে পৌঁছে, প্রণাম করতেই হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল রঞ্জুমাসি, "আর ক'টা দিন তোর মাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলি না কুশ। অন্তত সুখে দু'চোখ বুজতে পারত।"

মায়ের কথা মনে পড়তেই কুশেরও কান্না পেয়ে গেল। রঞ্জুমাসি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। ওর ঘামে ভেজা মুখটা আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিচ্ছে। ওদের চারপাশে ছোট্ট ভিড়। ক্যামেরা নিয়ে একজন ফোটোগ্রাফার হাজির। পটাপট ছবি তুলছে সে। ওই সময়ই কুশ ঘোষণাটা শুনতে পেল, "কুশ সেনগুপ্ত, তুমি তাড়াতাড়ি মঞ্চের সামনে চলে এসো। এখনই পুরস্কার দেওয়া শুরু হবে।"

BanglaBook.org

রঞ্জুমাসি বলল, "যা বাবা, যা। প্রাইজটা নিয়ে আয়। তোর জন্য আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। তোকে বালুরঘাটে নিয়ে যাব।"

ভিড়টাকে সঙ্গে নিয়েই কুশ মঞ্চের দিকে এগোতে লাগল। আজ ও ভাবতেই পারেনি, বালুরঘাট স্কুলকে তিন গোলে হারাতে পারবে। দুটো গোল ওর। অন্যটা দীপপ্রিয়র। ফার্স্টহাফে রেফারি খুব টেনে খেলাচ্ছিলেন। তখন কুশের মনে হচ্ছিল, ম্যাচটা বোধ হয় জিততে পারবে না। কিন্তু দর্শকরা চেঁচামেচি শুরু করায় সেকেন্ড হাফে রেফারি আর পক্ষপাতিত্বের সাহস পাননি। প্রথম গোলটা কুশ করেছিল শুভ্রকে পরিষ্কার ড্রিব্‌ল করে। পরেরটা ফ্রি কিক থেকে। বলটা ভালমতো সোয়ার্ভ করিয়েছিল। ওদের গোলকিপার বুঝতেই পারেনি।

দীপপ্রিয়র গোলটাও কুশ নিজে করতে পারত। মাঝমাঠ থেকে বলটা নিয়ে পেনাল্টি বক্সের কাছে পৌঁছে ও দেখে বালুরঘাটের স্টপার ট্যাক্‌ল করার জন্য পা বাড়াচ্ছে। ও ইচ্ছে করলে ড্রিব্‌ল করতে পারত। কিন্তু দেখল, দীপপ্রিয় ডান দিক থেকে কাট করে ভেতরে ঢুকে এসেছে। বলটা দিলে ও এক টোকায় ওপেন স্পেস পেয়ে যাবে। "এই নে" বলে সবাইকে দেখিয়ে তখন বলটা কুশ বাড়িয়ে দেয়। দীপপ্রিয়কে দয়া করার একটা ইচ্ছে জেগেছিল। ওকে বোঝানোর দরকার হয়ে পড়েছিল, বাইরে তুই যাই হোস না কেন, মাঠের ভেতর তুই আমার কৃপাপ্রার্থী। আমি বল না দিলে তোর পক্ষে গোল করা সম্ভব না।

নিজের দুটো গোলের জন্য নয়, কুশ আজ খুশি দীপপ্রিয়কে দিয়ে গোল করানোর জন্য। ফাইনাল ম্যাচটা খেলতে আসার আগে ও যে নোংরামিটা আজ করেছিল, তার পাল্টা জবাব এর চেয়ে ভালভাবে দেওয়া কুশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। গোলটা করেই দীপপ্রিয় আনন্দে ওর দিকে ছুটে এসে হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কুশ ঘেন্নায় হাতটা সরিয়ে নেয়। কুশ জানে, চিন্ময়সার ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন। পরে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবেন। কুশ ঠিকই করে রেখেছে, সাফ সাফ বলবে। সিদ্ধেশ্বরী মন্দির থেকে ফেরার পর, কেন জানি না ওর মনে হচ্ছে, এখন ওর চারপাশে যারা আছে, তাদের কারও সঙ্গে ওর আর সম্পর্ক থাকবে না।

মঞ্চের সামনেই কল্লোল, কিংশুকরা চিন্ময়সারকে নিয়ে নাচানাচি করছে। কুশ প্রণাম করতেই সার জড়িয়ে ধরে বললেন, "হ্যাঁ, যেমনটা চাইছিলাম, আজ তেমনই তুই খেলেছিস।"

মঞ্চে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। বালুরঘাট স্কুলের ছেলেরা ওদের উলটো দিকে বসেছে। শুভ্রর দিকে আড়চোখে একবার তাকাল কুশ। হুঁহ, মুখটা শুকিয়ে গেছে। ওদের স্কুল যদি হারত, তা হলে ওর মুখও নিশ্চয়ই এমন বিমর্ষ হয়ে থাকত। কুশের ইচ্ছে করল, উঠে গিয়ে শুভ্রকে একবার ব্যাড লাক জানিয়ে আসে। কিন্তু ইচ্ছেটা ও দমন করল। কী ভাববে কে জানে? চিন্ময়সার বলেন, জিতে যেমন খুব লাফালাফি করতে নেই, তেমনই হেরে গিয়ে মুষড়ে পড়তে নেই। হার-জিতটাকে সমানভাবে নেওয়া উচিত। সেটাই পেশাদারিত্ব।

BanglaBook.org

ফাইনাল ম্যাচটা দেখতে চুনী গোস্বামী আসেননি। মঞ্চে বক্তৃতা করছেন শুভ্রর বাবা। সেই ফাঁকে নিজেদের প্লেয়ারদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল কুশ। হঠাৎই ও টের পেল, দীপপ্রিয় নেই। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। দীপপ্রিয় কি তা হলে সীমান্তশিখা ক্লাবে চলে গেল? সর্বনাশ! তা হলে নিশ্চয়ই ওদের ঘরে গিয়ে ওর ব্যাগে হাত ঢোকাবে। ক্লাবে এখন কেউ নেই। ও এই সুযোগটা হাতছাড়া করবে না। ছেলেটার স্বভাব কুশ জানে। খুব বিশ্রী টাইপের। ক্লাস ইলেভেনে পড়ে। বড়লোকের ছেলে বলে কুশদের মানুষ বলেই মনে করে না। হাবভাবে সেটা বুঝিয়েও দেয়। সাধে কুশ আজ ওর সঙ্গে হাত মেলায়নি?

মাঠে ভিড়ের মাঝে বসে কুশ ছটফট করতে লাগল। ওর ইচ্ছে হল, দৌড়ে ক্লাবে চলে যায়। ওর কিট ব্যাগে তালা দেওয়া নেই। দীপপ্রিয় যদি ইচ্ছে করে, এখন ওর ব্যাগ থেকে তারাটাকে পেয়ে যেতে পারে। এ ক'দিন ও যা দেখেছে, তাতে তারার শক্তির ওপর কুশের অসীম বিশ্বাস জন্মে গেছে। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের জগুবাবুও বলেছেন, "তোর হাতের রেখায় একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করছি রে! মহাজাগতিক এক শক্তি আজীবন তোকে রক্ষা করে যাবে। সেটা কী, আমি বলতে পারব না। সেটা বলার মতো বিদ্যে আমার নেই।"

ওই সময় কুশ একবার ভেবেছিল, জগুবাবুকে তারাটার কথা বলে। কিন্তু বলতে গিয়েও চুপ করে যায়। তারাটা যে মহাজাগতিক শক্তি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই কুশের। ওটা আদৌ তারা, না অন্য কিছু, কুশ নিশ্চিত হতে পারছে না। বহরমপুরে ফিরে গিয়ে কিস্টিদাকে ও জিজ্ঞেস করবে। তারারও প্রাণ আছে কি না, বা মহাকাশ থেকে তারা ছাড়া আর কী কী পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে পারে। কিস্টিদা নিশ্চয়ই একটু অবাক হবে। হোক, এ ছাড়া রহস্য উদ্ধারের অন্য কোনও উপায় নেই।

আজ খেলতে আসার আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেটাই কুশকে অস্বস্তিতে ফেলেছে। আর কেউ জানে না। টিমের সঙ্গে বেরনোর সময় একা ঘরের মধ্যে কুশ যখন ওর তারাটাকে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে শরীরে শক্তি বাড়াচ্ছিল, ঠিক সেই সময় হঠাৎ কীজন্য যেন দীপপ্রিয় ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সম্ভবত ওর চোখমুখ দেখে কিছু সন্দেহ করে থাকবে। তখন ও বলে, "কুশ, তোর হাতে ওটা কী রে?"

কুশ তখন একটা ভুল করেছিল। হাতের মুঠো থেকে টুপ করে তারাটাকে ব্যাগের ভেতর ফেলে দিয়েছিল। তাতে আরও কৌতূহল বেড়ে যায় দীপপ্রিয়র। ও কাছে এসে বলে, "তুই কী লুকোলি বল তো?"

কুশ বলেছিল। "কিছু না।"

"আমি স্পষ্ট দেখলাম, একটা বলের মতো কী যেন তুই ব্যাগের ভেতর ফেললি। আর তুই ডিনাই করছিস? নিশ্চয়ই কারও ব্যাগ থেকে কিছু সরিয়েছিস। তোরা গরিব ফ্যামিলির ছেলে। তোদের পক্ষে সবই করা সম্ভব। সত্যি কথা বল। না হলে সারকে ডেকে এখনই তোর ব্যাগ সার্চ করাব।"

BanglaBook.org

এর আগে জয়ন্তর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্য সার একবার ওকে টিম থেকেই বের করে দিয়েছিলেন। স্কুলে এসে দীপপ্রিয়র বাবা খুব শাসিয়েছিলেন চিন্ময়সারকে। তাতে সারের জেদ আরও বেড়ে যায়। মাসতিনেক প্র্যাকটিসেই ঢুকতে পারেনি দীপপ্রিয়। শেষে হেডসারের অনুরোধে চিন্ময়সার ফের ওকে টিমে নেন।

দীপপ্রিয়র কথা শুনে আজ কুশ প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল। খুব ঠাণ্ডা গলায় তখন বলেছিল, "তুই যদি এখনই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে না যাস, তা হলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তোকে বের করে দেব।"

ওর রাগ দেখে তখনকার মতো ঘর ছেড়ে দীপপ্রিয় বেরিয়ে যায়। কিন্তু কুশ ভালমতো জানে, ওকে জব্দ করার সুযোগ দীপপ্রিয় খুঁজবেই। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বসে থাকতে ওর একদমই ভাল লাগছে না। ছুটে সীমান্তশিখা ক্লাবে চলে যেতে মন চাইছে। মঞ্চে বক্তৃতা করেই যাচ্ছেন শুভ্রর বাবা। কুশের মনে হল, এই লোকগুলোর কি একবারও মনে হয় না, ছেলেগুলো ক্লান্ত; বক্তৃতা শোনার ইচ্ছে কারও নেই? এই সময় শুভ্রর বাবা কী যেন বললেন। চারদিকের লোক হাততালি দিয়ে উঠল।

পাশেই বসে আছেন চিন্ময়সার। হঠাৎ বললেন, "কুশ, তোর কী হয়েছে রে? এত উসখুস করছিস কেন?"

কথাটা বলেই ফেলল কুশ, "সার, শরীরটা ভাল লাগছে না। ক্লাবে গিয়ে রেস্ট নেব? আমার প্রাইজটা অন্য কেউ নিয়ে যাবে।"

"কী হয়েছে তোর?" বলেই কপালে হাত ছোঁয়ালেন চিন্ময়সার, "হুঁ, গা-টা একটু গরম মনে হচ্ছে। কিন্তু তোর চলে যাওয়াটা ভাল দেখাবে না। মিনিস্টার তোর সঙ্গে কথা বলতে চান। আমাকে ডেকে বললেন। আর মিনিটপাঁচেক বসে থাকতে পারবি না?"

অগত্যা কুশ আর কিছু বলল না। মঞ্চে টেবলের ওপর রাখা প্রাইজগুলোর দিকে ও তাকিয়ে রইল। কাপ, ট্রোফিগুলো ঝকমক করছে। আর রয়েছে রঙিন কাগজে মোড়া কিছু প্যাকেট। কী থাকতে পারে ওই প্যাকেটের মধ্যে? জামা বা প্যান্টের পিস অথবা তোয়ালে। চটপট এসব দিয়ে দিলেই হয়। এত কথা শোনানোর দরকার কী? মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বকবক করে যাচ্ছেন আরেকজন। স্কুলস্তরে ফুটবল টুর্নামেন্ট কেন আরও হওয়া উচিত, বলছেন। শুনে হাসি পেল কুশের। সারা বছর ওরা কীভাবে প্র্যাকটিস করে, কেউ কি তার খবর রাখেন? নিজের পকেট থেকে পুরো খরচটা করেন চিন্ময়সার। এ নিয়ে সারের বাড়িতে খুব অশান্তি। কুশ জানে।

কল্লোল দূরে বসে ছিল। উঠে এসে পাশে বসে বলল, "বেস্ট প্লেয়ারের প্রাইজ কী দিচ্ছে, জানিস? একটা কালার টিভি। তুই শিওর পাচ্ছিস। কনগ্রাচুলেশন্‌স কুশ।"

কুশ বলল, "তোর মাথাখারাপ। একটা কালার টিভির দাম জানিস? পনেরো-ষোলো হাজার টাকা।"

"অর্গানাইজাররা তো দিচ্ছে না। এখানে দিকপতি বলে কে একজন আছেন। প্রচুর

BanglaBook.org

টাকার মালিক। সে নাকি অ্যানাউন্স করে গেছে। খেলা শেষ হওয়ার পর দোকান থেকে ওই টিভি আনার জন্য লোক পাঠিয়েছে।"

"তুই এত খবর কোত্থেকে পেলি?"

"ক্লাবেরই একটা ছেলে এসে আমাকে বলে গেল।"

"দিকপতি লোকটা কে জানিস? সেদিন রাতে যে লোকটা আমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছিল।"

"ওহ্, সেই লোকটা! ওর পক্ষেই খরচ করা সম্ভব। কিন্তু কুশ, টিভি পেলে তুই রাখবি কোথায়? তোর দিদি চালাতে দেবে?"

"না রে, বিক্রি করে দিতে হবে।" কুশ অন্যমনস্ক, "তা ছাড়া আমি তো আর ফিরে যাচ্ছি না। এখানেই একটা গতি করে যেতে হবে।"

"তুই ফিরে যাচ্ছিস না মানে? কোথায় যাবি?"

নিজেকে সামলে নিল কুশ। বলল, "রঞ্জুমাসি আমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইছে।"

"কে তোর রঞ্জুমাসি?"

"মায়ের বন্ধু।"

"যাহ্, বহরমপুরে তুই আর থাকবি না? সার জানে?"

"না, এখনও বলিনি।"

কল্লোল ছেলেটাকে খুব ভাল লাগে কুশের। ওর ক্লাসেরই। তবে অন্য সেকশনের। কল্লোলরাও খুব বড়লোক। রোজ টিফিনের সময় ওর মা ওর জন্য খাবার পাঠিয়ে দেন। রোজই সেই খাবার দু'জনে ভাগাভাগি করে খায়। রঞ্জুমাসির সঙ্গে কলকাতায় চলে গেলে কল্লোলের কথা খুব মনে পড়বে কুশের।

হাততালির শব্দে চমক ভাঙল। মঞ্চের দিকে তাকিয়ে কুশ দেখল, রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বক্তা চেয়ারে গিয়ে বসছেন। খেলা শেষ হয়ে গেছে আধঘণ্টা আগে। এখনও ওদের বসিয়ে রাখার কোনও মানে হয়? চিন্ময়সার এসব বক্তৃতাটক্তৃতা একেবারেই পছন্দ করেন না। বলেন, এটা অসভ্যতা। প্লেয়ারদের শাস্তি দেওয়া। সত্যিই কুশ অনুভব করল, শাস্তি। এই তো ইউরো কাপের খেলা হয়ে গেল, কয়েকদিন আগে। কিস্টিদার বাড়িতে রাত আড়াইটে পর্যন্ত খেলাটা দেখেছে কুশ। দু'মিনিটের মধ্যেই প্রাইজ দেওয়া হয়ে গেল। কোনও বক্তৃতা নেই।

আমাদের দেশে এই সিস্টেমটা কবে চালু হবে?

হঠাৎই জার্সিতে টান। কুশ পেছন ফিরে দেখল সাফারি সুট পরা এক ভদ্রলোক ফিসফিস করে বললেন, "তোমার নামই তো কুশ, তাই না?"

ভদ্রলোককে কোনওদিন দেখেছে বলে মনে করতে পারল না কুশ। ঘাড় নেড়ে ও বলল, "হ্যাঁ, আমার নামই কুশ। আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।"

"না চেনাটাই স্বাভাবিক। আমি এদেশের লোক না। আমার বাড়ি ঢাকায়। নাম দিলু খোন্দকর। তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। উঠে আসবে?"

BanglaBook.org

ঢাকা নামটা শুনে কুশ চমকে উঠল। ও বলল, "প্রাইজ দেওয়া হয়ে যাক। তারপর না হয় কথা বলব।"

"ঠিক আছে। আমি ওয়েট করব তোমার জন্য।"

মঞ্চে বক্তৃতা করতে উঠেছেন শিক্ষামন্ত্রী কল্যাণব্রত চক্রবর্তী। তার মানে মিনিট কুড়ি লাগবেই। বিরক্তিতে কুশ মাথা নিচু করল। ঘরে ঢুকে এখন দীপপ্রিয় কী করছে কে জানে? তারায় হাত দিলেই ও টের পাবে। চুরিও করতে পারে। কুশের খুব আফসোস হতে লাগল। ছোট্ট একটা তালার কীই-বা দাম। ব্যাগে একটা তালা লাগিয়ে রাখা ওর উচিত ছিল। জীবনের চরম আনন্দের দিন। তা সত্ত্বেও ওর মনে অস্বস্তির কাঁটা। আনন্দটা উপভোগ করতে পারছে না।

"কুশ সেনগুপ্তকে আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি।"

হঠাৎ মাইকে নিজের নাম শুনে কুশের চমক ভাঙল। প্রচণ্ড হাততালির শব্দ। ওর কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। কল্লোল ঠেলা দিয়ে বলল, "এই কুশ, মিনিস্টার তোকে মঞ্চে ডাকছেন। যা।"

স্খলিত পায়ে কুশ উঠে দাঁড়াল। মঞ্চে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে ও প্রণাম করল শিক্ষামন্ত্রীকে। উনি বললেন "বেশি কথা আমি বলতে চাই না। আমি উত্তরবঙ্গের লোক। আমি চাই উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েরা সমাজের সর্বক্ষেত্রে সামনের সারিতে এগিয়ে আসুক। সুভাষ ভৌমিকের পর তেমন মাপের আর কোনও ফুটবলার উত্তরবঙ্গ দিতে পারেনি। এই কুশের ভেতর আজ অনেক বড় ফুটবলার হওয়ার সম্ভাবনা দেখলাম। শুনলাম, এই ছেলেটির পারিবারিক অবস্থা ভাল নয়। এর সব দায়িত্ব আজ থেকে আমার। আমি জানি, আমাদের এই অঞ্চলে অনেক ভাল খেলোয়াড় আছে, যারা কলকাতায় গিয়ে উত্তরবঙ্গের সুনাম বাড়াতে পারে। কিন্তু একটাই অসুবিধে। কলকাতায় তাদের থাকার কোনও জায়গা নেই। এই ছেলেটি যাতে কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।"

মিনিট পনেরোর মধ্যেই পুরস্কার বিতরণ হয়ে গেল। বেস্ট প্লেয়ার হওয়ার জন্য শুধু টিভি সেটই না, কুশের ভাগ্যে জুটল টু ইন ওয়ান, আর ক্যালকুলেটরও। মঞ্চ থেকে নেমে এসেই ও রঞ্জুমাসিকে বলল, "তোমার গাড়িতে এই প্রাইজগুলো নিয়ে যাও। আজ তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারছি না। কাল সকালে বালুরঘাটে দেখা হবে।"

কথাগুলো বলেই ও পা চালাল সীমান্তশিখা ক্লাবের দিকে। গা থেকে জার্সিটা খুলেই ও ভিড়ের মাঝে মিশে গেল। টিমের অন্যরা পৌঁছনোর আগেই ওকে ক্লাবে পৌঁছতে হবে। ওর বুকটা ধকধক করছে।

"কুশ, কথাটা তা হলে এখানেই সেরে নিই?"

সাফারি পরা লোকটা ওকে ঠিক লক্ষ রেখেছে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে লোকটা কথাটা বলল। কুশের মনে পড়ল, লোকটার নাম দিলু খোন্দকর। অভদ্রতা করা উচিত হবে না। হাঁটতে-হাঁটতেই ও বলল, "কী ব্যাপার বলুন।"

BanglaBook.org

"ঢাকায় আমার একটা ক্লাব আছে। বাড্ডা জাগরণী। ঢাকা লিগের ফার্স্ট ডিভিশনে খেলে। আমার ক্লাবে তোমাকে আমি খেলাতে চাই।"

বাড্ডা জাগরণী ক্লাবের নাম কুশ শোনেনি। আবাহনী ক্রীড়াচক্রের নাম শুনেছে। টিমটা একবার আই এফ এ শিল্ড খেলতে এসেছিল। ফিরে যাওয়ার আগে বহরমপুরে একটা প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিল আই এফ এ ইলেভেনের সঙ্গে। মামুন বলে একজনের খেলা ওর খুব ভাল লেগেছিল। দিলু খোন্দকরের দিকে তাকিয়ে ও বলল, "আপনাদের ওখানে লিগ ম্যাচ কবে থেকে হয়?"

"চলছে। আমরা এখন লিগের ফোর্থ পজিশনে আছি। আমাদের আগে আবাহনী, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আর মোহামেডান স্পোর্টিং। আমার একজন ফরওয়ার্ড দরকার। একজন নাইজিরিয়ান স্ট্রাইকারকে নিয়েছিলাম। তাঁর পায়ে চোট। আমার এখন বেশি টাকা খরচ করার সামর্থ্য নেই। আমি খুব বেশি টাকা তোমাকে দিতে পারব না। লিগে আর আমার গোটাপাঁচেক ম্যাচ বাকি। পার ম্যাচ পাঁচ হাজার টাকা তুমি পাবে। কী বলো, রাজি? যদি টিমের সঙ্গে মানিয়ে যাও, তা হলে নেক্সট সিজ্‌নে ভাল টাকা পাবে।"

পার ম্যাচ পাঁচ হাজার টাকা! তার মানে পাঁচটা ম্যাচের জন্য পঁচিশ হাজার! প্রস্তাবটা শুনে কুশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল। নাহ্, লোকটাকে বাজিয়ে নেওয়া দরকার। ফুটবলার নিয়ে যাওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয়, দিলু খোন্দকর এই হিলি শহরে কেন? ওর তো কলকাতায় যাওয়া উচিত। প্রশ্নটা মনে উদয় হতেই ও বলল, "আপনি এখানে প্লেয়ার খোঁজার জন্য এসেছেন?"

"না, আমার এক ফুপি থাকেন এ-দেশে। তাঁর বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান ছিল। নেমন্তন্ন রক্ষা করার জন্যই এখানে এসেছিলাম। এসে শুনলাম, এখানে ফুটবল ম্যাচ আছে। তাই খেলা দেখার জন্য এলাম। তোমার খেলা আমার ভাল লেগেছে। তুমি কি কলকাতার কোনও টিমের হয়ে কোনওদিন খেলেছ? যদি না খেলে থাকো, তা হলে আমার আরও সুবিধে। ইন্টারন্যাশনাল ক্লিয়ারেন্স লাগবে না। সরাসরি নিয়ে গিয়ে তোমাকে খেলানো যাবে।"

কুশ বলল, "আমার কোনও আপত্তি নেই। আপনি আমার সারের সঙ্গে কথা বলুন। চিন্ময় বিশ্বাস। আমাদের কোচ। উনিই আমার গার্জেন। আর একটু পরে সীমান্তশিখা ক্লাবে গেলে সারকে পেয়ে যাবেন।"

কথাগুলো বলেই কুশ দৌড়তে শুরু করল। ক্লাবের সামনে এসে ও দেখল, প্রচণ্ড ভিড়। লোকজনের মাঝখান দিয়ে ও স্বচ্ছন্দে ঢুকে গেল। গায়ে দশ নম্বর জার্সিটা নেই। কেউ ওকে চিনতেও পারল না। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে ও দেখল, না, দীপপ্রিয় নেই। দেওয়ালের ধারে ওর কিট ব্যাগ কাত হয়ে পড়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে কেউ ওটা নাড়াচাড়া করেছে।

ব্যাগের ভেতর হাত ঢুকিয়ে তারাটাকে কুশ খুঁজে পেল না। সঙ্গে-সঙ্গে ও পাশের ঘরে গেল। দীপপ্রিয়দের ঘর। আবছা অন্ধকারে যা দেখল, তাতে কুশ ভয় পেয়ে গেল।

BanglaBook.org

৯

দিলু খোন্দকরের প্রস্তাবটা সরাসরি উড়িয়ে দিলেন চিন্ময়সার। "না, না, সম্ভবই না। কুশের এখনও সময় হয়নি। ওর অনেক কিছু শেখার বাকি। এখনই বড় লেভেলের ফুটবলে ওকে আমি ছাড়তে পারি না।"

কথা হচ্ছে দিকপতির দোকানে বসে। চিন্ময়সারের উলটো দিকের চেয়ারে দিলু খোন্দকর। তার পাশে বসে কুশ। সারের কথা শুনে ও খুব হতাশ বোধ করল। মাত্র পাঁচটা তো ম্যাচ। সব মিলিয়ে দু'সপ্তাহের ব্যাপার। কী এমন ক্ষতি হত, যদি ও ঢাকা যেত। টেস্ট পরীক্ষার এখনও অনেক দেরি আছে। ঢাকা থেকে ফিরে আসার পর ও না হয় পড়াশোনায় প্রতিদিন দু-তিন ঘণ্টা করে বেশি সময় দেবে।

একটাই অসুবিধে। ওই ক'দিন টিউশনিতে যেতে পারবে না। ওর দুই ছাত্রই ক্লাস থ্রিতে পড়ে। খেলতে যাচ্ছি বললে ওদের বাবা, মানে সমীরকাকা কিছু বলবেন না। কিন্তু কাকিমার মুখভার হয়ে যাবে। এই বালুরঘাটে আসার আগেই কাকিমা একবার কথা শুনিয়েছেন, "তুমি এক হপ্তা না এলে আমার চলবে কী করে বলো? ছেলে দুটো এমনিতে পড়তে চায় না। তার ওপর পুজোর আগেই পরীক্ষা। এই সময়টায় তোমার কামাই করা কি ঠিক হচ্ছে?"

কথাগুলো মনে হতেই কুশ বিরক্ত বোধ করল। টিউশনি করা তো হাতখরচ চালানোর জন্য। ঢাকায় খেলতে গিয়ে ও যদি সত্যি-সত্যি পঁচিশ হাজার টাকা পায়, তা হলে সে-টাকায় ওর অনেকদিন চলে যাবে। দরকার বুঝলে টিউশনি কুশ না হয় ছেড়ে দেবে। অন্তত সন্ধের দিকটায় তা হলে নিজে পড়াশোনা করতে পারবে।

"চিন্ময়বাবু, একটা কথা আপনি একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। ঢাকার ফুটবল স্ট্যান্ডার্ড তো আমাদের এখানকার মতোই। থার্ড ক্লাস নাইজিরিয়ান ফুটবলাররা গিয়ে টাকা পাচ্ছে। এক-এক সময় অসহ্য মনে হয়। আমি একজন বাঙালি ছেলেকে খেলাতে চাইছি। আমার বিশ্বাস কুশ পারবে। আপনি অন্য কোনও অসুবিধে থাকলে বলুন।"

"অন্য কোনও অসুবিধে মানে?"

"টাকা-পয়সা। ঠিক আছে, আমি না হয় পার-ম্যাচ থেকে সাড়ে সাত হাজার করেই দেব। হল গিয়ে সাড়ে সাঁইত্রিশ হাজার টাকা। আমি এখানেই কুড়ি হাজার আগাম দিয়ে যাচ্ছি। গরিবের ছেলে। এই টাকাটা ওর কাজে লেগে যাবে।"

টাকার অঙ্কটা শুনে চিন্ময়সার এবার একটু থমকে গেলেন। "কুড়ি হাজার টাকা আগাম দিয়ে যাবেন? বলছেন কী মশাই? কিন্তু ওর থাকা, খাওয়াদাওয়া এসব?"

"চিন্তা করবেন না। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বাচ্চা ছেলে, আমার বাড়িতেই না হয়

BanglaBook.org

থাকবে। ঢাকায় ধানমণ্ডিতে আমার আলিশান একটা বাড়ি আছে। আমার স্ত্রী আর এক মেয়ে। বাড়িতে তিন-তিনটে গেস্টরুম। কুশের থাকার কোনও অসুবিধে হবে না। তেমন হলে আপনিও গিয়ে আমার ওখানে থাকতে পারেন। আপনাকে দাওয়াত দেওয়া রইল। গরিবের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন।"

চিন্ময়সার একটু একটু করে পিছু হটছেন। বললেন, "ব্যাপারটা কী জানেন, কুশের আসল গার্জেন তো আমি না। ওর দিদি-জামাইবাবু। ওঁদের পারমিশন না নিয়ে আমি হ্যাঁ বা না কিছুই বলতে পারব না।"

দিলু খোন্দকর নাছোড়বান্দা, "তা হলে ওঁদের সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিন না। এক মিনিটের তো ব্যাপার। দেখুন মশাই, সুযোগ চট করে আসে না। কুশ খেলে আসুক। পরে যেন ও কোনওদিন আপনাকে দোষারোপ করতে না পারে, আপনার জন্য ওর সুযোগটা নষ্ট হল।"

কুশ চুপচাপ বসে বড়দের কথা শুনছে। চিন্ময়সার একটু অপ্রস্তুত হয়ে শেষ পর্যন্ত ওকেই সাক্ষী মানলেন, "কী রে কুশ, তোর কী ইচ্ছে বল।"

কুশ বলল, "আপনি যা বলবেন সার।"

শুনে সার খুব খুশি হলেন। তারপর দিলু খোন্দকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কি এখান থেকেই কুশকে ঢাকায় নিয়ে যেতে চান?"

"নিয়ে যেতে পারলে খুবই ভাল হয়। কাল সকালে বেরিয়ে যেতে পারলে বিকেল-বিকেল ঢাকা পৌঁছে যাব।"

"কিন্তু কুশের যে পাশপোর্ট নেই। তার ওপর ভিসা করাতে হবে। সে অনেক ঝামেলা। সেগুলো সামলাবেন কী করে?"

"সে দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিন মশাই। এখানে বর্ডারে প্রচুর লোকজন আছে আমার। কাস্টম্‌সেই একটা ছেলে আছে যে একটা সময় বাড্ডা জাগরণীতে খেলত। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দিন পনেরোর মতো ব্যাপার। পাশপোর্ট-ভিসার দরকার হবে না। আপাতত আমার খেলাটা ও খেলে দিক।"

চিন্ময়সার একটু চিন্তিত হয়ে বললেন, "ভিন দেশে এভাবে যাওয়া কি ঠিক হবে? একটা কথা বলুন তো। ঠিক কবে আপনার খেলা।"

"দিন পনেরো বাদে। ঢাকার স্টেডিয়ামে এখন ক্রিকেট খেলা চলছে। সেটা শেষ হলেই ফুটবল লিগের বাকি খেলা শুরু হয়ে যাবে।"

"তা হলে এতদিন আগে কুশকে নিয়ে যাচ্ছেন কেন?"

"চাইছিলাম, ও আমার বাকি প্লেয়ারদের সঙ্গে সপ্তাহখানেক প্র্যাকটিস করুক।"

"আমি একটা কথা বলব? কুশকে আপনাদের ওখানে পাঠাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে আমি চাই ও প্রপার চ্যানেলে যাক। ঢাকায় ভাল খেলে ফেললে সবার নজরে পড়বে। তারপর কোত্থেকে কে টানাহ্যাঁচড়া করবে, কে জানে? আপনাদের রাইভাল টিমই হয়তো ওর পেছনে লেগে যাবে। তার চেয়ে আপনি আমাকে একটা সপ্তাহ সময় দিন।

BanglaBook.org

আমি মিনিস্টারকে বলে ওর পাশপোর্ট বের করে নেব। তারপর লোক পাঠিয়ে আপনি ওকে নিয়ে যান, ক্ষতি নেই।"

কথাগুলো শুনে দিলু খোন্দকর কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "সাজেশনটা আপনি মন্দ দেননি। আমাদের ওখানে এমন একটা কেস হয়েওছে। আর আমার শত্রুর তো অভাব নেই। আবাহনীর লোকজন এমনিতেই আমার পেছনে লেগে রয়েছে। ঠিক আছে, অ্যাডভান্সের টাকাটা আমি দিয়ে যাচ্ছি। আপনি প্লিজ, ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে কুশের পাশপোর্টের ব্যবস্থা করুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

পাশে রাখা পোর্টফোলিও থেকে টাকার দুটো বান্ডিল বের করলেন দিলু খোন্দকর। তারপর বান্ডিল দুটো এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নাও ভাই, ভাউচারে সই করে দাও। জীবনের প্রথম রোজগার। আমার কথা তোমার মনে থাকবে নিশ্চয়। নাকি তখন আমাকে চিনতে পারবে না!"

টাকাটা নিতে কুশ ইতস্তত করছে। দেখে চিন্ময়সার বললেন, "নে, নে। লজ্জা পাচ্ছিস কেন?"

দিলু খোন্দকর খুশিমনে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "তা হলে চিন্ময়ভাই, ওই কথাই রইল। দিনসাতেক পর আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি। আমি নিজে আসতে না পারলেও কলকাতায় লোক পাঠিয়ে দেব। আপনি পাশপোর্টের ব্যবস্থা করে রাখবেন।"

বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়িতে করে দিলুবাবু চলে যাওয়ার পর চিন্ময়সার বললেন, "চল, বালুরঘাটে একবার যেতে হবে। তোর রঞ্জুমাসির সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার।"

...আধঘণ্টার মধ্যেই ট্রেকারে করে চিন্ময়সারের সঙ্গে কুশ বালুরঘাটের দিকে রওনা হল। টিমের অন্যরা বাসে করে ভোরবেলাই বহরমপুর রওনা হয়ে গেছে। সার টিমটা তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন দীপপ্রিয়র জন্য। কাল রাতে ও খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সার ডাক্তার ডাকতে বাধ্য হন। উনিই পরামর্শ দেন, কোনও কারণে দীপপ্রিয় ভীষণ ভয় পেয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ওকে নিয়ে বাড়ি চলে যাওয়া উচিত।

কাল রাতে ফোনে হেডসারের সঙ্গে কথা হয়েছে চিন্ময়সারের। উনি নাকি বলেছেন, স্কুলের দু'হাজার ছাত্র নিয়ে উনি দুপুরে বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করবেন। ব্যান্ডপার্টিও ভাড়া হয়ে গেছে। টিম প্রথম যাবে স্কুলে। সেখানে একটা অনুষ্ঠান হবে। স্কুলের সেক্রেটারির নাকি সেটাই ইচ্ছে। বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি থেকে স্কুলের ছেলেদের পরে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

ট্রেকার স্টার্ট নিতেই চিন্ময়সার বললেন, "আজ সকালে তোর জামাইবাবুকে ফোন করেছিলাম।"

কুশের কোনও আগ্রহ নেই জামাইবাবু কী বলেছেন, তা শোনার জন্য তবুও ও বলল, "কেন সার?"

"কেন মানে? তোর ব্যাপারে কথা বলার জন্য। তোর রঞ্জুমাসি তোকে কলকাতায়

BanglaBook.org

নিয়ে যেতে চাইছেন। ভদ্রমহিলা আমাকে মুশকিলে ফেলে দিয়েছেন।"

কুশ বলল, "সার, আমি কলকাতায় যাব।"

"সে তো তোর মুখ দেখেই কাল থেকে বুঝতে পারছি। রঞ্জুমাসিকে তোর এত ভাল লেগে গেল? ভদ্রমহিলাকে তো তুই ভাল করে জানিসও না। কলকাতায় উনি কোথায় থাকেন রে?"

"সল্টলেকে। স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া কমপ্লেক্সের খুব কাছে। মালদা থেকে বাসে আসার সময় রঞ্জুমাসি আমাকে বলছিলেন, কলকাতার ফুটবল পরিবেশটাই নাকি অন্যরকম। মাসি ফুটবলের খুব খবর রাখেন।"

"যা ভাল বুঝিস, কর। তোকে আমি বহরমপুরে আটকে রাখতে চাই না। তবে এও চাই না, যার-তার হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে যাস। বালুরঘাটে চল, আমি নিজে একবার ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে চাই।" কথাগুলো বলেই চিন্ময়সার কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

বালুরঘাট পৌঁছতে মিনিট চল্লিশের বেশি লাগবে না। কুশ জানলার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু ব্যাগটা ওর কোলের ওপর রাখা। বালুরঘাট থেকে আসার দিন, ব্যাগের ভেতর তারাটা তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছিল। আজ কিন্তু টেরই পাওয়া যাচ্ছে না ভেতরে কিছু আছে। তারাটার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। গত কয়েকদিন ধরে তারাটার একটা নাম ও দিতে চাইছে। মনে-মনে খুব ভাবছে। পাচ্ছেই না। কারও সঙ্গে পরামর্শ করাও যাচ্ছে না।

কাল সন্ধ্যায় মাঠ থেকে সবাই ফেরার পর দীপপ্রিয়র জন্য কুশ প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল। ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন। ঘরে ঢুকে ও দেখে, দীপপ্রিয় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ওর হাতে তারাটা। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে। কুশ তাড়াতাড়ি ওর মুঠো খুলে তারাটা নিয়ে পকেটে পুরে ফেলেছিল। আন্দাজ, ভাগ্যিস ও ঠিক আন্দাজ করেছিল। একসঙ্গে সবাই মিলে ক্লাবে ফিরলে, তারাটা অন্যদের চোখেও পড়ে যেত।

ঘরের কোণে রাখা কুঁজো থেকে জল নিয়ে মুখে ঝাপটা দিতেই দীপপ্রিয় উঠে বসেছিল। তারপর বলেছিল, "কুশ, আমি কি মরে গিয়েছিলাম?"

হাসি চেপে রেখে কুশ তখন বলে, "বোধ হয়। তোর নিশ্বাস পড়ছিল না।"

"উফ্, মা গো। কে যেন আমাকে আকাশে নিয়ে যাচ্ছিল। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। তোর ব্যাগে ওটা কী রে কুশ? ছোঁয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কারেন্ট মারল?" বলেই নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল দীপপ্রিয়, "এ কী রে? আমার হাতে ফোস্কা পড়ল কী করে?"

কুশ বলেছিল, "আমার ব্যাগে হাত ঢোকানোর শাস্তি। সারকে ডেকে এবার আমি বলব? চুরি করার জন্য আমার ব্যাগে হাত ঢুকিয়েছিলি?"

হাতের দিকে তাকিয়ে হাউমাই করে উঠেছিল দীপপ্রিয়। ফোস্কা দেখে কুশ তখন নিজেও একটু অবাক! ও ধমক দেওয়ার সুরে বলেছিল, "চুপ। একদম চুপ করে থাকবি।

BanglaBook.org

জিনিসটার কথা যদি কাউকে বলিস, তা হলে সবার সামনে তোর মুখোশ আমি খুলে দেব।"

ধমক খেয়ে আশ্চর্য, দীপপ্রিয় সেই যে চুপ করে গেল, সারা সন্ধ্যা আর একটা কথাও বলেনি। গায়ে চাদর জড়িয়ে ও শুয়ে পড়েছিল। তারপরই ধুম জ্বর। আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেছিল। এসব দেখে ভয় পেয়ে চিন্ময়সার ডাক্তার ডেকে এনেছিলেন। ফাইনালে জেতার আনন্দটাই কাল মাটি করে দিয়েছিল দীপপ্রিয়। ছেলেটাকে ও কোনওদিনই পছন্দ করত না। কিন্তু কাল রাতে ওর চোখ-মুখে আতঙ্ক দেখে খারাপই লেগেছে কুশের।

ট্রেকার বালুরঘাটের দিকে ছুটছে। দিনের অন্য সময় এই এক-একটা ট্রেকারে প্রচুর লোক ওঠে। ঠাসাঠাসি করে বসে। ট্রেকারের গায়ে ঝুলতে থাকে। আজ অবশ্য তেমন লোক নেই। মাত্র সাত-আটজন। তাই ট্রেকারটা থেমে থেমে লোক ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে। বালুরঘাট কখন পৌঁছবে তার ঠিক নেই। মুখ-চোখ দেখে কুশের মনে হল, চিন্ময়সার খুব বিরক্ত। ট্রেকারের হেল্পারটাকে একবার বললেনও, "একটু তাড়াতাড়ি চালাবে ভাই? ন'টার মধ্যে পৌঁছতে না পারলে আমাদের অসুবিধে হয়ে যাবে।"

রাতে দীপপ্রিয়র জন্য ভাল ঘুম হয়নি। ট্রেকারের দুলুনিতে কুশের চোখ বুজে এল। কিট ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে ও ঢুলতে লাগল। হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনতে পেল। একটা ফুটবল ম্যাচ দেখতে দেখতে স্টেডিয়াম ভর্তি লোক চিৎকার করলে আওয়াজটা যেমন হয়, ঠিক সেরকম। আওয়াজটা ধীরে-ধীরে গর্জনে পরিণত হল। কুশ তারপরই দেখতে পেল, ও একটা অচেনা স্টেডিয়ামে বসে রয়েছে। ওর কয়েক হাত দূরে একটা ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে। আশপাশে ভালভাবে তাকিয়ে কুশ অবাক হয়ে গেল। এ কী! ও এখন কোথায়? মাঠের ভেতরে একটা রিজার্ভ বেঞ্চের মধ্যে ও এল কী করে? ওর গায়ে কমলা রঙের জার্সিটাই বা কেন?

ডান দিকে তাকাতেই কুশের গায় কাঁটা দিয়ে উঠল। ক্লুইভার্ট না? বাঁ দিকে প্লেয়ারটাকে আরও চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, বার্গক্যাম্প! অবিশ্বাস্য! রিজার্ভ বেঞ্চে দুই ডাচ প্লেয়ার ক্লুইভার্ট আর বার্গক্যাম্পের মাঝে ও কী করছে? বার্গক্যাম্পের পাশে ভেরন। তাঁর পাশে গোলকিপার বার্থেজ। দু'হাতে চোখ কচলাল কুশ। এই মুখগুলো ওর খুবই পরিচিত। প্রায়ই কিস্টিদার বাড়িতে বসে টিভিতে এঁদের খেলা দেখে। কুশ বুঝতে পারল না, ক্লুইভার্ট-বার্গক্যাম্পদের সঙ্গে ও রিজার্ভ বেঞ্চে বসে আছে কেন?

স্টেডিয়ামের গ্যালারির একদিকে বিরাট একটা পরদা। তাতে খেলাটা দেখানো হচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে কুশ বুঝতে পারল, ও প্যারিসের সেই স্টেডিয়ামে বসে আছে। এই মাঠেই গতবারের ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনাল হয়েছিল না? ডান দিকের ওই পোস্টেই তো জিদান দুটো গোল করেছিল। স্পষ্ট মনে আছে কুশের। বহরমপুরে রাত জেগে ও ফ্রান্স আর ব্রাজিলের ফাইনাল ম্যাচটা দেখেছিল। ও ব্রাজিলের সাপোর্টার ছিল বলে পরদিন স্কুলে দীপপ্রিয় ওকে খুব আওয়াজ দিয়েছিল।

স্টেডিয়াম জুড়ে ফের উচ্ছ্বাস। একটা গোল হল। কুশ অবাক হয়ে দেখল, একটা

BanglaBook.org

কালোমতো ছেলে দৌড়তে দৌড়তে রিজার্ভ বেঞ্চের দিকে আসছে। আরে, এই ছেলেটা তো থিয়েরি অঁরি। ফ্রান্সের প্লেয়ার। পাকা চুলের এক ভদ্রলোক বেঞ্চ থেকে উঠে গিয়ে ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরলেন। স্টেডিয়ামের ইলেকট্রনিক পরদায় ফুটে উঠল, "ওয়ার্ল্ড ইলেভেন-২, ফ্রান্স-২।" তা হলে বিশ্বচ্যাম্পিয়ান ফ্রান্সের সঙ্গে বিশ্ব একাদশের খেলা হচ্ছে এখানে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইরকম একটা ম্যাচ যে হবে, সে-কথা এই ক'দিন আগে কিস্টিদা বলেছিল বটে!

অঁরি মাঠের ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পর কুশ পাকা চুলের ভদ্রলোককে চিনতে পারল। কার্লোস বিলার্দো। ইনিই আর্জেন্টিনা টিমের কোচ ছিলেন ছিয়াশি সালের বিশ্বকাপে। বিলার্দো বেঞ্চে বসার আগে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "কুশ, তুমি ওয়ার্ম আপ শুরু করো। ফিগো আর খেলতে চাইছে না। তোমাকে নামতে বলছে।"

ফিগো, মানে পর্তুগালের লুই ফিগো? আরেব্বাস। কুশ চমকে উঠল। মাঠের দিকে তাকিয়ে ও দেখল, হ্যাঁ ফিগোই খেলছেন। এই তো, এই মাত্র একটা পাস বাড়ালেন রোনাল্ডোর দিকে। লরাঁ ব্লা-কে ড্রিবল করেই রোনাল্ডো দৌড়চ্ছেন ফ্রান্সের গোলের দিকে। হাঁ করে সেই ড্রিব্‌ল দেখছিল কুশ। পাশ থেকে বার্গক্যাম্প ঠেলা দিয়ে বললেন, "এই খোকা, যা। তোকে ওয়ার্ম আপ করতে বলল। তুই বসে আছিস কেন?"

বিলার্দো বাংলা বলছেন। বার্গক্যাম্পও! কুশ ভাবল, কী হচ্ছেটা কী? ও উঠে দাঁড়াতেই একজন লম্বামতো লোক এসে বলল, "চলো, ওয়ার্ম আপ রুমে চলো। তোমাকে দেড় মিনিটের মধ্যে বিলার্দোসার ওয়ার্ম আপ করিয়ে দিতে বলেছেন।"

প্লেয়ার্স রুমের পাশেই ওয়ার্ম আপ করার আলাদা ঘর। কুশ অবাক হয়ে দেখল, ঘরের ছাদটা এত নিচু যে, সোজা হয়ে দাঁড়ানো যাবে না। বাইরে মাঠের চেয়েও ঘরের তাপমাত্রা বেশি। ওর মনে হল, তাপমাত্রা ইচ্ছেমতো কমানো-বাড়ানোর সিস্টেম আছে। কুঁজো হয়ে কয়েক সেকেন্ড জগিং করার পরই ওর গা দিয়ে দরদর করে ঘাম বেরিয়ে আসতে লাগল। লম্বামতো লোকটা দাঁড়িয়ে স্টপ ওয়াচ দেখতে দেখতে হঠাৎ বলল, "স্টপ। এবার চলো মাঠে যাওয়া যাক।" ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় লোকটা কী যেন একটা স্প্রে করে দিল মুখের ভেতর। ব্যস, তারপর নিজেকে বেশ চনমনে লাগল কুশের।

মাঠের ভেতর ঢুকতেই ওকে কাছে ডাকলেন বিলার্দো। তারপর বললেন, "ভেরনের মতো প্লেয়ারকে বসিয়ে রেখে এখানে তোমাকে নামাচ্ছি কেন জানো? তোমার দেশের কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীর কথা ভেবে। তুমিই প্রথম ইন্ডিয়ান ফুটবলার, যে ওয়ার্ল্ড ইলেভেনের হয়ে খেলার সুযোগ পাচ্ছ। যাও, সুযোগটা কাজে লাগাও। দশ মিনিটের মধ্যে আমি তোমার একটা গোল দেখতে চাই।"

কুশ সাইড লাইনে ফোর্থ রেফারির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ইলেকট্রনিক পরদায় ওর নামটা ফুটে উঠল। আর সঙ্গে-সঙ্গে গ্যালারি জুড়ে হাততালি। ফিগো মাঠ থেকে বেরিয়ে আসছেন। কুশের সামনে এসে হাত বাড়িয়ে উইশ করলেন। মাঠের মধ্যে ঢুকতেই কুশের

BanglaBook.org

পা থরথর করে কেঁপে উঠল। কাদের সঙ্গে ও খেলতে নেমেছে? কাদের বিরুদ্ধে? গ্যালারিতে অসংখ্য মানুষ। ও কোনও কিছু বুঝতে পারার আগেই কে যেন দূর থেকে ডাকল, "কুশ।"

মুখ তুলে তাকাতেই কুশ দেখতে পেল এফেনবার্গকে। জার্মানির ক্যাপ্টেন। বল বাড়িয়ে দিচ্ছেন ওর দিকে। বল রিসিভ করেই কুশ দৌড়তে লাগল ফ্রান্সের গোলের দিকে। ওর বাঁ দিকে ডামি রান করছেন রিভাল্ডো। ডান দিকে হাসেলবাঙ্ক। মুখ তুলে কুশ রোনাল্ডোকে খুঁজতে লাগল। দৌড়ে আসছেন ফ্রান্সের স্টপার দেশাইয়ি। ও স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে নিল। তারপর বল চিপ করল রিভাল্ডোকে লক্ষ্য করে। পাশ থেকে কে যেন ট্যাক্‌ল করল। কুশ হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের দিকে।

...ঠিক তখনই প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি। চোখ খুলে কুশ দেখল ট্রেকারটা ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষেছে। সামনে একটা অটো রিকশা কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। মাঝবয়সি এক মহিলা ছিটকে পড়ে গেছেন রাস্তায়। উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন। অটো রিকশার যাত্রীরা একে একে বেরিয়ে আসছে। ট্রেকার থেকেও লোকজন লাফিয়ে নীচে নেমে গেছে। মহিলাকে ঘিরে ছোটখাটো ভিড়। সঁ দেনি থেকে আচমকা বালুরঘাটের রাস্তায় মন দিতে কুশের কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। কিট ব্যাগটা সিটে রেখে ও নীচে নেমে চিন্ময়সারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই ভদ্রমহিলা উঠে বসেছেন। ধরাধরি করে তাঁকে দাঁড় করানো হল। না, কোথাও হাড় ভাঙেনি। তবে ভদ্রমহিলা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছেন। চিন্ময়সার খুব যত্ন করে ভদ্রমহিলাকে এনে বসালেন ট্রেকারের সিটে। কাছাকাছি কোথাও থাকেন। বালুরঘাট শহরে মেয়ের বাড়ি। সেখানেই যাচ্ছিলেন। ভদ্রমহিলা খানিকটা সুস্থ হতেই ট্রেকারের ড্রাইভারকে খানিকটা বকাবকি করলেন চিন্ময়সার। কিন্তু সে দোষ চাপাতে লাগল অটো ড্রাইভারের ওপর। কেন ওভারটেক করার জন্য হর্ন দেওয়া সত্ত্বেও জায়গা ছেড়ে দিচ্ছিল না।

মিনিট দশেক পর ঝামেলা থামলে কুশ ফের নিজের সিটে এসে বসল। তারপর হঠাৎই আবিষ্কার করল, সিটে ওর কিট ব্যাগটা নেই।

BanglaBook.org

১০

ব্যাগ হারানোর কথা শুনেই চিন্ময়সার বললেন, "তোর কী আক্কেল বল তো কুশ। সামান্য একটা ব্যাগ সামলে রাখতে পারছিস না। তুই যাবি ভিন দেশে ফুটবল খেলতে? টাকাটা কি ওই ব্যাগের ভেতর ছিল?"

সারের গলায় বিরক্তির সুর শুনে কুশ খুব দমে গেল। ঘাড় নেড়ে ও বলল, "হ্যাঁ।"

"ব্যস, তা হলে আর ফেরত পাওয়ার কোনও চান্স নেই। নিশ্চয়ই কেউ টের পেয়েছিল।

তক্কে-তক্কে ছিল। সুযোগ পেয়ে ব্যাগ নিয়ে কেটে পড়েছে।"

ব্যাগ হারানোর কথা শুনে কুশ আর চিন্ময়সারের আশপাশে ভিড় জমে গেল। লোকের মুখে নানারকম মন্তব্য। তারই মাঝে একজন বলল, "এ নিশ্চয় কেলো লম্বুর কাজ। খালিক আগে ট্রেকারে বইস্যে ছেলো। সামলের সিটে। ব্যাগ লিয়ে কেইট্রে পড়েচে গা। বদলাম কইর‍্যে দেলো বালোরঘাটের।"

লোকটার কথা শুনে চিন্ময়সার বললেন, "কেলো লম্বু কে?"

"তোমরা চিইলবেলি। এখালে তিল জল লম্বু আছে। কেলো লম্বু, ফরসা লম্বু আর মোটা লম্বু। সব বদমাশের দল। পাইলে গেছে। ব্যাগে ট্যাকা-পয়সা ছেলো?"

"হ্যাঁ। কুড়ি হাজার টাকা।"

"বাস, বাস। সব গাপ। ও ট্যাকা আর নাই, ধরে লাও।"

কড়কড়ে দশ হাজার টাকার দুটো বান্ডিল। মুহূর্তের ভুলে জলে চলে গেল। টাকার জন্য বিন্দুমাত্র আফসোস নেই কুশের। তারাটার কথা ভেবে ওর মনখারাপ হয়ে গেল। এই ক'দিন ওর ভাগ্যে ভাল যা কিছু ঘটছিল, সবই ওই তারাটার জন্য। সেই তারাটাই চুরি হয়ে গেল। তার মানে, ফের সেই গতানুগতিক জীবন। কথাটা মনে হতেই মুখ শুকনো করে ও ফের ট্রেকারে এসে বসল।

ট্রেকার বালুরঘাটের দিকে রওনা হওয়ার পর কেলো লম্বুদের নিয়ে লোমহর্ষক গল্প শুরু হল। কে কবে কীভাবে চুরি-ডাকাতি করেছে, তার গল্প। উলটো দিকের সিটে বসা একজন বলল, "রোজ যাতায়াত করি। চোখের সমুখে সব দেখেও চুপ করে থাকি। কী দরকার ঝঞ্ঝাটে গিয়ে? এই গেল পরশু ফরসা লম্বু কী করল, জানো?"

সবার চোখ বক্তার দিকে। কে একজন প্রশ্নও করল, "কী গো?"

"এই আমি ঠিক এই সিটে বসে ছিলুম। বাংলাদেশি এক ব্যাপারি মাল কিনতেএয়েচে। বালুরঘাটে যাচ্চে। সে বেচারি চিনবে কী করে ফরসা লম্বুকে? ট্রেকারে ওটার পর থেকেই দেকি ফরসা লম্বু ওকে পটাচ্চে। যতবারই চোকাচুকি হয়, দেকি ফরসা লম্বু তাকানোর জন্য আমায় চোক রাঙাচ্চে।"

"তোমায় চেনে?"

"চিনবে না? রোজ যাচ্চি, আসচি। নিশ্চয় চেনে। তা, হটাৎ দেকি, ফরসা লম্বু পকেট থেকে সিগেরেট বের করেচে। ভাবলুম, গেল রে। সিগেরেট খাইয়ে সব্বোনাশ করে দেবে লোকটার। সে বাংলাদেশি লোকটাও ভালমানুষ গোচের। সে কী করে জানবে সিগেরেটের মধ্যে কী মেশানো আছে!"

ট্রেকারে পেছনের সিটে বসা সবাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে বক্তা লোকটার দিকে, গল্প শোনার জন্য। কুশ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। এই লোকটাই হয়তো কাল বালুরঘাট যাওয়ার সময় অন্যদের কুশের গল্প শোনাবে। বলবে, ছেলেটা এমন ক্যাবলা কিট ব্যাগ সিটের ওপর ফেলে রেখেই নেমে গিয়েছিল বাইরে। ব্যাগের ভেতর টাকা হারিয়ে যাওয়ার জন্য তেমন দুঃখ হচ্ছে না কুশের। ওই তারাটার জন্য মন কেমন করছে।

BanglaBook.org

আর হ্যাঁ, মায়ের একটা ছবিও হারিয়ে গেল।

সেইসঙ্গে একটা ডায়েরি। চিন্ময়সার রোজ ডায়েরি লিখতে বলেছেন। তাই কুশ পয়লা জানুয়ারি থেকে রোজ ডায়েরি লিখছে। কোন ম্যাচে ক'টা গোল করেছে। ভাল না খারাপ খেলেছে, সব লেখা ছিল ওই ডায়েরিতে। চিন্ময়সারকে একদিন দেখিয়েছিল কুশ। ওই ডায়েরিতে ওর নাম-ঠিকানা সব লেখা রয়েছে। ইস, রাস্তায় যদি কেউ কুড়িয়ে পেয়ে ফেরত দিয়ে যায়, লোকটাকে দশ টাকা দেবে কুশ। কিন্তু এমন অত্যাশ্চর্য ঘটনা কি ওর জীবনে ঘটবে?

"কাল ম্যাচটা তুমি ভালই খেলেছ।" পাশ থেকে ফিসফিস করে কে যেন বলল কথাটা।

কুশ চমকে উঠে তাকাল। পরনে নীল জিন্‌স, হলুদ টি শার্ট। বয়স চিন্ময় সারেরই মতো। ভদ্রলোককে একটু চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কোথাও দেখেছে। কিন্তু কুশ কিছুতেই মনে করতে পারল না কোথায়? ভদ্রতা করে কিছু বলা দরকার। তাই ও বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

"তোমাকে দেখে আমার কামামাতোর কথা মনে পড়ছিল।" কথাটা বলেই ভদ্রলোক হাসলেন।

কুশ বলল, "কামামাতো কে?"

"জানো না? তা জানবেই বা কী করে? তখন তোমার জন্মই হয়নি। গ্রেট ফুটবলার। আমাদের সময়কার। এশিয়ান কাপের একটা ম্যাচে অরুণের জান কয়লা করে দিয়েছিল ও। এত বড়মাপের ফুটবলার এশিয়ান সয়েলে আর হয়নি।"

অরুণ মানে অরুণ ঘোষ। কুশ বুঝতে পারল। কিন্তু ইনি কে? অরুণ ঘোষের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা। ইনিও কি তা হলে ফুটবলার ছিলেন? না হলে ফুটবল সম্পর্কে এত জানবেন কী করে? সরাসরি নামটা জিজ্ঞেস করতে পারা যায়। তবু কুশের বাধো-বাধো ঠেকল। এই ভদ্রলোক এখানে কেন, তাও কুশ বুঝতে পারল না। ও জিজ্ঞেস করল, "কামামাতো কোন দেশের প্লেয়ার ছিলেন?"

"জাপান। কোনওদিন দেখা হলে প্রদীপ ব্যানার্জিকে জিজ্ঞেস কোরো।"

মনে মনে হাসল কুশ। প্রদীপ ব্যানার্জির প্রচুর ছবি ও খবরের কাগজে দেখেছে। ওর দৌড় ওই পর্যন্তই। কোনওদিন প্রদীপ ব্যানার্জির কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে কিনা সন্দেহ। আর ভদ্রলোক বলছেন কিনা, দেখা হলে জিজ্ঞেস কোরো। আচ্ছা, প্রদীপ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা হওয়া কি একেবারেই অসম্ভব? ও তো কলকাতায় যাচ্ছে। যদি কোনওদিন ইস্টবেঙ্গল অথবা মোহনবাগানে খেলার সুযোগ পায়, তা হলে নিশ্চয়ই আলাপ হতে পারে।

"টিভি-তে ফুটবল ম্যাচ তুমি দ্যাখো?"

কুশ ঘাড় নাড়ল। আর তখনই ওর চোখে পড়ল চিন্ময়সার ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন। ট্রেকারে দুর্ঘটনা ঘটার আগে সার ওর পাশেই বসে ছিলেন। এখন সামনের সিটে। ট্রেকারে ওঠার সময় হলুদ টি শার্ট পরা লোকটাকে কুশ খেয়াল করেনি।

BanglaBook.org

বোধ হয় উনি তখন সামনের দিকের সিটে ছিলেন। গণ্ডগোলের পর সামনের দিকে জায়গা না পেয়ে তাই পেছনের দিকে এসে বসেছেন।

"কোন দেশের লিগ তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে?"

"সেরি এ। ইতালিয়ান লিগ।"

"আচ্ছা, বলো তো, ইতালিয়ান লিগে জাপানের যে ফুটবলার খেলে তার নাম কী? যদি বলতে পারো, তা হলে এটা পাবে।" বলতে-বলতেই পকেট থেকে বড় একটা চকোলেট বের করলেন উনি।

উত্তরটা কুশের কাছে জলভাত। প্রায়দিনই ও কিস্টিদার বাড়ি গিয়ে সেরি এ-র খেলা দেখে। ইতালিয়ান লিগে জাপানের প্লেয়ার নাকাতার খেলাও ও দেখেছে। দারুণ লাগে। এখনই নামটা ও বলে দিতে পারে। কিন্তু একটু আগে কুশ কেলো লম্বু, ফরসা লম্বুদের রোমহর্ষক কাহিনি শুনেছে। এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে চকোলেট নেওয়া তাই ঠিক হবে কি না, কুশ বুঝতে পারল না। খানিক আগে নেহাত মূর্খামি করে কিট ব্যাগটা হারিয়েছে। এই যুগে কাউকে বিশ্বাস করা ঠিক না।

"কী, বলতে পারবে না?"

বলবে না বলবে না করেও কুশের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "নাকাতা"।

"বাহ। ফ্যান্টাস্টিক। তুমি তো বেশ খোঁজখবর রাখো? কলকাতায় আচ্ছা আচ্ছা প্লেয়ারকে জিজ্ঞেস করেছি। নাকাতার নামটা বলতে পারেনি। এই নাও, ধরো। এটা তোমার প্রাইজ।" বলেই চকোলেটটা এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

কুশ বলল, "না, থাক।"

"আরে, ধরো, ধরো, এটা আসল চকোলেট না। ক্যালকুলেটর। দেখতে চকোলেটের মতো। বড় হয়ে যখন তুমি প্রচুর টাকা রোজগার করবে, তখন এই ক্যালকুলেটারটা তোমার খুব দরকার হবে।" বলেই ভদ্রলোক হাসতে শুরু করলেন।

ট্রেকারের অন্য যাত্রীরা এতক্ষণ চুপচাপ কথা শুনছিল। কামামাতো, নাকাতার নাম তারা জীবনেও শোনেনি। তারা শহুরে লোকেদের মতো নয় যে, চোখের সামনে কেউ খুন হয়ে গেলেও চুপ করে চলে যাবে। একজন উপরপড়া হয়ে বলেই ফেলল, "লাও ভাই, লাও। প্রাইজ বই তো লয়। কোনও ক্ষেতি লেই।"

চিন্ময়সার পেছন ফিরে তাকিয়েছেন। ঘাড় নেড়ে ক্যালকুলেটরটা নিতে বললেন। কুশ জিনিসটা হাতে নিয়ে বলল, "থ্যাঙ্কস। আপনার নামটা জানতে পারি?"

"এখন জানার দরকার নেই। কলকাতায় গিয়েই না হয় ভালভাবে আলাপটা হবে। কী, আমি ঠিক বলছি?"

কুশ অবাক হয়ে বলল, "আপনি কী করে জানলেন, আমি কলকাতায় যাচ্ছি?"

"ধরো, তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আমি এসেছি। তোমার রঞ্জুমাসি কাল নিজে বালুরঘাট চলে গেছেন। কিন্তু আমাকে রেখে গেছেন।"

"আপনি রঞ্জুমাসির কেউ হন?"

BanglaBook.org

"না। আমি পুলিশে আছি। তোমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য এসেছি।"

"তার মানে?"

"মালদহের ঘটনাটা তোমার মনে নেই বুঝি! ডাকাত ধরার কথাটা? তুমি জানো না, তুমি সাপের ল্যাজে পা দিয়ে ফেলেছ। জানার অবশ্য দরকারও নেই। বড় একটা কারণেই কলকাতা থেকে আমাকে ছুটে আসতে হল। তোমাকে, তোমার রঞ্জুমাসি আর তাঁর ছাত্রীদের নিরাপদে কলকাতায় পৌঁছে দিতে পারলে তবেই আমার ছুটি। একটা জিনিস অবশ্য ভাল হল। এখানে না এলে তোমার খেলা নিজের চোখে দেখতে পেতাম না।"

"আপনিও কি ফুটবল খেলতেন?"

"হ্যাঁ। বাঙালি কোন ছেলেটা খেলেনি বলো তো? অরুণ আর আমি পাশাপাশি খেলতাম হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবে। ও রেলে চলে গেল। আর আমি পুলিশে। সেসব অনেকদিনের কথা।"

কুশ বলল, "কাল কোথায় ছিলেন?"

"হিলি থানার ওসি আমার ব্যাচ-মেট। আমরা ওর কোয়ার্টারেই ছিলাম। আমরা মানে, আমি আর আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট সুমন। আমরা দু'জনই কলকাতা থেকে এসেছি।"

"তিনি কোথায়?"

"তোমার হারানো ব্যাগ উদ্ধার করতে গেছে। কেলো লম্বুকে ধরতে। তোমরা যখন সবাই অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে ব্যস্ত, তখন কেলো লম্বুর শয়তানি সুমনের চোখে পড়ে যায়। ও পালাতে পারবে বলে মনে হয় না। আশা করছি, তোমার ব্যাগটা বালুরঘাটে গিয়ে ফেরত দিতে পারব।"

কথাগুলো কুশ বিশ্বাস করতে পারছে না। এটা সম্ভব? হলুদ টি শার্টের লোকটার দিকে ও ভাল করে তাকাল। ভদ্রলোকের চেহারায় কিছু একটা আছে। সিলভেস্টার স্ট্যালোনের মতো। ভরসা না করে থাকা যায় না। ওর এতক্ষণে মনে হল, ভদ্রলোককে এত চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল কেন! হ্যাঁ, সিলভেস্টার স্ট্যালোনের মতোই মুখটা। ও কৃতজ্ঞ হয়ে বলল, "ব্যাগে আমার একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস আছে। যদি ফেরত পাই তা হলে আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকব।"

বেলা দশটার সময় ট্রেকার বালুরঘাটে পৌঁছতেই চিন্ময়সার বললেন, "লোকাল থানায় আগে একটা ডায়েরি করা দরকার। বাসস্ট্যান্ডের কাছেই থানা। চল, ওখানে ঘুরে তোর রঞ্জুমাসির কাছে যাব।"

ব্যাগটা তো হলুদ টি শার্টের ভদ্রলোক ফেরত এনে দেবেন বলেইছেন। তবুও কেন চিন্ময়সার সময় নষ্ট করার জন্য থানায় যাচ্ছেন, কুশ বুঝতে পারল না। কেলো লম্বু লোকটার ওপর খুব রাগ হচ্ছে ওর। ট্রেকারে একটা লোক বলল, বর্ডার পেরিয়ে যেসব লোক এপারে সওদা করতে আসে, তারাই নাকি আসল টার্গেট এই কেলো লম্বুদের। রোজ সকালের দিকে এরকম দু-তিনটে চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। রাতভর ডিউটিতে থাকে পুলিশ। সকালের দিকে যখন ডিউটি বদল হয়, সেই সময় বদমাশগুলো কাজে

BanglaBook.org

নামে। থানার দিকে হাঁটার সময় নিজের ওপরই রাগ হতে থাকল কুশের। ওর আরও বেশি সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

বালুরঘাট থানায় পৌঁছে রুনুকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কুশ অবাক হয়ে গেল। সাতসকালে মেয়েটা এখানে? একটু পরেই ওর বাবাকে বেরিয়ে আসতে দেখল। সঙ্গে আরও এক ভদ্রলোক। সাফারি সুট পরা। চিন্ময়সার ওসি-র ঘরে ঢুকে যেতেই রুনুর সামনে গিয়ে কুশ বলল, "তুমি এখানে? কী ব্যাপার?"

রুনু বলল, "কী করব বলো। বাবার যত ঝঞ্ঝাট, সবই তো আমাকে সামলাতে হয়। সক্কালবেলায় কলকাতা থেকে কয়েকজন লোক এসেছে। বাবা বললেন, তুই একটু ওদের হেল্প কর না মা। দেখছো, খাটতে খাটতে আমার শরীর খারাপ হয়ে গেল। সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। আবার লোককে হেল্প করতে হবে।"

কুশের খুব হাসি পাচ্ছে রুনুর কথা শুনে। তবু হাসি চেপে ও বলল, "কারা আবার এলেন কলকাতা থেকে?"

"বাবা তো বললেন, জি এস আই থেকে। মানে জিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া। লোকগুলো এসে বলে কিনা, এই বালুরঘাট শহরে নাকি সেদিন কোথায় একটা তারা খসে পড়েছে। রেডারে দেখে সেটা ওরা আন্দাজ করেছে। আমাদের বাগানেও খোঁজাখুঁজি করলে। কতরকম যন্ত্রপাতি যে এনেছে, তুমি ভাবতে পারবে না। হি হি হি... কিন্তু কিচ্ছু পায়নি।"

কথাগুলো শুনেই গলা শুকিয়ে গেল কুশের। ও থেমে থেমে বলল, "যন্ত্রপাতি এনেছে কেন?"

"কে জানে বাবা! বলল তো, এক কিলোমিটার দূরে তারাটা পড়ে থাকলেও যন্ত্রে নাকি বিপ বিপ করে শব্দ হবে। তা, ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘুরলাম। বিপ বিপ শব্দ আর হল না।"

বুকটা ধক করে উঠল কুশের। লোকগুলো তা হলে যন্ত্রপাতিও নিয়ে এসেছে! ভাগ্যিস, কিট ব্যাগটা সঙ্গে নেই। থাকলে ও এক্ষুনি ধরা পড়ে যেত। ভগবান যা করেন, তা মঙ্গলের জন্য। ব্যাগটা চুরি হওয়ার পর থেকে এই প্রথম কেলো লম্বুকে কুশ ধন্যবাদ জানাল। রুনুকে তারপর বলল, "জি এস আইয়ের লোকেরা তারাটা খুঁজছে কেন, তা কি তুমি জানো?"

"রিসার্চ করার জন্য। বাবাকে ওরা বলছিল। তখনই আমার কানে এল। তা, তোমার খবর কী বলো। তুমি নাকি বহরমপুরে ফিরে যাচ্ছ না?"

"হ্যাঁ। আমি কলকাতায় যাচ্ছি। তোমার দাদা কাল হেরে গিয়ে খুব দুঃখ পেয়েছে, তাই না?"

"মোটেই না। দাদা বাড়ি ফিরে এসে মাকে তো বলল, হেরেও কোনও দুঃখ নেই মা। ওরা অনেক বেটার টিম। ওই কুশ ছেলেটাই আমাদের শেষ করে দিল।"

শুনে লজ্জাই পেল কুশ। জিজ্ঞেস করল, "তোমার দাদা এখন কোথায়?"

BanglaBook.org

"কে জানে? আমি মরছি আমার জ্বালায়। দাদার খোঁজ রাখা সম্ভব? তা তুমি কোথায় যাবে বলো তো? হিলি থেকে কি তুমি একলা এলে?"

"না, না, চিন্ময়সার সঙ্গে আছেন। আচ্ছা, তুমি কি জানো, বেলতলা গার্লস স্কুলের মেয়েরা কোথায় উঠেছে?"

"জানব না কেন? ওদের সব তো কাল আমিই সামলালাম। কী কাণ্ড কাল জানো? ওদের একটা মেয়ে এসেছে। নাম তিতলি। কাল বিকেলে হিলিতে তোমাদের ফাইনাল দেখে আসার পর আমরা গেলাম টেবল টেনিস ফাইনাল দেখতে। তিতলি বলে মেয়েটা হেরে গেল কলকাতার নারকেলডাঙা গার্লসের একটা মেয়ের সঙ্গে। তারপর কী কান্না। ওদের টিচার তো থামাতেই পারেন না। শেষে আমাকে সব সামলাতে হল। মেয়েটাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গেলাম। ফোনে কলকাতায় কথা বলিয়ে দিলাম ওর মায়ের সঙ্গে। ওর মা ওখান থেকে কী বললেন কে জানে! তারপর মেয়ের কান্না থামল।"

"ইস, তিতলিটা হেরে গেল? তা হলে হাজারদুয়ারিটা ওর দেখা হচ্ছে না।"

"তুমি চেনো নাকি মেয়েটাকে?"

"হ্যাঁ, চিনি। ওদের বাসে করেই তো আমি বহরমপুর থেকে এখানে এসেছিলাম।"

"ওদের টিমটা আমাদের স্কুলের হস্টেলে আছে। তুমি যাবে?"

"হ্যাঁ, তুমি একটু দাঁড়াও। আমি সারকে বলে আসছি।"

থানার বারান্দায় রুনুর বাবা দু-তিনজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। একজনের হাতে লম্বামতো একটা যন্ত্র। তা হলে এঁরাই জি এস আইয়ের লোক। আড়চোখে লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে কুশ ওসি-র ঘরে ঢুকল। আর ঢুকেই ও প্রথমে দেখতে পেল ট্রেকারে আলাপ হওয়া হলুদ টি শার্ট পরা ভদ্রলোককে। একটা চেয়ার দেখিয়ে উনি বললেন, "বোসো কুশ, তোমার চিন্ময়সারের সঙ্গে তোমার ব্যাপারেই এতক্ষণ কথা হচ্ছিল।"

চেয়ারে বসার পরই সার বললেন, "কেলো লম্বুকে পাওয়া গেছে রে কুশ। ওকে নিয়ে এঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্ষুনি এখানে আসছেন। টাকাটাও অক্ষত আছে। তোর লাকটা ভাল রে কুশ। ভাগ্যিস, এঁরা তখন ট্রেকারে ছিলেন।"

কুশ বলল, "এক্ষুনি আসবেন?"

"মিনিট পাঁচেক তো লাগবেই।" হলুদ টি শার্ট পরা ভদ্রলোক বললেন, "কেন বলো তো? রঞ্জুমাসির সঙ্গে দেখা করার জন্য তোমার মনটা বোধ হয় ছটফট করছে, তাই না? তেমন হলে তোমাকে আমার লোক পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে।"

মনে মনে প্রমাদ গুনল কুশ। ও যদি এখন রঞ্জুমাসির কাছে চলে যায়, আর তখনই ওই ভদ্রলোক কেলো লম্বুকে নিয়ে থানায় ঢোকেন, তা হলে জি এস আইয়ের লোকেদের যন্ত্রে বিপ বিপ আওয়াজ হবে। ওঁরা কিট ব্যাগে তারাটা খুঁজে পাবেন। ওকে হাজার প্রশ্নের সামনে পড়তে হবে। সরকারি লোকেরা তারাটাকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাবেন। না, সেটা কিছুতেই হতে দেবে না কুশ। ও বলল, "না, না। আমি সারের সঙ্গে যাব। তাড়াতাড়ির কিছু নেই।"

BanglaBook.org

হলুদ টি শার্ট পরা ভদ্রলোক ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। সেই ফাঁকে চিন্ময়সার বললেন, "তোর রঞ্জুমাসিরা তো বাসে করে কলকাতায় ফিরছে না।"

"কেন?"

"পুলিশের কাছে খবর আছে, মালদার সেই ডাকাতদের দলটা এত রেগে আছে, ওরা আরও বড় ধরনের কিছু করার প্ল্যান করছিল। মেয়েগুলো বাসে করে ফিরলে খুব বিপদে পড়ে যেত।"

"তা হলে আমরা যাব কী করে?"

"এই যে এই ভদ্রলোক...সুধন্যবাবু তোদের সেফলি কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। সম্ভবত তোরা ট্রেনে করে ফিরছিস। আজ রাতেই।"

ওহ, হলুদ টি শার্ট পরা ভদ্রলোকের নাম তা হলে সুধন্য। তখন নামটা বললেন না কেন, কুশের মাথায় ঢুকল না। এমনও হতে পারে, ট্রেকারে বসে নামটা উনি বলতে চাননি। হতে পারে কেন, এটাই কারণ। পুলিশের লোক যেখানে-সেখানে পরিচয় দেবেই বা কেন? কুশ জিজ্ঞেস করল, "ডাকাতরা তো ট্রেনেও অ্যাটাক করতে পারে।"

"পারে। সে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে স্পেশ্যাল ফোর্স আনা হচ্ছে রেল পুলিশের। স্কুলের মেয়েগুলোকে এখনও কিছু বলা হয়নি। ভয় পেয়ে যাবে বলে।"

সারের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকেই বাইরে একটা জিপ এসে থামার শব্দ শুনতে পেল কুশ। দু-এক মিনিট পরই হ্যান্ড কাপ পরানো একটা লম্বা লোককে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন একজন। তাঁর হাতে ব্যাগটা দেখেই বুকের রক্ত চলকে উঠল কুশের। এই রে, এক্ষুনি ও ধরা পড়ে যাবে। কী ভেবে ও উঠে দাঁড়াল।

এই সময় সুধন্যবাবু বলে উঠলেন, "কিট ব্যাগটা আগে দে তো সুমন। ব্যাগের মালিককে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।"

সুমন বলে লোকটার হাত থেকে কিট ব্যাগটা নিয়ে সুধন্যবাবু সেটা কুশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নাও তোমার ব্যাগ। খুলে দেখে নাও, ভেতরে সব ঠিকঠাক আছে কিনা।"

তাড়াতাড়ি ব্যাগের চেন খুলে কুশ ভেতরে হাত ঢোকাল। টাকার বান্ডিল, জামা, প্যান্ট, মায়ের ছবি সবই আছে। কিন্তু তারাটা? তন্নতন্ন করে খুঁজেও ব্যাগের ভেতর নরম কোনওকিছুর স্পর্শ পেল না কুশ। ওর মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। না, আরও ভালভাবে খুঁজে দেখা দরকার। থানায় বসে সেটা সম্ভব না। চেন বন্ধ করে ও উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, "সার, আমি বাইরে আছি।"

পরদা সরিয়ে বাইরে বেরনোর সঙ্গে-সঙ্গে কুশ দেখল, বারান্দায় রুনুর বাবার পাশে দাঁড়িয়ে তখনও জি এস আইয়ের লোকেরা কথা বলে যাচ্ছেন। ব্যাগটা শক্ত করে ধরে লোকগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ কুশ বিপ বিপ শব্দ শুনল। মাই গড! তার মানে তারাটা এখনও ব্যাগের ভেতরে রয়েছে! ওর বুকটা ফের ধক করে উঠল। দূরে

BanglaBook.org

গাছতলার নীচে দাঁড়িয়ে রুনু কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে কুশ ওর কাছে পৌঁছেই বলল, "এই, চলো। আমাকে এক্ষুনি গার্লস স্কুলে যেতে হবে।"

১১

নতুন জায়গায় কুশের ঘুম ভাঙল বেশ দেরি করে। চোখ খুলেই ও দেখল, জানলা দিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে মেঝের কার্পেটে। ও ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। বহরমপুরের বাড়ির চিলেকোঠায় ও রোজ উঠে পড়ত ভোর পাঁচটায়। এত বেলা অবধি বিছানায় থাকার কথা ভাবতেই পারত না। রোজ ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথমেই ও দেখতে পেত দিদিকে। স্নান সেরে ছাদে ওই সময় দিদি শাড়ি মেলতে আসত। টুকটাক কথাও দিদি সেরে নিত সে-সময়। দিদির কথা মনে পড়ায় কুশের মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল।

মা মারা যাওয়ার পর দিদি যদি আশ্রয় না দিত, তা হলে কুশ একেবারে জলে পড়ে যেত। পাড়ার লোকেরা তখন অনেক কুকথা বলেছিল, "তোর দিদি-জামাইবাবুর মতলব খারাপ। তোদের বাড়িটা হাতিয়ে নেবে।" কিন্তু তখন ওই বাড়িতে একলা থাকা কুশের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারও কথায় কান না দিয়ে ও দিদির বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। ওদের বাড়িটা তালাবন্ধ হয়ে এখনও পড়ে আছে। সাপখোপের বাসা হয়ে গেছে। গাছ উঠেছে দেওয়াল বেয়ে। মাঝে সৈদাবাদের দিকে আর যেতেই ইচ্ছে করত না কুশের। গেলে খালি মায়ের কথা মনে পড়ত।

কোত্থেকে ও কোথায় এসে গেল। সৈদাবাদের মতো জায়গা থেকে একেবারে খোদ কলকাতা শহরে। মালদা থেকে কাল ভোরে রঞ্জুমাসির সঙ্গে শেয়ালদা স্টেশনে নামল। তারপর যেন ঘোরের মধ্যে কেটে গেল সারাদিনটা। রঞ্জুমাসিকে দেখে যতটা বড়লোক মনে হয়েছিল, আসলে তার চেয়েও বেশি। আর কত বড়-বড় লোকের সঙ্গে চেনা। গাড়ি করে সল্টলেকের দিকে যাওয়ার সময় রঞ্জুমাসি হঠাৎ বলেছিলেন, "কুশ, ওই দ্যাখ, সল্টলেক স্টেডিয়াম। ওই মাঠে তোকে একদিন খেলতে হবে। কী রে, পারবি তো? তোর খেলা আমরা দল বেঁধে সবাই দেখতে যাব।"

কিছু না বুঝেই কুশ ঘাড় নেড়েছিল। ডান দিকে তাকিয়ে ও দেখে, বাপ্‌স, কী বিরাট স্টেডিয়াম! সল্টলেক স্টেডিয়ামের নাম যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। ও জানতই না। ইস, রঞ্জুমাসি যখন প্রশ্নটা করেছিলেন, তখন তিতলি পাশে বসে। উত্তরটা বলতে না পেরে খুব লজ্জা লেগেছিল কুশের। ও মারাকানা স্টেডিয়ামের নাম জানে। ওয়েম্বলি বা সান সিরো স্টেডিয়াম কোথায়, বলে দিতে পারে। আর ঘরের কাছের স্টেডিয়ামটার নাম বলতে পারল না?

গাড়িটা বড় রাস্তা দিয়ে হুশ করে চলে গেল। তাই স্টেডিয়াম ভাল করে দেখার

BanglaBook.org

সুযোগই পায়নি কুশ। রাস্তার দিকে বিরাট একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ওটা কী, জানতে চাওয়ায় তিতলি বলল, "একটা হোটেল তৈরি হচ্ছে।" বাপ্‌স, কী বিরাট হোটেল। বহরমপুরে সবচেয়ে বড় হোটেল 'সম্রাট' এর তুলনায় নস্যি। তিতলি বলেছে, একদিন সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। স্টেডিয়াম চত্বরের কাছেই নাকি স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার কমপ্লেক্স। সব ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ওকে দেখিয়ে দেবে। খুব শিগগিরই নাকি জাতীয় লিগের খেলা আছে যুবভারতীতে। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলবে।

রঞ্জুমাসি বললেন, "অত তাড়াহুড়োর দরকার নেই। তুই তো এখন এখানেই থাকবি। অনেক ম্যাচ দেখার সুযোগ পাবি। আমার বাড়ি থেকে স্টেডিয়াম খুব বেশি দূরেও না। জগিং করতে করতেও তুই চলে যেতে পারিস।"

বিছানায় বসে এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে কুশ দেওয়ালের দিকে তাকাল। সাড়ে সাতটা। তাড়াতাড়ি ও বিছানা থেকে নেমে এল। মুখটুখ ধুয়ে একটু ওয়ার্ম আপ করে নেওয়া দরকার। না হলে শরীরে জং ধরে যাবে। অ্যাটাচ্‌ড বাথরুমে গিয়ে ও চোখমুখে জল দিয়ে নিল। রঞ্জুমাসির এখানে সব কিছু সব সময় মজুত। তাড়াতাড়ি শর্টস পরে নিয়ে কুশ ব্যায়াম শুরু করে দিল। মেঝেয় পুরু কার্পেট। শুয়ে পেটের ব্যায়াম করতে করতে ওর মনে হল, এত সুখ ওর কপালে সইলে হয়!

চিন্ময়সার বলেন, "যখন ব্যায়াম করবি, তখন অন্য কথা একদম ভাববি না। ভাবলে ব্যায়ামের ফল পাবি না। কুশ তাই পুরো মনোযোগ দিয়ে ব্যায়াম করে। যে-পেশির ব্যায়াম করছে, চোখ বুজে সেই পেশির কথা ভাবতে থাকে। এটা ওর অভ্যেস। দিদির বাড়িতে ছাদে একটা শতরঞ্জি বিছিয়ে ও ব্যায়াম করে নিত। এখানে এখন কার্পেটের ওপর ব্যায়াম করছে। চিন্ময়সার বলতেন, 'কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।' এখানে রঞ্জুমাসি যদি কষ্ট করতে না দেন, তা হলে ও বড় ফুটবলার হবে কী করে।

চোখ বুজে কোমরের ব্যায়াম করতে করতেই কুশ টের পেল, পায়ের কাছে কী যেন সুড়সুড় করছে। একটু ভিজে-ভিজেও লাগছে। চমকে ও উঠে বসল। দেখে, ছোট্ট একটা লোমশ কুকুর। পা শুঁকছিল। ওকে ধড়মড় করে উঠে বসতে দেখে কুকুরটা ডিভানের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। ভিতুর ডিম। দেখে কুশের হাসি পেয়ে গেল। শাগড়ায় কিস্টিদার বাড়িতে এইরকম একটা কুকুর আছে। স্পিৎজ। কিস্টিদা খুব যত্ন করে সেই কুকুরটার। আদর করে নাম দিয়েছে, 'স্পুৎনিক'। রঞ্জুমাসির এই কুকুরটারও নিশ্চয় একটা নাম আছে। সেটা জেনে নিতে হবে।

মুখে চুকচুক শব্দ করে কুশ কুকুরটাকে কাছে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু ডিভানের আড়াল থেকে আর বেরোতেই চাইছে না। হামাগুড়ি দিয়ে কুশ কুকুরটাকে ধরে ফেলল। কাল পুরো দিনটায় চোখে পড়েনি। হয়তো নীচের ফ্ল্যাটে ছিল। বালুরঘাট যাওয়ার সময় রঞ্জুমাসি বোধ হয় কুকুরটাকে অন্য কারও কাছে রেখে গিয়েছিলেন। সম্ভবত আজ ফেরত দিয়ে গেছে। কুকুরটাকে বুকে তুলে নিয়ে কুশ আদর করতে লাগল।

"কী পাজি দেখেছিস? ঠিক ওপরে উঠে এসেছে।" কথাটা বলতে-বলতে রঞ্জুমাসি

BanglaBook.org

ঘরে ঢুকলেন। "নীচে এত খোঁজাখুঁজি করছি। কোথাও নেই। ভাবলাম, দরজা খোলা পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নাকি?"

রঞ্জুমাসির পরনে ম্যাক্সি। হাতে একটা তোয়ালে। কুশ জিজ্ঞেস করল, "এর নাম কী?"

"কুটকুট।"

"নামটা এরকম কেন, কামড়ায়?"

"না, না। খুব শান্ত। লোক দেখলেই পালায়। এই দ্যাখ না, কাল তোর কাছে আসতে সাহস পায়নি। আজ পুট করে চলে এসেছে। এই যে তুই আদর করলি, এর পর তোর কাছে এসে ঘুরঘুর করবে।"

"কুটকুটের বয়স কত মাসি?

"দশ মাস। দে তো পাজিটাকে। আজ ভাল করে শ্যাম্পু করাব। এই ক'দিন শুনলাম, আমি ছিলাম না বলে চানও করেনি।"

কুশের হাত থেকে কুটকুটকে নিয়ে রঞ্জুমাসি আদর করতে লাগলেন। তারপর বললেন, "তুইও ব্রেকফাস্ট করার জন্য নেমে আয়। মেসোর সঙ্গে একটু বেরোবি। তোর কিছু জামা-প্যান্ট কেনা দরকার। উল্টোডাঙার মোড়ে প্যান্টালুনের ভাল শোরুম হয়েছে। ভাল ভাল শার্ট পাওয়া যায়।"

"এখান থেকে গড়ের মাঠ কতদূর মাসি?"

"বেশ দূর। কেন রে?"

"ওখানে একবার যাওয়া যাবে? মোহনবাগান মাঠটা একবার দেখে আসার খুব ইচ্ছে হচ্ছে।"

"বেশ তো, বিকেলে যাস। দাঁড়া, টুবলুকে বলে রাখি। ও প্রায়ই মোহনবাগানের ম্যাচ দেখতে যায়।"

"টুবলু কে মাসি?"

"আমাদের গ্রাউন্ড ফ্লোরের ফ্ল্যাটে থাকে। এঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। ফুটবলপাগল। তুই নীচে আয়। ওকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।"

"রঞ্জুমাসি নীচে নেমে যাওয়ার পর কুশ ওয়ারড্রোব থেকে কিট ব্যাগটা বের করে আনল। কাল স্নান করার পর ব্যাগ থেকে ও জামা-প্যান্ট বের করেছিল। তারপর ব্যাগের কথা ওর মনেও হয়নি। একপ্রস্থ জামা-প্যান্ট বের করতে গিয়ে হঠাৎই তারাটার কথা ওর মনে পড়ে গেল। কিট ব্যাগ থেকে তারাটাকে বের করে ও টেব্‌লের ওপর রাখল। কালো রবারের মতো মনে হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর কুশ টের পেল কালো রংটা কেমন যেন ফিকে হয়ে আসছে।

পরশু বালুরঘাটে কুশ জোর বাঁচা বেঁচে গিয়েছিল। আর একটু হলেই ও জি এস আই অফিসারদের হাতে ধরা পড়ে যেত। "চলো, এখুনি একবার গার্লস স্কুলে যেতে হবে," বলেই ও হাত ধরে টেনেছিল রুনুর। তারপর চট করে ফাঁকা একটা রিকশায় উঠে পড়েছিল। কলকাতায় আসার কথা রাতের ট্রেনে। সারাটা দিন তাই আতঙ্কে কাটিয়েছিল

কুশ। কী জানি, যন্ত্র দিয়ে খুঁজতে-খুঁজতে জি এস আইয়ের লোকেরা যদি ফের হাজির হয়? কুশ চায় না তারাটা অন্য কারও হাতে পড়ুক। কেননা ওর বিশ্বাস জন্মে গেছে, এই তারাটা পাওয়ার পর থেকেই ওর ভাগ্য খুলে গেছে।

শেষে ট্রেনে ওঠার পর নিশ্চিন্ত। 'ওঠার পর' বলাটা কি ঠিক হল? না, ট্রেন 'ছাড়ার পর' বলাটাই ভাল। রঞ্জুমাসি বেশ কয়েকবারই বলেছিলেন, "এই কুশ, কী ব্যাপার বল তো? এত ছটফটকরছিস কেন?" তখন কী করে ও বোঝাবে, কেন ছটফট করছে? মাসিকে তো আর বলা যায় না তারাটার কথা।

"কী রে, দিদির জন্য তোর মনখারাপ করছে বুঝি?"

কুশ হেসে ফেলেছিল, "না, না।"

"তবে চিন্ময়সারের জন্য নাকি?"

কুশ ঘাড় নেড়ে বলেছিল, "না।"

"দেখে তো মনে হচ্ছে, যেন আমি তোকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। কলকাতায় চল। দেখবি, বহরমপুরে আর তোর যেতেই ইচ্ছে করবে না।"

ট্রেন ছাড়ার পরই তিতলিরা পেছনে লেগেছিল কুশের। খুব আনন্দে আর হইচইয়ের মাঝে কেটেছিল পরশু রাতটা। তিতলি খুব করে বলে গেছে ওদের বাড়ি যেতে। ওদের বাড়ি ভবানীপুরে। জায়গাটা কতদূর, একবার মাসিকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তিতলি মেয়েটা এত ভাল, কাল বিকেলেও ফোনে একবার খোঁজ নিয়েছে। ওর মায়ের সঙ্গেও কথা বলিয়ে দিল। ইস, তখন মাথায় আসেনি। তিতলিকে বলে দিলে হত, ও যেন কিস্টিদাকে একবার ফোন করে দেয়। ওদের সঙ্গে এখানে চলে আসার খবরটা কানে গেলে কিস্টিদা খুব খুশি হবে।

মালদহে চিন্ময়সারের হাতে কুশ একটা চিঠি লিখে দিয়েছিল। নিশ্চয়ই কাল দিদির বাড়িতে গিয়ে সার দিয়ে এসেছেন। দিদি কি খুব কষ্ট পাবে? মনে হয় না। চিলেকোঠার ঘরটা খালি হয়ে গেল। ওদের সুবিধেই হবে। বছরে দুটো দিন অবশ্য দিদির কথা ওর খুব মনে পড়বে। ভাইফোঁটার দিন। আর ওর জন্মদিনে। দিদির সংসারে দিদির ইচ্ছেমতো সব কিছু হয় না। কিন্তু প্রতিবার দিদি ভাইফোঁটার দিন নতুন জামা দিত। পায়েস করে খাওয়াত জন্মদিনে। কুশ মনে মনে ঠিক করল, ও যদি কোনওদিন নামকরা ফুটবলার হয়, প্রচুর টাকা রোজগার করে, তা হলে দিদিকে যথাসম্ভব সাহায্য করবে।

ব্রেকফাস্ট করতে নীচে নামার জন্য কুশ এবার জামা-প্যান্ট বদলে নিল। সঞ্জিত মেসোমশাই রাশভারী মানুষ। চাকরি করেন রাইটার্স বিল্ডিংসে। কোনও একটা ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি সেক্রেটারি। রঞ্জুমাসি কাল বলেছিলেন বটে, কুশের তা মনে নেই। কাল রাতে ডিনার টেবলে সঞ্জিতমেসো বললেন, একটা সময় নাকি রোজই ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখতে ময়দানে যেতেন। শ্যাম থাপার খুব ভক্ত ছিলেন। শ্যাম থাপার মতো ব্যাক ভলি মারতে উনি নাকি আর কাউকে দেখেননি।

নীচে নামার আগে হঠাৎ কুশের চোখ গেল তারাটার দিকে। ইস, তারাটার কথা ও

BanglaBook.org

ভুলেই গিয়েছিল। টেব্‌লের ওপর পড়ে আছে। রং বদলে গেছে। হালকা গোলাপি আভা বেরোচ্ছে গা দিয়ে। কুশ জানে, ও যদি হাত দিয়ে তোলে, এখনই বিদ্যুৎস্পর্শ পাবে। তারাটা এইভাবে ফেলে যাওয়া উচিত না। ঘর পরিষ্কার করার জন্য এখনই এই ঘরে কাজের লোক ঢুকবে। তার চোখে পড়ে যেতে পারে। কথাটা মনে হওয়ামাত্রই কুশ তারাটা কিট ব্যাগে তুলে রাখল।

রঞ্জুমাসিদের এই বাড়িটা চারতলা। মোট আটটা ফ্ল্যাট। একদিকে ওপর-নীচে দুটো ফ্ল্যাট রঞ্জুমাসিদের। নীচের তলায় রঞ্জুমাসি আর সঞ্জিতমেসো থাকেন। আর ওপরতলায় সঞ্জিতমেসোর মা-বাবা। ওঁরা এখন নেই। সঞ্জিতমেসোর এক ভাই থাকেন মুম্বইয়ে। সেখানে ওঁরা বেড়াতে গেছেন। ওপরের ফ্ল্যাটটা আপাতত খালি। কুশের জন্য একটা ঘর বরাদ্দ হয়েছে। ফ্ল্যাটে আরও দুটো বড় বড় ঘর আছে। সঞ্জিতমেসোর বাবা আর মা, ফিরে এলেও কুশের থাকার অসুবিধে হবে না।

নীচে ডাইনিং টেব্‌লের কাছে এসে কুশ দেখল, সঞ্জিতমেসো ছাড়াও কিস্টিদার বয়সি একজন বসে আছেন। ওকে দেখেই সঞ্জিতমেসো বললেন, "টুবলু, এই হল কুশ। আ গ্রেট ফুটবলার ইন দ্য মেকিং। আর কুশ, এ আমাদের একতলার প্রতিবেশী টুবলু। আ গ্রেট মোহনবাগান ফ্যান।"

কুশ হাত বাড়িয়ে দিল হ্যান্ডশেক করার জন্য। তারপর বলল, "মাসি তোমার কথা একটু আগে আমায় বলছিলেন।"

টুবলু বলল, "আন্টি কী বলছিলেন?"

"আমাকে মোহনবাগান ক্লাব দেখানোর জন্য তোমাকে রিকোয়েস্ট করবেন।"

"তুমি কি মোহনবাগান?"

"হ্যাঁ। আমাদের বহরমপুরের বেশিরভাগই মোহনবাগান।"

"যাঃ, তা হয় নাকি?"

"বিশ্বাস করো। করুণা ভট্টাচার্যের দেশ তো, সেজন্য।"

"ও কে। তোমার কথা বিশ্বাস করলাম। তোমাকে নাকি আন্টি এখানে স্রেফ ফুটবল খেলানোর জন্য নিয়ে এসেছেন? তুমি পারবে?"

"চেষ্টা করব।"

"আচ্ছা, বলো তো, প্লেয়ার না বল—কোনটা ফাস্টার?"

"অবশ্যই বল। খেলার সময় প্লেয়ারের অনেক আগে বল পৌঁছতে পারে।"

"রং আইডিয়া। এখনকার যুগে যা খেলা হচ্ছে, বল পৌঁছনোর অনেক আগে প্লেয়ার গিয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকছে।"

বুঝতে না পেরে কুশ বলল, "কথাটা আরেকবার বলো।"

"বললেও তুমি বুঝতে পারবে না। যাকগে, কখন যাবে মোহনবাগান মাঠে?"

"কখন গেলে ওদের প্র্যাকটিস দেখা যাবে?"

"একেকদিন একেক সময় হয়। দাঁড়াও, ক্লাবকর্তাদের জিজ্ঞেস করে নিই। আঙ্কল,

BanglaBook.org

একটা ফোন করা যাবে এখান থেকে?"

সঞ্জিতমেসো বললেন, "শিওর। ওই যে কর্ডলেসটা টেব্‌লের ওপর আছে। নিয়ে এসো।"

টুবলু উঠে গিয়ে কর্ডলেসে নম্বর টিপতে লাগল। তারপর দু-চারটে কথা বলে টেব্‌লে এসে বলল, "আজ বেলা তিনটে থেকে প্র্যাকটিস। তুমি যেতে পারবে?"

মেসো বললেন, "বাব্বা, এই গরমে প্র্যাকটিস? কেন, আজকাল সকালের দিকে প্র্যাকটিস হয় না? আমরা তো সকালের দিকে ময়দানে প্র্যাকটিস দেখতে যেতাম।"

টুবলু বলল, "হয়। তবে কম। আপনাদের আমলে আঙ্কল, প্লেয়াররা সকালে প্র্যাকটিস সেরেই অফিসে দৌড়ত। এখনকার বেশিরভাগ প্লেয়ার চাকরি করে না। খেলাটাই এদের কাছে চাকরি। দিনকাল বদলে গেছে। মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল চাকরি করা প্লেয়ারদের আর টিমে নিতে চায় না।"

"কেন রে?"

"ওদের নিয়ে মহা ঝামেলা। হয়তো ডুরান্ড-রোভার্সের খেলা পড়ল। সেই সময় ওদের অফিসের খেলা পড়ে গেল। তখন ক্লাবের হয়ে খেলার জন্য অফিস ওদের ছাড়ে না। এই নিয়ে বহুবার ঝামেলা হয়ে গেছে। বড় ক্লাব তাই ভিন রাজ্যের প্লেয়ারদের বেশি করে নিয়ে আসে। ওরা চাকরিবাকরি করে না। মেসে থাকে, খায়দায়। আর শুধু খেলে। ফলে হচ্ছে কি লোক্যাল...আমাদের ছেলেগুলো মার খেয়ে যাচ্ছে।"

"আমাদের ছেলেগুলো চাকরির জন্য ব্যস্ত ওঠে কেন রে? ফুটবলই যদি খেলব, তা হলে ফুটবলটাকেই পেশা করে নেব। ফুটবল খেলে রোজগার করব, আবার চাকরি করব—দুটো একসঙ্গে হয় না। আমাদের সময় হাবিব কিন্তু চাকরি করেনি। ও হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রোফেশনাল ছিল। দুঃখের বিষয়, তখনও বাঙালি প্লেয়ারগুলো ওকে দেখে কিছু শেখেনি।"

রঞ্জুমাসি টেব্‌লে খাবার সাজিয়ে দিয়েছেন। কর্নফ্লেক্স, দুধ, টোস্ট, ওমলেট, মাখন, জ্যাম আর বিস্কিট। ওদের আলোচনা শুনতে-শুনতে মিটিমিটি হাসছেন। হঠাৎ বললেন, "এই টুবলু, বকবক করিস না। তুইও খাওয়ার জন্য বসে পড়।"

টুবলু বলল, "না আন্টি। এখুনি খেয়ে এলাম। আমি পারব না। পেট ভর্তি।"

রঞ্জুমাসি বললেন, "তুই এক কাজ কর। কুশের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেলেই, বেরিয়ে পড়। বেলা এগারোটা-সাড়ে এগারোটার মধ্যে যাতে ফিরে আসতে পারিস। লাঞ্চের পর তোর আঙ্কল কুশকে নিয়ে একটু বেরোবেন। কিছু কেনাকাটা করার আছে। তোর আজ কলেজ নেই?"

"না আন্টি। আজ ফ্রেশার্সদের দিন। কলেজে গিয়ে লাভ নেই।"

"ময়দানে কিসে যাবি?"

"কেন, বাইকে? আধঘণ্টার মতো লাগবে। আমি ড্রেস চেঞ্জ করে এখুনি আসছি। কুশ, তা হলে তুমি রেডি হয়ে থেকো।"

টুবলু বেরিয়ে যাওয়ার পর সঞ্জিতমেসোকে রঞ্জুমাসি বললেন, "তোমরা বলছ বটে,

BanglaBook.org

ফুটবলারদের চাকরি করা উচিত না। কিন্তু বলো তো, চাকরি না করলে সারাজীবন খাবেটা কী? প্লেয়ারদের লাইফটাই তো আনসার্টেন। অনিশ্চিত। হঠাৎ চোট-আঘাত লেগে গেল। আর সে ফুটবল খেলতে পারল না। রোজগার বন্ধ। তখন?"

মেসো বললেন, "এ-সম্ভাবনা তো সব পেশাতেই আছে রঞ্জু। অসুখবিসুখ। চোট। এ ঝুঁকি একজনকে নিতেই হবে। আধা ফুটবল, আধা চাকরি। কোনওটাই ভালভাবে হয় না। আমার কথা, হয় পুরোপুরি ফুটবল খেলো, ফুটবলটাকেই পেশা হিসেবে নাও, না হয় মন দিয়ে পড়াশোনা করো। তারপর একটা চাকরি দ্যাখো।"

"তোমার কথা মানতে পারছি না। তোমার সেই বন্ধুটা গো...বাটানগরের দিকে থাকত। কী নাম যেন? মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন ছিল একটা সময়। বড় ম্যাচে যার পা ভাঙল সুভাষ ভৌমিকের সঙ্গে ক্ল্যাশে। খুব লেখালেখি হয়েছিল সে সময়..."

"শঙ্কর...শঙ্কর ব্যানার্জির কথা বলছ?"

"হ্যাঁ। ও যদি ব্যাঙ্কে চাকরিটা না করত, তা হলে আজ ওর কী অবস্থা হত বলো তো?"

"তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু উলটো দিকটাও আছে। এই ধরো, আমাদের এই কুশ। ফুটবলার হিসেবে ওর বিরাট ট্যালেন্ট। ফুটবল খেলার দক্ষতার জন্য ধরো, কোনও সরকারি দফতর বা ব্যাঙ্কে ও চাকরি পেল। ব্যস, ওর তখন মনে হতে পারে, জীবনে যা কিছু হওয়ার হয়ে গেল। একেবারে নিশ্চিন্ত। আর ফুটবল খেলতে পারি বা না পারি, আমার চাকরিটা তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। বড় ফুটবলার হওয়ার জন্য যে মোটিভেশন দরকার, সেটাই চলে গেল তখন। তা হলে কী লাভ হল? ওর যা ট্যালেন্ট, পুরোপুরি ফুটেই বেরোল না।"

রঞ্জুমাসি হার মানার পাত্রী নন। বললেন, "দ্যাখো, ফুটবলাররা বেশিরভাগই আসে নিম্ন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে। এরা লেখাপড়াতেও বেশিদূর এগোতে পারে না। তা সত্ত্বেও, খেলার জন্য একটা চাকরির সুযোগ যদি হাতের সামনে এসে যায়, তা হলে কি সেটা ছাড়া সম্ভব? সংসারের কথাও তো ভাবতে হয় তাদের। হয়তো বোনের বিয়ে হয়নি, মায়ের অসুখ, বাবা রিটায়ার করে ফেলেছেন। ক'টা ছেলে তখন মাথা ঠিক রাখতে পারবে, বলো?"

সঞ্জিতমেসো হেসে বললেন, "সবই ঠিক আছে। যে ছেলেটা মাথা ঠিক রাখবে, সে-ই একটা সময় বড় ফুটবলার হবে। আমি তো সবাইকে প্রোফেশনাল হতে বলছি না। যারা পারবে তারা হোক। ভগবান সবাইকে প্রতিভা দিয়ে পাঠান না। যার প্রতিভা আছে, সে কেন সেটা নষ্ট করবে?"

"সঞ্জিত, এগুলো বলা সহজ। করা কঠিন।"

"মোটেই না। ম্যাথামেটিক্যালিও দ্যাখো, একজন ফুটবলার চাকরি করে সারাজীবনে কত টাকা রোজগার করতে পারে বলো তো? রিটায়ার করার সময় যদি হিসেব করে দেখে, তা হলে সব মিলিয়ে সে দেখবে, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের চাকরিজীবনে তিরিশ-

BanglaBook.org

পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার বেশি রোজগার করেনি। ভাল ফুটবল খেলতে পারলে এই টাকাটা সে...এখন ফুটবলারদের যা রোজগার...পাঁচ বছরের মধ্যেই পেতে পারে। তার মানে এই টাকাটা তিরিশ বছর আগে একসঙ্গে সে রোজগার করে নিচ্ছে। ফলে টাকাটা ব্যবসা করে বা অন্যভাবে খাটিয়ে সে আরও বাড়িয়ে নিতে পারে অথবা যদি ব্যাঙ্কেও রেখে দেয়, তা হলে...”

“বাপ রে বাপ, এবার তুমি থামো। আর আমি মাথায় নিতে পারছি না।”

সঞ্জিতমেসো হেসে ফেললেন। তারপর কুশকে বললেন, “কী, তোমার মাথায় কিছু ঢুকল?”

কুশ বলল, “আমি কিন্তু জীবনেও চাকরি করব না। চিন্ময়সার চান না।”

“যদি চোট পেয়ে খেলতে না পারো?”

“চোট যাতে না পাই, তার জন্য শরীরটাকে তৈরি রাখতে হবে।”

“সাব্বাশ। এই তো প্রোফেশনালদের মতো কথাবার্তা। না রঞ্জু, তোমার এই ছেলে সব ঠিক লাইনেই চিন্তাভাবনা করছে।”

রঞ্জুমাসি স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, “তোকে অন্য কিছু ভাবতে হবে না কুশ। তুই মন দিয়ে খেলে যা।”

সঞ্জিতমেসো কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। রঞ্জুমাসির হাতের কাছেই কর্ডলেস। হাত বাড়িয়ে কর্ডলেসটা তুলে নিয়ে সুইচ টিপে উনি বললেন, “কাকে চাই?”

ও-প্রান্ত থেকে কে কী বলল, কুশ শুনতে পেল না। কিন্তু দেখল, রঞ্জুমাসির মুখটা হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। হাতটা থরথর করে কাঁপছে।

১২

চেয়ার ছেড়ে উঠে রঞ্জুমাসির কাছে গিয়ে কুশ বলল, “কী হয়েছে মাসি? কে ফোন করেছিল?”

“তিতলি।”

“কোনও খারাপ খবর?”

ঘাড় নেড়ে রঞ্জুমাসি জানালেন, হ্যাঁ। তারপর নিজেই গিয়ে ডাইনিং টেব্‌লের চেয়ারে বসে পড়লেন। চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন। সঞ্জিতমেসো উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, “কী হয়েছে, খুলে বলো তো। দেখি কিছু করা যায় কি না।”

রঞ্জুমাসি বললেন, “আজ সকালে টেলিফোনে কে যেন তিতলিকে হুমকি দিয়েছে, স্কুলে যাতায়াতের পথে দু-একদিনের মধ্যেই ওকে তুলে নিয়ে যাবে। মালদহে পারেনি। কলকাতা শহরে কে ওকে বাঁচায়, দেখবে।”

BanglaBook.org

"তারপর?"

"তিতলি বলল, আজ সকাল থেকেই ওদের বাড়ির উলটোদিকে একটা লোক সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছে। তিতলির মা মারাত্মক ভয় পেয়েছেন। তিতলির বাবা এক সপ্তাহের জন্য দিল্লিতে গেছেন। বাড়িতে পুরুষমানুষ কেউ নেই। কী করবেন উনি, বুঝতে পারছেন না।"

কুশ বলল, "মাসি, আমি একটা কথা বলব?"

"বল।"

"আমার মনে হয়, সুধন্যবাবুকে একবার ফোন করে সব জানানো উচিত। উনি তো সব জানেন। মনে হয়, ভাল পরামর্শ দিতে পারবেন।"

রঞ্জুমাসির মুখটা এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "ঠিক বলেছিস। ভদ্রলোক ট্রেনে আসার সময় আমায় একটা নেম কার্ড দিয়েছিলেন। সেটা আমার ব্যাগে আছে। দাঁড়া, কার্ডটা আমি নিয়ে আসি।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে রঞ্জুমাসি দ্রুত বেডরুমে ঢুকে গেলেন। সঞ্জিতমেসো নিজের মনেই বললেন, "এ কী কাণ্ড বলো তো? রাগটা বাবার ওপর। আর কোপ এসে পড়ছে বাচ্চা একটা মেয়ের ওপর।"

মালদা আর বালুরঘাটে কুশ ভাসা-ভাসা শুনেছে, তিতলিকে কারা যেন কিডন্যাপ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কেন, সেটা কেউ বলেননি। ও উৎসুক চোখে মেসোর দিকে তাকিয়ে রইল। এখানে আসার দু'দিনের মধ্যেই কুশ বুঝে ফেলেছে, তিতলির সঙ্গে মাসির সম্পর্ক নিছক ছাত্রী আর শিক্ষিকার না। মাসি নিঃসন্তান। তিতলিকে উনি মেয়ের মতোই ভালবাসেন।

"সমস্যাটা স্টার্ট করল মাসখানেক আগে, বুঝলে কুশ। তিতলিদের বাড়িতে একটি ইয়ং ছেলে কাজ করত। নাম লখা। সে ব্যাটার সঙ্গে যে অ্যান্টি-সোশ্যালদের যোগাযোগ আছে, আমরা জানতামই না। তিতলির বাবা লখাকে খুব বিশ্বাস করতেন। একবার ব্যাঙ্ক থেকে কুড়ি হাজার টাকা তুলে উনি লখার হাত দিয়ে বাড়িতে পাঠান। লখা সে টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায়। তিতলির বাবা পুলিশে যেতে চাননি। আমরাই জোর করে কমপ্লেন করাই। মালদায় ওর এক মাসির বাড়ি থেকে পুলিশ লখাকে অ্যারেস্ট করে। টাকার বেশিরভাগ অংশ ফেরতও পাওয়া যায়।"

"তারপর কী হল?"

"মাসচারেক জেল খেটে ছেলেটা বের হয়ে আসার পরেই হুমকি দিয়ে টেলিফোন করতে থাকে দলের লোকজন দিয়ে। ওর খুব রাগ তিতলির বাবার ওপর। এখন বোঝা যাচ্ছে, জেলে থাকার সময় ওর সঙ্গে আরও বড় বড় ক্রিমিনালের যোগাযোগ হয়ে গেছে।"

সঞ্জিতমেসো কথা শেষ করার ফাঁকেই রঞ্জুমাসি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে টেলিফোনের বাটন টিপতে শুরু করলেন। নম্বরটা মিলে যেতেই বললেন, "হ্যালো, সুধন্যবাবুকে পাওয়া যাবে?"

ওপাশ থেকে উত্তরটা শোনার পর রঞ্জুমাসি প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে তারপর

BanglaBook.org

বললেন, "আপনাকে একটা জরুরি খবর জানানোর দরকার। তিতলি মেয়েটার বাড়িতে ফের হুমকি দিয়ে ফোন আসছে। একটা লোককেও বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। কী করা যায়, বলুন তো?"

রঞ্জুমাসি কথা বলছেন সুধন্যবাবুর সঙ্গে। কুশ একটু নিশ্চিন্ত হল। তিতলির জন্য খুব খারাপ লাগছে। সত্যিই যদি ও গুণ্ডা-বদমাশদের খপ্পরে পড়ে যায়, তা হলে বিচ্ছিরি কাণ্ড হবে। সুধন্যবাবু খুবই অভিজ্ঞ অফিসার। একটা কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন। কথাটা মনে হতেই ব্রেকফাস্ট শেষ করার জন্য ও চেয়ারে গিয়ে বসল।

বাইরে মোটরবাইকের ভটভট শব্দ। তার মানে টুবলু তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কুশ চুমুক দিয়ে দুধের গ্লাস খালি করে ফেলল। প্লেটে আধখাওয়া টোস্ট পড়ে রয়েছে। আর কলা ও আপেল। দুটো ফল ও পকেটে পুরে নিল। যে-কোনও সময় খেয়ে নেওয়া যাবে। এমন সময় বাইরে থেকে টুবলু ডাকল, "কুশ, বেরিয়ে এসো। আমি রেডি।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে কুশ দেখল, রঞ্জুমাসি টেলিফোনে হাঁ হুঁ করে যাচ্ছেন। মাসিকে না বলে বাইরে যাওয়া উচিত হবে না। ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখে রঞ্জুমাসি একবার হাত নেড়ে অপেক্ষা করতে বললেন। তারপর ফোন ছেড়ে কাছে এসে বললেন, "যাক বাবা, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।"

সঞ্জিতমেসো জিজ্ঞেস করলেন, "কী বললেন সুধন্যবাবু?"

"তিতলিদের বাড়ির সামনে যে লোকটা ঘোরাঘুরি করছে, সে পুলিশেরই লোক। সুধন্যবাবু বললেন, ওয়াচার। ওঁর কাছেও খবর আছে, কিডন্যাপিংয়ের একটা চেষ্টা হবে। উনি বললেন, সবচেয়ে ভাল হয় তিতলিকে যদি কয়েকদিনের জন্য অন্য জায়গায় রাখা যায়। মানে...যদ্দিন না ওর বাবা দিল্লি থেকে ফিরে আসেন।"

সঞ্জিতমেসো বললেন, "এক কাজ করো না, তিতলিকে না হয় কয়েকদিন আমাদের চেতলার বাড়িতেই রেখে এসো। ওখান থেকে স্কুলও বেশি দূরে হবে না।"

"ঠিক বলেছ। স্কুলের বাস চেতলার দিকে যায়। ওর যাতায়াত করতে অসুবিধে হবে না। তেমন হলে আমিও কিছুদিন ওখানে গিয়ে থাকতে পারি।"

কুশ কিছুই বুঝতে না পেরে বলল, "চেতলাতেও আপনাদের বাড়ি আছে নাকি?"

"কেন, তোকে তো বালুরঘাট যাওয়ার দিনই বলেছিলাম। মনে নেই? চেতলার বাড়িটা তোর মেসোর পৈতৃক বাড়ি। আমার দেওর আর জা ওখানে থাকে। আমরাও মাঝেমধ্যে যাই।"

"তা হলে এই ফ্ল্যাট দুটো কার?"

"এই ফ্ল্যাট দুটো তোর মেসোর নিজের। বছরখানেক হল, কিনেছে। যাক সে কথা। তুই চট করে টুবলুর সঙ্গে ময়দান থেকে ঘুরে আয়। বিকেলের দিকে তোকে নিয়ে আমি একবার চেতলার বাড়িতে ঘুরে আসব।"

বাইরে বেরিয়ে কুশ দেখল টুবলুর মুখে বেশ বিরক্তি। মুখোমুখি হতেই ও বলল, "এই সামান্য ব্রেকফাস্ট করতে তোর এত সময় লাগে? তুই ফুটবল খেলিস, না বিলিয়ার্ডস?

BanglaBook.org

ক'টা বাজে খেয়াল আছে?"

একটু আগে টুবলুদা 'তুমি, তুমি' করে কথা বলছিল। এখন তুই। তবুও শুনে কুশের ভাল লাগল। ও বলল, "সরি টুবলুদা। একটা ইম্পর্ট্যান্ট ফোন এসেছিল। তাই দেরি হয়ে গেল। তুমি বিলিয়ার্ড না কী বললে? সেটা কী খেলা গো?"

"বিলিয়ার্ড না। বিলিয়ার্ডস। মফস্বলের ছেলে। ওসব তুই বুঝবি না। চল, ব্যাকসিটে বসে পড়। তোদের মতো ছেলেদের নিয়ে আমাদের খুব মুশকিল। তোরা নড়তেচড়তে বড় সময় নিস।"

আর কথা না বাড়িয়ে কুশ বাইকের পেছনের সিটে উঠে বসল। টুবলুদা ভাল বাইক চালায়। সল্টলেক এরিয়া থেকে বেরিয়েই কুশ সেটা বুঝতে পারল। ও নিজে বাইক চালাতে জানে। বহরমপুরে স্কোয়ারফিল্ডে মাত্র দু'দিনের মধ্যে শিখে ফেলেছিল। ওকে শিখিয়েছিল কল্লোল। তৃতীয়দিন কল্লোলকেই ব্যাকসিটে বসিয়ে স্কোয়ারফিল্ড থেকে বাইক চালিয়ে ও ঢুকেছিল খাগড়ার রাস্তায়। কল্লোল খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল ওর স্কিল দেখে। বাড়িতে নেমে ও বলেছিল, "সত্যিই তোর ট্যালেন্ট আছে ভাই। যা ধরবি, দু'দিনের মধ্যে শিখে যাবি। ভগবান সবাইকে এই গুণটা দেন না।"

বড় রাস্তা ধরে বাইক ছুটে যাচ্ছে। কী সুন্দর রাস্তাটা, মাঝখানে ভাগ করে দেওয়া। কুশের মনে পড়ল, দিন দুই আগে এই রাস্তা ধরেই ও রঞ্জুমাসির বাড়িতে গিয়েছিল। তার মানে খুব কাছাকাছি সল্টলেক স্টেডিয়াম। এই শহরে কতদিন থাকতে হবে কে জানে? সবকিছু জেনে নেওয়া ভাল। তাই কুশ জিজ্ঞেস করল, "এই রাস্তাটার নাম কী গো টুবলুদা?"

"ইস্টার্ন বাইপাস। এই রাস্তাটা সোজা কলকাতার দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। আমি ভেতর দিয়ে ময়দানে যেতে পারতাম। কিন্তু এখন ভীষণ জ্যাম হবে। ট্র্যাফিক সিগনালে অনেকটা সময় চলে যাবে। তাই ফাঁকায় ফাঁকায় যাচ্ছি।"

মিনিটপাঁচেকের মধ্যেই বাঁ দিকে সল্টলেক স্টেডিয়াম দেখতে পেল কুশ। তারপরই পাঁচিলঘেরা সাই কমপ্লেক্স। জায়গাটা হঠাৎ চেনা-চেনা লাগল। সাব জুনিয়ার ফুটবল খেলার জন্য এর আগে একবারই মাত্র ও কলকাতায় এসেছিল। ছিল যুব আবাস নামে একটা হস্টেলে। সেবার চণ্ডুরাম মুর্মু বলে একটা ছেলের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। পুরুলিয়ার টিমের হয়ে খেলতে এসেছিল।

ইস্টার্ন বাইপাস রাস্তাটা কুশের খুব ভাল লেগে গেল। বহরমপুরে এইরকম একটা রাস্তা ও চিন্তাও করতে পারত না। বহরমপুর থেকে নালবাগ যাওয়ার রাস্তাটা ভাল। তবে এত চওড়া নয়। বাইপাসের বাঁ পাশে বিরাট একটা ঝিল। তাতে রাস্তাটার সৌন্দর্য যেন আরও বেড়ে গেছে। কাশিমবাজারে বিষ্টুপুরের কালীবাড়ির পাশে এরকম একটা ঝিল আছে। ওই ঝিল থেকেই নাকি একটা সময় কালীমূর্তি তুলে এনেছিলেন মন্দিরের সেবাইতরা।

ঝিল দেখে বহরমপুরের কথা মনে পড়ে গেল কুশের। এই সময়টায় ওরা রোজ

BanglaBook.org

প্র্যাকটিস থেকে ফিরত। চিন্ময়সার ফুটবল নিয়ে নানা কথা বলতেন। অবশ্য মেজাজ ভাল থাকলে, তবেই। প্র্যাকটিসে ভুলত্রুটি নিয়ে অনেক কথা বলতেন। মনে আছে, একদিন সার বলেছিলেন, "কুশ, তুই খেলার সময় পায়ে এত বল রাখিস কেন রে?"

কোনও উত্তর দিলে সার খুব চটে যান। তাই কুশ বলেছিল, "অন্যদের ড্রিব্‌ল করতে আমার খুব ভাল লাগে সার।"

সার বলেছিলেন, "ড্রিব্‌ল করা ভাল। তবে যখন তোর সামনে কোনও অপশন থাকবে না। ফুটবল খেলার আসল লক্ষ্যটা তো গোল, তাই না? যে করেই হোক তোকে কুইক গোলে পৌঁছতে হবে। ড্রিব্‌ল করে একা সেটা সম্ভব না। তোকে অন্যের সাহায্য নিতেই হবে।"

"সার, আমার খুব ইচ্ছে করে সবাইকে ড্রিব্‌ল করে গোল দিই।"

"ইচ্ছেটা থাকা খুব ভাল, তবে কী জানিস...ওটা একদম বোকামি। আচ্ছা বল তো, একটা খেলায় একজন প্লেয়ারের পায়ে ম্যাক্সিমাম কতক্ষণ বল থাকে?"

প্রশ্নটা শুনে মাথা চুলকেছিল কুশ। সত্যিই তো, কতক্ষণ...তা নিয়ে কোনওদিন ভাবেনি। আন্দাজে ও বলেছিল, "দশ মিনিট।"

"দূর বোকা। ম্যাক্সিমাম দু' থেকে আড়াই মিনিট। ব্যতিক্রমও আছে। যেমন পেলে বা মারাদোনার মতো প্লেয়ার...একটা নব্বই মিনিটের খেলায় ওদের মতো প্লেয়ারের পায়ে বল থাকে ম্যাক্সিমাম চার মিনিট। মাথায় ঢুকল কিছু তোর?"

কুশ অবাক হয়ে বলেছিল, "না সার।"

"তা হলে হিসাব করে দ্যাখ, একটা ম্যাচে সাতাশি থেকে অষ্টাশি মিনিট তোকে বল ছাড়াই খেলতে হচ্ছে। কোন খেলাটা তা হলে ইম্পর্ট্যান্ট? বল পায়ে খেলা, না কি বল ছাড়া খেলা?"

ফুটবল নিয়ে কত কী ভাবনার আছে, সারের কথা শুনেই কুশ সেদিন বুঝতে পেরেছিল। সার একদিন বলেছিলেন, কলকাতা হল ফুটবলের মক্কা বুঝলি। ফুটবল নিয়ে কত চর্চা হয় ওখানে। তোকে ওখানে যেতে হবে। অনেক কিছু শিখতে পারবি। সেই সুযোগটা এসে গেছে এখন কুশের সামনে। টুবলুদার বাইকে চেপে ময়দানের দিকে যেতে-যেতে ও একবার ভাবল, কলকাতায় যখন পৌঁছেই গেছি, তখন একটা মুহূর্তও আমি নষ্ট করব না।

"এই দ্যাখ কুশ, এটা হল সায়েন্স সিটি।" মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ বলল টুবলুদা। ডান দিকে তাকিয়ে কুশ দেখল গম্বুজওয়ালা একটা বাড়ি। বেশ সুন্দর সাজানোগোছানো। আরে ওটা কী? একটা ডাইনোসর, না? বাঃ। দারুণ লাগছে তো? কলকাতায় কত কী দেখার আছে। সায়েন্স সিটির কথা ও কিস্টিদার মুখে শুনেছে। কিস্টিদা বারপাঁচেক এখানে এসে দেখে গেছে। কুশ মনে মনে ঠিক করে নিল, রঞ্জুমাসিকে বলে ও একদিন সায়েন্স সিটিতে আসবেই।

"হ্যাঁ রে কুশ, তুই লেখাপড়া করিস, নাকি শুধু ফুটবল খেলিস?"

BanglaBook.org

"এবার মাধ্যমিক দেব।"

টুকটাক কথা বলতে বলতে টুবলুদা বাইক চালাতে লাগল। একটা সময় ময়দানেও পৌঁছে গেল। একটা চার রাস্তার বিরাট মোড়। সেখান থেকে হঠাৎ শহিদ মিনারটা কুশের চোখে পড়ে গেল। এতক্ষণ কলকাতা শহরটাকে ও ঠিক চিনতে পারছিল না। বিরাট বিরাট বাড়ি, ঝলমলে দোকানপাট, সাজানো রাস্তা, নতুন নতুন গাড়ি। লোকের গিজগিজানি। শহিদ মিনার দেখে ওর মনটা আনন্দে কুলকুল করে উঠল।

মিনিট চার-পাঁচেকের মধ্যেই টুবলুদা বাইক থামাল মোহনবাগান ক্লাবের সামনে। বাইক দাঁড় করিয়ে হেলমেট খুলে, সেটা হাতে নিয়ে টুবলুদা বলল, "কুশ, উলটোদিকে দ্যাখ, ইডেন গার্ডেন্স।"

আসার সময় ডান দিকে নজর দেয়নি কুশ। তাকাতেই অবাক হয়ে গেল। এটাই ইডেন গার্ডেন্স? এখানে সৌরভ গাঙ্গুলি, সচিন তেণ্ডুলকরেরা খেলেন? উফ, কী ঝকমকে বাড়িটা। দেখেই বোঝা যায়, এখানে ক্রিকেট খেলা হয়। দেওয়ালে একজন ব্যাটস্‌ম্যানের ছবি। পাথরে খোদাই করা কি না কুশ বুঝতে পারল না। ক্রিকেট খেলাটা নিয়ে কোনও আগ্রহ নেই ওর। ও মনে করে, মন দিয়ে একটা খেলার সাধনাই করা উচিত।

"চল রে। এবার ভেতরে যাই।" বলেই কাঠের রেলিং দেওয়া গেটের দিকে এগোল টুবলুদা। সামনে লোহার দরজা। বড় বড় করে লেখা মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব। একটা নৌকো আঁকা। সবুজ মেরুন রঙে। ভেতরে ঢোকার ফাঁকে বেশ গর্বের সঙ্গে টুবলুদা বলল, "ভারতের জাতীয় ক্লাব, বুঝলি, এই সম্মান আর কোনও ক্লাব পায়নি। কোনওদিন পাবেও না।"

কুশ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, "মোহনবাগান নামটা হল কেন গো টুবলুদা?"

"বইয়ে আছে। তোকে পড়তে দেব। পড়ে নিস। এখুনি মনে পড়ছে না।" কথাটা বলতে বলতেই কাকে দেখে যেন টুবলুদা উল্লসিত, "দাঁড়া দাঁড়া, এখুনি বলে দিচ্ছি। হারাদা বলতে পারবে। মোহনবাগানের হিস্ট্রি ওর মুখস্থ।"

লোহার একটা ঘোরানো সিঁড়ির কাছে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মোটামতো একটা লোক দাঁড়িয়ে। তার কাছে গিয়ে টুবলুদা বলল, "হারাদা, এ হচ্ছে কুশ। দারুণ ফুটবল খেলে। বহরমপুরের ছেলে। আমাদের ক্লাব দেখতে এসেছে। কী জানতে চাইছে। বলে দাও তো। ততক্ষণে আমি একটু বাবলুদার সঙ্গে কথা বলে আসি।"

হারাদা বলল, "বাবলু টেন্টের ভেতরে আছে। মাথা গরম। সামনে যাসনে। বাইরের লনে গিয়ে বোস। আমি আসচি।"

"কেন, মাথা গরম কেন?"

"আর বলিস নে। ইউরোপ থেকে কে এক সাহেব কোচ এয়েচে। আমাদের মাঠে ট্রায়াল, বাচ্চাদের নিচ্চে। তা নে। আমাদের মাঠে ট্রায়াল নেবে না তো কি বাঙালদের মাঠে নেবে? আমাদের মাঠের মতন মাঠ আচে নাকি সারা দেশে? সাহেব হুট করে চলে এয়েচে। সেক্রেটারি না করতে পারে নে। মাঠে ঢুকে দ্যাখগে, একগাদা ছেলে কিলবিল করচে।"

BanglaBook.org

"সাহেব কোচটা কোথাকার?"

"বাবলুর সঙ্গে কতা বলচিল। শুনলুম, জার্মান। তবে ইংলিশ বলে ভাল।"

টুবলুদা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "চল, আগে তোকে টেন্টের ভেতরটা ঘুরিয়ে দিই। তারপর আলাপ করিয়ে দেব আমাদের বাবলুদার সঙ্গে।"

"কে বাবলুদা?"

"তুই কোন গ্রহ থেকে এসেছিস রে? বাবলুদাকে জানিস না! আমাদের কোচ। সুব্রত ভট্চায।"

হারাদা হাসছে। সেদিকে চোখ যেতেই কুশ একটু দমে গেল। টুবলুদার পিছু পিছু ও লনের পাশ দিয়ে তাঁবুর বারান্দায় গিয়ে ঢুকল। সবুজ রঙের তাঁবু। তেরপলের। বহরমপুরে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের তাঁবুও ঠিক এরকম। তবে ওখানে লন নেই। কার্পেটের মতো ঘাস নেই। নেই পুরনো দিনের লোহার বেঞ্চি । এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অনেক লোক। এই সকালবেলায় এত লোক ক্লাবে আসে?"

তাঁবুর বারান্দায় সবুজ মেরুন জার্সি, মোজা আর কালো শর্টস শুকোতে দেওয়া হয়েছে। কোন জার্সিটা ব্যারেটোর, কুশ বুঝতে পারল না। জার্সিগুলো হাত দিয়ে ছুঁতে ওর খুব ইচ্ছে করল। মোহনবাগান জার্সির দাম অনেক। অনেক ভাগ্য করলে গায়ে চাপানোর সুযোগ পাওয়া যায়। কথাটা একবার ওকে বলেছিলেন চিন্ময়সার।

পেছনে-পেছনে যে হারাদাও উঠে এসেছে, কুশ তা লক্ষ করেনি। ভারিক্কি চালে লোকটা বলল, "কী কুশবাবু, কেমন লাগচে আমাদের ক্লাব?"

"ভাল। আচ্ছা, মোহনবাগান নামটা হল কেন, সেটা তো বললেন না?"

"আমাদের ক্লাবের জন্ম হয়েছিল মোহনবাগান ভিলা নামে একটা বাড়িতে। সেই বাড়ি অবিশ্যি এখন নেই। তবে একটা রাস্তা আচে। মোহনবাগান লেন। আর কোনও ক্লাবের নামে কিন্তু রাস্তা নেই। চলো, তোমায় আগে মাঠটা দেকাই।"

তাঁবুর বারান্দা থেকে নেমে এসে গ্যালারির তলা দিয়ে মাঠের দিকে এগনোর মুখেই কুশ বুঝতে পারল, ভেতরে বেশ ব্যস্ততা। কাঁটাতারের বেড়ার সামনে আসতেই মাঠের সবুজ রং দেখে ও মুগ্ধ হয়ে গেল। উফ, মখমলের মতো ঘাস। এই মাঠে ড্রিব্‌ল করতে যা সুবিধে হবে...মনে মনে লরাঁ ব্লা-কে কুশ একবার ড্রিব্‌ল করে ফেলল। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের স্টপার এখন ব্লা। না, পা বাড়িয়ে ট্যাকল করেও ব্লা ওকে আটকাতে পারলেন না।

মাঠের ভেতরে খেলা চলছে। গোলপোস্টের পেছনে আরও দশ-বারো জন ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরই বয়সি সব ছেলে। কুশ দেখল, মাঠের মাঝখানে সাদা চামড়ার এক ভদ্রলোক চুপ করে দাঁড়িয়ে। মন দিয়ে খেলা দেখছেন। আর মাঝে-মধ্যে কী যেন লিখে নিচ্ছেন। বেশ ভাল খেলা হচ্ছে। মাঝমাঠে একজনকে দেখে কুশের মনে হল, চণ্ডুরাম মুর্মু। একই রকম দেখতে। কালো মিশমিশে গায়ের রং। হ্যাঁ, চণ্ডুরামের মতোই থু পাসটা বাড়াল।

BanglaBook.org

হারাদা হাত ধরে টানল, "আয়, আমরা মাঠের ভেতরে বেঞ্চিতে বসে ট্রায়াল দেকি। এ সুযোগ আর পাবি নে।"

মাঠের ভেতর ঢুকতেই কুশের সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল। বহরমপুরে শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে? কল্লোল, কিংশুক...কেউ? ওর কপাল খুলে যাওয়ার পেছনে ওই তারাটা। আর কিছু না। কুশ নিশ্চিত। লোহার রেলিং পেরিয়ে মাঠের ভেতর ডান দিকে অনেকটা হেঁটে একটা বেঞ্চের ওপর গিয়ে বসল হারাদা। পাশে বসে কুশ মন দিয়ে খেলা দেখতে লাগল। চিন্ময়সার একটুঅন্যরকম ভাবে খেলা দেখতে শিখিয়েছেন। তারপর থেকেই ও ওর পজিশনের প্লেয়ারকে আগাগোড়া ফলো করে যায়। তার মধ্যে কী কী ভাল গুণ আছে লক্ষ করে।

নীল জার্সি পরা দলের লম্বা ছিপছিপে একজন স্ট্রাইকারকে কুশের ভাল লেগে গেল। রিসিভিং, ট্র্যাপিং, শুটিং বেশ ভাল। ক্লোজ কন্ট্রোলটাও। তবে ড্রিব্‌লিংয়ে তেমন ভ্যারাইটি নেই। চিন্ময়সারের হাতে পড়লে এই ছেলেটা আরও ভাল প্লেয়ার হতে পারত।

মিনিট পনেরো ধরে মন দিয়ে খেলা দেখার পর হঠাৎ কুশ দেখল, বল ছিটকে উঁচু হয়ে ওর দিকেই আসছে। কী মনে হল, বেঞ্চি থেকে উঠে গিয়ে ও বাঁ পায়ে ভলি শট নিল একেবারে ডান দিকের গোল লক্ষ্য করে। টাইমিংটা ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বল রামধনুর মতো বেঁকে সোজা গোলের ভেতর। হ্যাঁ, তিরিশ গজ দূর থেকে তো হবেই। বহরমপুরে ও রোজ এরকম ভলি শটে গোটা পঁচিশ প্র্যাকটিস করে। বেশিরভাগই বাইরে চলে যায়। এখানে কুশ আশা করেনি শটটা এমন নিখুঁত হয়ে যাবে।

হারাদা উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে। একটা ছেলে দৌড়ে বল নিতে আসছিল। সে অবাক হয়ে কুশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মাঠের মাঝখান থেকে বাঁশি বাজিয়ে জার্মান কোচ খেলা থামিয়ে দিলেন। তারপর দ্রুত পায়ে সাইড লাইনের কাছে এসে বললেন, "হেই বয়, কাম হিয়ার।"

কুশ বুঝতে পারল না জার্মান কোচ ওকে ডাকছেন কি না? ও ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পেছনের দিকে তাকাল। না, পেছনের গ্যালারিতে তো কেউ নেই। মাঠের দিকে তাকাতে জার্মান কোচ ওকে ডাকলেন, "ইউ...ইউ...মাই ডিয়ার ...কাম হিয়ার।"

BanglaBook.org

১৩

হারাদা বলল, "এই কুশ, সাহেব-কোচ তোকেই ডাকছে রে। যা, গিয়ে কথা বল। তোর ভলি শটটা দেখে বোধ হয় মুগ্ধ হয়ে গেছে।"

কুশ এমন বোকা নয় যে, মাই ডিয়ার...কাম হিয়ার-এর মানে বুঝবে না। গুটিগুটি পায়ে ও এগোতেই সাহেব মাথা থেকে টুপিটা খুলে হাত বাড়িয়ে বললেন, "আই অ্যাম ডেটমার ফেইফার। ইউ?"

চিন্ময়সার সবসময় চটপট উত্তর দিতে বলেছেন। এই বালুরঘাটেই সেদিন বলেছে, কেউ যদি ইংরেজিতে কোনও প্রশ্ন করে, তা হলে ইংরেজিতেই তুই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবি। ভুলভ্রান্তি হলেও বলবি। গুটিয়ে থাকবি না। তাতে কেউ কিছু মনে করবে না। কেননা ইংরেজিটা তো মাতৃভাষা না। আর একেবারেই যদি প্রশ্নটা না বুঝিস, তখন অন্য কারও সাহায্য নিবি। মারাদোনা কি ইংরেজি বলতে পারেন? পারেন না। ওঁর মাতৃভাষা স্প্যানিশ। কেউ ওঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেন না। কথাটা মনে হতেই কুশ চটপট বলল, "আই অ্যাম এ ফুটবলার।"

উত্তরটা শুনে যেন মজা পেলেন ফেইফার। চোখ টিপে বললেন, "রিয়েলি? ক্যান ইউ প্রুভ ইট?"

প্রুভ মানে প্রমাণ করা। মানেটা বুঝতে পেরে কুশ বলল, "ইয়েস সার।"

"হোয়ার ইজ ইওর কিট?"

প্রশ্নটা এবার একটু শক্ত হয়ে গেল কুশের পক্ষে। ও বলল, "হোয়াট সার?"

হারাদা এগিয়ে এসে বলল, "সাহেব জিজ্ঞেস করছে, তোর বুট মোজা শর্টস কোথায় রেখেছিস?"

"আমি তো কিছুই আনিনি।"

"আনিসনি মানে? তা হলে ট্রায়ালে এসেছিস কেন?"

"আমি তো জানতামই না এখানে ট্রায়াল হচ্ছে।"

"তাই তো, তুই জানবিই বা কী করে? দাঁড়া, দাঁড়া, সাহেব যখন তোর ট্রায়াল নিতে চাইছে, তখন এই সুযোগটা ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। আমি দেখছি, টেন্টে কারও বুট তোর পায়ে ফিট করে কি না। তোর কত নম্বর বুট লাগে বল তো?"

"ছ'নম্বর। আমার তো প্যান্টও নেই।"

"দূর, প্যান্ট কোনও সমস্যা না। তুই আয় আমার সঙ্গে।" কুশের হাত ধরে টান দেওয়ার ফাঁকে হারাদা সাহেব-কোচকে বলল, "ওয়েট সার। উই আর কামিং।"

হারাদার হাত ধরেই কুশ মোহনবাগান টেন্টে এসে ঢুকল। ওর বুক ঢিপঢিপ করছে। একটা ভলিশট কারেক্ট হয়ে গেছে বলে সাহেব-কোচ ট্রায়াল দেওয়ার জন্য ডেকে নিলেন। এবার যদি ও খেলতে নেমে কিছু না পারে? ঠিক তখনই ওর তারাটার কথা মনে পড়ে গেল। ইস, সঙ্গে নিয়ে এলে ভাল করত। তারাটা ছুঁলে একটা অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস জন্মায়। মনে হয়, সব সম্ভব।

রাবেয়া নামে একটা লোক দুটো বুট এনে সামনে ফেলে দিয়ে বলল, "দ্যাখো তো বাবু, তোমার পায়ে ফিট করে কি না?"

হারাদা বলল, "কার বুট রে?"

"দীপেন্দুবাবুর। গেল বছর ও ক্লাবে চলে গেল। এই বুট দুটো আর নিয়ে যায়নি। পরে দেখো। যদি ফিট না করে তা হলে লোলেন্দ্রবাবুর বুট আছে ছ'নম্বর। সেটা দিয়ে দেব।"

BanglaBook.org

কুশ বুট দুটো পায়ে গলিয়ে দেখল, ঠিক আছে। মোহনবাগানের একটা পুরনো সবুজ মেরুন জার্সি আর মোজা পরে হারাদার সঙ্গে ও ফের মাঠে এল। টুবলুদার কোনও দেখা নেই। হারাদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েই টুবলুদা যে কোথায় গেল কে জানে? রঞ্জুমাসি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে বলেছিলেন। সঞ্জিতমেসো কিছু জামাপ্যান্ট কিনে দেবেন। তারপর রঞ্জুমাসি চেতলা না কোথায় যেন নিয়ে যাবেন। কিন্তু সাহেব-কোচের নজরে পড়ার পর এখন যা অবস্থা, তাতে শেষ পর্যন্ত যে কখন ছাড়া পাবে, কুশ বুঝতে পারছে না।

যাকগে, ওসব ভাবার সময় নেই। ট্রায়ালে ভাল কিছু করে এখন দেখাতেই হবে। সাহেব প্রমাণ করতে বলেছে, ও ফুটবলার। বিষ্টুপুরের কালীবাড়ির কথা স্মরণ করে হারাদার সঙ্গে মাঠে ফিরে এল কুশ। এসে দেখল পার্টি করে খেলা শেষ হয়ে গেছে। মাঠের ধারে এসে সাহেব দু'-তিনজনের সঙ্গে কী যেন কথা বলছে। একজনকে খুব চেনা চেনা মনে হল। চিন্ময়সারেরই বয়সি। ভদ্রলোককে বহরমপুরে একবার প্রদর্শনী ম্যাচে খেলতে দেখেছে। নামটা কিছুতেই কুশ মনে করতে পারল না।

ওকে দেখে ভদ্রলোক এগিয়ে এসে সস্নেহে বলল, "তোমার নামটা কী ভাই?"

"কুশ সেনগুপ্ত।"

"বালুরঘাটে এই ক'দিন আগে তুমিই কি স্কুল ফুটবলে টপ স্কোরার হয়েছ?"

অবাক হয়ে কুশ বলল, "আপনি কী করে জানলেন সার?"

"কাগজে পড়েছি। তোমার সঙ্গে কি চিন্ময় এসেছে?"

ভদ্রলোক তা হলে চিন্ময়সারকে চেনেন। শুনে একটু ভরসা পেল কুশ। চিন্ময়সার বারবার বলে দিয়েছেন, কলকাতায় কারও সঙ্গে পরিচয় হলে প্রথম সুযোগেই তার নামটা জেনে রাখবি। সেটা মনে পড়ায় কুশ জিজ্ঞেস করল, "আপনার নামটা কী সার?"

"বিশ্ব ভট্চায। চিন্ময় আমার খুব পরিচিত। যাকগে, তুমি এক কাজ করো। পুরো মাঠ পাঁচ ল্যাপ দৌড়ে এসো। তারপর মিঃ ফেইফার তোমার ট্রায়াল নেবেন।"

ঘাড় নেড়ে কুশ দৌড় শুরু করে দিল। দৌড়তে ওর খুব ভাল লাগে। দৌড়নোর সময় ও নানারকম স্বপ্ন দেখে। বহরমপুরের স্টেডিয়াম মোহনবাগান মাঠের প্রায় দেড়গুণ। রোজ দশ-বারোটা ল্যাপ দৌড়তে ওর কোন অসুবিধে হয় না। এখানে দৌড়তে-দৌড়তে ও স্বপ্ন দেখত মোহনবাগান মাঠে ব্যারেটোর সঙ্গে প্র্যাকটিস করছে। আজ স্বপ্নের পরিধিটাকে ও একটু বাড়িয়ে নিয়ে গেল। ব্যারেটোর সঙ্গেই ও জগিং করছে। তবে কলকাতায় নয়, ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়ামে।

আজ রোদে তেমন তাপ নেই। তবুও পাঁচ পাক দিতে কুশ বেশ ঘেমে গেল। নিজে-নিজেই কয়েকটা হালকা ব্যায়াম করে ও এসে দাঁড়াল অন্য প্লেয়ারদের মাঝে। হঠাৎই ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল চণ্ডুরাম মুর্মুর। কাছে এসে ও ফিসফিস করে বলল, "তুই এসে গেছিস কুশ। ধুর, আমাদের আর কোনও চান্স নেই টিমে ঢোকার।"

BanglaBook.org

"কেন? তুই তো বেশ ভাল বল বাড়াচ্ছিলি লম্বামতো ওই স্ট্রাইকারটাকে। ছেলেটা কে রে? দারুণ খেলছিল কিন্তু।"

"ও গোলাম রহিম নবি। কাটোয়ার ছেলে। আহমেদভ সারের খুব পছন্দের প্লেয়ার। ও ইন্ডিয়ার আন্ডার সিক্সটিন টিমে চান্স পেয়ে গেছে। এখানে চান্স পেলেও খেলবে না। আমাকে এইমাত্র বলে দিল।"

কুশ জিজ্ঞেস করল, "মিঃ ফেইফার এই ট্রায়ালটা নিচ্ছেন কেন তুই জানিস?"

"না রে, জানি না। আমাদের ক্লাবের কোচ আমাকে তো আসতেই দিচ্ছিল না। আমি না জানিয়ে এসেছি। যদি নতুন কিছু শেখা যায়। তা, তুই কার কাছে শুনে এলি? তোর বাড়ি বহরমপুরে না?"

কুশ উত্তর দিতে যাচ্ছিল। এমন সময় বিশ্বসার বললেন, "মিঃ ফেইফার ফের পার্টি করে খেলাবেন। একেকটা হাফ আধঘণ্টা। তোমরা পারবে তো?"

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, "হ্যাঁ সার।"

প্র্যাকটিস ম্যাচে কুশ কখনও ঢিলে দেয় না। উলটে সত্যিকারের ম্যাচে যেসব জিনিস করতে পারে না, ভুল করে ফেলে, সেগুলো শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করে। মোহনবাগান মাঠে দু-চার মিনিট দৌড়নোর পরই ও বুঝে গেল, এত চমৎকার ঘাস যে, বল নিয়ে ও যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। বলটা যেখানে পাঠাতে চাইছে, যে স্পিডে দিতে চাইছে, ঠিক সেখানে সেই স্পিডে যাচ্ছে। হিলিতেও মাঠটা খারাপ ছিল না। তবে বল অসমান লাফাচ্ছিল। মোহনবাগান মাঠে যা হচ্ছে না।

ডান দিকে কালোমতো একটা ছেলে উইংয়ে খেলছে। তাকে কয়েকটা বল বাড়িয়ে কুশ দেখল, ছেলেটা মন্দ খেলে না। বল নিয়ে কাট করে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। বক্সে ব্যাক পাস দিচ্ছে। কিন্তু একটু আন্দাজ কম। বক্সের ভেতর ঢুকে একবার নিজেই শট নিলে গোল পেয়ে যেত। তবুও ব্যাক পাস দিয়ে সুযোগটা ও নষ্ট করল। ইস, চিন্ময়সার এখানে থাকলে তখনই খেলা থামিয়ে সিচুয়েশনটা বলে দিতেন। এখানে তা কে বলে দেবে? এখানে ভুল ধরার লোক আছেন। ভুল শোধরানোর লোক নেই।

প্র্যাকটিস ম্যাচেও অনেকক্ষণ গোল না হলে কুশের ভাল লাগে না। তখন ও নিজেই মরিয়া হয়ে ওঠে গোল করা জন্য। ফুটবলে গোলই তো আসল। চিন্ময়সার একবার বলেছিলেন, ফিফা নাকি একটা স্লোগান দিয়েছে 'গো ফর গোল'। অপোনেন্টকে ফাঁকি দিয়ে যে করেই হোক বলটা তেকাঠির ভেতর ঢোকাতে হবে। এই তো খেলা। এবং অত্যন্ত সহজ খেলা। কুশ এই সহজ কাজটাই করার জন্য এবার মনে মনে তৈরি হল। নিজে গোল না করতে পারলে মিঃ ফেইফারের চোখে পড়বে না।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই সুযোগটা এসে গেল। টপ বক্সে বল ছিটকে এসেছিল ওর কাছে ডান দিক থেকে। কন্ট্রোলে নিয়েই ও তাকিয়ে দেখল স্টপারটা ছাড়া ওর সামনে কেউ নেই। একেবারে গোল লাইনে গোলকিপার দাঁড়িয়ে আছে। কুশের মনের ভেতর থেকে হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, এই সুযোগ। ড্রিব্‌ল করে ঢুকে পড়। তারপর ডান

BanglaBook.org

পায়ে গোলকিপারের বাঁ দিকে বলটা প্লেস কর। গোলকিপার একটু বেশি ডান দিকে ঘেঁষে রয়েছে।

কুশ নিজেই অবাক হয়ে গেল সিদ্ধান্তটা ও চট করে নিতে পারল বলে। এক মুহূর্তে ও স্টপার ছেলেটাকে কাটিয়ে নিল। তারপর বক্সের ভেতর ঢুকেই বাঁ দিকে দেখিয়ে ডান দিকে শট নিল। বলটা পোস্টের তলায় লেগে গোলে ঢুকে গেল। ইস, আরেকটু হলেই রিবাউন্ড হয়ে আসত। গোলকিপার ছেলেটা বুঝতেই পারেনি। ডান দিকে ডাইভ দিয়েছে। কুশ বলটা কুড়িয়ে আনার ফাঁকে দেখল, ছেলেটা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে। ও ভাবতেই পারেনি, একই অ্যাকশনে ওদের বয়সি কোনও প্লেয়ার একদিকে মারার ভঙ্গি করে অন্যদিকে শট নিতে পারে!

রাইট উইঙ্গার ছেলেটা দৌড়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এক্সেলেন্ট। এক্সেলেন্ট গোল করেছ ভাই তুমি। আমার নাম হীরক। তোমার?"

"কুশ।"

"আগে তো কখনও তোমাকে দেখিনি?"

"আমি দু-একদিন হল কলকাতায় এসেছি।"

"তোমার পায়ে তো মনে হচ্ছে কম্পাস লাগানো আছে। তিন-চারটে বল যা বাড়িয়েছ আমাকে...প্রথম গোলটা আমারই করা উচিত ছিল।"

"পারলে না কেন?"

"পারব কী করে? সেই সক্কালবেলায় বিরাটি থেকে বেরিয়েছি। পেটে কিচ্ছু পড়েনি। একেবারে এম্পটি স্টমাকে আছি।"

বিরাটি বলে কোনও জায়গা আছে কি না কুশ জানে না। সেন্টার সার্কেলের দিকে যেতে যেতে হীরকের কথা শুনে ও অবাকই হল। ছেলেটা খালি পেটে আছে মানে? সকাল থেকে কিছু খায়নি? তা হলে ট্রায়াল দিচ্ছে কী করে? ও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "তুমি যে না খেয়ে আছ, মিঃ ফেইফারকে সেটা জানাওনি?"

"না। শুনে যদি খেলতে না দেয়?"

কথা বলতে-বলতে ওরা সেন্টার সার্কেলে পৌঁছতেই অপোনেন্ট টিমের স্ট্রাইকার ছেলেটা কুশকে লক্ষ করে বলল, "এই শোন...তুই যতই গোল কর, তুই কিন্তু সিলেক্সেড হবি না।"

হীরক কোমরে হাত দিয়ে বেশ রেগে বলল, "দিপুদা, তুমি ফের এসব শুরু করেছ? একে তো বয়স ভাঁড়িয়ে এখানে এসেছ, তার ওপর এই নতুন ছেলেটাকে ভড়কে দিচ্ছ? এখানে যতজন আমরা ট্রায়াল দিচ্ছি, এই কুশ ছেলেটা আমাদের প্রত্যেকের থেকে বেটার।"

"হতে পারে। তবুও বলছি, এ চান্স পাবে না। পরে মিলিয়ে নিস।"

পাশ থেকে একটা ছেলে বলে উঠল, "মনুদাকে ড্রিব্‌ল করে গোল দিয়েছে। এর পর এমন মার খাবে, তিন মাস একে হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হবে। এই ভাই শোনো, ভাল চাও তো বক্সের কাছাকাছি মনুদার কাছে ভিড়ো না। তোমাকে আগেই সাবধান করে

BanglaBook.org

দিলাম। না শুনলে পরে পস্তাবে।" শেষের কথাগুলো ছেলেটা কুশকে লক্ষ্য করে বলল।

কুশ মনে মনে হাসল। নিজের ওপর ওর যথেষ্ট বিশ্বাস। মনুদা...মানে অপোনেন্ট টিমের স্টপার ওকে ছুঁতে পারবে না। মনে ভিতর থেকে কে যেন ওকে বলল, ভয় পাস না। এর পর চান্স পেলেই ফের ছেলেটাকে ড্রিব্‌ল কর। এমন স্পিডে করবি, যাতে তোকে ও ছুঁতে না পারে। কথাগুলো কে যে বলছে, কুশ বুঝতে পারল না। তবে মনে মনে ও ঠিক করে নিল, একবার নয়, অন্তত কয়েকবার মনুদাকে বেইজ্জত করতে হবে। ও তক্কে তক্কে ছিল।

মিনিটদশেকের মধ্যে সুযোগটাও পেয়ে গেল। হীরক ভেতরে ঢুকে স্ট্রাইকার পজিশনে চলে গেছে, কুশ ডান দিকে সাইড লাইন বরাবর প্রায় গ্যালারির কাছে সরে এসেছে। এই সময় বল পেয়েই ও দৌড়তে শুরু করল ফ্ল্যাগ পোস্ট-এর দিকে। ছোট্ট একটা ইনসাইড ডজে ও ছিটকে ফেলে দিল লেফ্‌ট ব্যাকটাকে। মুখ তুলে চোখের কোণ দিয়ে কুশ দেখল স্টপার মনুদা স্প্রিন্টারের মতো দৌড়ে আসছে। এইসব ক্ষেত্রে ফুল বডি থ্রো করে ট্যাক্‌ল করাটাই স্বাভাবিক। দূরত্বটা মেপে নিয়েই কুশ ঠিক সময়েই বলের লাইন থেকে সরে গেল। যারা লাথালাথি করার জন্য খেলতে নামে, তারা বল লক্ষ্য করে ট্যাক্‌ল করে না। ট্যাক্‌ল করে শরীর তাক করে।

মনুদা বুঝতে পারেনি। দু'পা ছুড়ে গিয়ে পড়ল সাইড লাইনের বাইরে। সেই ফাঁকে ফের বল ধরে কুশ সোজা ভেতরে ঢুকে ব্যাক পাস করল হীরককে। সেকেন্ড গোলটা হীরকই করল। সেন্টার সার্কেলের দিকে ওরা দু'জন যখন হইহই করে ফিরে আসছে, সেই সময় বাঁ দিকে সাইড লাইনের বাইরে একটা জটলা দেখে কুশ দাঁড়িয়ে পড়ল। মনুদার পায়ে বোধ হয় লেগেছে। সাইড লাইনের ধারে বেঞ্চিতে।

একটু পরেই ওরা শুনল, প্র্যাকটিস বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। মনুদার পায়ের হাড় ভেঙেছে। ধরাধরি করে স্ট্রেচারে তোলা হচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে কুশের মনখারাপ হয়ে গেল। চিন্ময়সার একটা কথা বলতেন, তোর মাথায় যদি বদ মতলব থাকে তা হলে দেখবি তোকেই একদিন পস্তাতে হবে। ফুটবল খেলতে গিয়ে কখনও মারপিট করার কথা ভাববি না। কাউকে মারার কথা মনেও স্থান দিবি না। এসব বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। দেখবি তোরই একদিন মারাত্মক চোট লেগে যাবে। সত্যি, চিন্ময়সার যা বলেন, ঠিক।

মিঃ ফেইফার এই সময় সবাইকে ডেকে বললেন, "তোমাদের সবার মধ্যেই ট্যালেন্ট আছে। আমার বিশ্বাস, নিষ্ঠার সঙ্গে প্র্যাকটিস করলে একদিন না একদিন তোমরা ভাল ফুটবলার হতে পারবে। ট্রায়ালে একটা ছোট্ট দুর্ঘটনা ঘটে গেল। তাই এখন প্র্যাকটিস বন্ধ করে দেওয়া হল। ফের কবে প্র্যাকটিস হবে, খবরের কাগজ মারফত তা জানিয়ে দেওয়া হবে।"

অন্য ছেলেদের সঙ্গে-সঙ্গে মাঠ থেকে বেরিয়ে আসার সময় গেটের সামনে কুশকে ধরে হারাদা বলল, "এই...এই ছেলেটা...কোথায় যাচ্ছিস? তুই তো জিনিয়াস রে! অ্যাদ্দিন

BanglaBook.org

কোথায় ছিলিস? তোর ডেবিউটা ঠিক মাঠেই হল রে। চল, চল, তোকে বাবলুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

হারাদার মুখে হাসি দেখে কুশ বলল, "টুবলুদা কোথায় জানেন?"

"ও তো গ্যালারির টঙে। ওই দ্যাখ, প্রেস বক্সের নীচে বসে আচে। তোর খেলা ভাল করে দেকার জন্য উপরে উঠে গেচে।"

কুশ গ্যালারির ওপরের দিকে তাকাতেই দেখল, কাচের লম্বা টানা ঘর। ও, তা হলে এটাই প্রেস বক্স। সাংবাদিকরা এই কাচের ঘরেই বসেন। প্রেস বক্সের নীচে সিমেন্টের গ্যালারি থেকে টুবলুদা হাত নাড়ছে। ইঙ্গিতে বলল, "টেন্টে তুই ড্রেসটা বদল করে নে। আমি আসছি।"

গ্যালারির নীচে অন্য ছেলেরা পোশাক বদলাচ্ছে। ঘর্মাক্ত সব দেহ। তাদের দেখার জন্য কিছু লোক দাঁড়িয়ে। চিন্ময়সার তা হলে ঠিকই বলেছিলেন। কলকাতায় ফুটবল নিয়ে মাতামাতি একেবারে অন্য ধরনের। এই বেলা এগারোটা-সাড়ে এগারোটার সময়ও এত লোক কাজকর্ম ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফুটবলকে সত্যি-সত্যি ভাল না বাসলে সম্ভব? কুশের মনে হল, এদের কথা ভেবেই প্রত্যেক ফুটবলারের ভাল খেলা উচিত।

টেন্টে জামাকাপড় বদলানোর ফাঁকেই টুবলুদা এসে বলল, "কুশ, তুই যে এত ভাল খেলিস, আগে তো বলিসনি?"

কুশের হাসি পেয়ে গেল। টুবলুদার সঙ্গে ওর প্রথম দেখা সকালবেলায়। দেখা হওয়ার পর থেকেই টুবলুদা ওকে মফস্বলের ছেলে বলে তাচ্ছিল্য করছিল। ও যে ফুটবলার, সেটা বলার সুযোগ পেল কই? ও বলল, "তোমার ভাল লেগেছে টুবলুদা?"

"এক্সেলেন্ট। তোর মধ্যে ট্যালেন্ট আছে। তোকে দেখে আমার জেভিয়ার পায়াসের কথা মনে পড়ছিল। যাকগে শোন, তোর জন্য দারুণ একটা খবর আছে।"

"কী গো?"

"তোর খেলা খুব পছন্দ হয়েছে মিঃ ফেইফারের। এইমাত্র আমি নিজের কানে শুনলাম। কাগজের এক রিপোর্টারকে উনি বললেন।"

"ট্রায়ালটা উনি কীজন্য নিচ্ছেন জানো?"

"সেটা জিজ্ঞেস করিনি। হয়তো তোকে নিজের মুখেই সেটা উনি বলবেন। তুই চট করে তৈরি হয়ে নে। তোকে তাজ বেঙ্গল হোটেলে যেতে হবে।"

"কোথায় সেটা?"

"এক্কেবারে চিড়িয়াখানার সামনে। দারুণ হোটেল। দেখে তোর তাক লেগে যাবে।"

"টুবলুদা, রঞ্জুমাসি আমাদের জন্য যে অপেক্ষা করবে?"

"দূর বোকা। ফোনে আন্টিকে সব জানিয়ে দিয়েছি। ওসব নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। তোর সব ভার এখন থেকে আমার।"

...আধঘণ্টার মধ্যে টুবলুদার সঙ্গে তাজ বেঙ্গল হোটেলে এসে কুশ সত্যিই অবাক হয়ে গেল। কাচের বিরাট দরজাটা দিয়ে ঢোকার পর ওর মনে হল, স্বপ্নপুরীতে ঢুকছে।

BanglaBook.org

কী সুন্দর সাজানো-গোছানো। সব ঝকমক করছে। বহরমপুরে কোনওদিন ও চিন্তাই করেনি, এসব জায়গায় আসতে পারবে। পারল, স্রেফ ফুটবল খেলার জন্য। আসার সময় টুবলুদা বলছিল, মিঃ ফেইফার দিনচারেক এই হোটেলে আছেন। এর আগে দু'দিন ট্রায়ালও নিয়েছেন। সাই কমপ্লেক্সে।

হোটেলের লবিতে কুশ সোফায় বসে। মিঃ ফেইফারের খোঁজ নিয়ে এসে টুবলুদা বলল, "চল, কফি শপে চল। মিঃ ফেইফার এখনও ঘরে যাননি।"

খুঁজতে-খুঁজতে ওরা দু'জন কফি শপে পৌঁছল। দেখল, মিঃ ফেইফারের পাশে একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন। আর টেব্‌লের উলটো দিকে বিশ্ব ভট্‌চায। ওদের দেখেই মিঃ ফেইফার ডাকলেন, "কাম হিয়ার কুশ।"

মোহনবাগান মাঠে ও মাত্র একবারই নামটা বলেছিল। তবুও মিঃ ফেইফার ভোলেননি দেখে কুশ একটু অবাকই হল। ওরা দু'জন বিশ্ব ভট্‌চাযের পাশে বসতেই মিঃ ফেইফার ভদ্রমহিলাকে বললেন, "সান্দ্রা, আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট দিস বয় কুশ।"

কেউ ইংরেজিতে তাড়াতাড়ি কথা বললে কুশ বুঝতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য, আজ মিঃ ফেইফারের কথা বুঝতে ওর একেবারেই অসুবিধে হল না। সান্দ্রা নামের ভদ্রমহিলা ওকে দেখে মিষ্টি করে হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। কুশ জীবনে এই প্রথম কোনও ভদ্রমহিলার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল।

মিঃ ফেইফার কী যেন ইশারা করলেন সান্দ্রার দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে ভদ্রমহিলা নোটবই আর পেন বের করে নোট নিতে বসলেন। এর পর শুরু হল প্রশ্ন। প্রায় আধঘণ্টা ধরে কুশকে নানা ধরনের প্রশ্ন করে গেলেন মিঃ ফেইফার। বাবা-মায়ের কথা থেকে শুরু করে রঞ্জুমাসি আর সঞ্জিতমেসোর কথাও। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে প্রশ্ন করছেন। কুশের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। শুধু একটা কথাই ও বুঝতে পারল না, 'জেনেটিক অর্ডার'। শব্দ দুটো ও মনে রাখল। বাড়ি ফিরে গিয়ে রঞ্জুমাসিকে ও জিজ্ঞেস করে নেবে মানেটা।

হোটেলের লোকগুলো এর মধ্যেই চিকেন স্যান্ডউইচ আর ফলের রস রেখে গেছে। কুশ কোনওদিন এরকম স্যান্ডউইচ খায়নি। মুখে দিতেই গলে যায়। নিশ্চয়ই খুব দাম। কফি শপে বিশেষ লোকজন নেই। থাকলে ও দেখে আন্দাজ করতে পারত, কারা এত দামি স্যান্ডউইচ খায়। খেতে খেতে হঠাৎই ওর দিদির কথা মনে হল। দিদি বেচারি কোনওদিন চিন্তাই করতে পারবে না এসব খাবারের কথা। কুশ ভাবল, ওর যদি কোনওদিন প্রচুর টাকা হয়, তা হলে বহরমপুর থেকে একদিন দিদিকে নিয়ে এসে এই কফি শপে ও খাওয়াবেই।

মিঃ ফেইফার নিচুস্বরে কী যেন আলোচনা করছেন সান্দ্রার সঙ্গে। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, "কুশ, তোমার সঙ্গে আমরা একটা চুক্তি করতে চাই। পাঁচ বছরের জন্য। এই সময়টায় তুমি অন্য কোথাও খেলতে পারবে না। অবশ্যই তুমি পারিশ্রমিক পাবে। এক ধরনের স্টাইপেন্ড। প্রথম বছর মাসে দু'হাজার ডলার। পরের বছর তোমার পারফরম্যান্স দেখে সেটা বাড়ানো হবে। কী, রাজি?"

BanglaBook.org

ডলার কথাটার মানে কুশ বুঝল না। কিন্তু লক্ষ করল, টুবলুদা চমকে উঠল। ও হ্যাঁ-না, কী উত্তর দেবে, ঠিক বুঝতে পারল না। পাশ থেকে তখন চাপা স্বরে টুবলুদা বলল, "হাঁদার মতো তাকিয়ে থাকিস না। মাসে প্রায় লাখ টাকা। সাহেবের কথায় শিগগির রাজি হয়ে যা।"

১৪

মাসে মাসে লা-খ-টা-কা। শুনে কুশের মাথা ঘুরে যাওয়ার মতো অবস্থা। মিঃ ফেইফার বলছেন কী! টুবলুদা হিসেবে ভুল করেনি তো? ফুটবল খেলে এত টাকা পাওয়া যায়? কিছু না শিখেও এত টাকা? চট করে চিন্ময়সারের কথা মনে পড়ল কুশের। সার প্রায়ই বলেন, "তুই ফুটবলের এখনও কিছুই শিখিসনি।"

চিন্ময়সার সারা মাস খেটে রোজগার করেন মাত্র আট হাজার টাকা। স্কুলের মাইনের কথা সার একদিন বলে ফেলেছিলেন। কয়েক বাড়ি টিউশনি করলে নাকি আরও হাজার দুয়েক টাকা বাড়তি ঘরে নিয়ে যেতে পারতেন। ফুটবলের প্রতি ভালবাসার জন্যই নাকি সেটা করতে পারছেন না। কথাটা সার সেদিন এমনি-এমনি বলেননি। লালবাগ স্কুলের সঙ্গে একটা ম্যাচে বিচ্ছিরি ভাবে হেরে গিয়েছিল কুশরা। সারের খুব রাগ হয়েছিল, তখনই ট্রেনে ফেরার সময় বলেন, "তোদের মতো গাধাদের পেছনে সময় না দিয়ে যদি চারটে টিউশনি করতাম, তা'লে ঘরে আরও হাজার দুয়েক টাকা আসত।"

টুবলুদা মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। হ্যাঁ বললে খুব খুশি হবে। চিন্ময়সার শুনলে হয়তো বিশ্বাসই করবেন না। উনি সারা বছর যা রোজগার করেন, কুশ বলে লাথি মেরে তার থেকে বেশি রোজগার করবে এক মাসে। তা হলে অত পড়াশোনা করে লাভটা কী? টেস্ট পরীক্ষার জন্য গাদা গাদা বই পড়ে? মিঃ ফেইফারের প্রস্তাবে ঘাড় নেড়ে দেবে কি না কুশ ভাবছিল, হঠাৎ ওর মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "এখনই রাজি হওয়ার দরকার নেই। টুবলুদা তোমার গার্জেন না। রাজি হওয়ার আগে তোমার উচিত রঞ্জুমাসি আর সঞ্জিতমেসোর পরামর্শ নেওয়া। তারও আগে, ভাল করে সব কিছু জেনে নাও। আসলে তোমাকে কী করতে হবে।"

মনের ভেতর থেকে হঠাৎ-হঠাৎ কে এসব প্রশ্ন তুলছে, কুশ বুঝতে পারছে না। তবে যে-ই তুলুক ভালর জন্য তুলছে। মিঃ ফেইফারকে ও বলল, "সার, আমার কিছু জানার আছে।"

"শিওর। কী জানতে চাও, বলো।"

"সার, আপনি যে এই ট্রায়ালটা নিচ্ছেন, কিসের জন্য?"

"তুমি কিছু শোনোনি?"

"না সার।"

BanglaBook.org

"তা হলে দাঁড়াও। তোমাকে একটা বুকলেট দিই। ওখানে সব লেখা আছে। পড়লেই সব বুঝে যাবে।"

কথাগুলো বলেই মিঃ ফেইফার ইশারায় কী যেন বললেন মিস সান্দ্রাকে। সঙ্গে সঙ্গে মিস সান্দ্রা উঠে বেরিয়ে গেলেন কফি শপ থেকে।

বিশ্ব ভট্চায এতক্ষণ কিছু বলেননি। এবার বললেন, "মিঃ ফেইফার তোমার টেকনিক দেখে খুব অবাক হয়ে গেছেন। তোমার সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন এতক্ষণ। আমি তো তোমার সম্পর্কে কিছুই জানি না। তুমি কি চিন্ময়ের কাছেই খেলা শিখেছ?"

"হ্যাঁ সার।"

"চিন্ময় আর আমি একইসঙ্গে কোচেস ডিগ্রি নিয়েছি এন আই এস থেকে। ওর সঙ্গে তখন থেকে আমার জানাশুনো।"

টুবলুদা বললেন, "মিঃ ফেইফারের সঙ্গে আপনার পরিচয় হল কী করে সার? আগে থেকে চিনতেন?"

"হ্যাঁ। চার বছর আগে আমি জার্মানিতে গিয়েছিলাম। ছয় সপ্তাহের জন্য। ডি এফ বি-র কোচেস লাইসেন্স নিতে। তখন মিঃ ফেইফার আমাদের টিচার ছিলেন। সেই থেকে পরিচয়। সার এখানে ট্রায়াল নিতে আসার আগে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি শুধু ওঁকে হেল্প করছি মাত্র।"

"উনি ট্রায়ালটা নিচ্ছেন কেন?"

"সে-কথা আমার বলাটা ঠিক হবে না। উনি এখানে আছেন। উনিই বলবেন।"

বিশ্ব ভট্চাযের সঙ্গে কথা হচ্ছে বাংলায়। মিঃ ফেইফারের বোঝার কথা নয়। তবুও হঠাৎ মিটিমিটি হাসতে হাসতে উনি বললেন, "আমি বলছি। আগে আমি লোকটা কে তা জানিয়ে রাখি। তা হলে বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে। আমি দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে কোচিং করছি। স্টুটগার্ট, বেয়ার লেভারকুসেন, বেয়ারর্ন মুনশ্যেনেরও কোচ ছিলাম। নামগুলো নিশ্চয়ই শুনেছ তোমরা?"

টুবলুদা আগ বাড়িয়ে বলল, "না সার। আমরা শুধু বেয়ারন মিউনিখের নাম শুনেছি। বেকেনবাউয়ারের টিম।"

মিঃ ফেইফার হেসে বললেন, "ওটাই বেয়ারন মুনশ্যেন। শুধু বেকেনবাওয়ারের টিম না। বিশ্বসেরা অনেক ফুটবলারের টিম। আমি নিজেও ওই টিমে খেলেছি। সে যাক, ক্লাব কোচিং করতে করতে একটা সময় আমার ঘেন্না ধরে গেল। তখন ফিফার চাকরি নিলাম। আমার কাজটা ছিল ফুটবলে অনুন্নত দেশে গিয়ে কোচিং দেওয়া। সেই সূত্রেই আমি গত বছর হংকং-এ যাই। ওখানে আমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায় মিঃ জুন চুং মুনের। হংকং ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। প্রচুর অর্থের মালিক। এমন একজন ফুটবলপ্রেমী মানুষ আমি আগে কখনও দেখিনি।"

মিঃ ফেইফার কথা বলার ফাঁকেই মিস সান্দ্রা কফি শপে এসে ঢুকলেন। তাঁর হাতে কয়েকটা বুকলেট আর পোস্টার। মিস সান্দ্রার হাত থেকেএকটা বুকলেট নিয়ে মিঃ ফেইফার

BanglaBook.org

বললেন, "মিঃ মুন হঠাৎ একদিন আমাকে প্রস্তাব দিলেন, বিশ্বের সেরা ইয়ং ফুটবলারদের নিয়ে উনি একটা টিম গড়তে চান। একেবারে গ্লোব ট্রটার্স বাস্কেটবল টিমটার মতো। যারা হইচই ফেলে দেবে। ফুটবলারদের বয়স কিছুতেই উনিশের বেশি হওয়া চলবে না। টিমটা করতে হবে প্রকৃত প্রতিভাবান ফুটবলারদের নিয়ে। এই টিম প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে বেড়াবে সারা বিশ্ব জুড়ে। পাঁচ বছর ধরে।"

"পাঁচ বছর...দুটো কারণে। মিঃ মুনের মতে, পাঁচ বছর পর ফুটবলারদের প্রত্যেকের বয়স গিয়ে দাঁড়াবে তেইশ বা চব্বিশে। তখন আর তাদের আটকে রাখা উচিত হবে না। তখন তাদের বড় ক্লাবের জন্য ছেড়ে দেওয়া উচিত। আর দ্বিতীয় কারণটা হল, মিঃ মুন চান, তাঁর এই টিম শেষ ম্যাচটা খেলবে দু'হাজার ছয় সালের ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ান টিমের সঙ্গে। ঠিক পাঁচ বছর পর হবে সেই ম্যাচ।"

"কী নামে খেলবে এই টিম।'

"মুন'স ইলেভেন। চাঁদ থেকে নেমে আসা টিম। প্রতিভায় এমন, পৃথিবীর টিম বলে মনে হবে না। আমি গত চার মাসে বিশ্বের আঠারোটা দেশ ঘুরে একুশজন ফুটবলার বেছে নিয়েছি। শুরু করেছিলাম আর্জেন্টিনা থেকে। বাছাবাছি পর্ব শেষ। কুশ হচ্ছে আমার বাইশতম ফুটবলার। আর আমার ট্রায়াল নেওয়ার দরকার নেই।

কথাগুলো শুনতে শুনতে কুশের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কী বলছেন মিঃ ফেইফার! সারা বিশ্বের সেরা ফুটবল প্রতিভাদের নিয়ে গড়া টিমে ও চান্স পেয়ে গেল? এই তো মাত্তর এক সপ্তাহ আগে হিলিতে ও স্কুল ফুটবল খেলেছে। কেউ ওকে চিনতও না। বহরমপুরের কিছু লোক ছাড়া। মোহনবাগান মাঠে ঘণ্টাখানেকের ট্রায়াল। তার মধ্যেই জীবনটা এমন বদলে গেল?

বিশ্ব ভট্চায হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন হ্যান্ডশেক করার জন্য। হাত ছুঁয়ে মুখে উনি বললেন, "কনগ্রাট্স কুশ। ভাগ্য সহায় না থাকলে কেউ এত বড় সুযোগ এত অল্প বয়সে পায় না। আশা করি, তুমি এই সুযোগটা নষ্ট করবে না।"

কুশ কোনওরকমে বলল, "আমি চেষ্টা করব সার।"

টুবলুদা হতভম্বের মতো বসে আছে। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, "দাঁড়া এই সুখবরটা এখুনি আমি রঞ্জুআন্টিকে দিয়ে আসি। উফ, আমার ভেতরটা কেমন যেন করছে রে। আমি আর বসে থাকতে পারছি না।"

টুবলুদার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মিঃ ফেইফার বললেন, "কুশ, একটা কথা তোমাকে আগেভাগে জানিয়ে রাখতে চাই। তোমার খেলা আমার পছন্দ হয়েছে। তবে এর মাঝে একটা কিন্তু আছে।"

"কী সার?"

"তোমাকে মেডিক্যাল পরীক্ষা দিতে হবে। তাতে যদি বাদ চলে যাও, তা হলে আমার কিছু করার নেই।"

BanglaBook.org

কথাটা শুনে কুশ খুব দমে গেল। টুবলুদা তো লাফাতে লাফাতে খবর দিতে চলে গেল রঞ্জুমাসিকে। কী হবে। যদি মেডিক্যাল টেস্টে ও শেষে বাতিল হয়ে যায়? এত বড় একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে? ও দম বন্ধ করে বলল, "মেডিক্যাল পরীক্ষাটা কোথায় নেবেন সার?"

মিঃ ফেইফার বললেন, "প্রাথমিক পরীক্ষাটা এখানেই নিয়ে নেব। সল্ট লেকে...তোমাদের স্পোর্টস মেডিসিন এক্সপার্টরা ওখানে রয়েছেন। ওঁরা আমার টিমের সঙ্গে থাকবেন।"

কথাটা বলেই কোলের কাছে রাখা পোস্টার মেলে ধরলেন মিঃ ফেইফার। বিরাট করে লেখা মুন'স ইলেভেন। আরও কী-কী সব লেখা আছে, কুশ চট করে পড়ে উঠতে পারল না। খেলার অ্যাকশনে ওরই বয়সি তিন-চারটে ছেলের ছবি। একজনের গায়ের রং কালো, অন্য দু'জনের ফরসা। আচ্ছা, মেডিক্যাল পরীক্ষায় যদি ও উতরে যায়, তা হলে কি ওর ছবিও পোস্টারে লাগানো হবে? কে জানে?

একটা ছবির দিকে ইঙ্গিত করে মিঃ ফেইফার বললেন, "কুশ এই ছেলেটাকে দেখে রাখো। আর্জেন্টিনার ছেলে। নাম গুইনো দিয়াজ। এর বাবা রামন দিয়াজ এক সময় ডিয়েগো মারাদোনার সঙ্গে খেলতেন। এই ছেলেটার সঙ্গেই তোমাকে স্ট্রাইকারে খেলতে হবে। মাথা দিয়ে নয়, এই ছেলেটা পা দিয়ে চিন্তা করে। এত কুইক, এত ফাস্ট, তুমি চিন্তাও করতে পারবে না। কিউবা থেকে এই ছেলেটার খেলা দেখতে এই ক'দিন আগে বামপুরো স্টেডিয়াম গিয়েছিলেন মারাদোনা। কী বলেছেন জানো?"

"কী সার?"

"একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশটা বছর এর দখলেই থাকবে। এই ছেলেটাই রাজত্ব করবে ফুটবলবিশ্বে।"

শুনে কুশের বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল। মারাদোনা...মারাদোনা যে ছেলেটার সম্পর্কে এত প্রশংসা করেছেন, তার পাশে খেলার যোগ্যতা কি ওর আছে? এই প্রশ্নটা মনের ভেতর ওঠার পরই কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বলল, "ভয় পেও না কুশ। তোমার ভেতরও প্রতিভা আছে। মনে বিশ্বাস আনো। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

স্বস্তি পেয়ে কুশ বলল, "এই কালো ছেলেটা কে?"

"এ হচ্ছে ঘানার ছেলে। মহম্মদ ইয়াকুবু। মাত্র সতেরো বছর বয়স। ফিফার আন্ডার সেভেন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপের বেস্ট প্লেয়ার। আলেক্স ফার্গুসনের নাম শুনেছ? বিশ্বসেরা ক্লাব ম্যানেজার..."

"হ্যাঁ সার। উনি তো ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ।"

"ঠিক বলেছ। তোমাদের এখানে যাদের কোচ বলা হয়, আমাদের ওখানে তারাই ম্যানেজার। আলেক্স ফার্গুসন এই ইয়াকুবু ছেলেটাকে ম্যান ইউ-তে নিতে চেয়েছিলেন। টু থাউজেন্ড ফোর থেকে ওকে ম্যান ইউ-তে খেলাবেন বলে। কিন্তু তার আগেই আমি আর মিঃ মুন গিয়ে ছেলেটাকে চুক্তি করিয়ে নিয়েছি।"

BanglaBook.org

কথাটা শুনে খটকা লাগল কুশের। হঠাৎ একটা কথা ওর মনে পড়ে গেল। কিস্টিদা সার আলেক্স ফার্গুসনের খুব ফ্যান। একদিন কথায়-কথায় বলেছিল, "টু থাউজেন্ড টু থেকে আমি ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে আর সাপোর্টই করব না। আমি চেলসির সাপোর্টার হয়ে যাব।"

যেন ভূতের মুখে রাম নাম। কুশ বলেছিল, "কেন?"

"দুর, আলেক্স ফার্গুসনই থাকবেন না ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে। কোচিং ছেড়ে দেবেন বলছেন এ-বছর। কেন আর সর্পোট করতে যাব ইউনাইটেডকে? দেখবি, টিমটা তখন সবার কাছে হারতে হারতে ভূত ইউনাইটেড হয়ে যাবে।"

কিস্টিদার বলা সেই কথা মনে পড়তেই কুশ বলল, "সার, টু থাউজেন্ড ফোরে তো মিঃ ফার্গুসন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে থাকবেন না। তা হলে তখন ইয়াকুবুকে খেলাবেন কী করে?"

প্রশ্নটা শুনে একটু অবাকই হলেন মিঃ ফেইফার। বললেন, "তুমি প্রিমিয়ার লিগের এত খবর রাখো? বাহ্...সত্যিই টেলিভিশন খেলাটাকে কোথায় না পৌঁছে দিয়েছে। আমাদের ইউরোপে এটা হয় বুঝলে। একজন ম্যানেজার অনেকদিন ধরে একটা টিমকে আস্তে-আস্তে গড়ে তোলেন। তুমি ঠিকই শুনেছ, সার আলেক্সের সঙ্গে ক্লাবের চুক্তি এ-বছরই শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয়, ওঁকে ম্যান ইউ ছাড়বে না। যদি ছাড়ে, তা হলেও উনি যেসব প্লেয়ার সই করিয়েছেন, যোগ্য হলে তারা খেলার সুযোগ পাবেই। তুমি কি টিভি-তে রোজ প্রিমিয়ার লিগের খেলা দ্যাখো?"

"হ্যাঁ সার। রোজ দেখে শেখার চেষ্টা করি।"

"কার খেলা তোমার সব থেকে ভাল লাগে?"

"বেকহ্যাম। মনে হয়, যদি ওর মতো খেলতে পারি..."

"বাহ্, চমৎকার। ঘানায় এই ক'দিন আগে ইয়াকুবুও আমার কাছে বেকহ্যামের কথা বলেছিল। তোমাকে একটা গোপন খবর আগাম জানিয়ে রাখি। আমার প্রোগ্রামগুলো যদি সব ঠিকঠাক চলে, তা হলে আগামি চার মাসের মধ্যেই বেকহ্যামের বিরুদ্ধে একটা ম্যাচ খেলার সুযোগ তুমি হয়তো পাবে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড একটা ম্যাচ খেলতে রাজি হয়েছে মুন'স ইলেভেনের সঙ্গে। আগামী জানুয়ারি মাসে। ম্যাচটা হবে সিঙ্গাপুরের লায়ন্স স্টেডিয়ামে।"

শুনেই বুকের ভেতর কী যেন লাফিয়ে উঠল। ঠিক এই সময় টুবলুদা কফি শপে ফিরে এসে খুব ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, "কুশ, শিগগির বাড়ি চল। রঞ্জুআন্টি এখুনি ফিরে যেতে বলছেন।"

কুশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কী হয়েছে টুবলুদা?"

"কিচ্ছু হয়নি। তোর খবরটা শুনে আন্টি আমার ওপর খুব রেগে গেলেন।"

"কেন টুবলুদা?"

BanglaBook.org

"আসলে আন্টি ইম্পর্ট্যান্সটা বুঝতে পারেননি। আমায় বললেন, কুশকে কোথায়ও খেলতে যেতে হবে না। ওকে শিগগির বাড়ি নিয়ে আয়। কে একজন এসে বিদেশ-বিভুঁইয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলল। আর তাতে লাফিয়ে উঠলে চলবে? খোঁজখবর না নিয়ে বাচ্চা একটা ছেলেকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।"

মিঃ ফেইফার টুবলুদার কথা বুঝতে পারবেন না। কুশ নিশ্চিত। কিন্তু বিশ্ব ভট্‌চায? উনি তো রঞ্জুমাসির আপত্তির কথা সব জেনে গেলেন। পরে নিশ্চয়ই মিঃ ফেইফারকে বলে দেবেন। টুবলুদার কথা শুনে বিশ্ব ভট্‌চায অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। সেটা লক্ষ করে কুশের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এত বড় একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে?

আশ্চর্য, বিশ্বসার হঠাৎ বললেন, "তোমার আন্টি ঠিকই বলেছেন কুশ। ইন ফ্যাক্ট, তোমার গার্জেনের সঙ্গে কথা না বলে তোমাকে আমরা সই করাবও না। আজ বিকেলে কি তোমার আন্টির সঙ্গে কথা বলা যাবে? আমি আর মিঃ ফেইফার সল্ট লেকে সাই কমপ্লেক্সের দিকে যাচ্ছি। তোমাদের বাড়িটা নিশ্চয়ই কাছাকাছি হবে?"

টুবলুদা বলল, "একদম কাছে। ঠিকানাটা আমি লিখে দিচ্ছি। একটা পেন দিন।"

বিশ্বসার পকেট থেকে পেন বের করে এগিয়ে দিতেই টুবলুদা খসখস করে ঠিকানা লিখে দিয়ে কুশের হাত ধরে টান মেরে বলল, "তা হলে আমরা আসি?"

কফি শপ থেকে বেরিয়ে লাউঞ্জে পৌঁছতেই টুবলুদার ব্যস্ততা উধাও। কুশ লক্ষ করল, এদিক-ওদিক তাকিয়ে টুবলুদা কাকে যেন খুঁজছে। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "যাচ্চলে, এই তো এখানে ছিল, কোথায় গেল রে?"

কুশ বলল, "কে টুবলুদা?"

"আরে ববিদা। ববি চ্যাটার্জি। তোকে একটা কথা বলা হয়নি। এই ফেইফার লোকটা ভাল নয় রে।"

"কী করে জানলে?"

"ববিদার মুখে শুনলাম। ফেইফার লোকটা ফ্রড। একটা সময় কোচ ছিল। কিন্তু এখন কোচিং-টোচিং ছেড়ে দিয়েছে। ফুটবলারদের নিয়ে দালালি করছে।"

"তার মানে?"

"লোকটা আসলে এখন এজেন্ট। বুঝলি, ওর কাজই হল কম দামে তোদের মতো ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তি করে বিদেশে কোনও ক্লাবে তার চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করা। ববিদা বলল, মুন'স ইলেভেন-টিলেভেন সব বাজে কথা। এখানে হংকংয়ের গল্প আরও দু'চারজনের কাছে করেছে। তাই তোকে তাড়াতাড়ি ওর খপ্পর থেকে বের করে আনলাম।"

"রঞ্জুআন্টিকে তা হলে তুমি ফোন করোনি?"

"ফোন করার জন্যই তো যাচ্ছিলাম। ভাগ্যিস, তার আগে ববিদার সঙ্গে লাউঞ্জে দেখা হয়ে গেল।"

"ববিদা লোকটা কে টুবলুদা?"

BanglaBook.org

"আমাদের ক্লাবের মেম্বার, তুই চিনবি না। প্রচুর বার ফরেন ট্রিপ করেছে। বেশির ভাগ অবশ্য ফুটবল দেখার জন্য। বিদেশের অনেক ক্লাবের সঙ্গে ববিদার জানাশোনা। বললে তুই বিশ্বাস করবি না, জর্জ বেস্টের খুব বন্ধু। মানে, ফুটবলার জর্জ বেস্ট। জানিস, ববিদা লন্ডনে গেলেই জর্জ বেস্ট ওর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমাকে ছবিও দেখিয়েছে।"

"উনি কি মিঃ ফেইফারকে চেনেন?"

"ভাল করে চেনে। দাঁড়া, তোর সঙ্গে ববিদা আলাপ করতে চায়। সেজন্যই তোকে উঠিয়ে নিয়ে এলাম। ওই তো...ববিদা। চাইনিজ রেস্টুরেন্টের কাছে। চল, খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক। সাবধানে কথা বলবি। তোদের মতো মফস্বলের ছেলেদের নিয়ে অনেক জ্বালা। কোথায় কী বলতে হয় জানিস না।"

দূর থেকে ববিদাকে দেখে কুশের হাসি পেয়ে গেল। পরনে চকরা-বকরা শার্ট, হলুদ রঙের ট্রাউজার্স। মাথায় কাউন্টি ক্যাপ। লোকটা বেশ ফরসা। হাইট বেশি না। পাঁচ ফুট তিন-চারের মতো। লোকটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টের কাছ থেকে হাত তুলে টুবলুদাকে ডেকেই চট করে ভেতরে ঢুকে গেল। ঠিক সেই সময় কুশের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "এই লোকটা ভীষণ মতলববাজ। এর কোনও কথায় রাজি হবে না। যা বলবে, চুপচাপ শুনে যাবে।"

মিনিটখানেকের মধ্যেই চাইনিজ রেস্টুরেন্টের ভেতর ববিদার মুখোমুখি হল কুশ। প্রথমেই প্রশ্ন, "কী খাবে বলো কুশ।"

পেটে কোনও জায়গা খালি নেই। এখন খাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কুশ খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল, "কিছু না সার।"

"আমাকে সার বলার দরকার নেই। ববিদা বলে ডেকো। এই একটু আগে ক্লাবে গিয়ে তোমার কথা শুনলাম। হারাদার মুখে। তখনই ভাবলাম, তোমার সঙ্গে আলাপ করে রাখি। লন্ডনে গেলে প্রায়ই জর্জি এখানকার বাডিং ফুটবলারদের কথা জানতে চায়। জর্জি কে জানো তো? জর্জ বেস্ট। বিরাট প্লেয়ার। আমার ক্লোজ ফ্রেন্ডদের মধ্যে একজন। টুবলুর মুখে সেসব শুনেছ নিশ্চয়..."

কুশ ঘাড় নেড়ে জানাল, শুনেছে।

একবার চোরা চোখে টুবলুদার দিকে তাকিয়ে ববিদা এবার বললেন, "তা হলে ডেটির কথাও নিশ্চয় জেনেছ?

"কে ডেটি?"

"আরে...ডেটমার ফেইফার। যে লোকটার সঙ্গে বসে তুমি এতক্ষণ কথা বলছিলে। ওকে আমি বহুদিন ধরে চিনি। বছর দুয়েক আগে একদিন আর্সেনাল ক্লাবে বসে আড্ডা মারছি। এমন সময় দেখি, লোকটা ঘুরঘুর করছে। এখানে ও আমায় চিনতে পারেনি।

BanglaBook.org

কিন্তু আমি ঠিক চিনেছি। একটা ছেলেকে নিয়ে কাল ওর কাছে এসেছিলাম। দারুণ খেলে। অত করে রিকোয়েস্ট করলাম। ডেটি নিল না। কী বলল, জানো?"

"কী সার?"

"বলল, ছেলেটাকে নিতে পারি। পাঁচ হাজার ডলার কাট মানি আমাকে দিতে হবে। মানে কত টাকা জানো? আড়াই লাখ। কেন দেব, বলো। তোমার কাছে কিছু চায়নি ডেটি?"

কুশ অবাক হয়ে বলল, "না তো! উল্টে, উনি আমাকে প্রতি মাসে প্রায় লাখ টাকা করে দেবেন বললেন, যদি টিমে সিলেক্টেড হই।"

"তাই নাকি? এ হে হে হে। এত কম? আমার যা কানেকশন, তোমাকে পার মান্থ দেড় লাখ টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। লাখ টাকা...একটা টাকা হল? আমার মনে হয়, তোমার কিছুতেই রাজি হওয়া উচিত নয়। টুবলু, তুই তোর আন্টির সঙ্গে কথা বলে রাখিস। আমি দু-একদিনের মধ্যে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে যাব। দেখি কুশকে ইংল্যান্ডের কোনও ক্লাবে ফিট করা যায় কি না।"

প্রিমিয়ার লিগের অনেক গল্প শোনাতে লাগলেন ববিদা। ভদ্রলোকের কথা বলার ভঙ্গিটা বেশ ভাল। মনে হয়, যা বলছেন সব সত্যি। লন্ডনে ভাইচুং কী বলেছিল, বেকহ্যাম কী খেতে ভালবাসেন—ববিদা এইসব গল্প শোনাতে লাগলেন। মিনিট কুড়ির মধ্যেই কুশ হাঁফিয়ে উঠল। ওর মনের ভেতর থেকে কে যেন তখন বলে উঠল, আর কথা বাড়িও না। এই লোকটার সঙ্গে সময় নষ্ট করে তোমার কোনও লাভ হবে না। সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, "টুবলুদা, অনেক বেলা হয়ে গেছে। এ-বার বাড়ি ফিরে চলো। রঞ্জুমাসি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।"

হোটেল থেকে বেরিয়ে আসার সময় কুশ হঠাৎ লক্ষ করল, লাউঞ্জে বসা এক ভদ্রলোক ওদের দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। চোখে সান গ্লাস। পরনে নীল টি শার্ট, সাদা ট্রাউজার্স। ওদের পিছু-পিছুই কাচের দরজার বাইরে তিনি বেরিয়ে এলেন। টুবলুদা পার্কিং স্পেস থেকে মোটর বাইক নিয়ে আসার ফাঁকে কুশ বারদুয়েক পেছন ফিরে দেখল ভদ্রলোক ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন। কে এই ভদ্রলোক? চিন্ময়সার তা হলে ঠিকই বলেছিলেন। কলকাতায় যাচ্ছিস, যা, কিন্তু কলকাতা বড় কঠিন জায়গা।

প্রায় মিনিট কুড়ি পর সায়েন্স সিটির কাছাকাছি একটা বাঁকের মুখে নীল টি শার্ট পরা ভদ্রলোককে ফের দেখতে পেল কুশ। একটা সুজুকি বাইক চালিয়ে ওদের পেছন পেছন আসছেন। ভদ্রলোককে দেখেই ও চমকে উঠল। কুশ নিশ্চিত হয়ে গেল, উনি পিছু নিয়েছেন। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে? কুশ ঠিক বুঝতে পারল না, টুবলুদাকে অ্যালার্ট করে দেওয়া উচিত হবে কি না।

BanglaBook.org

"নমস্কার, আমার নাম পিনাকী মজুমদার। আমি ক্যালকাটা টাইমসের রিপোর্টার। ভেতরে আসতে পারি?" দরজা খুলে দিয়েছিলেন রঞ্জুমাসি। খবরের কাগজের রিপোর্টার শুনে বললেন, "আসুন, ভেতরে আসুন।" কুশ তাকিয়ে দেখল, নীল টি-শার্ট পরা ভদ্রলোক ড্রয়িং রুমে ঢুকে এলেন। ছি ছি, এই ভদ্রলোক সম্পর্কে একটু আগে ও কীসব যাচ্ছেতাই বলতে শুরু করেছিল টুবলুদার কাছে। পরক্ষণেই ওর মনে হল, ভদ্রলোক যদি সত্যিই কাগজের রিপোর্টার হন তা হলে তাজ বেঙ্গলেই কথা বলে নিলেন না কেন? এতদূর আসার কোনও দরকারই ছিল না।

সোফায় বসে পিনাকী মজুমদার বললেন, "আপনি কুশের মা?"

রঞ্জুমাসি বললেন, "আমি মিসেস সুরঞ্জনা মিত্র। কুশের মায়ের মতোই।"

"আমি কুশের ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য এসেছি।"

রঞ্জুমাসি কোনও কথা বলার আগেই টুবলুদা বলে উঠল, "না, না। কোনও ইন্টারভিউ না। আজেবাজে লিখে আপনারাই বাচ্চাদের মাথা খারাপ করে দেন। না, কুশ এখন কারও সঙ্গে কথা বলবে না।"

টুবলুদার কথায় সামান্য ঝাঁঝ। তা সত্ত্বেও পিনাকী মজুমদার টললেন না। পালটা প্রশ্ন করলেন, "কিছু যদি মনে না করেন, তা হলে প্লিজ বলবেন, আপনি কুশের কে হন?"

"যে-ই হই, আপনার জানার কোনও দরকার নেই। কুশ আপনার সঙ্গে কথা বলবে না। ব্যস। ওর সম্পর্কে কাগজে যদি কিছু বের করতে হয়, তা হলে সায়ন্তন ব্যানার্জিকে ডেকে আনব। তাকে দিয়ে লেখাব।"

পিনাকী মজুমদার রাগ করলেন না দেখে কুশ একটু অবাকই হল। টুবলুদাকে বিচ্ছিরি ব্যবহার করতে দেখে রঞ্জুমাসিও বেশ অপ্রস্তুত। জিজ্ঞেস করলেন, "তুই এই ভদ্রলোককে চিনিস নাকি?"

"অনেকদিন ধরে চিনি। চার বছর আগে এই লোকটাই ক্যালকাটা টাইমসে লিখেছিল, মোহনবাগান একের পর এক অন্যায় করে যাচ্ছে। এই ক্লাবটাকে সাসপেন্ড করা উচিত। কী, আমি ঠিক কি না?"

পিনাকী মজুমদার হেসে বললেন, "হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক। বুঝতে পারছি আপনি কোন দলের সাপোর্টার। আপনার গায়ে কেন লেগেছে। তা, সায়ন্তন ব্যানার্জিকে আপনি কদ্দিন চেনেন?"

"অনেকদিন। হারাদাদের বন্ধু। চেনেন নাকি হারাদাকে? মোহনবাগানের গ্রাউন্ড কমিটির মেম্বার।"

"আনফরচুনেটলি চিনি।" কথাটা বলেই টুবলুদাকে পাত্তা না দিয়ে কুশের দিকে ঘুরে তাকালেন পিনাকী মজুমদার। তারপর বললেন "মিঃ ফেইফারের কাছে তোমার সম্পর্কে সব শুনলাম। কী ঠিক করলে? তুমি কি ওই টিমে খেলবে?"

BanglaBook.org

রঞ্জুমাসি বললেন, "কোন্ টিমে রে?"

বাড়িতে ফিরে রঞ্জুমাসিকে কিছুই বলা হয়নি। দেরি হওয়ার কারণ টুবলুদা সবে বলতে শুরু করেছিল। তার মধ্যেই পিনাকী মজুমদার হাজির। সুযোগ পেয়ে এইবার টুবলুদা হড়বড় করে বলে ফেলল, মোহনবাগান মাঠে যাওয়ার পর থেকে যা ঘটেছে। পুরো ঘটনাটা বলার পর টুবলুদা শেষ করল এইভাবে, "মিঃ ফেইফার লোকটা একেবারে জোচ্চোর, বুঝলেন আন্টি। ভাগ্যিস, ববিদার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল তাজ বেঙ্গলে। তাই সব জানতে পারলাম। না হলে কুশের কেরিয়ার নষ্ট করে দিত লোকটা।"

পিনাকী মজুমদার বললেন, "টুবলুবাবু, আপনি কিন্তু ঠিক বলছেন না। মিঃ ফেইফার ফুটবল ওয়ার্ল্ডের খুব রেসপেক্টেড কোচ। কুশ যদি ওর হাতে পড়ে তা হলে অনেক কিছু শিখতে পারবে। এই সুযোগটা ছাড়া ওর উচিত হবে না।"

টুবলুদা গলায় ঝাঁঝ মিশিয়ে বলল, "কী ব্যাপার বলুন তো? আপনি কি লোকটার হয়ে দালালি করতে এসেছেন?"

"নট অ্যাট অল। বরং ভাল একটা পরামর্শ দিতে এসেছি। কুশ যদি ওই টিমে না খেলে তা হলে ববি চ্যাটার্জির লাভ। ওর ইন্টারেস্ট আছে, আমার নেই।"

কুশ চমকে উঠল কথাটা শুনে। রঞ্জুমাসির সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল। মাসির মুখটা খুব থমথম করছে। কুশ স্পষ্ট বুঝতে পারল, টুবলুদার কথাবার্তা রঞ্জুমাসি পছন্দ করছেন না। আশপাশে কী ঘটছে, সে সম্পর্কে অবশ্য ভ্রুক্ষেপই নেই টুবলুদার। খুব রেগে বলল, "তাই নাকি? ইন্টারেস্টটা কী শুনি?"

"পলাশ সাহা বলে একটা ছেলেকে মুন'স ইলেভেনে নেওয়ার জন্য...আপনাদের ববি চ্যাটার্জি নানাভাবে অনুরোধ করেছিল। মিঃ ফেইফার নিতে রাজি হননি। তাই ববি চ্যাটার্জি ভাঙচি দিচ্ছে। পলাশ ছেলেটা অবশ্য খারাপ খেলে না। টাটা অ্যাকাডেমি থেকে রিসেন্টলি কলকাতায় ফিরে এসেছে। আমি ওকে ভালভাবে চিনি। তবে ও কুশের স্ট্যান্ডার্ডের না। কুশ যদি না যায়, তা হলে ববি চ্যাটার্জি ফের চাপ দিতে পারবে পলাশকে নেওয়ার জন্য।"

কথাগুলো টুবলুদা বিশ্বাস করল বলে মনে হল না। কী যেন বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিলেন রঞ্জুমাসি, "এই টুবলু, একটু চুপ কর তো। আমাকে কথা বলতে দে। আচ্ছা পিনাকীবাবু, মিঃ ফেইফার...না কে...তাঁর সঙ্গে একবার কথা বলা যায় না?"

কুশ বলল, "আজ বিকালে উনি আমাদের এখানে আসবেন বলেছেন।"

"তাই নাকি? এতক্ষণ তো বলিসনি? আগে জানলে তো সঞ্জিতমেসোকেও থাকতে বলতাম।"

"মিঃ ফেইফার খুব ভাল একটা প্রস্তাব নিয়ে আসবেন মিসেস মিত্র। নির্দ্বিধায় কুশকে আপনি ছেড়ে দিতে পারেন। এখানে পড়ে থাকলে ও বড়জোর ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলবে। কী লাভ? ওর ট্যালেন্ট আছে। ও বাইরে যাক। আফ্রিকার ফুটবলাররা এখানে এসে টাকা রোজগার করে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ছেলেরাই বা বাইরে থেকে রোজগার করে আনবে না কেন?"

BanglaBook.org

রঞ্জুমাসি বললেন, "ঠিক বলেছেন। আমারও সেইরকম ইচ্ছে। কিন্তু কুশের বয়সটা তো বেশি নয়। শহুরে চালিয়াতিও খুব বেশি জানে না। হঠাৎ বড় জায়গায় গিয়ে পড়লে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবে, জানি না। সেজন্যই কিন্তু-কিন্তু লাগছে। যাক গে, আপনি কুশের সঙ্গে কথা বলুন। আমি কফি করে আনি।"

বলেই রঞ্জুমাসি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "টুবলু, তুইও আমার সঙ্গে আয়। এদের ডিসটার্ব করিস না।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও টুবলুদা মাসির পেছনে পেছনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তেতো মুখটা দেখে কুশের হাসি পেল। ও হাসিমুখেই পিনাকী মজুমদারের দিকে তাকাল। লোকটা কী প্রশ্ন করবে কে জানে? খবরের কাগজ সম্পর্কে ওর কোনও ধারণা নেই। কাগজের রিপোর্টার ও অবশ্য আগে একবার দেখেছে। অনেকদিন আগে বহরমপুরে একবার চিন্ময়সার দেখিয়েছিলেন। মনে পড়ছে না, কী যেন নাম লোকটার। টাকমাথা। এটুকুই কুশের মনে আছে। বহরমপুর থেকে কলকাতার কাগজে খবর পাঠায়। সাব ডিভিশন ফুটবলের ফাইনাল খেলা দেখতে এসেছিল।

পিনাকী মজুমদার বললেন, "তাজ বেঙ্গলে বিশ্ব ভট্চায আমাকে বলছিল, তুমি নাকি খেলা শিখেছ চিন্ময়বাবুর কাছে? ভদ্রলোকের ফোন নাম্বার আছে তোমার কাছে? আমি একবার কথা বলতে চাই ওঁর সঙ্গে।"

চিন্ময়সারের কথা ওঠায় কুশের মুখটা চকচক করে উঠল। বলল, "আপনি লিখে নিন সার। আমাদের স্কুলের নাম্বার। ফাইভ টু টু নাইন টু। সারকে ওখানেই পাবেন।"

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে তাতেই নম্বরটা রেখে দিলেন পিনাকী মজুমদার।

তারপর বললেন, "আমাকে সার বলার দরকার নেই। পিনাকীদা বলে ডাকলে আমি খুশি হব। তোমাকে দেখে আমার কার কথা মনে পড়ছে জানো?"

"কার সার?"

"ভাইচুং ভুটিয়ার কথা।"

"কেন সার?"

"আবার সার? বললাম না পিনাকীদা বলে ডাকবে? আর যেন ভুল না হয়। যাক গে, কেন ভাইচুংয়ের কথা মনে পড়ল, জানো? আমিই প্রথম রিপোর্টার, যে ওর কথা প্রথম কাগজে লিখেছিলাম। একানব্বই সালে। তারিখটাও আমার মনে আছে। চব্বিশে সেপ্টেম্বর। সেবার সিকিমে গোল্ড কাপ ফুটবল কভার করতে গিয়েছিলাম। গ্যাংটকে সবার মুখে ভাইচুংয়ের কথা শুনে খুব কৌতূহল হল। ওকে প্রথম দেখলাম মোহনবাগান ম্যাচে। দেখে মাথা ঘুরে গেল। খেলার শেষে দৌড়ে গিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ করলাম। তখন কত বয়স ওর জানো? মাত্র ষোলো। সেদিনই লিখেছিলাম, এই ছেলেটা যেন পাহাড়ি বিছে। যার কামড়ে মোহনবাগানের ডিফেন্ডাররা প্রতি মুহূর্তে যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। সত্যি বলছি, ম্যাচটা হেরে গেলেও সেদিন ও জাত চিনিয়ে দিয়েছিল।

BanglaBook.org

কুশ হাঁ করে কথা শুনছে পিনাকী মজুমদারের। ওর মনে হল, সত্যিই তো, কাগজে না বেরোলে কেউ কি ভাইচুংয়ের কথা সেদিন জানতে পারত? হয়তো সারাজীবন ভাইচুংকে গ্যাংটকে পড়ে থাকতে হত। জানার আগ্রহে ও বলল, "তারপর?"

"টুর্নামেন্ট শেষ হয়ে গেল, কলকাতায় ফিরে এলাম। অনেককেই বললাম ভাইচুংয়ের কথা। কেউ পাত্তা দেয় না। কেউ বলল, পাহাড়ি ছেলে, কলকাতার গরমে খেলতে এলে দু'দিন পর পালিয়ে যাবে। তাদের বলতাম, পেম দোরজিও তো সিকিম থেকে এসেছিল। কই, পালিয়ে গেছে? একদিন ফোনে পি কে ব্যানার্জিকে বললাম। উনি বললেন, ভাইচুংকে দেখার জন্য অ্যাকাডেমির একজন ট্রেনারকে গ্যাংটকে পাঠিয়ে দেবেন। দিলেনও । কিন্তু সেই ট্রেনার জামশেদপুরে ফিরে গিয়ে রির্পোট দিল, না ছেলেটা এমন কিছু না, টেকনিকে অনেক ঘাটতি আছে। ছেলেটাকে ওরা অ্যাকাডেমিতে নিল না।"

পিনাকী মজুমদার কথা শেষ করার আগেই কফির ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন রঞ্জুমাসি। পায়ে-পায়ে কুটকুটও। হয়তো শেষ কথাটা শুনতে পেয়েছিলেন। কফির কাপটা এগিয়ে দেওয়ার ফাঁকে রঞ্জুমাসি জিজ্ঞেস করলেন, "কার টেকনিকে ঘাটতি আছে পিনাকীবাবু?"

"ভাইচুংয়ের। কুশকে এতক্ষণ ভাইচুংয়ের গল্প শোনাচ্ছিলাম।"

"কুশ কিন্তু ভাইচুংয়ের চেয়েও পোটেনশিয়াল। আমার ছেলে বলে বলছি না। মিলিয়ে নেবেন। আগে তো প্রায়ই ফুটবল মাঠে যেতাম। কুশের বাবার খেলা দেখতে। আসলে উনিই আমাকে ফুটবলের নেশাটা ধরিয়েছিলেন।"

উলটো দিকের সোফাতে বসেছেন রঞ্জুমাসি। কোলে লাফিয়ে উঠেছে কুটকুট। জুলজুল করে তাকাচ্ছে পিনাকী মজুমদারের দিকে। নতুন লোক দেখলেই ওর সব বীরত্ব শেষ। রঞ্জুমাসি তাঁর সাধের কুকুরকে আদর করতে করতে বললেন, "ইন্টারভিউ নেওয়া কি শেষ হয়ে গেছে? আমি ডিসটার্ব করছি না তো?"

পিনাকী মজুমদার বললেন, "না, না। আপনি স্বচ্ছন্দে বসতে পারেন। কী যেন বলছিলেন, কুশের বাবাই আপনাকে ফুটবলের নেশা ধরান..."

"খুব ভাল খেলতেন উনি। একদিন চুনী গোস্বামীকে ধরে নিয়ে এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। জাকার্তায় এশিয়ান গেম্‌স চ্যাম্পিয়ান হওয়া নিয়ে এমন অনেক ঘটনা সেদিন চুনী আমাদের বলেছিলেন, শুনে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম।"

"অতদিন আগেকার ঘটনা...আপনার মনে আছে এখনও?"

"সব মনে আছে। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে...পিটার থঙ্গরাজের কথা। মানে ওই টিমের গোলকিপার...কলকাতার মাঠে খেলা দেখেছেন ওঁর?"

"না, তখন আমি স্কুলে পড়ি। খুবই ছোট।"

"আমি ওঁর খেলা দেখেছি। তখন উনি ইস্ট বেঙ্গলে। যাক সে-কথা...জাকার্তার এশিয়ান গেম্‌সের কথা বলছিলাম। সেবার রাজনৈতিক কারণে ইন্দোনেশিয়ার লোকেরা খুব রেগে গিয়েছিল ভারতীয়দের ওপর। তো...সব রাগটা ওদের গিয়ে পড়েছিল ফুটবল টিমের ওপর।

BanglaBook.org

কেননা টিমটা ভাল খেলছিল। আমাদের ফুটবলাররা যে বাড়িটায় ছিলেন, তার লনে ভারতের জাতীয় পতাকা ওড়ানো ছিল। একদিন কিছু লোক সেই পতাকাটা নামিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ঘরের ভেতর থেকে সেই দৃশ্য দেখে আমাদের ফুটবলাররা অনেকে ভয় পেয়ে যোন। কিন্তু তেরঙা পতাকার সম্মান বাঁচানোর জন্য সেদিন একা থঙ্গরাজ তেড়ে গিয়েছিলেন সেই লোকগুলোর দিকে। ওইরকম লম্বা একটা লোককে তাড়া করতে দেখে বদমাশগুলো পালিয়ে যায়। তখন উনি পতাকা নামিয়ে ঘরের ভেতর নিয়ে আসেন।"

পিনাকী মজুমদার বললেন,"বাঃ, এই ঘটনার কথা তো কখনও শুনিনি।"

"কুশেশ্বরদা...মানে...কুশের বাবার জন্য প্রায়ই তখন আড্ডা বসত আমাদের বাড়িতে। কুশের সঞ্জিতমেসো...আমার হাজব্যান্ডের...খুব তাস খেলার শখ ছিল তখন। ফুটবলাররা তাস খেলতে বসে যেতেন আমাদের বাড়িতে। এমনও হত, লিগের খেলা বিকেলে। বেলা আড়াইটার সময় মনে পড়ল, এই রে আজ তো খেলা আছে। আড্ডা ছেড়ে উঠে ওঁরা তখন খেলতে চলে যেতেন ময়দানে। সেসব একটা দিন ছিল বটে! ঘটি আর বাঙালের লড়াই থামাতে একেকদিন আমাদের প্রাণান্তকর অবস্থা হত।"

"আপনি কার সাপোর্টার ছিলেন?"

হাসতে হাসতে রঞ্জুমাসি বললেন, "আমার বাবা ছিলেন ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। কিন্তু কুশের মায়ের জন্য আমাকে মোহনবাগান হয়ে যেতে হয়েছিল। মোহনবাগান কোনও ম্যাচ হেরে গেলে ওর মা খুব মনখারাপ করে বসে থাকত।"

শুনে পিনাকী মজুমদারও হেসে ফেলেন। গল্পে গল্পে আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল। কুশ লক্ষ করল, পিনাকী মজুমদার খুব সহজেই লোকের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন। ফুটবল সম্পর্কে অনেক কিছু জানেনও। একবার রঞ্জুমাসিকে উনি বললেন, দিয়াগো মারাদোনার সঙ্গে সামনাসামনি বারতিনেক কথা বলেছেন। কুশের খুব ইচ্ছে করছিল মারাদোনার কথা শোনার জন্য। কিন্তু আড্ডার মাঝেই পিনাকী মজুমদার উঠে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, "আজ উঠি কুশ। অনেক বেলা হয়ে গেছে। আমাকে আবার অফিস যেতে হবে। ভাল কথা, দিনতিনেকের মধ্যেই ব্যাঙ্কক হয়ে মিঃ ফেইফার হংকং চলে যাবেন। তুমি যদি ওঁর সঙ্গে যাও তা হলে মাঝে আরেকদিন আসব। তখন জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।"

রঞ্জুমাসি বললেন, "কুশের ইন্টারভিউ নিলেন না?"

"নেওয়া হয়ে গেছে। লেখাটা কাল ক্যালকাটা টাইমসে বেরোবে। পড়ে কেমন লাগল, তা যদি জানান, আমার ভাল লাগবে।"

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে রঞ্জুমাসির দিকে এগিয়ে দিলেন পিনাকী মজুমদার। তারপর সোফা থেকে হেলমেটটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কুশ দেখল বেলা প্রায় দুটো। সিঁড়ি দিয়ে ওপরের ফ্ল্যাটে উঠে এল। স্নান করা দরকার। সারা শরীরে ঘাম শুকিয়ে নুন নুন হয়ে গেছে। মোহনবাগান মাঠে হারাদা স্নান করে নিতে বলেছিল। কিন্তু তখন তাজ বেঙ্গল যাওয়ার তাড়া ছিল।

BanglaBook.org

তাই টুবলুদা স্নান করতে দেয়নি। গায়ের টি শার্টটা খুলে ফেলল কুশ। এটা ওর নিজের না। সঞ্জিতমেসোর। রঞ্জুমাসি আলমারি থেকে বের করে বলেছিলেন, "তোর মেসো যখন টেনিস খেলত, তখনকার কেনা। আলমারিতে পড়েই আছে। যাক, অ্যাদ্দিনে কাজে লাগবে।"

টি শার্টটা খুলেই কুশের মনে হল, বাথরুমে ফেলে রাখা উচিত হবে না। বরাবর ওর অভ্যেস, নিজের জামাপ্যান্ট নিজে কাচা। বহরমপুরে এই কাজটা ও নিজেই দু'-একদিন অন্তর করে রাখত। ওকে ময়লা জামা পরা অবস্থায় দেখলে চিন্ময়সার খুব অসন্তুষ্ট হতেন। বলতেন, "তোর অবস্থা যত সাধারণই হোক না কেন, লোককে বুঝতে দিবি না। সবসময় যতটা সম্ভব ফিটফাট থাকবি। তোর পোশাকআশাক দেখে লোকে যাতে তোর সম্পর্কে ভুল ধারণা না করে।"

সেদিন থেকে কুশের অভ্যেস হয়ে গেছে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার। দিদির বাড়িতে একতলার কুয়ো থেকে জল তুলে ও ছাদে নিয়ে যেত। নিজের জামাকাপড় নিজেই কেচে শুকোতে দিত রোদে। এজন্য মাঝেমধ্যেই ওকে টিপ্পনি শুনতে হত জামাইবাবুর ভাইদের কাছ থেকে। শুনেও কুশ সহ্য করে যেত।

রঞ্জুমাসিদের বাথরুমটা খুব সাজানো-গোছানো। দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো একটা ছোট্ট আলমারি। সেখানে হরেকরকম শিশিতে শ্যাম্পু, সাবান আর তেল। জামা কাচার সাবান আছে কি না কুশ ঠিক বুঝতে পারল না। মাত্র দেড় দিন হল ও এই বাড়িতে এসেছে। এখনও সড়গড় হয়নি, কোথায় কী আছে সে সম্পর্কে। আলমারির পাল্লাটা খুলতেই একটা মিষ্টি গন্ধ এসে ওর নাকে লাগল। দিদির বাড়িতে একটু সরষের তেলই পাওয়া যেত না গায়ে ম্যাসাজ করার জন্য। আর এখানে কতরকমের লোশন। ইচ্ছে করলেই ও মাখতে পারে।

দিদির বাড়ির কথা মনে হতেই কুশের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। ঝট করে একটা ঘটনার কথা ওর মনে পড়ে গেল। একদিন ছাদে বসে সরষের তেল দিয়ে ও যখন গা ম্যাসাজ করছিল, তখন দিদি লেপ হাতে উঠে এসেছিল শুকোতে দেওয়ার জন্য। ওকে দেখেই বলেছিল, "আয় ভাই, তোকে তেল মালিশ করে দিই।"

ম্যাসাজ করার নিয়ম দিদি জানত না। কোন মাস্‌ল-এর কোন দিকে ম্যাসাজ করা উচিত, করলে ব্লাড সার্কুলেশন ভাল হয়, চিন্ময়সার তখনই শিখিয়ে দিয়েছিলেন ওদের। আনাড়ি হাতে দিদির মালিশ। কুশ বারণ করার আগেই ছাদে হাজির দিদির শাশুড়ি। ভাইকে নিয়ে আদিখ্যেতা, সংসারের তেল, বাড়তি খরচ— কী বকুনিটাই না দিয়েছিলেন উনি দিদিকে। দিদির চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গিয়েছিল। কুশ সেদিন কিছুই বলতে পারেনি।

পরের মাস থেকে টিউশনির টাকা পাওয়ার পরই ও আগে চিত্তকাকার মুদির দোকানে যেত। এক শিশি তেল কিনে আনত। সেই শিশি চৌকির তলায় লুকিয়ে রাখত। এখন আর লুকিয়ে লুকিয়ে ম্যাসাজ করার দরকার হবে না। জীবনটা হঠাৎই যেন বদলে গেল। রঞ্জুমাসিদের অত সুন্দর বাথরুমে দাঁড়িয়ে কুশের মনে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন জাগল। এ বাড়িতে

BanglaBook.org

সরষের তেল পাওয়া যাবে কি না? পাওয়া গেলে কার কাছেই বা তা চাইতে হবে?

সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে কুশ নীচে নেমে এল। রঞ্জুমাসি সোফায় বসে। কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন ফোনে। ওকে দেখে রঞ্জুমাসি হাত নেড়ে পাশে বসতে বললেন। মাসির কোলে বসে ছিল কুটকুট। লাফ দিয়ে নীচে নেমে এল। ওর ধারেকাছে ঘেঁষছে না। অথচ কাল রাতেই ওর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল।

ফোনের মুখ চেপে রঞ্জুমাসি বললেন, "তিতলির ফোন। তোর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। বলবি?"

কুশ হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা নিল। আজ বিকেলেই তিতলিকে নিয়ে সঞ্জিতমেসোর চেতলায় যাওয়ার কথা। চেতলায়...মানে সঞ্জিতমেসোর নিজের বাড়িতে। লখা গুণ্ডার চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য তিতলিকে ওই বাড়িতে রাখার প্ল্যান করা হচ্ছে। সকালে সেসব কথা শুনেই কুশ ময়দানে গিয়েছিল টুবলুদার সঙ্গে। নতুন কোনও সমস্যা হল নাকি? ও একটু উদ্বেগের সঙ্গেই বলল, "হ্যালো তিতলি, কেমন আছ?"

ও-প্রান্তে তিতলি উচ্ছ্বসিত, "আগে বলো, তুমি কেমন আছ? না, না, তার আগেই তোমাকে একবার কনগ্রাচুলেশন জানিয়ে রাখি। উফ, কুশ তোমাকে হিংসে করতে ইচ্ছে করছে।"

"হঠাৎ?"

"আন্টির মুখে সব শুনলাম। কী লাক তোমার! কবে যাচ্ছ গো ব্যাঙ্কক? ইস, শুনলাম ওরা নাকি তোমাকে প্রচুর টাকা অফার করেছে?"

"এখনও পাকা কিছু হয়নি। আজ বিকালে ওঁরা আসবেন কথা বলতে।"

"চেপে যাচ্ছ কেন কুশ? আমি হলে তো এককথায় রাজি হয়ে যেতাম। তুমি কিন্তু পিছু হটো না। এতবড় একটা সুযোগ আর কখনও পাবে না।"

"দেখি সঞ্জিতমেসো কী বলেন।"

"তার চেয়ে আমার মনে হয়, তুমি তোমার চিন্ময়সারের সঙ্গে একবার কথা বলো। সব জানিয়েছ ওঁকে?"

"না। এখনও জানাইনি।"

"এটা কিন্তু তুমি ভাল করোনি। তোমার চিন্ময়সার অনেক বেটার পরামর্শ দিতে পারবেন এ-ব্যাপারে।"

"চিন্ময়সারের বাড়িতে তো ফোন নেই। সারকে অবশ্য এখন স্কুলে পাওয়া যাবে না। কী করি বলো তো?"

"এটা কোনও সমস্যা হল কুশ? আমার কিস্টিদাকে ফোন করো। উনি বলে দিতে পারবেন। তোমার সারকে। কিস্টিদার নাম্বারটা জানো? না জানলে লিখে নাও। ফাইভ টু নাইন থ্রি থ্রি। তুমি এখনই ফোন করো। কিস্টিদাকে বাড়িতে পাবে।"

"ঠিক আছে, করছি।"

"গুড। সন্ধেবেলায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে। মা তোমাদের ওখানে আমাকে রেখে

BanglaBook.org

আসতে যাবে। তোমাকে দেখার জন্যই সল্ট লেকে যাচ্ছে। আমার মুখে এত শুনেছে তোমার কথা, মায়ের আর ধৈর্য ধরছে না। এখন ছাড়ছি। তোমার কাছে খাওয়া পাওনা রইল কিন্তু।"

বলেই ফোনটা ছেড়ে দিল তিতলি। রঞ্জুমাসি বোধ হয় শুনতে পেয়েছিলেন চিন্ময়সারের কথা। কুশ রিসিভার ক্রেডলে রাখতেই বললেন, "তিতলি ঠিক বলেছে রে কুশ! তোর উচিত একবার চিন্ময়সারের সঙ্গে কথা বলা। দে, কিস্টিদার নাম্বারটা দে। এখন আর এস টি ডি করার দরকার নেই। নাইন ফাইভ-এর পর কোড নাম্বারটা ডায়াল করলেই বহরমপুরের লাইন পাওয়া যাচ্ছে।"

মিনিটখানেকের মধ্যেই কিস্টিদার বাড়ির লাইনটা ধরে দিলেন রঞ্জুমাসি। রিসিভারটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "মনে হচ্ছে তোর কিস্টিদা। কথা বল।"

কুশ রিসিভারটা কানে দিয়েই বলল, "কে, কিস্টিদা? কেমন আছ?"

ও-প্রান্তে কিস্টিদার গলা, "কুশ, তুই কোথায়?"

"কলকাতায়। সল্টলেকে। একটা দরকারে তোমাকে ফোন করলাম কিস্টিদা।"

দু-তিন সেকেন্ড চুপ করে থেকে কিস্টিদা বলল, "খবরটা তা'হলে তুই পেয়ে গিয়েছিস? কে দিল রে?"

"কী খবর কিস্টিদা? আমি তো চিন্ময়সারের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম। শোনো, একটা ভাল খবর আছে। ভাল একটা সুযোগ এসেছে। মিঃ ফেইফার বলে একজন জার্মান কোচ আমার ট্রায়াল নিয়েছেন এখানে। উনি আমাকে হংকং নিয়ে যেতে চান। সে ব্যাপারেই চিন্ময়সারের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। অনেক টাকা দেবে বলছেন ওঁরা..."

হড়বড় করে এ পর্যন্ত বলেই কুশ থমকে গেল। কিস্টিদা কোনও কথা বলছে না কেন? খেয়াল হতেই ও বলল, "কিস্টিদা, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?"

ও-প্রান্তে কিস্টিদা ফের কয়েক সেকেন্ড চুপ। তারপর হঠাৎ বলল, "কুশ, একটা খুব খারাপ খবর আছে রে!"

শুনে বুকটা ধক করে উঠল কুশের। তা হলে কি দিদির কিছু হল? দম বন্ধ করে ও প্রশ্ন করল, "কী খবর কিস্টিদা?"

১৬

ও-প্রান্ত থেকে কিস্টিদা বলল, "তোর চিন্ময়সার ...তোর সার...ভেরি স্যাড একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।"

"কী হয়েছে সারের?" কুশ দম বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল।

"মারা গেছেন রে!"

"কী, কী বলছ তুমি! কী করে? কবে?" একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন কুশের মুখ থেকে

BanglaBook.org

বেরিয়ে এল। ওর হাত-পা থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। চিন্ময়সার মারা গেছেন! ও বিশ্বাসই করতে পারছিল না খবরটা। এই তো সেদিন বালুরঘাটে দেখা হল। রঞ্জুমাসির সঙ্গে কতক্ষণ গল্প করে গেলেন। সুস্থ, সবল মানুষটা। ভাবতেই পারা যায় না, লোকটা আর নেই।

ওর গলার স্বর শুনে ছুটে এলেন রঞ্জুমাসি। বললেন, "কী হল? তুই এমন করছিস কেন রে কুশ?"

ও-প্রান্ত থেকে কী বলছে কিস্টিদা। কিছু কানেই ঢুকছে না কুশের। ওর চোখ ফেটে জল আসার উপক্রম। ফোনের রিসিভারটা ও রঞ্জুমাসির দিকে এগিয়ে দিয়ে সোফায় বসে পড়ল। সার কান্নাকাটি একদম পছন্দ করতেন না। বলতেন, যারা দুর্বল প্রকৃতির হয়, তারাই কান্নাকাটি করে। "কাম হোয়াট মে, বুঝলি। কখনও চোখের জল ফেলবি না।" সচিন তেণ্ডুলকরের উদাহরণ দিয়েছিলেন সার। "দ্যাখ, ছেলেটার বাবা মারা গেল। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে বাবার কাজ করেই ছেলেটা আবার খেলতে চলে গেল। মনে কত জোর, ভাব। প্লেয়ার হো তো অ্যায়সা।"

কিন্তু সকলে কি আর সচিন হতে পারে? কুশের চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে। ও আটকাবে কী করে? কত কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। চার বছর আগে, তখন ও খুব ছোট। স্কুলের স্পোর্টস। তিনটে রান-এ ফার্স্ট হওয়ার পর চিন্ময়সার স্কোয়ার ফিল্ডের একপাশে ডেকে নিয়ে ওকে বলেছিলেন, "কুশ, তোমার বাড়ির কেউ এখানে আছে? বাবা অথবা মা?"

কুশ বলেছিল, "সার, মা এসেছেন। ওই যে চেয়ারে বসে।"

চিন্ময়সার মায়ের কাছে গিয়ে প্রথমেই বলেছিলেন, "মিসেস সেনগুপ্ত, আপনার এই ছেলেটাকে আমার হাতে দেবেন?"

মায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে সেদিন কথা বলেছিলেন চিন্ময়সার। তারপর দুটো কমলালেবু হাতে ধরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এই, তুই ফুটবল খেলাটা শিখবি আমার কাছে?"

কুশ ঘাড় নেড়েছিল। গঙ্গার ধারে ভৈরবতলার মাঠে রোজই ও তখন ফুটবল খেলত অন্যদলের সঙ্গে। ফুটবল খেলায় শেখার কী আছে? পায়ে বল নিয়ে দৌড়তে হবে। আর অপোনেন্টকে গোল দিতে হবে। কিন্তু পরে ও বুঝেছিল, প্রচুর শেখার আছে। চিন্ময়সার রোজ বিকেলে স্কুলের মাঠে ফুটবল শেখাতেন। কোনওদিন না গেলে সার বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করতেন, কেন যাসনি। একদিন সারকে বলতে শুনেছিল, "তোর মধ্যে ন্যাচারাল ট্যালেন্ট আছে রে কুশ। একেবারে তোর পিতৃসূত্রে পাওয়া। তোর ট্যালেন্ট আমি নষ্ট হতে দেব না।"

সার না শেখালে ও কলকাতায় আসতে পারত? জামার হাতায় চোখ মুছে কুশ রঞ্জুমাসির দিকে তাকাল। ফোন ছেড়ে রঞ্জুমাসি পাশে এসে বললেন, "হ্যাঁ রে, তোর সারের কাছে তোর কুড়ি হাজার টাকা ছিল?"

BanglaBook.org

কুশের মনে পড়ে গেল, দিলু খোন্দকরের সেই টাকাটা। ঢাকার বাড্ডা জাগরণী ক্লাবে খেলার জন্য দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রঞ্জুমাসি জানলেন কী করে? ও বলল, "হ্যাঁ। সারের হাত দিয়ে আমি দিদির কাছে পাঠিয়েছিলাম।"

"কিস্টি বলল, তোর সার টাকাটা তোর দিদির বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারেনি। তার আগেই অ্যাক্সিডেন্ট।"

"অ্যাক্সিডেন্ট! সারের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল?"

"তোর সার খাগড়াঘাট স্টেশনে কাকে যেন ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিল কাল। ফেরার সময় বাসে করে ফিরছিল। সেই বাস ব্রেক ফেল করে একেবারে ভাগীরথীর জলে পড়ে যায়। কাল টিভিতে খবরটা দেখাচ্ছিল। আমি দেখেছি। তখন কী জানি, তোর সারও প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে ছিল। বহু লোক মারা গেছে রে!"

"সারকে জল থেকে তুলতে পারেনি?"

"তুলেছিল। ক্লাবের ছেলেরা চিনতে পেরে হাসপাতালেও নিয়ে যায়। ঘণ্টাপাঁচেক বেঁচে ছিল। আমাদের কিস্টি হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিল। তখন একেবারে শেষ অবস্থা। ওকে দেখে একবার তোর কথা জিজ্ঞেসও করেছে।"

কথাটা শুনে ফের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল কুশের। সার খুব ভালবাসতেন। মরার আগে পর্যন্তও ভোলেননি। ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মা মারা যাওয়ার পর দিদি একবার বলেছিল, ভাল মানুষেরা পৃথিবীতে বেশিদিন থাকে না রে! তোর মা খুব ভাল মানুষ ছিল। সারেরও তো এত তাড়াতাড়ি মরার কথা নয়। ভাল মানুষেরা তাড়াতাড়ি মরে গেলে পৃথিবীটা যে খারাপ মানুষে ভর্তি হয়ে যাবে। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে কুশের প্রথমেই মনে হল, বউদির কী হবে? পুঁচকুকে কে মানুষ করবে? কুশ জানে, বাপের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে বউদির সম্পর্ক মোটেই ভাল না।

রঞ্জুমাসি বললেন, "কাঁদিস না বাবা। দুপুরবেলা এসে এত ভাল একটা খবর শোনালি। আর এখন...হ্যাঁ রে, কিস্টি জিজ্ঞেস করছিল, সারের বউ জানতে চেয়েছে ওই টাকাটা কার কাছে দিতে হবে? কিস্টির হাতে দিতে চেয়েছিল। ও নেয়নি।"

কুশ চোখ মুছে বলল, "টাকাটা বউদি নিক। কাউকে যেন না দেয়। মাসি, কাল সকালে আপনি আমায় লালগোলা ট্রেনে তুলে দেবেন? সারের বাড়িতে তা'লে যেতাম। ইস, এই সময়টায় ওখানে আমার থাকা উচিত ছিল।"

রঞ্জুমাসি বললেন, "তোকে আমি ট্রেনে তুলে দিতে পারি। কিন্তু তোর যে এখানে থাকা আরও দরকার রে কুশ। মিঃ ফেইফার আজ বিকেলে আসবেন। দ্যাখ, উনি কী বলেন। আমার মনে হয়, তোর মেসো আসুক। মেসোর সঙ্গে পরামর্শ কর। তেমন হলে, আমার গাড়িটা নিয়েও বহরমপুরে চলে যেতে পারিস। তা'লে সকালে বেরিয়ে রাতের মধ্যে ফিরে আসতে পারবি। চল, স্নানটান করে নে।"

কুশ চোখ মুছতে মুছতেই উঠে দাঁড়াল। বেলা প্রায় দুটো। ধীর পায়ে ও ওপরের ফ্ল্যাটে উঠে এল। সার নেই, ও ভাবতেই পারছে না। কল্লোল, কিংশুক এরাও নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

কান্নাকাটি করেছে। ওদের টিমের সবাই সারের জন্য জান দিতে পারত। সার বলতেন, "কী জানিস, সব টিম গেমে...বিশেষ করে ফুটবল খেলায় একজন মোটিভেটার খুব দরকার। বেকেনবাউয়ার একজন গ্রেট মোটিভেটার। যেমন ম্যাঞ্চেস্টার ক্লাবের সার আলেক্স ফার্গুসন। আমি হচ্ছি, তোদের মোটিভেটার। যখন থাকব না, তখন আমার অভাব তোরা বুঝতে পারবি।"

সার ঠিকই বলতেন। ওদের খেলা শেখানোর জন্য কম কষ্ট করেছেন সার? একবার স্কুল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে কুশের পায়ে লাগল। পরদিন ফাইনাল। সার সারা রাত্তির জেগে কুশের পায়ে গরম আর ঠাণ্ডা জল দিয়েছিলেন। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কুশ দেখে, ব্যথা উধাও। আরেকবার কিংশুকের জন্ডিস হল। দুটো মাস সার ওর পেছনে সকাল-বিকেল সময় দিয়েছিলেন। সার সবার জন্য করেছেন। সেই সারের জন্য কুশ কিছুই করতে পারল না। এমন অভাগা।

মনে আছে, সার বলেছিলেন, "ইন্ডিয়া টিমের হয়ে যেদিন তোরা খেলবি, সেদিনই আমার অনেক কিছু পাওয়া হবে। ব্যস, সেই চেষ্টা কর।" কথাটা সার বলেন, গেলবার পুজোর আগে। ওরা সবাই মিলে সারকে কিছু উপহার দিতে চাইছিল। সেটা কী হবে, অনেক আলোচনার পরও ওরা ঠিক করতে পারেনি। তখন সারকেই বলে, কী চান? সার তখন হাসতে-হাসতে বলেছিলেন, "তোরা যখন প্রচুর টাকা রোজগার করবি, তখন আমাকে একটা হেল্প করিস। আমি একটা ফুটবল অ্যাকাডেমি করতে চাই। যাতে বাচ্চা ছেলেদের শেখাতে পারি। কথাটা মনে থাকবে তো। নাকি তখন আমায় চিনতেই পারবি না?"

সেদিন সবাই মিলে ওরা প্রতিবাদ করেছিল। "এটা হতে পারে না সার।" আজ সারের কথা মনে হতেই কান্না পেয়ে গেল। বাথরুমে ঢোকার আগে কুশ প্রতিজ্ঞা করল, "একটা কিছু আপনার জন্য করবই সার। দেখবেন, এমন একটা কিছু করব, যাতে বহরমপুরের লোক কোনদিনও আপনাকে ভুলতে না পারে।"

...দুপুরে খাওয়াদাওয়া শেষ হওয়ার পর কুশ যখন বিশ্রাম নেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছে, তখন সঞ্জিতমেসো ওপরে এসে বললেন, "এক ভদ্রলোক তোমার খোঁজে এসেছেন। দ্যাখো তো, কে?"

কুশ একটু অবাক হল। নিশ্চয়ই মিঃ ফেইফার নন। কেননা এলে উনি একা আসবেন না। তা হলে কি ববিদা? সঙ্গে সঙ্গে মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। লোকটা মিথ্যে কথা বলেছিল। নীচে নেমে আসার ফাঁকেই ও ঠিক করে নিল, যদি ববিদা হন, তা হলে বেশি কথা বলবে না। সারের অ্যাক্সিডেন্টের কথা শোনার পর থেকে মন এত খারাপ, কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে ইচ্ছা করছে না। নীচে নেমে কুশ দেখল, না...ববিদা না দিলু খোন্দকর। বাড্ডা জাগরণীর সেই কর্মকর্তা। সোফায় বসে কথা বলছেন রঞ্জুমাসির সঙ্গে।

চোখাচোখি হতেই উনি বললেন, "কুশ ভাইয়া, আমায় চেনা যাচ্ছে?"

কুশ বলল, "আপনি এখানকার ঠিকানা পেলেন কোথায়?"

BanglaBook.org

"কেন, চিন্ময়বাবুর কাছ থেকে। উনি বালুরঘাট থেকে বহরমপুরে পৌঁছনোর পরই আমি ওঁর স্কুলে ফোন করে কথা বলেছিলাম। তখনই এ বাড়ির ফোন নাম্বারটা উনি আমায় দেন। তা, এখানে এসে যা শুনলাম, ভয়ানক ব্যাপার।"

কয়েক সেকেন্ড সবাই চুপচাপ। তারপর রঞ্জুমাসি বললেন, "দিলুবাবু তোকে ঢাকায় নিয়ে যেতে এসেছেন।"

দিলু খোন্দকর বললেন, "চিন্ময়বাবুর সঙ্গে আমার সেরকম কথাই হয়েছিল।"

"কিন্তু ও ঢাকায় যাবে কী করে? পাসপোর্ট নেই।"

"পাসপোর্ট অফিসে আপনাদের কারও জানাশোনা নেই? আমাদের দেশে প্লেয়ারদের পাসপোর্ট তো আমরা একদিনে বের করে আনি।"

সঞ্জিতমেসো বললেন, "সে চেষ্টা করা যায়। তিতলির মামাই তো পাসপোর্ট অফিসের এক বড়কর্তা। কুশকে কবে দরকার আপনার?"

"জুম্মাবার। ফ্রাইডে। সেদিন আমার মোহামেডান ম্যাচ। সবচেয়ে ক্রুশিয়াল ম্যাচ। ওইদিন ওকে আমার চাই-ই।"

"ও বাবা, তার মানে আর তিন দিন!"

"দেখুন দাদা, ঈদের বাজার করার জন্য আমি কলকাতায় এসেছিলাম। আসলে প্লেয়ার নিয়ে যাওয়ার জন্যই রয়ে গেছি। একা ফিরে গেলে সাপোর্টাররা আমার পিঠের চামড়া তুলে নেবে। আমায় বাঁচান। যে করেই হোক, কুশের পাসপোর্ট বের করে নিন।"

"দেখি, সম্ভব কি না।"

"আসলে কী জানেন, খেলাটা আরও দু'সপ্তাহ পরে ছিল। কিন্তু ঢাকায় কী একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হবে। তার জন্য আগে মাঠ ছেড়ে দেওয়া চাই। এই খেলাটা আমাদের সর্বনাশ করে দিল। আগে স্টেডিয়াম আমরা সারা বছর পেতাম। এখন ক্রিকেটের জন্য অনেকটা সময় ছেড়ে দিতে হচ্ছে।"

সঞ্জিতমেসো খুব খবর রাখেন ক্রিকেটের। কাল রাতে ডিনার টেব্‌লে বসে সৌরভ গাঙ্গুলি আর সচিন তেণ্ডুলকর সম্পর্কে অনেক গল্প করছিলেন। দিলু খোন্দকরকে উনি বললেন, "ও হ্যাঁ, আপনাদের ওখানে তো এবার মিনি বিশ্বকাপ। আমরা ভাবছিলাম, ঢাকায় খেলা দেখতে যাব।"

"মোস্ট ওয়েলকাম দাদা। আমার গরিবখানায় গিয়ে থাকবেন। ভাবীকেও সঙ্গে নিয়ে চলুন। খেলা কবে?"

"দেরি আছে। অক্টোবরে। দুর্গাপুজোর পর। আমরা যদি পাঁচ-ছ'জন মিলে যাই, তা হলে?"

"কোনও অসুবিধে নাই। ধানমণ্ডিতে আমার বাড়ি। পাঁচ-ছ'জন কেন, দশ-বারোজন নিয়ে গেলেও আমার কোনও আপত্তি নাই। দাদা, আমার ফ্রিজে সবসময় পঁচিশ-ত্রিশটা ইলিশ মাছ পড়ে থাকে। নারানগঞ্জে আমার প্রচুর জমি আছে। ধান-চালের অভাব নাই। ঘরে আর কিছু না থাক, ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত তো দিতে পারব। কুশভাইরা যাচ্ছে।

BanglaBook.org

ফিরে এলে ওর মুখেই না হয় শুনবেন, ঢাকায় আমার কেমন ফিল্ড।"

কথাগুলো বলে দিলু খোন্দকর হাসছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে সঞ্জিতমেসো তারপর রঞ্জুমাসিকে বললেন, "তোমার তো ভালই হল। যত খুশি জামদানি শাড়ি এবার ঢাকা থেকে আনতে পারবে কুশকে দিয়ে। আর একে-তাকে ধরার কোনও দরকার নেই। ব্যস, এবার সকাল-বিকেল দু'বেলা জামদানি পরতে পারবে।"

রঞ্জুমাসি একটু লজ্জা পেয়ে গেছেন। সেটা দেখে দিলু খোন্দকর বললেন, "কয়টা চাই, ভাবী আমায় বলেন। লজ্জা করবেন না। বায়তুল মোকারমে আমার চেনা দোকান আছে। রিজনেবল দামে জামদানি পাবেন।"

"বায়তুল মোকারম কি কোনও জায়গার নাম?"

"একেবারে ঢাকা স্টেডিয়ামের পাশে। মার্কেট প্লেস। বড় মসজিদও আছে। আপনাদের এখানকার হগ মার্কেটের মতো।"

"হগ মার্কেট এখন নিউ মার্কেট হয়ে গেছে দিলুবাবু।"

"তা হউক। আমরা ঢাকা থেকে যারা আসি, হগ মার্কেট বলি। একটা জিনিস আমার আশ্চর্য লাগে ভাবী। আপনারা জামদানি জামদানি করেন। আমাদের মেয়েরা আবার কইলকাতার সিন্থেটিক শাড়ি খুব পছন্দ করে। এই দেখুন, ঈদের মার্কেট করলাম। আমায় তেত্রিশ খান সিন্থেটিক শাড়ি কিনতে হল।"

কুশ বড়দের কথা শুনছিল। দিলু খোন্দকর লোকটাকে প্রথমদিনই খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব বড়লোক। একটু আগে বললেন, ওঁর বাড়িতে পঁচিশ-ত্রিশটা ইলিশ মাছ সবসময় ফ্রিজে থাকে। কত বড় ফ্রিজ তা হলে? দিনে কত লোক খায় ভদ্রলোকের বাড়িতে? দিলু খোন্দকরের বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের বেশি না। একদম চিন্ময়সারের বয়সি। ভদ্রলোক দিব্যি খোশমেজাজে গল্প করে যাচ্ছেন। অথচ চিন্ময়সার বেঁচে নেই। ভগবানের কী আশ্চর্য বিচার!

"কুশভাইয়া, তুমি কোনও কথা বলছ না কেন?"

ম্লান হেসে কুশ বলল, "একটা প্রবলেম হয়ে গেছে।"

"কী প্রবলেম, বলো।"

"হংকংয়ের একটা টিমে আমি চান্স পেয়ে গেছি। দু-তিনদিনের মধ্যে সেখানে যেতে হতে পারে।"

"এই না, না।" শুনে আঁতকে উঠলেন দিলু খোন্দকর। "কবে চান্স পেলে? কই, আগে বলোনি তো?"

"আজই ট্রায়াল ছিল। আর একটু পরেই ওঁরা আসবেন মাসি আর মেসোর সঙ্গে কথা বলতে।"

"উফ, তুমি আমার ব্লাড প্রেশার বাড়িয়ে দেবে কুশভাইয়া। আমার তো মাত্র দশ-বারোটা দিনের ব্যাপার। মাত্র পাঁচটা ম্যাচ। খেলে দিয়ে যেখানে ইচ্ছে যাও ভাইয়া। আমায় ডুবিও না।"

BanglaBook.org

"দিলু খোন্দকরের অবস্থা দেখে রঞ্জুমাসি বললেন, "আপনি আপসেট হবেন না দিলুবাবু। মিঃ ফেইফার এলে তাঁকে আমি সব বুঝিয়ে বলব। আপনি আমার ওপর সব ছেড়ে দিন।"

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে দিলু খোন্দকর উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে একটা নেম কার্ড বের করে সঞ্জিতমেসোর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নিন আমার কার্ড। এতে আমার সব কন্টাক্ট নাম্বার লেখা আছে। তবে সবচেয়ে ভাল হয় যদি দিনের বেলায় আমার গারমেন্টস ফ্যাক্টরিতে আমাকে যোগাযোগ করেন।"

রঞ্জুমাসি বললেন, "আপনি এখানে...মানে কলকাতায় উঠেছেন কোথায়?"

"আমার ছেলেবেলার এক বন্ধুর বাড়িতে। লেক গার্ডেন্সে। ঢাকায় আমরা একই স্কুলে পড়তাম। গোপাল সাহা। পার্টিশনের পর ওরা এখানে চলে এসেছিল। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব এখনও নষ্ট হয়নি। কলকাতায় আসলে আমি ওর বাড়িতেই উঠি।"

সঞ্জিতমেসো বললেন, "একজন গোপাল সাহাকে আমি চিনি। লেক গার্ডেন্সেই থাকেন। বিরাট প্রোমোটার।"

"আরে, গোপালকে আপনি চেনেন তা'লে?" দিলু খোন্দকরের গলায় বিস্ময়,"এখনই গিয়ে জিজ্ঞেস করব ওকে। আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমার বন্ধু প্রোমোটিংয়ের ব্যবসাই করে। আপনার সঙ্গে পরিচয় হল কী করে দাদা?"

"উনি একবার আমার কাছে এসেছিলেন। টালিগঞ্জের দিকে আমার একটা জায়গা পড়ে আছে। সেই জমিটার জন্যই উনি কথা বলতে এসেছিলেন আমার সঙ্গে। তো, তখন আমার সঙ্গে একটু মনোমালিন্যও হয়েছিল ভদ্রলোকের।"

শুনে দিলু খোন্দকর ফের সোফায় বসে পড়লেন। "কী ব্যাপার, আমায় খুলে বলেন তো দাদা। গোপাল অভদ্রতা করার মানুষ না। তবে ও একটু জেদি। নিশ্চয়ই কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে।"

সঞ্জিতমেসো একবার রঞ্জুমাসির দিকে তাকিয়ে তারপর বললেন, "আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল ওখানে একটা স্কুল করার। কেননা তখন ওই জায়গাটায় ভাল কোনও স্কুল ছিল না। যে টাকাটা লাগত, তার সংস্থান করতে পারিনি। এখন দুটো ভাল স্কুল হয়ে গেছে। পরে তাই ভাবলাম, একটা নার্সিং হোম করব। এই সময়েই গোপালবাবু কাকে ধরে যেন আমার কাছে এলেন।"

"তারপর?"

"এসে কথায় কথায় বললেন, উনিও নার্সিং হোম করতে চান। তখন আমি বললাম, আসুন আমরা দু'জনে মিলে করি। ভদ্রলোক সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলাম। প্ল্যানিংও হয়ে গেল। হঠাৎ উনি এসে বললেন, প্রোজেক্টে থাকতে পারবেন না। কেন, সেটা বলবেন না। এদিকে আমার সব তৈরি। খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। একদিন গোপালবাবুর সঙ্গে আমার কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল। তারপর উনি আর যোগাযোগই রাখলেন না।"

"প্রোজেক্টটা এখন কী অবস্থায় আছে?"

BanglaBook.org

"ভিত হয়েছিল। সেই অবস্থায় পড়ে আছে। আমি সরকারি অফিসার। আমার স্ত্রীও সরকারি স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস। তাই আমাদের পক্ষে সরাসরি নার্সিং হোম বিজনেসে থাকা সম্ভব না। আমার ভাই মুম্বইয়ে সফ্‌টওয়্যার-এর বিজনেস করে। ওকেই ইনভল্‌ভ করাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রায় দু' কোটি টাকার ব্যাপার। শুনেই ও পিছিয়ে গেল।"

দিলু খোন্দকর বললেন, "আমি জানি, গোপাল কেন পিছিয়ে গিয়েছিল।"

"আপনি জানেন?"

"হ্যাঁ। এখন আমার মনে পড়ছে। লাস্ট ইয়ার মার্চে আমি এসেছিলাম। তখনই আমি জানতে পারি। আচ্ছা, লখা বলে কাউকে আপনারা চেনেন?"

কুশ এতক্ষণ চুপচাপ আলোচনা শুনছিল। লখার নামটা শুনেই ও চমকে উঠল। এই লোকটা তিতলিদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তিতলিকে কিডন্যাপ করতে চাইছে। লখার নামটা শুনেই কুশ সঙ্গে-সঙ্গে রঞ্জুমাসির মুখের দিকে তাকাল। মাসির ভ্রূ কুঁচকে গেছে। সঞ্জিতমেসো চিন্তিত মুখে বললেন, "হ্যাঁ। চিনি। অ্যান্টিসোশ্যাল।"

দিলু খোন্দকর বললেন, "আপনাদের প্রোজেক্টের কথাবার্তা যখন চলছে, তখন গোপাল আমাকে কিছু টাকা ইনভেস্ট করতে বলেছিল। আপনাদের টাকায় পঁচাত্তর লাখের মতো। ও আমার এমন বন্ধু, আমার পুরো সম্পত্তি চাইলেও আমি না করতে পারব না। সেই সময় হঠাৎ ও আর আমি বসে একদিন কথা বলছি, রাফ টাইপের একটা ছেলে ওর বাড়িতে এসে ভয় দেখানোর সুরে বলল, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, নার্সিং হোম প্রোজেক্টে আপনি থাকবেন না।"

রঞ্জুমাসি বললেন, "তাই নাকি? আমরা তো এসব কিছুই জানতাম না।"

"দেখুন ভাবী, গোপালের নামটা আজ উঠল বলেই না জানতে পারলেন।"

"কে সেই ছেলেটা?"

"একজন রাফিয়ান। আমরা বিজনেস করে খাই। আমাদেরও ওখানে এরকম ঝামেলা পোহাতে হয়। হাতে কিছু টাকাপয়সা দিলে এরা হাওয়া হয়ে যায়। তো, গোপাল তখন ছেলেটাকে বলল, তোমাকে আমার কাছে কে পাঠিয়েছে ভাই? ও বলল, লখাদা। তারপরই আমরা জানলাম, লখাকে আপনারা পুলিস দিয়ে অ্যারেস্ট করিয়েছেন। আর লখা জেলে বসেই ওর সঙ্গীদের আপনাদের পেছনে লাগিয়ে রেখেছে।"

সঞ্জিতমেসো বললেন, "তাই নাকি?"

"ছেলেটা সেদিন হুমকি দিয়ে গেল, যদি ওই প্রোজেক্টে আপনি থাকেন, তা'লে আপনার লাশ পড়ে যাবে। শুনে গোপালের বাড়ির সবাই তখন বেঁকে বসল। কী দরকার অন্যের ঝামেলা নিজেদের ঘাড়ে নেওয়ার। সেজন্যই ও পিছিয়ে গেল।"

"আমাদের তখন উনি এসব কথা বললেন না কেন?"

"ছেলেটা বারণ করে দিয়ে গিয়েছিল। যাক সে-কথা। আপনি কি প্রোজেক্টটা করতে চান? আমি ইনভেস্ট করতে রাজি আছি।"

BanglaBook.org

সঞ্জিতমেসো শুকনো মুখে বললেন, "নার্সিং হোম আমি করতে চাই। তবে কী জানেন, এ-ঘটনা জানার পর একটু দ্বিধা করছি। লখা এখন জেলের বাইরে। এখন ও ডেসপারেট হয়ে গেছে। আমার ওপর যে ও এতটা রাগ পুষে রেখেছে, ভাবতেও পারিনি। হয়তো আমি গভর্নমেন্ট অফিসার বলে আমার পেছনে লাগতে সাহস পায়নি। ভাল হল, আপনার কাছে আজ সব জেনে গেলাম।"

দিলু খোন্দকর ফের উঠে দাঁড়িয়ে তারপর বললেন, "দাদা, নার্সিং হোম আপনি করেন। গুণ্ডা-মাস্তানদের পাত্তা দিলে চলে? এখনই গিয়ে গোপালকে আমি সব জানাচ্ছি। টাকার চিন্তা করবেন না। টাকা আমি ঢালতে পারি। তবে আমার দুটো কন্ডিশন আছে।"

"কী কন্ডিশন?"

"প্রথমটা হল, যত বেড-এর জন্য নার্সিং হোম করুন না কেন, অন্তত পাঁচটা বেড যেন স্পোর্টস্‌ম্যানদের জন্য থাকে। একদম ফ্রি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে।"

"আর সেকেন্ড কন্ডিশন?"

"যে করেই হোক, কুশকে ঢাকায় পাঠাতে হবে।"

১৭

প্লেনে উঠে সিটে বসার পরই দিলু খোন্দকর কুশকে বললেন, "সিট বেল্টটা বেঁধে নাও ভাইয়া। মাত্র চল্লিশ মিনিটের ফ্লাইট। বেলা দুটোর মধ্যেই ঢাকায় নামব।"

জীবনে এই প্রথম প্লেনে চাপল কুশ। ও অবাক হয়ে প্লেনের ভেতরটা দেখছে। কী সুন্দর সাজানো-গোছানো। মাথার ওপর তাক। তার মধ্যে মালপত্র রাখার ব্যবস্থা। কুশ ওর কিট ব্যাগটা ওখানে রেখেছে। নিউ মার্কেট থেকে রঞ্জুমাসি কাল বড় একটা ব্যাগ কিনে দিয়েছেন। ব্যাগে জামা থেকে বুট সব এঁটে গেছে।

কুশ সিট বেল্টটা কোমরে বেঁধে নেওয়ার পরই সুন্দর শাড়ি পরা একটা মেয়ে ট্রেতে ট্রফি আর লজেন্স এনে দাঁড়াল। দিলু খোন্দকর দু-তিনটে লজেন্স তুলে নিয়ে বলল, "ফ্লাইট আইজ এত দেরিতে আইল ক্যান, রোজিনা?"

দিলু খোন্দকরের মুখে হঠাৎ বাঙাল ভাষা শুনে কুশ চমকে তাকাল। এই তো একটু আগে ভদ্রলোক অন্য ভাষায় কথা বলছিলেন। মেয়েটা বোধ হয় চেনা। হেসে বলল, "পেপারে পড়লাম, আমাগো টিমের অবস্থা নাহি ভাল না দিলুভাই?"

"হেই লইগ্যাই তো ইন্ডিয়ায় আইসিলাম। প্লেয়ার নিয়া যাইতাসি ইন্ডিয়ার বেস্ট ট্যালেন্ট। কুশ সেনগুপ্ত। হেরে চিন্যা রাখো। কাইল মীরপুর স্টেডিয়ামে আমাগো খেলা মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের লগে। টাইম পাইলে আইও।" কথাটা বলেই কুশকে দেখালেন দিলু খোন্দকর।

"সেলাম আলেকুম, কুশভাইয়া। দ্যাখেন আমাগো টিমটারে বাঁচাইতে পারে কি না।" কথাটা বলেই মেয়েটা ট্রে এগিয়ে দিল।

BanglaBook.org

ক'টা লজেন্স নিতে হয় কুশ জানে না। দিলু খোন্দকরের মতোই ও তিনটে টফি তুলে নিল। এই মেয়েটা তা হলে এয়ার হোস্টেস। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের একটা প্লেন যখন ছিনতাই হয়েছিল, তখন খবরের কাগজে কুশ এয়ার হোস্টেস কথাটা বারবার পড়েছে। কিন্তু এয়ার হোস্টেসদের বয়স এত কম হয়? এই মেয়েটার বয়স বেশি না। বহরমপুরের দিদির চেয়েও ছোট। কুশের জানার খুব কৌতূহল হল, একটা প্লেনে কতজন এয়ার হোস্টেস থাকেন।

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর দিলু খোন্দকর বললেন, "এই মেয়েটা আমাদের ক্লাবের একজন এগজিকিউটিভ কমিটি মেম্বারের মেয়ে। ফুটবল লাভার। প্রায়ই আমাদের টিমের খেলা দেখতে যায় আব্বাজানের সঙ্গে।"

কুশ জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের টিমের প্রচুর সাপোর্টার?"

"না। খুব বেশি না। ঢাকায় আবাহনী আর মোহামেডানের সাপোর্টারই বেশি। তোমাদের এখানে যেমন মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল।" আমাদের ক্লাবটা নতুন। প্রিমিয়ার লিগে মাত্র এক বছর খেলছি। ক্লাবের আসল নাম জাগরণী সংসদ। আমাদের ক্লাবটা হল, বাড্ডা বলে একটা জায়গায়। তাই লোকের মুখে মুখে নাম হয়ে গেছে বাড্ডা জাগরণী।

"আপনাদের কোচ কে?"

"কানন। এক সময় আমাদের ন্যাশনাল টিমের গোলকিপার ছিল। কুশ, তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। কানন কিন্তু খুব হট টেম্পারের মানুষ। চট করে রেগে যায়। অবশ্য কথা না শুনলে। উজবেকিস্তান থেকে বালায়েভ বলে একজন প্লেয়ারকে এই সিজনে আমরা নিয়ে এসেছিলাম। দুটো ম্যাচের পরেই কানন তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। খুব লস হয়ে গেছে আমাদের।"

"টিমে স্ট্রাইকার পজিশনে আর কে খেলে?"

"আছে চার-পাঁচজন। কিন্তু কেউ ক্লিক করছে না। আজ বিকেলে প্র্যাকটিসে গেলেই সব তোমার চেনা হয়ে যাবে।"

দু'জনে কথা বলার ফাঁকেই রোজিনা বলে মেয়েটা ফের একটা ট্রে নিয়ে হাজির। তাতে ছোট ছোট গ্লাসে সফ্‌ট ড্রিঙ্কস। একটা গ্লাস এগিয়ে দিয়ে রোজিনা বলল, "মোহামেডাম টিমের হারানো চাই কুশভাইয়া। গোল দিতে পারলে কাইল আমাগো বাসায় ডিনার। দাওয়াত দিয়া রাখলাম।"

শেষ কথাটা বুঝতে পারল না কুশ। তবুও রোজিনার কথার ভঙ্গি ওর এত ভাল লাগল, হাঁ করে তাকিয়ে রইল। বাঙাল ভাষাটা যে এত মিষ্টি, ও আগে জানতই না। বহরমপুরে মায়ের কাছে ও একবার শুনেছিল, ঠাকুর্দার বাড়ি নাকি ছিল বাংলাদেশে। ঠিক কোথায়, মনে নেই। দিদি জানে। দাওয়াত কথাটার মানে জানার জন্য কুশ দিলু খোন্দকরের দিকে তাকাতেই উনি বললেন, "দাওয়াত মানে নেমন্তন্ন। তোমাকে নেমন্তন্ন করে রাখল রোজিনা, ম্যাচ জেতার আগেই।"

মিনিট দশেকের মধ্যে প্লেন ভর্তি হয়ে গেল। বহরমপুরের আকাশে প্লেন দেখা যায়

BanglaBook.org

না বললেই চলে। তবে মাঝেমধ্যে হেলিকপ্টার দেখেছে কুশ। তাও স্কোয়ার ফিল্ডে কোনও মিটিংটিটিং থাকলে। একবার ও হেলিকপ্টার খুব সামনে থেকে দেখেছিল। তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসু। সেবার বক্তৃতা দিতে ওদের ওখানে গিয়েছিলেন হেলিকপ্টারে করে! চিন্ময়সার তখন প্র্যাকটিস করাচ্ছিলেন ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের মাঠে। নীচ থেকে কপ্টারকে একটা গঙ্গাফড়িংয়ের মতো মনে হয়েছিল কুশের। সার সেদিন বলেছিলেন, "ভাল খেলতে পারলে জীবনে অনেকবার প্লেনে চড়তে পারবি।" চিন্ময়সার সেদিন ঠিকই বলেছিলেন।

"বাংলাদেশ বিমান আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছে।"

মাইক্রোফোনে কথাটা শুনেই কুশ সামনের দিকে তাকাল। জীবনে প্রথম প্লেনে চেপেছে। যা দেখছে, সবই ওর নতুন মনে হচ্ছে। কোত্থেকে যেন একজন বলে যাচ্ছে সুরক্ষার জন্য কী-কী করা দরকার। আর রোজিনা বলে মেয়েটা সেটা অভিনয় করে দেখাচ্ছে। সিটের নীচে লাইফ জ্যাকেট আছে। প্লেন যদি কোনও সময় দুর্ঘটনায় পড়ে তা হলে সেই জ্যাকেট পরে ঝাঁপ দিতে হবে। কথাটা শুনেই কুশের ভয় লেগে গেল। আকাশে ওড়ার পর প্লেনে কিছু হলে, ব্যস। বাঁচার কোনও উপায় নেই।

একটু পরে প্লেনটা যখন আকাশে উড়ল, জানালা দিয়ে তাকিয়ে কুশ দেখল নীচে বাড়িঘর ক্রমশ ছোট হয় যাচ্ছে। শরীরটা হঠাৎ হালকা হয়ে গেল। সিটের হ্যান্ডেল ধরে ও সিঁটিয়ে বসে রইল। প্রচণ্ড শব্দে কানটা বন্ধ হয়ে গেছে। গলাও শুকিয়ে আসছে। প্লেনে চাপলে সবার এরকম হয়? প্রচণ্ড ভয় হল, প্লেনটা পড়ে যাবে না তো? নীচে আছড়ে পড়লে কারও আর কোনও চিহ্ন পাওয়া যাবে না।

ডানপাশে তাকিয়ে কুশ দেখল দিলু খোন্দকর নিশ্চিন্তে খবরের কাগজ পড়ছেন। আশপাশের কোনও প্যাসেঞ্জারের মুখে ভয় পাওয়ার কোনও চিহ্ন নেই। অন্যদের দেখে কুশের ভয় আস্তে-আস্তে কাটতে লাগল। ও মনে মনে বলল, দুস...আমি এমনি এমনি ভয় পাচ্ছি। কপালে যদি প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু থাকে, তা হলে কেউ তা খণ্ডাতে পারবে না।

"কুশভাইয়া, এই দ্যাখো, কাগজে তোমাকে নিয়ে কতবড় একটা লেখা বেরিয়েছে। সেইসঙ্গে তোমার ছবিও দিয়েছে।"

হাসিমুখে দিলু খোন্দকর কাগজটা এগিয়ে দিলেন। হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরতেই কুশ দেখতে পেল, বড় বড় হেডিং, 'জার্মান কোচের প্রথম পছন্দ বহরমপুরের ছেলে কুশ।' লেখাটার নীচেই বড় একটা ছবি। কোলে কুটকুট। রঞ্জুমাসির আদরের কুকুর। কুশের মনে পড়ল, পিনাকীদা যেদিন রঞ্জুমাসির বাড়িতে এসে কথা বলছিলেন, সেদিন কুটকুট একবার কোলের ওপর উঠে পড়েছিল। সেই সময়টাই শাটার টেপেন উনি। হেডিংয়ে বহরমপুরের নামটা দেখে কুশের মনে খুব আনন্দ হল। আজ বহরমপুরের সবাই ওর এই লেখাটা পড়তে পারবে।

কাগজটা ও ফিরিয়ে দিতেই দিলু খোন্দকর বললেন, "তোমার সম্পর্কে কী লিখেছে, সেটা পড়বে না?"

BanglaBook.org

কুশ বলল, "পরে পড়ে নেব।"

"তোমার চিন্ময়সারের কথাও লিখেছে। কিন্তু বোধ হয় জানে না, উনি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন।"

চিন্ময়সারের কথা উঠতেই কুশের মনটা ফের খারাপ হয়ে গেল। ওর সম্পর্কে কাগজে লেখা বেরোল, অথচ সার তা দেখতে পেলেন না। ফট করে সারের বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল। "কাগজে কী লিখল, তা নিয়ে কোনওদিন মাথা ঘামাবি না। বড় বড় প্লেয়াররা কাগজ পড়ে না।" সেদিন সারের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে ওরা কয়েকজন ফিরছিল কল্পনা সিনেমার পাশ দিয়ে। কথাটা উঠেছিল, 'মুর্শিদাবাদ বার্তা' কাগজে ওদের টিম নিয়ে যাচ্ছেতাই লেখায়।

চোখ বুজে কুশ অনেকক্ষণ ধরে সারের কথাই ভাবছিল, এমন সময় শুনল, "কুশভাইয়া চক্ষু খোলেন। ভেজ, না নন ভেজ। কী দিমু?"

রোজিনা। একটা ঠেলা গাড়ি করে খাবারের প্যাকেট নিয়ে এসেছে। সবাইকে বিলি করছে। দিলু খোন্দকরের দিকে তাকিয়ে কুশ দেখল, সামনের সিটের পেছন থেকে একটা তাকের মতো খুলে নিয়েছেন। তাতে ট্রে রেখে খেতে শুরু করে দিয়েছেন। কুশ তাড়াতাড়ি বলল, "নন ভেজ।"

রোজিনা ট্রে এগিয়ে দিয়ে বলল, "চক্ষু বুইজ্যা কী ভাবতাসেন কুশ ভাইয়া? আম্মির কথা নাহি?"

বলেই হাসতে শুরু করল। কুশ লজ্জা পেয়ে বলল, "না। সারের কথা ভাবছিলাম।"

"আপনের জন্য একডা গিফ্‌ট আসে। পরে দিতাসি।"

কথাটা বলে হাসিমুখে রোজিনা পেছনের দিকে চলে যেতে দিলু খোন্দকর বললেন, "দেখছ তো, আমরা বাংলদেশিরা ফুটবলকে কত ভালবাসি? প্লেন থেকেই শুরু হল। একটু যদি খেলতে পারো, তা হলে লোকে তোমায় মাথায় নিয়ে নাচবে।"

উত্তর না দিয়ে কুশ ট্রে-র দিকে তাকাল। ট্রে-তে স্যান্ডউইচ, ফলের স্যালাড আর টক দই জাতীয় কী একটা খাবার। ঘণ্টাদুয়েক আগে লাঞ্চ করেছে। কুশের খেতে ইচ্ছে করছে না। সিটের পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে ও জানলার বাইরে তাকাল। আকাশে পেঁজা পেঁজা মেঘ। একদম সাদা। মনে হচ্ছে কেউ লক্ষ লক্ষ টন সাদা তুলো আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে।

মেঘদের জন্য কোনও বাধানিষেধ নেই। যে-কোনও দেশের ওপর দিয়েই ওরা উড়ে যেতে পারে।

জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে কুশ আড়চোখে দেখল, খাওয়া শেষ করে দিলু খোন্দকর চোখ বুজে রয়েছেন। ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? হ্যাঁ, অল্প অল্প নাকও ডাকছেন। মুখে কোনও টেনশনের ছাপ নেই এখন। ইস, কুশের জন্য গত দু'দিন উনি যা করেছেন, তাকে পাগলামি বললেও কম বলা হয়।

কাল দুপুরে রঞ্জুমাসির কাছে দিলু খোন্দকর একবার তো দুঃখ করে বলেই ফেললেন,

BanglaBook.org

"জীবনে না জেনে অনেক গুনহা করেছি। তাই বোধ হয় ফুটবল ক্লাবের কর্তা হতে হয়েছে। উফ, এর চেয়ে শুধু বিজনেস নিয়ে পড়ে থাকলে ভাল করতাম।" গুনহা কথাটার মানে প্রথমে বোঝেনি কুশ। পরে জেনেছে, পাপ।

ওর মতো সামান্য প্লেয়ারকে খেলানোর জন্য ক্লাবকর্তারা যদি এরকম পাগলামি করেন তা হলে রোনাল্ডো-রিভাল্ডোদের জন্য বিদেশে কী হয়? কুশ কল্পনাও করতে পারল না। আচ্ছা, ও যদি ফুটবলার না হত, তা হলে কি দিলু খোন্দকরের মতো কোটিপতি মানুষ ওকে পাত্তা দিতেন? হয়তো কথাই বলতেন না। একটা খেলা একটা মানুষকে কত উঁচুতে না তুলে দেয়!

নাহ, বাড্ডা জাগরণী ক্লাবের জন্য মনপ্রাণ দিয়ে খেলতে হবে। চিন্ময়সার বলতেন, "কোনও ম্যাচকে হালকাভাবে নিবি না। সব ম্যাচ সমান গুরুত্ব দিয়ে খেলার চেষ্টা করবি। জেনে রাখ, ফুটবলকে যদি তুই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিস, তা হলে ফুটবলও একদিন বদলা নেবে। তোকে তাচ্ছিল্যের পাত্র করে তুলবে।" সত্যি, সার অনেক ভাল কথা বলতেন।

সিটের সামনে দাঁড়িয়ে মোটামতো এক ভদ্রলোক। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। চোখে চশমা। বয়স সঞ্জিতমেসোর মতো হবে। পঞ্চাশ-বাহান্ন। হয়তো পেছনের দিকে কোথাও বসেছেন। টয়লেট যাওয়ার পথে দিলু খোন্দকরকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। কথার টানে কুশ বুঝতে পারল, বাংলাদেশি। ভদ্রলোকের ডাকে দিলু খোন্দকর চোখ খুলে খুব সন্তুষ্ট হলেন বলে কুশের মনে হল না।

"আরে, মামুনসাহেব। ক্যালকাটা থেইক্যা উঠলেন নাহি?"

ভদ্রলোক বললেন, "না। ব্যাঙ্কক গেসিলাম। প্লেয়ার আনতে। সার্পোটাররা পিঠের চাম তুইল্যা দিব। আপনের ক্লাবে তো হেই প্রবলেম নাই।'

"কী যে কন সাহেব। আপনেগো স্ট্রং টিম। এমনিই জিতবেন। আবার প্লেয়ার আননের দরকার হইল ক্যান?"

"আর কইবেন না। আর্শাদ আর রুমি ক্লিক করতাসে না। ফরওয়ার্ড লাইন এক্কেরে কানা। তাই ব্যাঙ্কক থেইক্যা প্লেয়ার লইয়া আইতে হইল।"

"কুন ক্লাবে খেলত?"

" পোর্ট অথরিটি অব ব্যাঙ্কক। কারেন্ট সিজনে পঁচিশটা গোল করসে। বুঝলেননি, থাই অফিশিয়ালরা আমারে কইল, হেরে লইয়া যান। অপোনেন্ট স্টপাররা ট্যার পাইব। ভাল কথা, আপনাদের টিমের স্টপার তো অলক আর মুন্না। কইয়া দিবেন অগো।"

মামুনসাহেবের কথা শুনে দিলু খোন্দকর একটু যেন অপ্রস্তুত। বললেন, " প্লেয়ারডারে সাথে লইয়া যাইতাসেন নাহি। নাম কী?"

"হু। নাম হইল গিয়া চিসিট। পুরো নাম ভুইল্যা গেসি। উইঠ্যা দেহেন না। হাইট দ্যাখলে ট্যার পাইবেন। ছয় ফিট তিন ইঞ্চি । সাপোর্টার গো খবর দিয়া দিসি। এয়ারপোর্টে সব আইব। হুল্লাগুল্লা কইরা ক্লাবে লইয়া যামু।"

সব শুনে দিলু খোন্দকরের মুখ শুকিয়ে গেছে। কুশ দেখল, পকেট থেকে রুমাল

BanglaBook.org

বের করে উনি একবার মুছে নিলেন। মামুনসাহেব লোকটার ওপর রাগ হল কুশের। কী দরকার ছিল আগ বাড়িয়ে এতসব বলার। যা হওয়ার কাল মাঠে হবে।

মামুনসাহেব হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনে ক্যালকাটায় গেসিলেন ক্যান?"

"ডাক্তার দেকাইতে। হার্টের প্রবলেম হইসে।"

পরিষ্কার মিথ্যে কথা শুনে কুশ চমকে উঠল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল। মামুনসাহেব মোহামেডান ক্লাবের অফিশিয়াল। সেই কারণেই হয়তো দিলু খোন্দকর সত্যি কথা বললেন না। পরিস্থিতিটা বুঝেই কুশ জানালার দিকে মুখ ফেরাল। মামুনসাহেবকে বুঝতে দেওয়া চলবে না, ও দিলু খোন্দকরের সঙ্গে ঢাকা যাচ্ছে।

"কারে দেখাইলেন?"

"ডাক্তার বাসু বইলা একজনরে। কইল তো ভয়ের কিছু নাই। কিন্তু আপনার কথা শুইন্যা তো অহন বুকে প্যালপিটিশন শুরু হইয়া গেল মামুনসাহেব। বেশি গোল কইরেন না য্যান। তাইলে হার্ট অ্যাটাক হইয়া যাইব।"

কথাটা শুনে মামুনসাহেব খুব মজা পেলেন যেন। বললেন, "আরে না ভাই। আমাগো চাইর-পাঁচ গোল হইলেই চলব। ভাল কথা, আইজ ক্যালকাটার পেপারডা পড়সেন নাহি?"

"ক্যান? কী লিখসে?"

"পেপারে লিখসে, ক্যালকাটায় নাহি একজন ইয়াং ফুটবলার উঠসে। নাহি চুনী গোস্বামীর থেইক্যাও ট্যালেন্টেড। কী নামডা লিখসে য্যান...কুশ সেনগুপ্ত। হ্যার নামে শুনলে নাহি কিসু?"

দিলু খোন্দকর কী বলেন, তা শোনার জন্য কুশ কানখাড়া করল। উনি বললেন, "না। কিসু তো শুনি নাই।"

"আইজ রাইতে সংবাদডা লইতে হইব। ইস্টবেঙ্গলের এক অফিশিয়াল আমার ফ্রেন্ড। ভাবতাসি, হেরে একডা ফোন দিমু।'

দিলু খোন্দকর নিরুৎসাহ করলেন, "পেপারওয়ালার কথা বিশ্বাস কইরেন না মামুনসাহেব। আরে চুনী গোস্বামী হইল গিয়া চুনী গোস্বামী। এই সাব কন্টিনেন্টে আর হইব না। তা আপনে টয়লেটে যাইতাসিলেন নাহি। যান গিয়া। ফ্লাইট নামার টাইম হইয়া গেল।"

সত্যি, ঠিক ওই সময়েই মাইকে কে যেন বলল, 'আপনেরা যে যার সিটে গিয়া বসেন। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফ্লাইট জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে গিয়া নামব।" সঙ্গে সঙ্গে মামুনসাহেব পেছনের দিকে চলে গেলেন। কুশের খুব হাসি পেল। ওকে নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। কাগজে ওর ছবি বেরিয়েছে। অথচ ভদ্রলোক ওকে চিনতে পারলেন না।

দিলু খোন্দকর বললেন, "কুশ শুনলে তো সব। ওরা থাইল্যান্ড থেকে প্লেয়ার নিয়ে এসেছে। কাল তোমাকে ভাল খেলতেই হবে। তুমি আমার ভরসা।"

কুশ বলল, "আমি চেষ্টা করব দিলুভাইয়া।"

BanglaBook.org

...একটু পরে আকাশে দু-তিন চক্কর মেরে প্লেনটা নীচে নেমে এল। নিজের কিট ব্যাগটা নিয়ে প্লেনের সিঁড়ির গোড়ায় আসতেই কুশ দেখল রোজিনা দাঁড়িয়ে আছে। হাসিমুখে ও একটা ব্যাগ এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই ন্যান আপনের গিফ্‌ট। আমার কথা মনে আছে তো কুশভাইয়া। মোহামেডানরে হারাইতে পারলে আমাগো বাসায় দাওয়াত।"

ব্যাগের ওপর লেখা 'বাংলাদেশ বিমান'। হঠাৎ কুশ দেখল, ওর ঠিক সামনেই মামুনসাহেব। কথাটা শুনে অবাক হয়ে ভদ্রলোক পেছন ফিরে একবার রেজিনার দিকে তাকালেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নেমে গেলেন। দিলু খোন্দকর পেছন থেকে চাপা স্বরে বললেন, "কুশ ভাইয়া, আমার পেছন পেছন এসো। মামুনসাহেব যাতে বুঝতে না পারেন, তুমি আমার সঙ্গে আছ।"

টারমাকের ওপর দিয়ে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কুশ এয়ারপোর্টের ভেতরে চলে এল। সামনেই কয়েকটা লাইন। কুশ ঠিক বুঝতে পারল না, ওকে কী করতে হবে। দিলু খোন্দকর ওর পাসপোর্ট প্লেনের ভেতরেই নিয়ে রেখেছেন। কাউন্টারের সামনে গিয়ে উনি কথা বলছেন একজনের সঙ্গে। কুশ অবাক হয়ে এয়ারপোর্টের ভেতরটা দেখতে লাগল। কী সুন্দর বিল্ডিংটা। কলকাতার চেয়ে অনেক ভাল। বেশ কয়েকটা দোকান। একটা জায়গায় লেখা আছে, ডিউটি ফ্রি শপ। মানেটা কুশ বুঝতে পারল না। এই দোকানে জিনিস কি তা হলে শস্তা?

মিনিটপাঁচেক পর দিলু খোন্দকর এক ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন, "কুশভাইয়া, এর নাম চঞ্চল। আমাদের ক্লাবের মেম্বার। ইমিগ্রেশনে আছে। তুমি এর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে যাও। আমি একটু পরে পার্কিং স্পেসে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

স্পষ্টতই দিলু খোন্দকরের মুখে উদ্বেগের ছাপ। এতটা উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ কুশের বোধগম্য হল না। ও চঞ্চল নামের ভদ্রলোকের পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করল। অনেকটা হেঁটে ও দেখল, সামনেই দুটো গেট। একটা সবুজ, অন্যটা লাল। সবুজ গেটে কয়েকজন অফিসার দাঁড়িয়ে। তাঁদের সঙ্গে চঞ্চল দু-চারটে কথা বলে কুশকে ডাকল, "আসেন। আমরা এই গেট দিয়া যামু।"

বাইরে বেরোতেই কুশ দেখল প্রচুর লোক। বেশ লম্বা একটা ছেলেকে ঘিরে অনেকে হইচই করছে। ছেলেটাকে দেখে কুশ বুঝতে পারল, মামুনসাহেব এর কথাই বলছিলেন দিলু খোন্দকরকে। এর নাম তা হলে চিসিট। একে নিয়ে যাওয়ার জন্য মোহামেডান সাপোর্টাররা হাজির হয়েছে এয়ারপোর্টে। অথচ ওকে কেউ চেনেও না।

"কী ভাবছ কুশ?"

পেছন থেকে ফিসফিস করে কে যেন জিজ্ঞেস করল কথাটা। এয়ারপোর্টের বাইরে অত হইহট্টগোলের মাঝে আশপাশে তাকিয়ে কুশ চেনা কাউকে দেখতে পেল না। কে বলল কথাটা? একটু অবাক হয়েই ও ফের পা বাড়াল। "মনখারাপ কোরো না। তুমি যেদিন এয়ারপোর্ট দিয়ে যাবে, সেদিন তোমাকে নিয়েও খুব হইচই হবে।"

BanglaBook.org

কথাগুলো শুনে এবার কুশ সত্যিই ঝটকা খেল। একটু দাঁড়িয়ে চিন্তা করতেই ও হেসে ফেলল। ওহ...কিটব্যাগে রাখা তারাটা। মাঝেমধ্যেই আজকাল ওর সঙ্গে কথা বলছে। নাহ, সরাসরি কথা বলছে বলাটা ভুল হবে। ওর মনের মাধ্যমেই কথা বলছে। অবশ্য যখন তারাটা হাতে নিচ্ছে, তখনই। তারাটা এখন বন্ধুর মতো হয়ে গেছে। অবাক কাণ্ড! গত দু-তিন দিন ধরে ক্রমাগত তারাটা আগাম অনেক কিছু বলে যাচ্ছে। ভাল ভাল পরামর্শও দিচ্ছে।

এই যেমন সেদিন যখন মিঃ ফেইফার রঞ্জুমাসি আর সঞ্জিতমেসোর সঙ্গে কথা বলতে এলেন, তখন বিরাট একটা সমস্যা হয়েছিল। মিঃ ফেইফার চাইছিলেন ওকে হংকং নিয়ে যেতে। কিন্তু দিলু খোন্দকরের মুখ চেয়ে তাতে রাজি হচ্ছিলেন না রঞ্জুমাসি। মিঃ ফেইফার একটা সময় একটু অসন্তুষ্ট হয়েই বললেন, "দেখুন, কুশ যদি আমার সঙ্গে না যায়, তা হলে আমাকে অন্য ছেলের কথা ভাবতে হবে।"

কথাবার্তা শেষ না করেই উনি শেষ পর্যন্ত উঠে পড়েছিলেন। কুশের মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ওপরের ফ্ল্যাটে উঠে সন্ধেবেলায় ও যখন তারাটা হাতে নিয়ে ছাদে গিয়েছিল, তখন কে যেন ওকে বলল, "মনখারাপ কোরো না কুশ। তুমি বাংলাদেশ যাবে। হংকংও যাবে। তোমার কপালে দুটোই লেখা আছে।"

সত্যি-সত্যিই রাতে মিঃ ফেইফারের ফোন এল। সঞ্জিতমেসোকে উনি বললেন, "জরুরি কাজে উনি স্টুটগার্ট যাচ্ছেন। স্ত্রীর অসুখ। দু'সপ্তাহ বাদে হংকং থেকে উনি লোক পাঠিয়ে দেবেন। কুশ যেন ততদিনে ঢাকা থেকে ফিরে আসে।"

কেউ বললে এসব কথা বিশ্বাস করবে? ঢাকা এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে এই সব কথা স্মরণ করে কুশ মুচকি হাসল। চিসিটের দিকে একবার তাকিয়ে ও নিজের মনেই বলল, "কাল খেলার মাঠে দেখা যাবে। কাকে নিয়ে ঢাকার মানুষ বেশি হইচই করে।" বলে চঞ্চলের পিছু পিছু হেঁটে ও গাড়িতে এসে বসল।

ঢাকা শহরটা এত সুন্দর, কুশ কল্পনাও করতে পারেনি। এয়ারপোর্ট থেকে বেরনোর পর ওর খুব ভাল লেগে গেল। এ নিয়ে ও দু'বার বাংলাদেশের মাটিতে পা দিল। প্রথমবার সেই হিলি বর্ডারে। সেদিন কি ও ভাবতে পেরেছিল, এত তাড়াতাড়ি কোনওদিন ওকে খোদ রাজধানীতে আসতে হবে? ওর মনেই হল না, বিদেশে এসেছে। এয়ারপোর্টে সবাই বাংলায় কথা বলছেন। বাইরে সব গাড়ির নম্বর বাংলায় লেখা। হোর্ডিংয়েও বাংলায় বিজ্ঞাপন।

এয়ারপোর্টের রাস্তায় বেশ জোরে গাড়ি ছুটছে। এমন সময় চঞ্চলের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। পাশে বসে কুশ বুঝতে পারল, ফোনটা দিলু খোন্দকরের। অন্য কোথাও থেকে উনি কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। আর চঞ্চল জী জী বলে প্রত্যুত্তর দিচ্ছে। হঠাৎ ফোনটা এগিয়ে দিয়ে চঞ্চল বলল, "দিলুভাই লাইনে আছেন। আপনের সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন।" ছোট্ট মোবাইল ফোনটা কানে দিতেই ও-প্রান্তে দিলু খোন্দকর বললেন, "সরি কুশভাইয়া,

BanglaBook.org

আমি তোমার ঠিক তিনটে গাড়ি পেছনে আছি। চঞ্চল যেখানে তোমায় নিয়ে যাচ্ছে, চলে যাও।"

"ঠিক আছে। আপনার সঙ্গে কখন দেখা হবে?"

"বাফুফের আপিসে। আমি তোমার জন্য ওয়েট করব।" বলেই লাইনটা কেটে দিলেন দিলু খোন্দকর।

মোবাইল ফোনটা ফেরত নেওয়ার সময় চঞ্চল বলল, "আপনে একটু অবাক হইসেন, না কুশভাইয়া? মনে করতাসেন, এত চুপিচাপি আপনেরে লইয়া যাইতাসি ক্যান? আসলে কী জানেন? আমাগো এহানে বড় ক্লাবের হাত খুব লম্বা। আপনেগো ওহানকার মতোই। যদি দেহে, ভাল প্লেয়ার আনসি, কাঠি দিয়া দিব। তাই দিলুভাইয়া চাচ্ছেন, আপনাকে সই করাইয়া এক্কেরে ক্লাবে লইয়া যাইতে।"

শুনে কুশ হাসল। তারপর বলল, "আমরা এখন যাচ্ছি কোথায়?"

"আমাগো ক্লাবে। চাইরডার সময় আপনেরে স্টেডিয়ামে নিয়া যামু। ওহানে আমাগো ফেডারেশনের আপিস। হারুণভাই তহন থাকব। চট কইর‍্যা আপনের সই হইয়া যাইব। দিলুভাইয়া ফেডারেশন আপিসে কাগজপত্তর রেডি কইরা বইসা থাকব।"

কুশ জানালার বাইরের দিকে তাকাল। বিরাট একটা বাড়ি। আমেরিকান এমব্যাসি। বাড়িটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই কুশ চমকে উঠল। হিলির সেই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। কুশ যখন মন্দিরের পেছন দিকের পুকুরঘাটে গিয়ে বসেছিল, তখন একটা মেয়ে ওর হাত থেকে প্রসাদ খাওয়ার পর বলেছিল, "তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে। ঢাকার ঢাকেশ্বরীর মন্দিরে। ওই মেয়েটা তো তা হলে ঠিকই কথাই বলেছিল! মেয়েটা কী করে জানল, ও ঢাকায় আসার সুযোগ পাবে? কে ওই মেয়েটা?"

হঠাৎ কথাটা মনে হতেই কুশের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল।

১৮

বেলা দশটার সময় দিলু ভাইয়া এসে বললেন, "কুশ চলো তোমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাই। তোমার ভাল লাগবে।"

ডাইনিং টেবলে বসে কুশ তখন ঢাকার কাগজগুলোতে চোখ বোলাচ্ছিল। 'ইত্তেফাক', 'জনকণ্ঠ', 'ভোরের কাগজ', 'সংবাদ' আরও কী সব। দিলু ভাইয়া বাড়িতে দশ-বারোটা কাগজ রাখেন। এত পড়ার সময় পান কখন, কুশের বোধগম্য হল না। সব কাগজেই মোহামেডান আর বাড্ডা জাগরণী ম্যাচ নিয়ে লেখা বেরিয়েছে। ছবি ছাপিয়েছে থাইল্যান্ডের প্লেয়ার চিসিটের। কিন্তু জনকণ্ঠ ছাড়া আর কোনও কাগজ ওর নামে কিছু লেখেনি।

কাল সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে বাফুফের অফিসে যখন দিলু ভাইয়ার সঙ্গে কুশ বসে ছিল, সেই সময় কাগজের একজন সাংবাদিক এসে হাজির। এ-কথা সে-কথার পর দিলু

BanglaBook.org

ভাইয়া কুশকে দেখিয়ে বলেই ফেলেন, "ক্যালকাটা থেইক্যা এই ছেলেডারে আনসি। শিবলি, দেইখেন দারুণ খেলব।"

শিবলি নামের ওই রিপোর্টার তখন কুশকে দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করেছিল। তখনই অবশ্য বাফুফের লোকজন এসে পড়ায় আর কথা এগোয়নি। আজ কুশ দেখল, শিবলিকে ও যা বলেছিল, জনকণ্ঠ কাগজে ঠিক তাই বেরিয়েছে। কাগজটা ও আলাদা করে সরিয়ে রাখল। ঢাকায় আসার সময় রঞ্জুমাসি বলে দিয়েছেন, "ঢাকার কাগজে তোর সম্পর্কে যা বেরোবে, সব কেটে রাখবি। ফেরার সময় সব নিয়ে আসবি। তা'হলে আমরা বুঝতে পারব, তুই ওখানে কেমন খেলেছিস।"

দিলু ভাইয়া সক্কালে উঠে কোথায় যেন বেরিয়ে গিয়েছিলেন। জানলা দিয়ে কুশ দেখেছিল সেটা। পরনে বাড্ডা জাগরণীর ট্র্যাকসুট দেখে এবার ও বুঝতে পারল, উনি জগিং করতে গিয়েছিলেন। টেবলে বসে দিলু ভাইয়া ইত্তেফাক কাগজটা টেনে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই সরিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, "সকালে একটু ওয়ার্ম আপ করেছ? কানন কিন্তু কাল তোমাকে বলে দিয়েছিল।"

কুশ বলল, "হ্যাঁ প্রায় ঘণ্টাখানেক করেছি।"

"গুড। কাল হারুন ভাই এত দেরি করে এল, তোমাকে নিয়ে আর ক্লাবেই যাওয়া হল না। কারও সঙ্গে তোমার পরিচয় হল না। আজ তোমাকে খেলানো নিয়ে কানন একটু আপত্তি তুলেছে। বলছে, দু-চারদিন অন্য প্লেয়ারদের সঙ্গে প্র্যাকটিস না করিয়ে ভাইটাল ম্যাচে নামানো ঠিক হবে না। একটু গোঁয়ার টাইপের মানুষ। দেখি ওকে রাজি করাতে পারি কি না।"

কুশ বলল, "কোচ কিন্তু ঠিক কথাই বলেছেন।"

দিলু ভাইয়া বললেন, "দেখো, ফুটবল মাঠে আমিও বিশটা বছর কাটালাম। আমার কিছু ধারণা আছে। কানন যাই বলুক, তোমাকে আমি নামিয়ে দেব। তুমি কিন্তু মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড থেকো।"

কাল রাতে দিলু ভাইয়ার বাড়িতে আসার পর থেকেই কুশ টেলিফোনে কিছু কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছে, ওকে নিয়ে বাড্ডা জাগরণী ক্লাব কর্তাদের মধ্যে একটু অশান্তি হচ্ছে। কলকাতা থেকে দিলু ভাইয়া ওকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে এসেছেন। অন্যদের সঙ্গে পরামর্শও করেননি। অন্যদের তো আন্দাজ নেই ও কেমন খেলে? তাঁদের আপত্তি থাকা স্বাভাবিক। রাতে দিলু ভাইয়া কাকে যেন ধমক দিলেন, "আমার কথা না শুনলে একডা টাকাও আমি আর ক্লাবরে দিমু না।" দিলু ভাইয়া যে রাগতে পারেন, কুশের বিশ্বাস হচ্ছিল না।

সত্যি কথা বলতে কী, দিলু ভাইয়া যে এত ধনী কুশ কল্পনাও করতে পারেনি। তিনতলা বাড়ি। প্রতিটা ঘরেই চমৎকার সব আসবাবপত্র। বাড়ির সামনে বিরাট লন। চার-পাঁচটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। সবক'টাই বিদেশি। এত বড় বাড়ি, অথচ কাজের লোক ছাড়া আর কাউকে কুশের চোখে পড়েনি কাল রাত থেকে। দিলু ভাইয়া কি একাই থাকেন? প্রশ্নটা সরাসরি করা যায় না। এখনও অতটা হৃদ্যতা হয়নি।

BanglaBook.org

কাকে একটা ফোন করছিলেন। কথা শেষ করে দিলু ভাইয়া বললেন, "তোমাকে ব্রেকফাস্ট দিয়েছে এরা?"

কুশ ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, একটু আগে খেলাম। আপনি?"

"সকালে ফলের রস ছাড়া আমি আর কিছু খাই না। চলো, তা হলে ওঠা যাক।"

রঞ্জুমাসির দেওয়া পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে কুশ ডাইনিং টেবলে বসে ছিল। নিজের পোশাকের দিকে তাকিয়ে ও বলল, "ড্রেসটা কি বদলে আসব?"

"না, না। কারও বাড়িতে যাচ্ছি না। যেখানে যাচ্ছি, তুমি এই পোশাকে গেলে কেউ আপত্তি করবে না। তোমার তো দেখছি স্নান করাও হয়ে গেছে।"

লনের কাছে এসে দিলু ভাইয়া বললেন, "কুশ ভাইয়া কাল রাতে আমি ঘুমোতে পারিনি। খুব টেনশন হচ্ছে। আজকের ম্যাচে কী যে হবে, জানি না। গত একটা সপ্তাহ ধরে এই অবস্থা চলছে। তোমার ভাবীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। সে তিন বেলা ফোন করছে, ক্লাব-ট্লাব ছেড়ে দাও।'

গাড়িতে ওঠার পর কুশ জিজ্ঞেস করল, "আপনার আর কে-কে আছে?"

"এক ছেলে। এক মেয়ে। ছেলেকে লন্ডনে পাঠিয়েছি পড়ার জন্য আর মেয়ে ছোট। এখন ভাবীর সঙ্গে আমার শ্বশুরবাড়িতে আছে। ওখান থেকে রোজ স্কুল যাতায়াত করে। বুঝলে ভাইয়া, ক্লাব করাটা একটা বিশ্রী নেশা। ফ্যামিলি, বিজনেস কিছুই ভাল করে দেখতে পারি না ফুটবল সিজনে। অনেক টাকা লস হয়ে যায়।"

"তা হলে কেন ক্লাব করেন?"

"ওই যে বললাম একটা নেশা।" গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিলু ভাইয়া বললেন, "খুব ছোটবেলায় আমার ইচ্ছে ছিল, ফুটবলার হব। আমরা তখন থাকতাম উত্তর বাড্ডা বলে একটা জায়গায়। আমরা একটা ছোট ক্লাবও করেছিলাম। জাগরণী সংসদ। দশ-বারোজন মিলে চালাতাম।'

"মানে...এখন যে ক্লাবে আমি খেলতে এসেছি?"

"হ্যাঁ এটাই। কিন্তু ক্লাবের সঙ্গে বেশিদিন অ্যাকটিভলি থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। আব্বা আমায় পাঠিয়ে দিলেন লন্ডনে। কেমিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। তা পড়ে ফিরে আসার পর উনি বললেন, আমি আর এত বড় বিজনেস সামলাতে পারছি না। তুমি আমাকে সাহায্য করো। বলে আমাকে ফ্যাক্টরিতে বসিয়ে দিলেন। ব্যস, ফুটবলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রইল না। বছর সাত-আট আগে হঠাৎ একদিন আমার ছোটবেলায় এক বন্ধু এসে হাজির। কী ব্যাপার, না জাগরণী সংসদ ফার্স্ট ডিভিশনে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। কিছু টাকা দে।"

"টাকা দিলেন?"

"দিলাম। লাখ তিনেক। তা, সত্যিই আমাদের ক্লাব ফার্স্ট ডিভিশনে উঠে গেল। তখন ওরা একটা ফাংশান করল। সেখানে গিয়ে আমার চোখ খুলে গেল। উরিব্বাস, কে নেই। মিনিস্টার থেকে শুরু করে কালচারাল ওয়ার্ল্ডের অনেকেই দেখলাম ফাংশানে হাজির।

BanglaBook.org

ছোটবেলায় আমার সঙ্গে খুব রেষারেষি ছিল মামুন বলে একটা ছেলের। সে ব্যাটা মোহামেডান ক্লাবের কর্তা হয়েছে। তাকে তুমি দেখেছ। আরে, প্লেনে যে আমার কাছে এসে বারফাট্টাই মারছিল। সেই মামুনকে দেখলাম সবাই খাতির করছে ফাংশানে। সেদিন ভাবলাম, বাড্ডা ক্লাবের সঙ্গে যদি আমি যুক্ত হই, তা হলে তো লোকে আমাকেও খাতির করবে। কত টাকা আর গচ্চা যাবে? বছরে দশ-বারো লাখ? সে না হয় দেওয়া যাবে। কিন্তু তার তিনগুণ প্রেস্টিজ পাওয়া যাবে। এই আমার মাথায় নেশাটা ঢুকে গেল।"

রাস্তায় ট্র্যাফিক সিগনাল। কথা বলতে-বলতেই গাড়ি থামালেন দিলু ভাইয়া। বাঁ দিকে বিরাট একটা ক্যাম্পাস। বাইরে লেখা এঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি। প্রচুর ছেলেমেয়ের ভিড়। ঢাকায় এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ আছে। তা সত্ত্বেও, দিলু ভাইয়া পড়ার জন্য বিদেশে গেলেন কেন? নিজের ছেলেকেও উনি লন্ডনে পাঠিয়েছেন। তা হলে এই ইউনিভার্সিটিতে পড়ে কারা? কয়েকটা প্রশ্ন ওর মনে এসেই আবার মিলিয়ে গেল। না, এই প্রশ্নগুলো করা উচিত হবে না।

ফের গাড়ি চালাতে চালাতে দিলু ভাইয়া বললেন, "তারপর কী হল শোনো কুশ। সেবার প্লেয়ার ট্রান্সফারের টাইম। বাদল বলে একটা ছেলেকে আমরা নেব ঠিক করলাম। টাকাপয়সা সব দেওয়া হয়ে গেল। ছেলেটা যেদিন আমাদের ক্লাবে সই করবে, সেদিন হাওয়া। শুনলাম, মামুন আরও বেশি টাকা দিয়ে ওকে মোহামেডানে নিয়ে গেছে। শুনে আমার জেদ চেপে গেল। বললাম, মামুনের চেয়েও আমি বেশি টাকা দেব। বাদলকে আমার চাই।"

"ছেলেটাকে নিলেন?"

"হ্যাঁ। শুধু বাদলকেই না। মোহামেডান আলফাজ বলে একটা প্লেয়ারকে ওদের ডেরায় নিয়ে গিয়েছিল। তাকেও বেশি টাকা দিয়ে তুলে আনলাম। "

"মামুনসাহেব কিছু করলেন না?"

"ফোনে আমাকে একটু ভয়টয় দেখাল। কিন্তু আমি বললাম, রেষারেষি তো আপনেই শুরু করলেন। যাই হোক, সেবার টিমটা ভাল হল। খুব ভালও খেলল। ক্যালকাটায় খেলতে গেল আই এফ এ শিল্ডে। সেই যে ক্লাবে ঢুকলাম, আর বেরোতেই পারলাম না। তবে এখন আর টেনশন নিতে পারছি না। এবার টিমটাকে সেভ করে দিই। তারপর ক্লাব করা ছেড়ে দেব।"

ফের গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। রাস্তায় বিরাট জ্যাম। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কুশ দেখল লম্বা রাস্তায় প্রচুর রিকশা। বহরমপুর শহরেও অনেক সাইকেল রিকশা। কিন্তু এই রিকশাগুলোর মতো এত সাজানো না। গায়ে রঙিন ছবি, ঝালর, কত কী। বসার সিটটা একটু নিচু। ও অবাক হয়েই রিকশাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

"কী দেখছ কুশ ভাইয়া? রিকশা? আমাদের ঢাকা মহানগরীতে যত রিকশা, তোমার বহরমপুর শহরে তত মানুষ নেই।" দিলু ভাইয়া হাসতে হাসতে বললেন।

BanglaBook.org

কুশ জিজ্ঞেস করল, "কত রিকশা হবে?"

"লাখ দশেক। এই রিকশা-র জন্য পুরনো ঢাকায় গাড়ি চালানো যায় না। আমি তো আসতেই চাই না। আমাদের এখানে হয় গাড়ি, না হয় রিকশা। মাঝামাঝি তেমন কিছু নেই। আগে গাড়ি দেখলে রিকশা সরে যেত। এখন রিকশা দেখলে আমরা সরে যাই। এমন অবস্থা। এই রাস্তায় না ঢুকে বক্সিবাজার দিয়ে গেলেই ভাল হত।"

কথাগুলো বলেই দিলু ভাইয়া একবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইস, প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। তোমার জন্য একজনকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। শোনো, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি একবার আমার গারমেন্টস ফ্যাক্টরিতে যাব। তুমি বাড়ি ফিরে লাঞ্চ করে নেবে। খেলা চারটেয়। ক্লাবের ছেলেরা তোমাকে স্টেডিয়ামে নিয়ে যাবে বেলা আড়াইটায়।"

সামনের রিকশাগুলো চলতে আরম্ভ করেছে। দিলু ভাইয়া খুব দক্ষ ড্রাইভারের মতো একটু জায়গার মধ্যে গাড়ি ঘুরিয়ে অন্য রাস্তা ধরলেন। তারপর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বহুদিনের পুরনো একটা বাগানবাড়ির সামনে এসে গাড়িটা দাঁড় করালেন। দরজা খুলে নেমেই কুশ দেখল, বিরাট একটা কোলাপসিবল গেট। তার ওপরে সাইনবোর্ডে লেখা 'শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির'। এটা তা হলে ঢাকেশ্বরী। কুশের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল।

দিলু ভাইয়াকে দেখে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। এই ভদ্রলোক বোধ হয় অপেক্ষা করছিলেন ওদের জন্য। তাকে দিলু ভাইয়া বললেন, "চকোত্তিদা, এই ছেলেটার কথাই আপনেরে কইছিলাম। আইজ খেলতে নামব। যান, পূজা দিয়া দেন, য্যান ভাল খেলে।"

আর দু-একটা কথা বলে দিলু ভাইয়া চলে গেলেন। চক্কোত্তিদার সঙ্গে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে কুশের অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল। জীবনের সব কিছুই কি আগে থেকে নির্দিষ্ট করা থাকে? ও যে ঢাকায় আসবে এবং ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আসবে, সেটা আগে থেকে কী করে বলল সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির ওই মেয়েটা? ওই মন্দিরের জগুবাবু বলেছিলেন, তোর আর বহরমপুরে ফেরা হবে না রে। সত্যিই তো, ও আর বহরমপুরে যাওয়ার সুযোগই পেল না। রঞ্জুমাসির সঙ্গে ওকে কলকাতায় চলে আসতে হল।

চক্কোত্তিদা মানুষটাকে কুশের খুব ভাল লেগে গেল। দিলু খোন্দকারেরই বয়সী। গেটের ভেতরে পা দিয়েই উনি বললেন, "ঠিক এগারোটায় পুজো দেব। ভাল টাইম। এখনও মিনিট দশেক বাকি আছে। চলো, তার আগে মন্দিরটা তোমাকে ঘুরে ঘুরে দেখাই। এখানকার মা খুব জাগ্রত। তুমি যা প্রার্থনা করবে, মা তোমাকে তা পূরণ করে দেবেন।"

ঠাকুর-দেবতায় কুশের অত ভক্তি নেই। কোনওদিন ঠাকুরের কাছে ও কিছু চায়ওনি। মা অনেক পুজো-আচ্চা করত। উপোস করত ওর ভালর জন্য। কিন্তু ভাল কিছু হয়নি। উলটে উপোস করে করে মায়ের পেটে অসুখ হয়ে গিয়েছিল। বহরমপুরে দিদিও শনি আর মঙ্গলবার মহাকালীর মন্দিরে যায়। পুজো দিয়ে আসে। তাতে অবশ্য দিদির দুঃখ

BanglaBook.org

ঘোচেনি। শ্বশুরবাড়িতে দিদি খুব অনাদরে আছে। আচ্ছা, ঠাকুর বলে সত্যিই কি কিছু আছে? কে জানে?

ঢাকেশ্বরী মন্দিরটা যে এত বড়, কুশ কল্পনাও করতে পারেনি। ভেতরে বাগান। তাতে বসার জায়গা আছে। একটা ছোট ঘরের সামনে লেখা, হিন্দু কল্যাণ পরিষদ। সেখানে ঢুকে চক্কোত্তিদা কার সঙ্গে কথা বলে যেন বেরিয়ে এলেন। তারপর বললেন, "তোমার পুজোটা আলাদাভাবে দেব। তাই বলে এলাম। তুমি কি দিলুর বাড়িতে আছ?"

"হ্যাঁ। আপনি কোথায় থাকেন?"

"গুলশন বলে একটা জায়গায়। আগে দিলু আর আমরা একই পাড়ায় থাকতাম। বাড্ডা। আমাদের বন্ধুত্ব একেবারে ছোটবেলা থেকে। আমি ফুটবল খেলতাম। আবাহনী ক্লাবে এক বছর খেলেছি। আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তোমাদের ওখানে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে গিয়েছিলাম বনগাঁ, অশোকনগর আর হাবড়াতে। তখন আমার বয়স ছিল ঠিক তোমার মতো।"

"আপনি কি বাড্ডা জাগরণীর অফিশিয়াল?"

"এগজিকিউটিভ কমিটিতে আছি। খেলা থাকলে দেখতে যাই। তোমাকে নিয়ে আসার কথা অনেকদিন আগেই আমাকে বলেছিল দিলু। হয়তো তোমাকে সেকেন্ড হাফে আজ নামাবে। তোমাকে কয়েকটা টিপ্‌স দিয়ে রাখি। বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের মাঠের ঘাস কিন্তু একটু মোটা। ক্যালকাটা মাঠের মতো না। পাস দেওয়ার সময় একটু খেয়াল রাখবে। বলটা একটু জোরে পুশ করবে।'

ঢাকায় আসার পর থেকে কুশ ঠিক এই ধরনের পরামর্শই চাইছিল কারও কাছ থেকে। চক্কোত্তিদাকে ওর এই কারণেই আরও ভাল লেগে গেল। ও জিজ্ঞেস করল, "আমার সঙ্গে যারা খেলবে, তারা কেমন?"

"মাঝমাঠে আশাদ বলে একটা ছেলে আছে। ভাল বল বাড়ায়। তোমাকে একটা কথা বলে দিই। তোমার বয়স খুবই অল্প। তবুও তোমার বুঝে নেওয়া দরকার। সব টিমেই একটু-আধটু পলিটিকস্ হয়। তোমাকে বাইরে থেকে দিলু নিয়ে এসেছে। এটা প্লেয়ারদের অনেকেরই পছন্দ হয়নি। যাকে বসতে হবে, সে-ই ঝঞ্ঝাট পাকাবে। সেটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে। চান্স পেলে এমন খেলবে, যাতে কেউ কিছু আর বলতে না পারে। এখানে পাবলিক গোল চায়। আর কিছু চায় না। বুঝলে?"

কুশ মনে মনে হাসল। এই সমস্যা তো সব ক্লাবের সব টিমের। পাত্তা না দিয়ে ও বলল, "মোহামেডান টিমের ডিফেন্স কেমন চক্কোত্তিদা?"

"একটা ছেলে খুব অভিজ্ঞ। তার নাম হামিদ। কিন্তু ওর একটা দুর্বলতা আছে। একটু তাড়াতাড়ি ট্যাক্‌ল করে। মানে, ট্যাক্‌ল করলে একেবারে কমিট করে ফেলে। তিন নম্বর জার্সি। মনে রেখো। তোমাকে চালাকি করতে হবে। ওকে একটু দেরিতে ড্রিব্‌ল করবে। কী বলছি বুঝতে পারছ? ও ট্যাক্‌ল করার আগেই ডজ করবে। মোহামেডানের অন্য স্টপার হল আজিজি। ইরানের প্লেয়ার। হেড খুব ভাল। ওর সঙ্গে লাফালাফিতে যেও

BanglaBook.org

না। ভীষণ কনুই চালায়। গ্রাউন্ডে ওকে বিট করার চেষ্টা কোরো।"

চিন্ময়সার ঠিক এইভাবেই ফুটবলের খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দিতেন। কুশ বলল, "আপনার সঙ্গে কথা বলে অনেক কিছু জানা গেল। মোহামেডানের গোলকিপার সম্পর্কে আমাকে কিছু টিপ্‌স দিন।"

"ওকে ফার কর্নার অব দ্য নেট শট নেবে। আমি তোমাকে খুব সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। মনে করো, তুমি পেনাল্টি বক্সের মধ্যে বিরাট একটা ঘড়ি রেখেছ। গোলপোস্টের ঠিক মাঝখানে যার কাঁটা ঠিক বারোটায়। তা হলে কী দাঁড়াবে, গোলকিপারের ডান দিকের পোস্টের নীচে থাকবে এগারোর ঘরটা। আর বাঁ দিকের পোস্টে একটার ঘর। তোমাকে ওই এগারো আর একটা-র ঘর দিয়ে গোল করতে হবে। বুঝতে পারলে কিছু? না পারলে, বলো।"

কুশ বলল, "না না। আর বলতে হবে না। টার্গেটটা করতে হবে পোস্টের কোণ ঘেঁষে। আমি বুঝে গেছি।"

"ভেরি গুড। তা হলে চলো, এইবার মাকে দর্শন করে আসি।" হাঁটতে হাঁটতে চক্কোত্তিদার সঙ্গে কুশ মূল মন্দিরের সিঁড়ির কাছে এল। বেশ ভিড়। পুজো দেওয়ার জন্য বিরাট লাইন পড়েছে। চক্কোত্তিদা বললেন, "আজ অমাবস্যা। তাই ভিড় একটু বেশি।"

অমাবস্যা কথাটা শুনেই কুশের মনে পড়ল হিলির সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের সেই মেয়েটাকে। ও বলেছিল বটে, আগামী অমাবস্যাতে তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। কুশ এদিক-ওদিক তাকাল, যদি মেয়েটাকে দেখা যায়। কিন্তু আট-নয় বছর বয়সী কোনও মেয়েকে ওর চোখে পড়ল না।

চক্কোত্তিদার সঙ্গে মূল মন্দিরের ভেতরে ঢুকে কুশ দেখল, দুর্গামূর্তি। চোখ বুজে ও প্রার্থনা করল, বিকেলে যদি খেলার সুযোগ পায়, তা হলে যেন ভাল খেলতে পারে। ভেতরে পুজোর আয়োজন করছেন পুরোহিত। তাঁকে চক্কোত্তিদা বললেন, "এই পোলাটা আমাগো ক্লাবে খেলতে আইসে হ্যারে মায়ের আশীর্বাদ দেন।"

একটা ডালায় প্রসাদী ফুল আর সিঁদুর নিয়ে পুরোহিতমশাই সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর কুশের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বললেন, "মায়ের আশীর্বাদ হ্যার লাগব না চক্কোত্তি। হ্যায় আশীর্বাদ লইয়া জন্মাইসে।" কথাগুলো বলতে-বলতেই পুরোহিতমশাই সিঁদুরের টিপ লাগিয়ে দিলেন কুশের কপালে।

কুশ জিজ্ঞেস করল, "আমরা পুজো দেব না?"

"তোমার খুব ইচ্ছে করছে বুঝি? অনেক সময় লাগবে কিন্তু।"

"লাগুক। পুজো দিয়ে তবে যাব।"

"তা হলে তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি ডালা কিনে আনি। ইচ্ছে করলে তুমি এদিক-ওদিক ঘুরেও দেখতে পারো।'

কথাগুলো বলেই চক্কোত্তিদা হনহন করে উত্তরদিকে চলে গেলেন। কুশ মন্দিরের দিকে ভাল করে তাকাল। আর কয়েক সপ্তাহ পরেই দুর্গাপুজো। সম্ভবত সেই কারণেই মন্দিরে

BanglaBook.org

নতুন রং করানো হয়েছে। হলুদ রঙের ওপর লাল বর্ডার। জানলা-দরজায় লোহার গ্রিল। অনেকটা বহরমপুরের মহাকালীর মন্দিরের মতো। বেশ বোঝা যায়, মন্দিরটা বহু বছরের পুরনো। চিন্ময়সার একবার বলেছিলেন, কোন মন্দির কত পুরনো সেটা বোঝা যায় গাছগাছালি দেখলে। কথাটা মনে পড়ায় কুশ বাগানের বড় গাছগুলির দিকে তাকাল। বেশ মোটা-মোটা গুঁড়ি। কিন্তু তা দেখে গাছের বয়স মাপা কি সম্ভব?

মন্দিরের আশপাশটা ঘুরে-ঘুরে ও দেখতে লাগল। একদিকে লাল সিমেন্ট বাঁধানো একটা জায়গা। তার মাঝখানে হাড়িকাঠ। সিঁদুর দিয়ে মাখানো বলে লাল রংটা আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। কুশ অবাক হয়ে জায়গাটার দিকে তাকিয়ে রইল। মন্দিরে তা হলে বলিও দেওয়া হয়। বলি জিনিসটা ওর একদম ভাল লাগে না। বিষ্টুপুরের কালীবাড়িতে ও একবার বলি দেখেছিল। তারপর থেকে বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে।

"এই তুমি এখানে?"

হঠাৎ পিঠে কার হাত। কুশ চমকে উঠল। দিকপতি। হিলির সীমান্ত শিখা ক্লাবের সেই প্রেসিডেন্ট। এখানে কী করছেন? ও পালটা জিজ্ঞেস করল, "আপনি এখানে?"

"ব্যবসার কাজে। তা, তুমি কার সঙ্গে এলে?"

দু-চার কথায় কুশ সব বলার পর দিকপতি বললেন, "সত্যি, পৃথিবীটা গোল। দ্যাখো, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে গেল। যতবার ঢাকায় আসি, একবার না একবার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে আমি আসবই। এখানকার মা খুব জাগ্রত। আমাকে অনেক বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন।"

"যেমন?"

"আরে, একবার খুব বন্যা হল। বাঁধ ভেঙে রাস্তায় জল উঠে এল। জলের তোড়ে আমার মালভর্তি পাঁচটা ট্রাক কাঁচামাল সমেত ভেসে গিয়েছিল। জিনিসপত্র সব নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। খবরটা হিলিতে পেয়ে আমি মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলাম। ব্যবসা লাটে উঠে যেত। মানত করলাম ঢাকেশ্বরী মায়ের কাছে। আশ্চর্যের কথা কী জানো? পাঁচদিন বাদে বন্যার জল নেমে যাওয়ার পরও আমার ট্রাকের জিনিসপত্র অবিকৃত ছিল। ভাল কথা, তোমার পুজো দেওয়া কি হয়ে গেছে? তা হলে চলো, কিছু খাওয়াদাওয়া করা যাক। সকাল থেকে কাউকে পাচ্ছি না, যার সঙ্গে বসে লাঞ্চ করা যায়।"

কথাটা শুনে কুশের খুব হাসি পেয়ে গেল। ও বলল, "আজ না। বিকেলে খেলা আছে। আজ অল্প লাঞ্চ।"

কাছেই সিমেন্ট বাঁধানো একটা বসার জায়গা। সেখানে বসে দিকপতি বললেন, "বিকেলে তোমার খেলা কোন মাঠে, কুশ?"

"বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে।"

"ওহ, বায়তুল মোকক্কারমের কাছে। ঠিক আছে, আমি যাব।" কথা বলতে-বলতেই দিকপতি একটু অস্বস্তিতে। একটু দূরে দাঁড়ানো একটা আট-ন' বছরের মেয়ে। ময়লা শাড়ি, চুলে জট। তার দিকে তাকিয়ে দিকপতি বললেন, "ওই যে মেয়েটাকে দেখছ, সকাল

BanglaBook.org

থেকে আমায় জ্বালিয়ে মারল। খালি এসে বলছে, আমার খিদে পেয়েছে। টাকা দিতে গেলাম। নিল না। কী প্রবলেম বলো তো?"

মেয়েটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছে, ওকে নিয়ে কথা হচ্ছে। ধীর পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল। মুখে মিটিমিটি হাসি। মুখটার দিকে তাকিয়েই কুশ চমকে উঠল। আরে, এই তো সেই মেয়েটা। যাকে ও সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে দেখেছিল। মেয়েটাকে দেখেই ওর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

ঠিক সেই সময় চক্কোত্তিদা হন্তদন্ত হয়ে সামনে এসে বললেন, "চলো কুশ, তোমার পুজোটা দিয়ে আসি।"

মন্দিরের দিকে পা বাড়াতেই বিপত্তি। হঠাৎ চক্কোত্তির হাত থেকে পুজোর ডালাটা কেড়ে নিয়ে মেয়েটা মন্দিরের পেছনের দিকে দৌড় লাগাল।

১৯

বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের কাছে এসে কুশের পা থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। এত লোক! মোহামেডান ক্লাবের এত সাপোর্টার? বাইরের দিকে প্রচুর দোকান। সেই দোকানগুলোর সামনে লোক গিজগিজ করছে। বাসে করে ওদের টিম গেটের সামনে নামামাত্রই কিছু লোক বিদ্রূপ করল, "খেলতে আইছস ক্যান? দশ গোল খাইয়া তো বাড্ডা ফিইরা যাইবি।"

এত লোকের মাঝে কুশ কোনওদিন খেলেনি। ওর ম্যাচে সবচেয়ে বেশি লোক হয়েছিল হিলিতে। সেদিন ও একদম ভয়টয় পায়নি। উলটে, মনের আনন্দে খেলছিল। সে খেলাটা ছিল সমবয়সীদের মধ্যে। আজকের ম্যাচের সঙ্গে স্কুলের ম্যাচের কোনও তুলনা করাই উচিত না। এটা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। মনে সাহস আনার জন্য পকেটে রাখা তারাটাকে ও মুঠোর মধ্যে ধরল।

দুপুরে চক্কোত্তিদা যখন ওকে দিলুভাইয়ার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যান, তখন কুশ একটু ঘোরের মধ্যে। সত্যিই সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের সেই মেয়েটার সঙ্গে ওর দেখা হল! দু'বার ওর পুজো দেওয়া হল না। পুজোর ডালা কেড়ে নেওয়ার পর চক্কোত্তিদা খুব রেগে গিয়েছিলেন মেয়েটার ওপর। মন্দির থেকে বের করে দেওয়ার জন্য পেছন পেছন দৌড়েও ছিলেন। কিন্তু পারেননি। মেয়েটা হঠাৎ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল!

জীবনে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল আজ কুশের। বললে কেউ বিশ্বাসই করবে না। আর কাকেই বা বলবে ও? রঞ্জুমাসি ঠাকুর-দেবতায় খুব একটা বিশ্বাস করেন না। সল্টলেকে মাসির বাড়িতে ঠাকুর-দেবতার কোনও ছবি পর্যন্ত নেই। মা খুব বিশ্বাস করতেন। দিদিও। এই ম্যাচটা যদি ও বহরমপুরে খেলত, তা হলে সকালে বিষ্টুপুরের কালীবাড়ি গিয়ে ঠাকুরমশায়ের কাছ থেকে মায়ের ফুল নিয়ে এসে আগে ওর মাথায় ছুঁইয়ে দিয়ে বিড়বিড় করে কীসব বলতেন।

BanglaBook.org

বাড্ডা জাগরণীর অন্য প্লেয়ারদের সঙ্গে বাসে করে আসার সময় নকিব বলে একটা ছেলে কুশের সঙ্গে টুকটাক কথা বলছিল। বাকিরা খুব গম্ভীর। দেখেই মনে হচ্ছে, ওরা প্রচণ্ড টেনশনে। আরে বাবা, এত টেনশনের কী আছে? হোক না টিমটা মোহামেডান। অ্যাস্টন ভিলার মতো টিমও তো অনেক সময় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে হারিয়ে দেয়। হারার আগে হার মেনে নেওয়ার কোনও যুক্তি আছে? টেনশন কাটানোর জন্য চিন্ময়সার খুব ভাল একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। ন্যাপলা বলে ক্লাস নাইনের একটা ছেলেকে টিমের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সে প্রচণ্ড হাসির কথা বলত। শুনে সবাই খুব হাসত। ব্যস, কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেত কেউ টের পেত না।

বাড্ডার কোচ কাননভাই একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। অন্তত কুশের তাই মনে হচ্ছে। একটু রেগেও আছেন। কেননা, চোদ্দোজনের বেশি প্লেয়ার আসেনি, নকিব বলল, কোনও-কোনও সময় এমনও হয়, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে খেলা থাকলে অনেকে সরাসরি স্টেডিয়ামে চলে আসে। কিন্তু স্টেডিয়ামে এখনও কেউ আসেনি। দিলুভাইয়া গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চক্কোত্তিদা গজগজ করে কাননভাইকে একবার বললেন, "ডরে পলাইল, বুঝল কানন! বেশি গোলে টিম যদি হারে, হালাগো দর কইম্যা যাইব, হেই ডরে।"

ড্রেসিং রুমের দেওয়ালে একটা ঘড়ি আছে। কুশ দেখল, প্রায় সোয়া তিনটে বাজে। এখানে ক'টায় খেলা আরম্ভ কে জানে? কোচের গম্ভীর মুখ দেখে প্লেয়াররাও চুপ করে বসে। হঠাৎ নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কাননভাই বললেন, "হগলে ড্রেস কইর‍্যা ফ্যালো। গেট রেডি ফর ওয়ার্ম আপ।"

সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক নম্বর দেখে দেখে জার্সি দিতে শুরু করল প্লেয়ারদের। লোকটা বোধহয় জানে না, ও খেলতে এসেছে। ওকে জার্সি না দিয়েই চলে গেল। কুশ বুঝতে পারল না, ও কী করবে। ড্রেসিং রুমে যারা আছে, একমাত্র নকিব ছাড়া তাদের কারও সঙ্গে ওর পরিচয় নেই। ও নকিবের দিকে তাকিয়ে দেখল। মন দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধছে। কাননভাই কার সঙ্গে যেন কথা বলায় ব্যস্ত। কুশ তাই চুপ করে বসে রইল।

হঠাৎই ওর মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, "হতাশ হয়ে পড়ো না কুশ। আজ কিন্তু তুমি খেলবে।"

ড্রেসিং রুম হঠাৎই জেগে উঠেছে। বাড্ডা জাগরণীর জার্সিটা চমৎকার। বেশ ঝলমলে। অনেকেই জার্সি পরে ফেলেছে। তাদের মধ্যে কে আর্শাদ, কুশ আন্দাজ করতে লাগল। সকালে চক্কোত্তিদা বলেছিলেন, এই আর্শাদ ছেলেটা নাকি মাঝমাঠ থেকে খুব ভাল বল বাড়ায়। ছ'নম্বর জার্সি পরা ছেলেটা একটু বেঁটে। সাত নম্বর মাঝারি হাইটের। মাঝমাঠের প্লেয়াররা সাধারণত এইসব নম্বর জার্সি পরে খেলে। আবার নাও হতে পারে। কুশ দেখল, একজনের জার্সি নম্বর উনত্রিশ। একজনের একুশ। ও যদি খেলার সুযোগ পায়, তা হলে কত নম্বর জার্সি পাবে, চেয়ারে বসে কুশ সেটা ভাবতে লাগল। ওর পছন্দ দশ। কিন্তু সিজনের শুরুতে কেউ না কেউ দশ নম্বর জার্সিটা পেয়ে গেছে। এখন ও সেটা পাবে কী করে?

BanglaBook.org

ড্রেস করে সবাই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়ে গেল। দিলু ভাইয়ার কোনও পাত্তা নেই। চক্কোত্তিদাও ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে গেছেন। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নাকি আজ খেলা দেখতে আসবেন। চক্কোত্তিদা তাই তাঁকে ভি আই পি বক্সে বসানোর ব্যবস্থা করতে গেছেন। কুশ খুব অসহায় বোধ করল। আরও দু'একদিন আগে ওর এখানে আসা উচিত ছিল। কাননভাই ওর খেলা দেখারই সুযোগ পেলেন না। নামাবেন কোন ভরসায়? কুশ নিজে কোনও প্লেয়ারকে চেনে না। কে কীরকম খেলে জানে না। ও-ই বা ভাল খেলবে কী করে?

হঠাৎই স্টেডিয়ামের ভেতর থেকে বিরাট শব্দ ভেসে এল। কে একজন তখন বললেন, "মোহামেডান টিম ওয়ার্ম আপ করতে নামছে। চলেন, আমরা যাই।"

কথা শুনে কুশ একটু অবাকই হল। এখানে টিমগুলো খেলতে নামার আগে তা হলে মাঠের ভেতর ঢুকে এক দফা গা ঘামিয়ে নেয়? একেবারে বিশ্বকাপের মতো সিস্টেম। গেল বিশ্বকাপের সময় চিন্ময়সার কারণটা ব্যাখ্যা করেছিলেন। "মাঠে ওয়ার্ম আপ করে নেওয়াই সব থেকে ভাল, বুঝলি! কেন বল তো?" তখন সারের সঙ্গে ওরা তিন-চারজন বসে। উত্তরটা কেউ দিতে পারেনি।

সবার মুখের দিকে তাকিয়ে সার তখন বলেন, "যে টেম্পারেচারে খেলতে হবে, শরীরকে তাতে সইয়ে নেওয়া যায়। আমাদের ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান এখনও তাঁবুর মধ্যে ওয়ার্ম আপ করে। তাঁবুর ভেতর প্রচণ্ড গরম। ওয়ার্ম আপ করার সময়ই প্রচুর ফ্লুইড শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তার মানে খেলার আগেই এনার্জি লস। বিদেশের টিমগুলো কখনও এটা করে না।"

কাননভাই টিম নিয়ে বেরনোর সময় ড্রেসিংরুমে এলেন দিলু ভাই। কুশের দিকে তাকিয়েই বললেন, "এ কী! তোমাকে এরা ড্রেস দেয়নি? আজিজ...এই আজিজ...দশ নম্বর জার্সিডা হ্যারে দাও। হেইডা পইরা কুশভাইয়া ওয়ার্ম আপ করব।"

কাননভাই ভ্রূ কুঁচকে দিলু খোন্দকরের দিকে তাকালেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। যে লোকটা সব প্লেয়ারকে জার্সি দিচ্ছিল, তার নামই আজিজ। সে দশ নম্বর জার্সি, শর্টস আর হোস এগিয়ে দিতেই কুশ ফের চেয়ারে বসে পড়ল। ওকে ফেলে সবাই ড্রেসিং রুম ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। খেলা শুরু হতে আর মাত্র পঁচিশ মিনিট। এত অল্প সময়ের মধ্যে ওয়ার্ম আপ করে, ফিরে এসে আবার মাঠে নামতে হবে। কুশের জন্য কেন অন্যরা অপেক্ষা করবে?

খেয়াল ছিল না, ড্রেস করার পর কুশ দেখল ড্রেসিং রুমে ও একা। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ভয় ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এ ও কোথায় খেলতে এসেছে? চিন্ময়সারের মুখটা ওর মনের মধ্যে একবার উদয় হয়েই মিলিয়ে গেল। কিট ব্যাগের ভেতর নিজের জামা-প্যান্ট ঢুকিয়ে রাখার ফাঁকে ওর মনে হল, সার কাছে থাকা আর না-থাকার মধ্যে কত তফাত। জীবনে এই প্রথম ও একটা ম্যাচ খেলতে যাচ্ছে, যেখানে চিন্ময়সার নেই। সাহস দেওয়ারও কেউ নেই। নার্ভাস হয়েই ও বাইরে বেরিয়ে এল।

BanglaBook.org

আর তখনই গ্যালারির ভয়ঙ্কর গর্জন ওর কানে আছড়ে পড়ল। কোনও দিকে না তাকিয়ে কুশ মাঠের ভেতর গিয়ে অন্যদের সঙ্গে ওয়ার্ম আপ করতে লাগল। ওকে নিয়ে মাত্র চোদ্দজন প্লেয়ার। তার মধ্যে দু'জন গোলকিপার। যদি কোনও কারণে বদলি প্লেয়ারকে নামাতে হয়, তা হলে কুশ সুযোগ পেলেও পেতে পারে। গা ঘামানোর ফাঁকে ও উলটো দিকে একবার তাকাল। মোহামেডান টিমের প্লেয়াররা এখন বল নিয়ে প্র্যাকটিস করছে। ওদের জার্সির রং সাদা-কালো। কলকাতার মহমেডান ক্লাবের মতোই। কুড়ি-বাইশ জন প্লেয়ারের মাঝেও চিসিটকে দেখে কুশ চিনতে পারল।

মিনিট কুড়ি ওয়ার্ম আপ করার পর কুশ দরদর করে ঘামতে লাগল। ঢাকায় বেশ গরম। স্টেডিয়ামে ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা আছে। রাতে খেলা হলে ভাল হত। মাঠে ঘাসের দিকে তাকিয়ে ও বুঝতে পারল, চক্কোত্তিদা ঠিকই বলেছিলেন। মোটা ঘাস। তবে ওর অসুবিধে হবে না। বহরমপুরের মাঠেও এরকম ঘাস, এইসব মাঠে একটু জোরে বল পুশ করতে হবে।

ওয়ার্ম আপ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কাননভাই রিজার্ভ বেঞ্চের সামনে সবাইকে ডেকে বললেন, "কাল প্র্যাকটিসে যা কইসি, মনে আসে? অ্যাটাকে ওনলি ওয়ান ম্যান। বাকিরা ডিফেন্স করবা। ফার্স্ট হাফে গোল খাওয়া চলব না। বল পাইলেই ক্লিয়ার কইরা দিবা। বাদল, তুমি অগো নতুন প্লেয়ারডারে ম্যান মার্কিং করবা। হেয় যেহানে যাইব, তুমি হারে ছাড়বো না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?"

...খেলা শুরু হয়ে গেল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই কুশ বুঝতে পারল, ওর টিম বেশিক্ষণ মোহামেডানকে আটকে রাখতে পারবে না। বাড্ডার পুরো দলটাই বক্সের ভেতর নেমে এল। যে যেখানে পারছে বল ক্লিয়ার করে দিচ্ছে। বল ধরে খেলার ইচ্ছে কারও নেই। কাননভাই টেকনিক্যাল এরিয়ায় দাঁড়িয়ে ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছেন। রিজার্ভ বেঞ্চে ও ছাড়া আর মাত্র দু'জন প্লেয়ার। তাদের একজনকে কুশ জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের এই টিমটাই কি রেগুলার খেলে?"

"না। তিনজনই নাই। কাননভাই এমন বকাবকি করসে, তারা আর আসে না।"

গোলকিপারের জার্সি পরে যে বসেছিল, সে বলল, "হ্যারা আইলেও কিসু করতে পারত না। আমাগো টিমে একজন ভাল স্ট্রাইকার থাকলে আইজ এই অবস্থা হইত না।"

"বাবুলভাই, আপনে ঠিক কইসেন।"

"দিলুভাইরে কয়দিন কইসি, স্ট্রাইকার আনেন, স্ট্রাইকার আনেন। কানেই দেয় না।"

"এই ম্যাচ হারলে আমরা শ্যাষ হইয়া যামু। একেরে রেলিগেশন।"

"রুমি দ্যাখেন, দ্যাখেন, মিন্টুভাই ননসেন্সের মতো খেলতাসে। ব্যাক হেড কইরা গোল খাওয়াইতাসিল। জামান বাঁচাইয়া দিসে।"

কুশের চোখ মাঠের দিকে। কিন্তু কান খোলা। কথা শুনছে দু'জনের। গোলকিপারের নাম বাবুল। অন্যজন রুমি। রাগ ফুটে বেরোচ্ছে দু'জনের কথাবার্তায়। সেইসঙ্গে আক্ষেপ।

BanglaBook.org

কুশ একটু ইতস্তত করেই জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কি অনেকদিন ধরে এই টিমে আছেন?"

"আমি আর আর্শাদভাই এই সিজ্‌নে আইসি। মুক্তিযোদ্ধায় ছিলাম। বাবুলভাই পুরানা প্লেয়ার।"

চক্কোত্তিদার মুখে আর্শাদের নাম শুনেছে কুশ। ও জিজ্ঞেস করল, "আর্শাদ কত নম্বর জার্সি পরে খেলছে।"

"সাত নম্বর। এই টিমে একজনই তো প্লেয়ার। আমাগো ন্যাশনাল টিমেও খেলছে। অরে নিয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গল অফিশিয়ালরা আইসিল। যায় নাই।"

কুশ আর্শাদের দিকে নজর দিল। সত্যিই বল ধরে খেলতে পারে ছেলেটা। বক্স থেকে ভিড় কাটানোর চেষ্টা করছে। বল ধরে সামনের দিকে পাস বাড়াচ্ছে। কিন্তু বাড়িয়ে হবেটা কী? অ্যাটাকে একজন মাত্র স্ট্রাইকার। তাকে ঘিরে রয়েছে দু'জন ডিফেন্ডার। আর্শাদ বল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা তা কেড়ে নিচ্ছে। পুরো মোহামেডান টিমটাই উঠে এসেছে সেন্টার সার্কেলে। যে-কোনও সময়ে গোল হয়ে যাবে।

বলতে বলতেই গোল হয়ে গেল। কর্নার কিক থেকে হেড করে গোল। চিসিটের। এমনিতেই ছেলেটা লম্বা। বিনা বাধায় হেড করে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গ্যালরিতে প্রবল উৎসাহ। গোলের ভেতর থেকে বল কুড়িয়ে আনছে গোলকিপার জামান। রাগ করে বল সামনের দিকে ছুড়েই ও গিয়ে এক ধাক্কা মারল স্টপার ছেলেটাকে। এ কী! নিজেদের প্লেয়াররাই ঝগড়া করছে গোল হওয়ার জন্য। কুশের খুব খারাপ লাগল ভেবে, দিলুভাই এ কোন টিমে ওকে খেলতে নিয়ে এল?

গোলটা হয়ে যাওয়ার পরই রিজার্ভ বেঞ্চের দিকে ফিরে কাননভাই বললেন, "রুমি, তুমি ওয়ার্ম আপ কর। মিন্টুরে বসাইতাসি। তুমি নামবা।"

সঙ্গে সঙ্গে রুমি বলে ছেলেটা বেঞ্চের পেছনে গিয়ে ওয়ার্ম আপ শুরু করে দিল। ও নামতে না নামতে মোহামেডান দ্বিতীয় গোলটা করল। এ বার প্রায় তিরিশ গজ থেকে। অসাধারণ একটা শটে। বাবুলকে জিজ্ঞেস করে কুশ ছেলেটার নাম জানতে পারল। আসলাম। না, ঢাকায় বেশ ভাল স্ট্যান্ডার্ডের ফুটবলার আছে। এইরকম জোরালো শটে গোল কোনও অর্ডিনারি ফুটবলারের পা থেকে আসতে পারে না। রাইট ব্যাকটা অবশ্য ভুল করেছিল। সামান্য একটা ফল্‌স স্টেপে উলটে পড়ে গেল। ধোঁকা খাওয়া ওর উচিত হয়নি।

এতক্ষণ টেকনিক্যাল এরিয়ায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে নানারকম নির্দেশ দিচ্ছিলেন কাননভাই, গোলটা হয়ে যাওয়ার পরই হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি এসে বসলেন রিজার্ভ বেঞ্চে। হতাশ গলায় বাবুলভাইকে বললেন, "না, আর কোনও চান্স নাই। মনে হইতাসে হাফ ডজন হইয়া যাইব।"

আরও মিনিট দশেক খেলা এগোনোর পর একটা ছেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে বলল, "কাননভাই, আমি আর পারতাসি না। হ্যামস্ট্রিং টাইনা ধরসে।"

কাননভাই হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "হাফ টাইমের আর সাত মিনিট বাকি

BanglaBook.org

আসে। বাবুল, তুমি এক কাইজ করো। গোলকিপারের জার্সিটা খুইলা সাইড ব্যাকে নাইমা পড়ো।"

বাবুলভাই অবাক হয়ে বললেন, "আমি?"

"করুম কী? তুমি না নামলে আমারে নামতে হয়। কতগুলান কাওয়ার্ড আমার টিমে আইসা জুটছে। দ্যাখলা, দুইডা গোল কীভাবে খাওয়াইল? আইজই আমি রেজিগনেশন দিয়া বাইরইয়া যামু।"

"কাননভাই, মাথা ঠাণ্ডা রাখেন। অহনও খেলার পঞ্চাশ মিনিট বাকি।"

"কী কইরা মাথা ঠাণ্ডা রাখুম, কও। তিনডা তিনডা ভাইটাল প্লেয়ার অ্যাবসেন্ট।" ক্লাব যদি অগো সাসপেন্ড না করে, তাইলে কাল থেইক্যা অন্য কোচরে আনুক।"

দু'জনের কথাবার্তা শুনছে কুশ। আর ওর মনটা খুব ছটফট করছে মাঠে নামার জন্য। ও যে রিজার্ভ বেঞ্চে বসে আছে, সেটা বোধহয় ভুলেই গেছেন কাননভাই। গ্যালারি থেকে নানারকম টিপ্পনি ভেসে আসছে। সেগুলো শুনে কাননভাইয়ের মুখ থমথমে। চোখ ফিরিয়ে কুশ মাঠের দিকে তাকাল। ফের গোল হওয়ার মতো পরিস্থিতি। গোলকিপার জামান ডাইভ দিয়ে একটা বল কর্নার করল।

হাফ টাইম হতেই কাউকে কিছু না বলে কাননভাই রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে উঠে পড়লেন। করিডর দিয়ে বেরিয়ে গেলেন মাঠ থেকে। কাননভাইয়ের মুখটা দেখে কুশের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। একবার লালবাগে ওরা ফার্স্ট হাফেই তিন গোলে পিছিয়ে পড়েছিল। চিন্ময়সার এমন রেগেছিলেন, মাঠ থেকে সোজা চলে গেছিলেন স্টেশনে। সেই ম্যাচ কল্লোল আর ও দুজনে মিলে বের করেছিল। কল্লোল দুটো আর ও দুটো গোল দিয়েছিল। তারপর সারের মুখে হাসি ফোটে।

অন্য প্লেয়ারদের পিছু পিছু কুশ ড্রেসিং রুমে ফিরে আসা মাত্রই দিলু খোন্দকর ওকে ডেকে বললেন, "কুশভাইয়া, তুমি চলে এলে কেন? মাঠে যাও। তোমাকে নামতে হবে। এবার একটু ওয়ার্ম আপ করে নাও।"

শুনে কুশের বুকটা দুরুদুরু করে উঠল। হঠাৎই ওর মনে হল, ও বিরাট একটা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। আর সেই পরীক্ষায় যদি উতরোতে না পারে তা হলে দিলু ভাইয়ের মুখ নিচু হয়ে যাবে। মনে সাহস আনার জন্য ও কিটব্যাগ খুলে তারিটাকে একবার স্পর্শ করে নিল। তখনই ওর মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, ভয় পাচ্ছ কেন? মাঠে নামলেই দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

হাফ টাইমের পর যখন খেলা শুরু হল, তখন রিজার্ভ বেঞ্চে বসে কাননভাই হঠাৎ বললেন, "যদি মিড ফিল্ডে নামাই, তুমি খেলতে পারবে?"

কুশের মনটা একটু দমে গেলেও, বলল, "হ্যাঁ।"

"আমাদের টিমে ওই যে সাত নম্বর প্লেয়ারটাকে দেখছ, ওর নাম আর্শাদ। ওর খুব ক্লোজ তুমি থাকবে। এই আট-দশ গজের মধ্যে। বুঝেছ? তোমাকে বেশি অ্যাটাকে যেতে হবে না। আর্শাদকে দিয়ে গোল করানোর একটা চেষ্টা করব। ও হঠাৎ কাউন্টারে অ্যাটাকে

BanglaBook.org

যাবে। সুযোগ পেলে তুমি ওকে বল বাড়াবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?"

কুশ ঘাড় নাড়ল। ও একদম খুশি নয়। তবুও কোনও প্রশ্ন করল না। চিন্ময়সার বলতেন, কোচ যা বলবে, ঠিক সেইভাবে খেলবি। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। ফুটবলে আসল টার্গেটটা হল গোল। সেটা করার সুযোগ পেলে, ছাড়বি না। কোচ বলে দিক বা না-ই দিক।

বদলি প্লেয়ারের কাগজে খসখস করে ওর নামটা লিখে কাননভাই বললেন, "এই নাও, ফোর্থ রেফারির কাছে এটা জমা দিয়ে তুমি নেমে পড়ো। তোমাকে আমি আজ খেলাতাম না। কিন্তু দিলুভাই অনেক রিকোয়েস্ট করলেন, তাই নামাচ্ছি। দেখো, আমাকে যেন ডুবিও না।"

কথাগুলো শুনে কুশের মুখ লাল হয়ে গেল। ওর শিরায়-শিরায় রাগ জমা হতে থাকল। মনে মনে ও বলল, "কাননভাই, আপনাকে আমি ডোবাব না। আজ দেখিয়ে দেব, আমিও একটু-আধটু খেলা শিখে এসেছি।" মাঠে নেমে প্রথম বলটা টাচ করেই কুশ দেখল, লেফ্‌ট আউটে যে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে, সে বিরাট একটা জায়গা ফাঁকা পেয়ে যাবে, যদি ও ওপেন স্পেসে বল ফেলতে পারে। প্রায় চল্লিশ গজ। ডান পায়ে সমস্ত শক্তি জড়ো করে ও বলটা সেখানে ফেলল। তারপরেই ইরানি স্টপারের দিকে সোজা দৌড়তে লাগল। লেফট উইঙ্গার ছেলেটি ভাবতেই পারেনি, কুশ বল বাড়াবে। সামনে অনেকটা জায়গা ফাঁকা দেখে সে প্রাণপণ দৌড়তে লাগল। কিন্তু একটু দেরিতে দৌড়টা শুরু করায় বলের নাগাল পেল না। ও পাওয়ার আগেই মোহামেডানের গোলকিপার দৌড়ে এসে বল মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিল।

আর তখনই মাঝমাঠ থেকে আর্শাদ ছুটে এসে কুশকে বলল, "এক্সেলেন্ট। তোমার নামডা কী ভাই?"

"কুশ।"

"তুমি বাঁ দিকে সইরা যাও। অগো রাইট ব্যাকটা উইক। আমি তোমারে বল দিমু। তুমি রিটার্ন করবা, কেমন?"

বলেই আর্শাদ মাঝমাঠে সরে গেল। মিনিটখানেক পর বাঁ দিক থেকে একটা বল পেয়ে কুশ ড্রিবল করে নিল মোহামেডানের রাইট ব্যাকটাকে। তারপর দুই স্টপার আর গোলকিপারের মাঝে সোয়ার্ভিং সেন্টার করল। আর্শাদ বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। ডাইভ দিয়ে ও বলটা কপালে লাগাল। বুলেটের মতো বল মোহামেডানের গোলে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পুরো গ্যালারি নিস্তব্ধ।

বল যখন গোলের ভেতর থেকে মোহামেডানের গোলকিপার কুড়িয়ে আনছে, তখন আর্শাদ দৌড়ে এসে কুশকে জড়িয়ে ধরে বলল, "সুপার্ব, কুশভাই। চলো, অহনও টাইম আছে। ম্যাচটা আমরা জিতনের চেষ্টা করি।"

কুশ রিজার্ভ বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখল, কাননভাই ফের উঠে টেকনিক্যাল এরিয়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন। চিৎকার করে ওকে যেন কী বলছেন। সেটা শোনার জন্য কুশ সাইড

BanglaBook.org

লাইনের ধারে আসতেই কাছের গ্যালারি থেকে ও পরিচিত একটা গলা শুনতে পেল, "কুশ, সোলো ট্রাই কর। গোল পেয়ে যাবি।"

গলাটা চিন্ময়সারের না! হ্যাঁ, সারেরই তো। সার সব সময় এইরকম চিৎকারই করতেন ওকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। ও ভাল করে তাকাল গ্যালারির দিকে। না, কোথাও সারকে দেখতে পেল না। সারের গলা শুনে ওর চোখটা ঝাপসা হয়ে এল। গ্যালারির দোতলা থেকে একজন চেঁচিয়ে কী যেন বলছেন। লোকটাকে চিনতে পারল কুশ! দিলু খোন্দকর।

মিনিটতিনেক পরই ফের সুযোগ। বাঁ দিক থেকে বল পেয়ে কুশ প্রথমে ড্রিবল করতে করতে মোহামেডানের গোলবক্সে পৌঁছে গেল। ওর সামনে ইরানি স্টপার। কী যেন নাম, আজিজি। তাকে ড্রিব্‌ল করার লোভ কুশ সামলাতে পারল না। বাঁ দিকে শরীরটা ঝুঁকিয়ে ও ডান দিক দিয়ে বল নিয়ে বেরোনোর সময় আজিজি বাঁ পা-টা বাড়িয়ে দিল। বল ছিটকে চলে গেল গোলকিপারের কাছে। ড্রিব্‌ল করে বেরিয়ে যেতে পারলে গোলটা হয়ে যেত। কিন্তু কুশ পারল না। আজিজি বেশ লম্বা। পা বাড়িয়ে অনেকটা জায়গা কভার করতে পারে।

কুশ ঠিক করে নিল, পরের সুযোগে বড় ডজ করবে। সুযোগটা ও পেয়ে গেল মিনিট পাঁচেক পর। আর্শাদ একটা থ্রু পাস বাড়াতেই ও বলে টোকা মারতে মারতে আজিজির কাছে গিয়েই দ্রুত উলটো দিকে ডজ করল। তারপর কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা গোলের দিকে দৌড়তে লাগল। পেনাল্টি বক্সের কাছাকাছি মোহামেডানের রাইট ব্যাক কোনাকুনি ছুটে আসছে। সেটা দেখে নেওয়ার ফাঁকে কুশ আন্দাজ করল ওর ঠিক পেছনেই আর্শাদ। বলটা হিল পাস করে ও বাঁ দিকে সরে গেল। পেছন থেকে শট, কুশ দেখল বলটা মোহামোডান গোল কিপারের হাতে লেগে গোলে ঢুকে যাচ্ছে।

কুশ যখন আর্শাদের সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য ছুটে যাচ্ছে, তখন গ্যালরিতে ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে। মাঠে ঢিল, জলের বোতল পড়ছে। গ্যালারির উঁচু ধাপ থেকে দলে দলে মোহামেডান সমর্থকরা নেমে আসছেন ফেন্সিংয়ের দিকে। হিংস্র মুখগুলো দেখে কুশ খুব ভয় পেয়ে গেল। এত দর্শকের সামনে ও কোনওদিন খেলেনি। ও ঠিক বুঝতে পারল না, দর্শকরা কার ওপর রেগেছেন?

খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত ফলাফল ২-২ রয়ে গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা মাঠ থেকে ড্রেসিং রুমেই পৌঁছতে পারল না কুশরা। গ্যালারির তাণ্ডব থামাতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হল। মাঠের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকার সময় বাড্ডা জাগরণীর প্রত্যেক প্লেয়ার এসে কুশকে জড়িয়ে ধরল। আর্শাদ ছেলেটাকে খুব ভাল লেগে গেল কুশের। ছেলেটা একবার বলেই ফেলল, "তোমারে যদি আমরা প্রথম থেইক্যা পাইতাম, তাইলে চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য লড়তাম।"

গ্যালারি থেকে পুলিশ মানুষজন সরিয়ে দেওয়ার পর কুশরা যখন ড্রেসিং রুমে ফিরে আসছে, তখন পুলিশ কর্ডনের ও পাশ থেকে চিৎকার শুনল, "কুশ, কুশভাই, দ্যাখো এরা আমার কী অবস্থা করেছে।"

BanglaBook.org

বাঁ দিকে তাকিয়ে এক ঝলকেই কুশ দেখল, দিকপতি। জামা ছেঁড়া। কপালে রক্তের দাগ। এ কী। দিকপতির এ অবস্থা হল কী করে?

২০

পুলিশ কর্ডনের এপাশে এসেই দিকপতি জড়িয়ে ধরলেন কুশকে। তারপর ড্রেসিংরুমে ঢুকে বললেন, "গ্যালারিতে বসে তোমার জন্য চেঁচাতে গিয়েই তো সাপোর্টারদের হাতে মার খেলাম। তবে তার জন্য আমার কোনও দুঃখ নেই। তোমার জন্য দারুণ গর্ব হচ্ছিল আজ, বুঝলে কুশভাই।"

চক্কোত্তিদার সঙ্গে সকালে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পরিচয় হয়েছিল দিকপতির। উনি বললেন, "আপনার কি মাথা খারাপ? কেন এই বোকামিটা করতে গেলেন?"

"বোকামি? আরে মশাই, এটা বোকামি হল? বলুন ইমোশনাল আউটবাস্ট। ফুটবলে ইমোশনটাই তো আসল। আবেগ হারিয়ে গেলে ফুটবলের আর রইলটা কী? গ্যালরিতে কি এই প্রথম মার খেলাম? না মশাই। এর আগেও একবার মার খেয়েছি। কলকাতায় মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে। সেটা কৃশানু দের জন্য। ও সেইবার মোহনবাগানে। আমি জানতামই না, যে গ্যালারিতে গিয়ে বসেছি, সেটা ইস্টবেঙ্গল সাপোর্টারে ভর্তি। ম্যাচটা অবশ্য সেবার আমাদের টিম জিতেছিল। হা হা হা।"

দিকপতিকে হাসতে দেখে কুশ বলল, "আপনার কপালের কাছে সামান্য কেটে গেছে। আগে ডেটল লাগিয়ে নিন।"

"ছাড়ো তো। আমরা বর্ডারের লোক। সামান্য কাটছেঁড়ায় আমাদের কিছু হয় না। একটা কথা তোমায় বলি। তোমাদের কোচের কি সামান্য বুদ্ধিটুদ্ধি নেই? শুধুমুধু তোমাকে বসিয়ে রেখে দিল? আগে নামাতে পারল না?"

প্রশ্নটা শুনে কুশ চমকে তাকাল। কাননভাই ড্রেসিংরুমের অন্যপ্রান্তে। কথা বলছেন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। দিকপতির কথা তাঁর কানে পৌঁছনোর কথা নয়। কিন্তু আশপাশে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা কথাটা কাননভাইয়ের কানে পৌঁছে দিতে পারেন। ফুটবল টিমে লাগানিভাগানিটা খুব বেশি রকমের হয়। চিন্ময়সার বারবার বলতেন, "এমন কোনও কাজ করবি না, যাতে কোচ তোর উপর অসন্তুষ্ট হয়।"

দিকপতির কথার উত্তর না দিয়ে কুশ তাই ড্রেস বদল করায় বেশি মন দিল। জার্সিটা গা থেকে খুলতেই আজিজ বলে লোকটা এসে বলল, "আমারে দ্যান কর্তা। আপনের জন্য ধুইয়া রাইখ্যা দিমু।"

বহরমপুরে জার্সি, বুট আর শক্স সবই নিজে যত্ন করার কথা শিখিয়েছিলেন চিন্ময়সার। এখানে বোধহয় অন্যরকম নিয়ম। ক্লাবে আলাদা লোক আছে এসব কেচে দেওয়ার। ও দ্রুত শর্টস আর শক্সও খুলে দিয়ে দিল। আর তখনই দিলুভাইয়া টুবলুদার বয়সী

BanglaBook.org

একজনকে সঙ্গে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিলেন, "কুশ, এ হচ্ছে শিবলি। এখানকার খবরের কাগজ জনকণ্ঠের রিপোর্টার। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।"

কলকাতায় আরেক রিপোর্টার পিনাকীদার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কুশের। মোহনবাগান মাঠে ভাল ট্রায়াল দেওয়ার পর। পিনাকীদা অনেক কিছু লিখেছেন ওকে নিয়ে। আজ আবার ঢাকার রিপোর্টার এসে হাজির। রোজ রোজ ওকে নিয়ে কাগজে লেখা হবে নাকি? কুশ একটু অবাক হয়েই বলল, "বলুন, কী জানতে চান।"

"আগে কনগ্রাচুলেশন জানাই। তুমি খুব ভাল খেলেছ।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।"

"ঢাকায় প্রথম দিন ম্যাচ খেলে তোমার কেমন লাগল কুশ?"

"ভাল। তবে গোল করতে পারলে আরও ভাল লাগত।"

"তুমি কি স্ট্রাইকারে খেলো?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আজ তো মাঝমাঠে বেশ ভাল খেললে। এত অল্প সময়ের মধ্যে তুমি কেমন করে মানিয়ে নিলে?"

"কাননভাই বললেন। তাই না করতে পারলাম না।"

"কুশভাই, তোমার বয়স কত?"

"ষোলো বছর।"

"ক্যালকাটায় কোনও বড় ক্লাবে খেলেছ?"

"না।"

"ক্যালকাটা টাইম্‌স' কাগজে তোমার সম্পর্কে একটা লেখা পড়লাম। পিনাকীদার লেখা। উনি তো লিখেছেন তোমার ফিউচার খুব ব্রাইট।"

"কলকাতার খবরের কাগজ এখানে আসে?"

"হ্যাঁ, আসে। কলকাতার ফুটবলে কী হচ্ছে না হচ্ছে, আমরা নিয়মিত খবর রাখি।"

"পিনাকীদাকে আপনি চেনেন?"

"ভাল করে চিনি। লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করতাম। শুধু পিনাকীদাকেই না, তোমাদের ওখানকার অনেক রিপোর্টারকেই আমি চিনি। সে কথা থাক, আগে বলো তোমাকে বাড্ডা জাগরণীতে কে নিয়ে এল?"

"দিলুভাইয়া।"

"একটু আগে মোহামেডান টিমের ড্রেসিং রুমে গেছিলাম। দেখলাম, ওরা তোমার সম্পর্কে খুবই উচ্ছ্বসিত। এখন বলছেন, চিসিটকে না এনে কলকাতা থেকে তোমাকে আনলে ওরা ভাল করতেন।"

কথাটা শুনে কুশের খুবই ভাল লাগল। তবু মনের ভাব গোপন করে ও বলল, "দিলুভাইয়া ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে আমার মাসি আমাকে ছাড়তেন না।"

"এখানে কার খেলা তোমার ভাল লাগল?"

BanglaBook.org

"আর্শাদভাই।"

"কেন ভাল লাগল, বলবে?"

"টেকনিক খুব ভাল।"

শিবলিভাই কথা বলার সময় আরও কয়েকজন রিপোর্টার হাজির হলেন। একই উত্তর দিতে দিতে একটা সময় কুশ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অদ্ভুত-অদ্ভুত সব প্রশ্ন। "জানেন, আপনের জন্য আইজ বায়তুল মোককারমে ঝামেলা হইতাসে। সাপোর্টাররা দুকান ভাঙচুর করতাসে। রিকশ পুড়াইতেসে।" "হুনলাম, আপনে নাকি ইন্টারন্যাশনাল ক্লিয়ারেন্স না লইয়াই খেলতে আইসেন।" "আপনেরে ফার্স্ট ইলেভেনে না রাইখ্যা কি কাননভাই ভুল করসে?"

এই সব প্রশ্নের কী উত্তর দেবে কুশ? উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন দিলুভাইয়া।

প্রশ্নকর্তাকে জোর ধমক দিলেন, "কী সব চাইল্ডিশ প্রশ্ন করতাসেন আপনেরা? যান, আপনেরা বাইর হন। আমার প্লেয়াররা টায়ার্ড।" এরই মধ্যে একজন ফোটোগ্রাফার হঠাৎ আর্শাদভাইকে ডেকে এনে কুশের সঙ্গে ছবিও তুললেন। দিলুভাইয়া বললেন, "না আর দেরি করন চলব না। চলেন, ক্লাবে যাওয়া যাক।"

ড্রেসিং রুম থেকে বেরনোর সময় দিকপতি হাত বাড়িয়ে বললেন, "কুশভাই, দাও তোমার কিট ব্যাগটা দাও। বাইরে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।"

কুশ অবাক হয়ে বলল, "তার মানে?"

"তুমি আমার সঙ্গে সোনারগাঁও হোটেলে যাবে।"

"কোথায়?"

"আরে এখানকার সবচেয়ে বড় হোটেলে। তোমাকে আমি ডিনার খাওয়াব। না হলে আজ রাতে আমি ঘুমোতে পারব না ভাই।"

দিকপতির সেই পুরনো পাগলামি। যাকে ভাল লাগে তাকে না খাইয়ে ছাড়বেন না। কুশ বলল, "দিলুভাইকে জিজ্ঞেস করুন। উনি পারমিশন না দিলে তো আমি যেতে পারব না।"

কথাটা শুনে যেন আহত হলেন দিকপতি, "এটা কি কথা হল কুশভাই। আমি তোমার দেশের লোক। তোমার উপর আমার অধিকার বেশি। দিলুভাইয়ের সঙ্গে ডিনার খাওয়ার অনেক সুযোগ তুমি পাবে। কালই আমি চলে যাচ্ছি। আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে? প্লিজ চলো। আমি কারও কথা শুনব না।"

দিকপতি হাত ধরে টানাটানি শুরু করলেন। সেটা দেখে দিলুভাই সামনে এসে বললেন, "আপনিও আমাদের সঙ্গে ক্লাবে চলুন। আমরা সবাই মিলেই না হয় আজ সোনারগাঁও হোটেলে ডিনার সারব।"

স্টেডিয়ামের গেট থেকে বেরিয়ে বাসে ওঠার সময় কুশ দেখল রাস্তা বেশ ভিজে। বৃষ্টি হয়েছে নাকি? ও একটু অবাক হয়েই বাসে উঠে জানলার পাশে একটা সিটে গিয়ে বসল। না, আকাশে তো একফোঁটা মেঘও নেই। তা হলে রাস্তা ভিজল কী করে? সামনের সিটে নকিবভাই বসে। প্রশ্নটা তাকে করতেই, নকিব হাসতে শুরু করল। তারপর বলল,

BanglaBook.org

"বৃষ্টি হয় নাই। ম্যাচ ড্র হওয়ার জন্য সাপোর্টার এমন চেইত্যা গেছে, গ্যালরির উপর থেইক্যা সবাই মিইল্যা এহানে প্রসাব করসে।"

রাগ প্রকাশের ধরন শুনে কুশ হাসতে লাগল। এমন হয় নাকি? ক্লাবকে এরা নিশ্চয় খুব ভালবাসে। না হলে এমন পাগলামি করে? চিন্ময়সার বলতেন, লাতিন আমেরিকার ক্লাবের সাপোর্টাররা নাকি সবচেয়ে মারাত্মক। ওঁদের ক্লাব-প্রীতির তুলনা নেই। ক্লাবের জন্য ওঁরা নাকি প্রাণও দিতে পারেন। কিন্তু ঢাকার সাপোর্টাররাই কম কিসে? প্রথম দিনই কুশ টের পেয়ে গেল, ঢাকার মানুষ ফুটবল অন্ত প্রাণ।

বাস স্টেডিয়াম চত্বর ছাড়তেই কুশ দেখল আশপাশের সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। সর্বত্র ভাঙচুরের চিহ্ন। পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে। রাস্তায় কয়েকটা রিকশ জ্বলছে। দুপুরে স্টেডিয়ামে আসার সময় জায়গাটাকে খুব ঝলমলে লেগেছিল। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পুরো অঞ্চলটাই যেন পালটে গেছে। বাসটা বড় রাস্তায় পৌঁছতেই বড় একটা ইটের টুকরো এসে লাগল জানলায়। সঙ্গে সঙ্গে দিলুভাই চিৎকার করে উঠলেন, "কুথাও দাঁড়াইও না। জোরে চালাও।"

হঠাৎ কাচ ভেঙে পড়ার শব্দে কুশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা কাউকে বুঝতে দিল না। পাশের সিটে এসে বসেছেন কাননভাই। বললেন, "কুশ ভাই, সরি। তোমাকে না নামালে আমি ভুল করতাম। ক্যালকাটার অনেককে আমি চিনি। তোমার সম্পর্কে আগে খোঁজ না নিয়ে আমি ভুল করেছি।"

"কলকাতায় আপনি গেছেন?"

"এক বছর খেলেওছি। তোমাদের মহামেডান ক্লাবে। বছরদশেক আগে। তোমাদের ভাস্কর গাঙ্গুলি আমার খুব বন্ধু। সে যাক, আজ আজিজিকে তুমি যে ডজটা করলে, সেটা অন্যদের করতে পারবে?"

"হ্যাঁ।"

"কাল সকালে প্র্যাকটিসে আসবে। তোমাকে, নকিবকে আর আর্শাদকে নিয়ে আমি আলাদা করে প্র্যাকটিস করাব। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। এখনও চারটে ম্যাচ বাকি। দেখি, টিমটাকে দু'তিন নম্বরে নিয়ে যাওয়া যায় কি না?"

"সার আমাকে স্ট্রাইকারে নামাবেন তো?"

"সার্টেনলি। ওটাই তোমার পজিশন। কাল সকালে একবার সালাউদ্দিনভাইকে আমাদের প্র্যাকটিসে আসতে বলব। দেখি, উনি কী পরামর্শ দেন।"

"সালাউদ্দিনভাই কে?"

"আমাদের এখানকার খুব নামকরা ফুটবলার ছিলেন। তোমাদের ওখানে যেমন চুনী গোস্বামী, পি কে ব্যানার্জী। সালাউদ্দিনভাই একটা সময় আমাদের জাতীয় দলের কোচ ছিলেন। আমাদের ম্যাচটা আজ বাংলদেশ টিভি-তে দেখিয়েছে। উনি নিশ্চয়ই তোমার খেলা দেখেছেন। ক্লাবে গিয়ে ওঁকে ফোনে ধরতে হবে। তোমাকে একটা ব্যাপারে কথা বলার জন্যই পাশে এসে বসলাম।"

BanglaBook.org

"কী কথা সার?'

"আমাকে সার বলার কোনও দরকার নেই। শোনো, ঢাকায় যতদিন থাকবে, কোনও অচেনা লোকের সঙ্গে কোথাও যাবে না। কোনও কথা বলবে না। এখন অনেক উটকো লোক তোমায় ডিস্টার্ব করবে। কেউ এলে বলবে, কাননভাই কথা বলতে মানা করে দিয়েছেন। ওর পারমিশন নিয়ে তবে আসুন।"

"যদি রিপোর্টারা কেউ আসেন?"

"তা হলে তো আরও কথা বলবে না। এখানকার বেশিরভাগ রিপোর্টারই কোনও-না-কোনও ক্লাবের সাপোর্টার। তোমাকে এমন ভড়কে দেবে, তখন সমস্যায় পড়ে যাবে। হ্যাঁ, কথা বলতে পারো। শিবলিভাইয়ের সঙ্গে। ও ছাড়া আর কেউ না।"

কুশ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। জানলার দিকে মুখ ফেরাতেই ও দেখল, বিরাট প্রাসাদের মতো একটা বাড়ি। বাসটা দ্রুত ছুটছে। বাড়িটার সামনে কী লেখা আছে, কুশ পড়ে উঠতে পারল না। কাননভাইকে ও জিজ্ঞেস করল, "এই সুন্দর বাড়িটা কী?"

"আমাদের সংসদ। তোমাদের যেমন পার্লামেন্ট। ঢাকায় তুমি এখনও কিছু দেখার সুযোগ পাওনি, না?"

"না। শুধু ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়েছিলাম।"

"আরও অনেক কিছু দেখার আছে। তোমাকে নিয়ে আমি কাল বিকালে বেরোব। সাইট সিয়িংয়ের জন্য। তারপর আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। তুমি আমার সঙ্গে কাল ডিনার করবে, কেমন? অন্য কারও দাওয়াত নিও না।"

কুশ মনে মনে খুব খুশি হল। স্বপ্নের মতো দিনটা কেটে গেল। আজ ভাল খেলতে না পারলে কাননভাই নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে এত কথা বলতেন না। হঠাৎ ওর তারার কথাটা মনে পড়ল। কিটব্যাগের ভেতরই রয়েছে। কৃতজ্ঞতায় ওর মনটা ভরে উঠল। ওই তারাটার জন্যই...ওর জীবনে ভাল ভাল এত সব ঘটনা ঘটছে।

মিনিট পনেরো পর বাস এসে দাঁড়াল বাড্ডা জাগরণী ক্লাবের সামনে। গেটের কাছে বেশ সাপোর্টারের ভিড়। তাঁরা হইহই করে উঠলেন বাস থেকে কুশ নামার পর। কয়েকজন মিলে ওকে কাঁধে তুলে নিলেন। তারপর ক্লাবের ভেতর নিয়ে গেলেন। তখনই কুশের চোখে পড়ল, রোজিনাকে। বাংলাদেশ বিমানের সেই এয়ার হোস্টেস। মেয়েটা এগিয়ে এসে বলল, "কথাটা মনে আছে তো? আমাগো বাড়িতে আইজ আপনের দাওয়াত।"

ঢাকার সব মানুষই কি দিকপতির মতো? খাওয়াতে এত ভালবাসেন? দিলুভাই বললেন, হোটেলে নিয়ে যাবেন। রোজিনা ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করছে। এত লোকের ভালবাসা ও পাবে, কুশ আশাই করেনি। ওকে ফের উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন দিলুভাই।

সাপোর্টারদের বললেন, "কুশভাইরে তরা আর ডিসটার্ব করিস না। ছাইরা দে। কানন অহন ক্লাস নিব প্লেয়ারগো। তরা বাইরে যা।"

খেলার পর প্লেয়ারদের বাড়ি চলে যাওয়াই নিয়ম। কিন্তু বাড্ডা জাগরণী ক্লাবে প্রথম

BanglaBook.org

দিনে কুশের অন্য অভিজ্ঞতা হল। স্নান করে ডাইনিং টেবলে এসে সবাই বসার পর কাননভাই অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন প্লেয়ারদের সঙ্গে। কার কী ভুল-ত্রুটি হয়েছে, কার কী করা উচিত ছিল, অনেকক্ষণ ধরে এসব আলোচনা করে কুশকে দেখিয়ে কাননভাই বললেন, "লুক অ্যাট দিস বয়। আজ এই ছেলেটা না থাকলে ম্যাচ আমরা খুব বাজেভাবে হারতাম। আজকের ম্যাচে আমাদের টিমে এই ছেলেটাই সেরা। তাই প্রাইজটা আজ ওরই প্রাপ্য।"

সঙ্গে সঙ্গে দিলুভাইয়া একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলেন। কাননভাই সেটা কুশের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "আমাদের ক্লাবে নিয়ম আছে, প্রতি ম্যাচে যে সবচেয়ে ভাল খেলে, তাকে একটা প্রাইজ দেওয়ার। আজ এটা দিলেন আমাদের ক্লাবের একজন কর্তা জামানসাহেব। তোমার ভাগ্যে একটা ওয়াকম্যান জুটেছে। অবসর সময়ে তুমি যাতে গান শুনতে পারো তার ব্যবস্থা করে দিলাম।"

সবাই হাততালি দিয়ে উঠতেই কুশ বলল, "প্রাইজটা পাওয়ার কথা আর্শাদভাইয়ের। এটা কিন্তু সুবিচার হল না কাননভাই।"

ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর সবাই যখন ওরা বাইরে বেরিয়ে এল তখন ক্লাবের লনে রোজিনা বলল, "কুশভাই, চলেন আমাগো বাড়িতে। আব্বাজান আপনারে দেখতে চাইসে। আইজ আসতে পারেন নাই। শরীর খারাপ। আমারে কইল, পোলাডারে ধইরা আনবি।"

দিলু খোন্দকর জিজ্ঞেস করলেন, "জামানসাহেবের হইসে কী?"

"কিডনির প্রবলেম। ক্যালকাটায় নিয়ে যাইতে অইব আব্বুরে।"

"তাইলে দেরি করতাছ ক্যান। ক্যালকাটায় আমার বন্ধু গোপালের বাড়িতে গিয়া উঠবা। জামানসাহেবও অরে চেনেন। ক্যালকাটায় অসুবিধা হইব না।"

"আমাগো বাসায় আপনিও চলেন না দিলুভাই। আব্বুরে কন। আপনের অ্যাডভাইস হুনব। আমাগো কথা কানেই নেয় না।"

"চলো তাইলে। ভাবসিলাম, সোনারগাঁও হোটেলে কুশরে লইয়া যামু। চলো তোমাগো বাসায় যাওয়া যাক।"

কলকাতার কথা ওঠায় কুশের হঠাৎ মনে পড়ল রঞ্জুমাসিকে। ইস, একবার কথা বলতে পারলে ভাল হত। কিন্তু কলকাতায় টেলিফোন করার জন্য নিশ্চয়ই অনেক টাকা লাগবে। ওর জন্য দিলুভাইয়ের বাড়তি খরচ হয়ে যাবে। না, বলার কোনও দরকার নেই। লনে দিকপতিকে দেখতে পেয়ে কুশ সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দিকপতি ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বসে আছেন। দিলুভাইয়ের সঙ্গে ও রোজিনাদের বাড়ি যাচ্ছে শুনলে ভদ্রলোক খুব মন খারাপ করবেন।

কথাটা একটু ঘুরিয়ে ও বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় আর্শাদভাই ভেতর থেকে এসে বলল, "কুশ, ক্যালকাটা থেইকা আপনার আন্টি ফোন করসেন। গিয়া কথা বলেন।"

আন্টি মানে রঞ্জুমাসি! কুশের মনটা খুশিতে ভরে উঠল। এখানে আসার পরই ওর

BanglaBook.org

একবার ফোন করা উচিত ছিল কলকাতায়। রঞ্জুমাসি কী মনে করলেন কে জানে? ক্লাবের অফিসঘরে ঢুকে সিরিভারটা ও কানে দিতেই ও প্রান্ত থেকে রঞ্জুমাসি বললেন, "তোর আক্কেলটা কী বলতো কুশ? একবার ফোন করতে পারলি না? এদিকে আমি চিন্তায় মরছি।"

"সময় পাইনি মাসি।"

"আগে বল রোজ একবার করে ফোন করবি?"

"করব।"

"এবার বল, কেমন খেললি? যে ছেলেটা ফোন ধরেছিল, সে বলল তুই নাকি কামাল করে দিয়েছিস আজকে? গোল করতে পারলি না কেন?"

"প্রথম দিন তো, তাই।"

"আরে, পিনাকীবাবু এ নিয়ে আমাকে বারতিনেক ফোন করল। তোর খবর জানার জন্য। তোর চোটফোট লাগেনি তো?

"না। আমি ঠিক আছি। জানো মাসি, আজ একটা প্রাইজ পেলাম। ওয়াকম্যান।"

"গুড। রুনা লায়লা আর সাবিনা ইয়াসমিনের গানের কয়েকটা ক্যাসেট কিনে নিবি। আসার সময় আমার জন্য কিন্তু ক্যাসেটগুলো নিয়ে আসবি। কী রে, ভুলে সব ফেলে আসবি না তো?"

"না, না। নিয়ে যাব। তোমরা সবাই ভাল আছ?"

"হ্যাঁ। তিতলি এখন আমার এখানে। তোর সঙ্গে কথা বলার জন্য উসখুস করছে। ধর, ওর সঙ্গে কথা বল।"

ও প্রান্তে রিসিভারটা হাত বদল হল। পরক্ষণেই তিতলির গলা, "কুশ, কেমন আছ? বেশ মজায়, তাই না?"

"হ্যাঁ! ঢাকা শহরটা তোমাদের কলকাতার থেকে অনেক ভাল।"

"ওরে বাবা। মাত্র দু'দিন রইলে। এর মধ্যেই ঢাকা তোমার প্রিয় হয়ে গেল? কী-কী দেখলে ওখানে?"

"এখনও সাইট সিয়িং করিনি। কাল কোচের সঙ্গে ঘুরতে বেরব। তবে এখানকার মানুষজন এত ভাল অন্য কিছু দেখার দরকার পড়ে না।"

ওপ্রান্তে তিতলি হাসতে-হাসতে বলল, "একটা ওয়াকম্যান পেয়েই সব ভুলে গেলে? ভাল, ভাল। যাকগে, শোনো, একটা জিনিস আনতে পারবে আমার জন্য?"

"কী বলো।"

"টেবল টেনিস ব্যাটের ভাল রাবার যদি দেখতে পাও, আনবে? আর কয়েকদিন পরই এখানে কাশিমবাজার টুর্নামেন্ট। আমার রাবারটা ক্ষয়ে গেছে। শুনেছি, ঢাকায় নাকি অনেক বিদেশি জিনিস পাওয়া যায়। দেখো তো।"

"অবশ্যই নিয়ে যাব।"

"ধরো, তোমার সঙ্গে সঞ্জিতমেসো কথা বলবেন।"

পরক্ষণেই সঞ্জিতমেসোর গলা, "কুশ তুমি ঠিক কবে ফিরে আসছ, বলো তো?"

BanglaBook.org

"এখনও দিনদশেক। সবে একটা ম্যাচ হল। এখনও চারটে ম্যাচ বাকি।"

"এখানে তোমার খোঁজে লোক এসেছিল এ আই এফ এফ থেকে। মানে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন থেকে। খবরের কাগজে তোমার সম্পর্কে লেখা পড়ে ওরা তোমাকে ট্রায়ালে ডেকেছে। ইন্ডিয়ান টিম নাকি কোথায় খেলতে যাবে। ওদের কী বলি বলো তো। সুযোগটা ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হবে?"

"কিন্তু এখন তো আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় মেসো।"

"তুমি দিলুবাবুকে ফোনটা দেবে? ওর সঙ্গে পরামর্শ করব।"

ফোনটা রেখে কুশ অফিস ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। ক্লাবের লনে আলো জ্বলে উঠেছে। এদিক-ওদিক অনেকেই আড্ডা মারতে বসে গেছেন। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন দিলুভাই। সঞ্জিতমেসো কথা বলতে চান শুনে উনি পা চালিয়ে অফিসঘরের দিকে চলে গেলেন। সেই সুযোগে কোত্থেকে উদয় হয়ে দিকপতি সামনে এসে বললেন, "চলো কুশ, এই সুযোগ। আমরা বেরিয়ে পড়ি।"

কথাগুলো বলেই হাত ধরে টানলেন দিকপতি। কুশ একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, "আঃ, হাত ছাড়ুন। কী ছেলেমানুষি করছেন।"

দিকপতি মরিয়া, "না, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে।"

এর পরই যে ঘটনাটা ঘটল, তা দেখে কুশ চিৎকার করে উঠল, "দিলুভাইয়া।"

২১

ঢাকায় বেশ নাম ছড়িয়ে গিয়েছে কুশের। খবরের কাগজগুলিতে রোজ ওকে নিয়ে লেখা বেরোচ্ছে । চক্কোত্তিদা সেইসব কাগজ রোজ কিনে আনেন সকালবেলায়। দিলুভাইয়ের বাড়িতে দিয়ে যান। আফরোজা ভাবী রোজ কাগজের কাটিংগুলো একটা বড় খাতায় সেঁটে রাখছেন। বলেছেন, "তুমি যেদিন ক্যালকাটা ফিরে যাবে, সেদিন খাতাটা সঙ্গে নিয়ে যাবে।"

আফরোজা ভাবী হলেন দিলুভাইয়ের স্ত্রী। মোহামেডান ম্যাচের পরদিন সকালেই বাপের বাড়ি থেকে উনি এ-বাড়িতে চলে এসেছেন। খুব বকাবকিও করেছিলেন দিলুভাইকে, "তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই? একটা বাচ্চা ছেলেকে বাড়িতে এনে রেখেছ, কাজের লোকের ভরসায়। ছেলেটা ফিরে গিয়ে কী বলবে?" আফরোজা ভাবীর জন্য আদর-আপ্যায়ন খুব বেড়ে গিয়েছে কুশের। আসলে নিজের ছেলে কাছে নেই বলে পুত্রস্নেহ উপচে পড়ছে এখন ভাবীর।

গত নয় দিনে তিনটে ম্যাচ খেলে ফেলেছে কুশ। রহমতগঞ্জ ক্লাবের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করার পর দিলুভাই ওকে একটা টিভি সেট উপহার দিয়েছেন। আরামবাগ ক্লাবের সঙ্গে খেলায় কুশ বাইসাইকেল কিকে গোল করেছিল। ঢাকার প্রতিটা কাগজে সে গোলের

BanglaBook.org

ছবি প্রথম পাতায় বেরোয়। শেষ ম্যাচটা ছিল উয়াড়ির সঙ্গে। সেই ম্যাচে পায়ে সামান্য চোট পায় কুশ। অবশ্য পরের ম্যাচ খেলতে পারবে। ঢাকায় আর একটাই ম্যাচ ও খেলবে। আবাহনী ক্রীড়াচক্রের বিরুদ্ধে।

সকালে প্র্যাকটিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল কুশ। এমন সময় চক্কোত্তিদা এসে বললেন, "কী, রেডি? চলো, তুমি আজ আমার সঙ্গে মাঠে যাবে।"

অন্যদিন দিলুভাই আর আফরোজা ভাবী গাড়ি করে প্র্যাকটিস মাঠে পৌঁছে দিয়ে আসেন। দিলুভাই নিজে ড্রাইভ করে নিয়ে যান। তারপর কয়েক চক্কর হেঁটে ক্লাবের অফিসঘরে ঢুকে ঘণ্টাখানেক সময় দেন। কিন্তু কী একটা ব্যবসার কাজে কাল দিলুভাই চট্টগ্রাম গেছেন। আজ বিকেলেই ফিরে আসবেন। তাই মাঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাজির হয়েছেন চক্কোত্তিদা।

কুশ বলল, "আপনি এলেন কেন চক্কোত্তিদা? এই তো সামনেই মাঠ। আমি নিজেই চলে যেতে পারতাম হেঁটে হেঁটে।"

চক্কোত্তিদা হেসে বললেন, "তোমার মাথাখারাপ? কাল ক্রুশিয়াল ম্যাচ। তার আগে তোমাকে একলা ছেড়ে দেব? কে কোথা দিয়ে কী করে দেবে, তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসি আর কী।"

"অযথাই ভয় পাচ্ছেন। কেউ কিছু করবে না।"

"তুমি জানো গতবার কী হয়েছিল? দিলহারা বলে শ্রীলঙ্কার একজন প্লেয়ারকে আমরা নিয়ে এসেছিলাম। হঠাৎ এইরকম একটা ইমপর্ট্যান্ট ম্যাচের আগে সেই ছেলেটার কাছে ফোন এল, ওদের দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি কথা বলতে চান। এখনই একবার ওদের দূতাবাসে যেতে হবে। আমি বা দিলুভাই সেইদিন কেউ ঢাকায় নেই। কেউ কিছু জানিও না। রাতে ক্লাবে এসে শুনি দিলহারাকে পাওয়া যাচ্ছে না। দূতাবাসে যাওয়ার নাম করে সকালে কার সঙ্গে যেন বেরিয়েছে, তারপর তাকে কেউ দেখেনি।"

কুশ খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছিল। মোজা পরে উঠে দাঁড়িয়ে ও বলল, "তারপর কী হল চক্কোত্তিদা?"

"থানা-পুলিশ। পরে আবিষ্কার হল, আমাদের অপোনেন্ট টিমের এক কর্তা ওকে কিডন্যাপ করে একটা হোটেলে আটকে রেখেছিল। পুলিশ খুঁজছে শুনে রাতে ওকে ক্লাবের সামনে ছেড়ে দিয়ে যায়। ছেলেটাও এমন বোকা, প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি। পরে চেঁচামেচি করায় মারধরও খেয়েছিল।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমাকে অন্তত কেউ কিডন্যাপ করবে না।"

"কেউ বলতে পারে না কুশ। এই যে সেদিন তোমার হাত ধরে টানাটানির জন্য আমাদের সাপোর্টারদের হাতে তোমার দিকপতিদা চড়থাপ্পড় খেলেন, সেটা কিন্তু দিলহারার ওই ইনসিডেন্টটার ভয়ে। আমাদের ছোট ক্লাব তো। সাপোর্টারদের মনে খালি ভয়। এই বুঝি বড় ক্লাব কোনও প্যাঁচ কষল। ছিঃ ছিঃ সেদিন দিকপতিবাবু খুব হেনস্থা হলেন। দিলুভাই সামনে গিয়ে না দাঁড়ালে ভদ্রলোক আরও মার খেতেন। কুশ, এখন কেমন আছেন উনি? চলে গেছেন?

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। দিলুভাই নিজে ওঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছেন।"

"এই যাঃ, দূতাবাসের কথায় মনে পড়ে গেল। ভাল কথা, কাল কিন্তু তোমার খেলা দেখার জন্য মাঠে যাবেন তোমাদের দেশের হাইকমিশনার মিঃ জগন্নাথ চাকলাদার। এখানকার কাগজে তোমার সম্পর্কে নানা কথা পড়ে ভদ্রলোক তোমার খেলা নিজের চোখে দেখতে চেয়েছেন। উনি নাকি এক সময় তোমাদের কলকাতার কালীঘাট ক্লাবে ফুটবল খেলেছেন।"

"দিলুভাই জানেন?"

"না বোধ হয়। খবরটা আমার ফোনে দিলেন হারুনভাই। বা.ফু.ফে-র প্রেসিডেন্ট। মানে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের।"

"চক্কোত্তিদা, কাল মাঠে খুব ভিড় হবে, তাই না?"

"প্রচণ্ড ভিড় হবে। আবাহনীর প্রচুর সাপোর্টার। আমাদের একটাই সুবিধে, খেলাটা মীরপুর স্টেডিয়ামে। ম্যাচটা আবাহনী জিতলে কালই চ্যাম্পিয়ান হয়ে যাবে। আর ড্র করলে চ্যাম্পিয়ান মোহামেডান। বুঝতেই পারছ, কী প্রচণ্ড প্রেশার থাকবে আমাদের উপর।"

"আপনি মনে মনে কোন টিমের সাপোর্টার চক্কোত্তিদা? মোহামেডান, না আবাহনী? কে চ্যাম্পিয়ান হলে খুশি হবেন?"

"সত্যি কথা বলতে, আমি আগে বাড্ডা জাগরণীর সাপোর্টার। তারপর আবাহনীর। শুনে তুমি হয়তো মনে মনে হাসছ। কিন্তু ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। আসলে আমাদের দেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন আমার বয়স কুড়ি বছর। সেই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছেলে শেখ কামালের গড়া এই ক্লাব। বুঝতেই পারছ, একটা আবেগ জড়িয়ে আছে। সে যাক, চলো চলো, কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেছে। কানন খুব রাগারাগি করবে, দেরিতে প্র্যাকটিসে গেলে।"

চক্কোত্তিদার সঙ্গে বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসল কুশ। মিনিট কয়েকের ড্রাইভ। গাড়িটা হাইওয়েতে ওঠার পরই কুশের মনে পড়ল, এই রে, ওর সৌভাগ্যের প্রতীক তারাটাকে ও টেব্‌লের উপর ফেলে এসেছে। প্রতিদিন সকালে প্র্যাকটিসে আসার আগে তারাটাকে তালুবন্দি রেখে কুশ কিছু সময় ধরে মনঃসংযোগ করে। আজ সেটা করার পর তারাটাকে ড্রয়ারের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখতে ও ভুলে গেছে। তারাটা এখন সাইজে একটু ছোট হয়ে এসেছে কিন্তু নীলচে আভাটা কমেনি। দিলু ভাইয়ের বাড়িতে যে কোনও কাজের লোকের চোখে পড়ে যাবে।

কী হবে তা হলে? একটু পরেই ঘরদোর পরিষ্কার করতে ঢুকবে চুন্নু মিয়া। তারাটা যদি ওর চোখে পড়ে যায়, তা হলে বাইরে ফেলেও দিতে পারে। ইস, কেন এত বড় ভুলটা ও করল, ভেবে কুশের খুব আফসোস হতে লাগল। একবার ইচ্ছে হল চক্কোত্তিদাকে বলে, এক মিনিটের জন্য বাড়ি ফিরে চলুন। কিন্তু তাতে আরও কয়েক মিনিট দেরি হয়ে যাবে। কাননভাই রেগে যাবে। থাক, কপালে যা আছে, হবে। তারার কথা ভেবে কুশের

BanglaBook.org

মন খুব চঞ্চল হয়ে উঠল।

প্র্যাকটিস থেকে ফিরতে ফিরতে আজ প্রায় সাড়েবারোটা বাজবে। তার মানে এখনও ঘণ্টাপাঁচেক। চুন্নুমিয়ার চোখে যদি নাও পড়ে, তারাটা সোনা বুয়ার নজরে পড়বেই। সোনা বুয়া দিলুভাইয়ের দূরসম্পর্কের দিদি। আফরোজা ভাবীকে ঘর-গেরস্থালিতে সাহায্য করার জন্য কয়েকদিন আগে গ্রাম থেকে এসেছে। দিলুভাই লোক পাঠিয়ে নিয়ে এসেছেন। কুশকে খুবই ভালবাসেন সোনা বুয়া। মাঝে একদিন প্রাইজ পাওয়া হাজার টাকা কুশ টেব্‌লের উপর ফেলে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়েছিল। টাকাটা সোনা বুয়ার চোখে পড়ে যায়। না হলে গচ্চা যেত। সোনা বুয়া সেদিন খুব বকাবকি করেছিল কেয়ারলেস মিসটেকের জন্য।

গাড়িটাকে প্র্যাকটিস মাঠে পৌঁছতে দেখে কুশ তারার কথা মন থেকে সরিয়ে দিল। ও দেখল, কাননভাই প্লেয়ারদের লাইন আপ করিয়েছেন। তার মানে এখনই জগিং শুরু হয়ে যাবে। গাড়ির শব্দে কাননভাই একবার এদিকে তাকাতেই কুশ হাত নাড়ল। তারপর প্রায় দৌড়তে দৌড়তেই গিয়ে ও লাইনে দাঁড়াল। কত ল্যাপ দৌড়তে হবে সেটা কাননভাই প্রতিদিন বলে দেন। কোনওদিন দশ, কোনওদিন ছয়। সেটা নির্ভর করে কী শিডিউল আছে তার উপর। হয়তো কাননভাই বলে দিয়েছেন। তাই জানার জন্য পাশে দাঁড়ানো নকিবকে কুশ জিজ্ঞেস করল, "আজ কত ল্যাপ?"

নকিব ফিসফিস করে বলল, "অহনও কয় নাই। কাননভাই খুব চেইত্যা আছে আইজ। আর্শাদ আহে নাই অহনও।"

আর্শাদভাই আসেনি? ঘাড় ঘুরিয়ে কুশ লাইনে দাঁড়ানো অন্যদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। না, আর্শাদভাই নেই। অবাক হয়ে ও প্রশ্ন করল,

"কেন?"

"পুরা পেমেন্ট পায় নাই বইল্যা।"

"তার মানে?"

"অহনও ক্লাবের থেইকা দশ হাজার ট্যাহা পায়। কাইল ট্যাহা চাইয়া পাই নাই। দিলুভাই নাই। চিটাগাং গেসে। কে ট্যাহা দিব? আর্শাদ কইসে, লাস্ট ম্যাচের আগে পুরা পেমেন্ট না পাইলে খেলব না।"

"কী হবে তা হলে?"

"কী আবার হইব? ওই দেহো, চক্কোত্তিদার সঙ্গে কাননভাই কথা কইতাসে। মনে হয়, আইজ প্র্যাকটিস অইব না।"

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল কুশের। এটা অন্যায়। টাকা পায়নি বলে আর্শাদভাই খেলবে না। দিলুভাই কি টাকা মেরে দেওয়ার মানুষ?

রহমতগঞ্জ ক্লাবের ম্যাচের দিন কুশ নিজের চোখে দেখেছে, ভাল খেলার জন্য দিলুভাই নিজের হাত থেকে বেশ দামি একটা ঘড়ি খুলে দিয়েছিলেন আর্শাদভাইকে। রাতে খেতে বসার সময় আফরোজা ভাবী যখন জিজ্ঞেস করলেন, ঘড়িটা কই, তখন দিলুভাই বললেন, ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সারাতে দিয়েছেন।

BanglaBook.org

কথাটা শুনে তখন চমকে উঠেছিল কুশ। পরদিন ওর হঠাৎ চোখে পড়ে যায় দিলুভাইয়ের হাতে ঠিক একই রকম ঘড়ি। তার মানে দোকান থেকে ফের কিনে এনেছেন। আর্শাদভাইকে এত ভালবাসেন দিলুভাই, তা সত্ত্বেও ও এমন ব্যবহার করল কেন, কুশের মাথায় ঢুকল না। কাল বিকেলেই আর্শাদভাই প্র্যাকটিসের পর ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বায়তুল মোকারমে। কোন দোকানে নাকি নতুন ধরনের ফুটবল বুট এসেছে জার্মানি থেকে। বল আরও সুইং করানো যায়।

ঘণ্টাখানেক ও আর্শাদভাইয়ের সঙ্গে ছিল। তখন তো টাকাপয়সার ব্যাপারে ওকে কিছু বলেনি! উলটে বলেছিল, আবাহনী ম্যাচটা আরও ভাল খেলতে হবে। কেননা সামনের সিজনে দাম তোলার জন্য এই ম্যাচে ভাল খেলা কাজ দেবে। কুশ তাই একটু অবাক হঠাৎ আর্শাদভাই না আসায়। মাঝে কী এমন হল, আর্শাদভাই রেগে গেল? কুশ ভেবেই পেল না, কী টিম নিয়ে ওরা কাল খেলবে।

"কুশ, ক্লাব তোমারে কন্ট্রাক্টের পুরো টাকা দিসে?"

নাকিবের কথা শুনে ঘুরে দাঁড়াল। ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ দিয়েছে।

"আমারে দেয় নাই। কিন্তু আমি আর্শাদের মতো ছাঁচড়ামি করতে পারুম না। বাড্ডা জাগরণী ট্যাহা দেয় নাই, কহনও হয় নাই। বড় প্লেয়াররে লইয়া মাতন লাগসে, অহন বুঝুক। আমরা তো ছুটো প্লেয়ার।"

"আর্শাদভাই এটা কিন্তু ঠিক করেনি।"

"কে বুঝাইব? লিগে আমি সাতডা গোল করসি, আর্শাদ তিইনডা। তবু ও বড় প্লেয়ার। তুমি আসার আগে টিম খাবি খাইতাসিল। অফিশিয়ালরা আর কবে বুঝব, টিমে কারে রাখা দরকার, কারে না। আর্শাদ ম্যাক্সিমাম ট্যাহা পাইছে। মিনিমাম সার্ভিস দিল। আর আমরা পুরা সিজন খাইট্যা খাইট্যা মরলাম। ঠিক কইরা ফেলসি, সামনের সিজনে এই ক্লাবে আর আমি থাকুম না।"

রাগে গজগজ করছে নকিব। আশপাশে কয়েকজন ওর কথা শুনছে। কুশের মনের ভেতর থেকে কে যেন বলল, এই আলোচনাটা আর বাড়তে দেওয়া উচিত না। বরং সরে আসা ভাল। মনে মনে ও বলল, আমার কী। পরশু আমি প্লেনে উঠছি। কালকে ম্যাচটা খেলে দেওয়ার পর আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই বাড্ডা জাগরণীর। আর হয়তো এদেশে আসার কোনও দরকার হবে না। কথাটা ভাবামাত্রই লাইন থেকে কুশ বেরিয়ে এল।

সাইড লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে সেল ফোন থেকে কাননভাই কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। মনে হয়, চক্কোত্তিদার সেল ফোন। ওদিকে একবার তাকিয়েই কুশ বসে পড়ল। চড়া রোদ্দুর উঠেছে। আশপাশে কোনও গাছগাছালি নেই। আজিজভাই মাঝে একদিন বলেছিল, আগে বাড্ডা জাগরণী অন্য মাঠে প্র্যাকটিস করত। টিম প্রিমিয়ার লিগে ওঠার পর এই মাঠে চলে এসেছে। কলকাতার মতো ঢাকায় ময়দান অঞ্চল বলে কিছু নেই। এখানে ফাঁকা মাঠ পাওয়া দুষ্কর।

BanglaBook.org

মাঠের মধ্যে বসে থাকার সময়ই দূরে তাকিয়ে কুশ অবাক হয়ে গেল। চিন্ময়সার না! হ্যাঁ, নীল রঙের জিন্‌স, সাদা টি শার্ট। জিন্‌সের এই কাপড়টা বউদি সারকে কিনে দিয়েছিলেন বহরমপুরের রিমিতা নামে একটা দোকান থেকে। সারকে দেখে কুশ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। সার এখানে এলেন কোত্থেকে? সার তো আর বেঁচে নেই। ও স্পষ্ট দেখল, সার একবার হাত তুললেন ওর দিকে। যেন বললেন, আমি আছি রে কুশ। ভাল করে খেলিস।

কুশ বুঝে উঠতে পারল না, দৌড়ে সারের কাছে যাবে কি না। সারের কথা এখানে কেউ জানে না। কাকে সাক্ষী রাখব? কলকাতায় ফিরে গিয়ে রঞ্জুমাসিকে সারের কথা বললে বিশ্বাসই করবে না। কুশের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। ঝাপসা চোখেই ও দেখল, সার হঠাৎ মিলিয়ে গেলেন। আর তখনই কাননভাইয়ের গলা ও শুনতে পেল, "বয়েজ, গেট রেডি। জগিং শুরু করো। আজ পাঁচ ল্যাপ!"

ঘোর কাটিয়ে উঠতেই কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল কুশের। ও যখন জগিং শুরু করল, অন্যরা তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে। মঠের যে জায়গাটায় সার দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে পৌঁছে ও আশপাশে তাকিয়ে দেখল, না কেউ নেই। কাছাকাছি কয়েকটা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। মিস্ত্রিরা কাজ করছে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে সার আসবেন কোত্থেকে? তবে কি ও ভুল দেখেছে? না, তাই বা হবে কেমন করে?

"কুশ, কাল আমাকে যাতে খেলায়, তুমি একবার রিকোয়েস্ট করবে?"

কথাটা শুনে কুশ পাশ ফিরে তকাল। সুবীর বড়ুয়া। টিমের মিডফিল্ডার। চিটাগাঙের ছেলে। আর্শাদের পজিশনে খেলে। আর্শাদের জন্য চান্স পাচ্ছে না। সুবীর ছেলেটা কিন্তু মন্দ খেলে না। আর্শাদভাই যদি কাল না খেলে, তা হলে হয়তো কাননভাই ছেলেটাকে নামাতে পারেন। কাননভাইকে ওর কথা বলতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। কাননভাইয়ের প্রচণ্ড ইগো। উনি যা ভাল বুঝবেন, করবেন। কারও কথা শুনবেন না। কুশ নিজের বেলায় দেখেছে, কাননভাই দিলু খোন্দকরের কথাও শোনেননি।

কুশ বলল, "বলতে পারি, কিন্তু কাননভাই কি আমার কথা শুনবেন?"

"তুমি বললে না করতে পারবেন না। আমি জানি। টিম এত ম্যাচ খেলল, সবাই সুযোগ পেল। আমি ছাড়া। কী কারণে আমার উপর কাননভাই এত অসন্তুষ্ট, আমি জানি না।"

এড়াবার জন্য কুশ বলল, "ঠিক আছে, আমি বলব।"

সুবীর ছাড়ার পাত্র না। পাশাপাশি দৌড়তে দৌড়তে ও বলল, "লাস্ট ইয়ারে আমি আবাহনী ক্লাবে ছিলাম। সিজনের মাঝামাঝি হাঁটুতে চোট পেলাম। ক্লাব থেকে আমাকে চিটাগাঙ পাঠিয়ে দিল। আমাদের অবস্থা ভাল নয়, বুঝলে। মা ধারদেনা করে আমার চিকিৎসা করাল। এবার ঢাকায় আসতে দিচ্ছিল না। কিন্তু জোর করে আমি চলে এলাম। আমার কপালটাই খারাপ। এ-বছরটাও আমার নষ্ট হয়ে গেল।"

"তোমাকে বাড্ডায় কে নিয়ে এসেছিল?"

BanglaBook.org

"চক্কোত্তিদা, আমি গ্র্যাজুয়েট। সোনালি ব্যাঙ্কে চাকরির পরীক্ষা দিয়েছি। সেই চাকরিটা হয়ে যেতে পারে, যদি একটা ম্যাচ খেলার সুযোগ পাই। আমার পুরো ফ্যামিলিটা বেঁচে যাবে। তুমি কায়দা করে কাননভাইয়ের কানে আমার কথাটা একবার তুলবে ভাই? তোমার কথা উনি ফেলতে পারবেন না।"

জগিং করতে করতে কুশ বলল, "আমি নিশ্চয়ই বলব।"

ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের পর কাননভাই রোজ টিম নিয়ে আলোচনা করতে বসেন। সেই সময় সুবীরের কথা তুলবে কুশ ঠিক করে রাখল। মনস্থির করেও স্পিড বাড়িয়ে দিল। প্র্যাকটিস শেষ করে ও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চায়। তারাটার কথা ভাবলেই ওর মন বাড়ির দিকে চলে যাচ্ছে। কেউ বুঝবে না, তারাটা কতখানি মূল্যবান ওর কাছে। ওটা পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তো ওর ভাগ্যটা খুলে গেছে।

জগিং শেষ করার পর দু'জন করে ব্যায়াম শুরু। আজ কুশের পার্টনার নকিব। মেডিসিন বল নিয়ে ব্যায়াম শুরু করতেই নকিব জিজ্ঞেসা করল,

"সুবীর তোমারে কী কইতাসিল কুশভাই?"

কথাটা চেপে রাখা উচিত না। কুশ বলল, "ও কাল খেলতে চাইছে।"

নকিব মুখ কুঁচকে বলল, "ভুলেও কাননভাইরে তুমি রিকোয়েস্ট করতে যাইও না।"

"কেন?"

"অর উপর প্রচণ্ড রাগ কাননভাইয়ের।"

"কারণটা কী বলো তো?"

"লিগের সেকেন্ড ম্যাচ ছিল মুক্তি সঙ্ঘের এগেনস্টে। সুবীর সেমসাইড গোল খাওয়াইসিল। পরে জানা গেল, মুক্তি অরে ম্যানেজ করসিল। ঢাকায় অর ইমেজ ভাল না। কুশভাই, তুমি অর হইয়া কিসু কইবা না।"

শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল কুশের। সুবীর ছেলেটাকে দেখে মনে হয় না, খারাপ। কেন ওর নামে এই বদনামটা রটল, কে জানে? ঢাকায় এসে কুশের ভাল অভিজ্ঞতা হল। বড় ক্লাবের পরিবেশ কেমন হয়, সে সম্পর্কে একটা আন্দাজ পেল। বহরমপুরে এতদিন ও স্কুল টিমে খেলত। সর্বেসর্বা ছিলেন চিন্ময়সার। উনি যেভাবে বলতেন, টিম সেভাবেই চলত। কিন্তু ক্লাব টিম মানে পাঁচজনের ব্যাপার। একেকজনের মত একেকরকম। ঠিকমতো মানিয়ে চলতে না পারলে ভাল প্লেয়ারও নষ্ট হয়ে যায়।

চিন্ময়সার বলতেন, "একটা কথা তোরা মনে রাখবি। গাছের শত্রু লতা। আর মানুষের শত্রু কথা। কোথায় কী বলতে হয়, সেটা জানাও একটা আর্ট। কোথাও কোনওদিন লুজ টক করবি না। বিশেষ করে নতুন জায়গায়। দেখবি কাজ দেবে।" চিন্ময়সার ঠিকই বলতেন বাড্ডা জাগরণীতে খেলতে এসে এটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে কুশ। এই এখন ও যদি নকিবের কথায় প্রতিবাদ করত, তা হলে সেটা হয়তো অন্যভাবে কাননভাইয়ের কানে পৌঁছত। আর এখানে ওর অনেক শত্রু তৈরি হয়ে যেত।

কাননভাই শরীরের নীচের দিকের অংশে জোর বাড়ানোর জন্য নানা ধরনের ব্যায়াম

BanglaBook.org

করান। চিন্ময়সার জোর দিতেন কাঁধেও। সেই ব্যায়ামগুলো করতে ভোলে না কুশ। আধঘণ্টা ধরে ব্যায়াম করার ফলে কুশ দরদর করে ঘামতে লাগল। রোদ্দুরের তেজ আরও বেড়েছে। কাননভাই পাঁচ-সাত মিনিটের জন্য ব্রেক দিয়েছেন। আজিজভাই এই সময়ে একটা করে কলা সবার হাতে ধরিয়ে দেয়। এখানকার কলা বেশ বড় বড়। আর খুব মিষ্টি। বহরমপুরে ওরা লেবুর রস মেশানো চায়ের লিকার খেত। পরে চিন্ময়সার কোত্থেকে জেনে এলেন, ওটা ক্ষতিকর। তখন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। একপাশে দাঁড়িয়ে খোসা ছাড়িয়ে কলা খাচ্ছিল কুশ। এমন সময় কাননভাই এসে বললেন, "কাল বিকালে তুমি কোথায় ছিলে কুশভাই?"

হঠাৎ প্রশ্নটা শুনে একটু অপ্রস্তুত কুশ। প্র্যাকটিসের পর সোজা বাড়ি না গেলে খুব রাগ করেন কাননভাই। ও বায়তুল মোককারমে শপিং করতে গিয়েছিল শুনলে উনি অসন্তুষ্ট হবেন। তবুও গোপন করল না কুশ। বলল, "বায়তুল মোককারমে।"

"আর্শাদ তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"ক্যান?"

"আমাকে ও বলেছিল আডিডাস বুট কিনবে। আমারও একটা জিনিস কেনার ছিল। টেব্‌ল টেনিস র‍্যাকেটের রাবার।"

"আর্শাদ বুট কিনেছিল?"

"না।"

"ওখানে কোনও লোকের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছিল?"

"হ্যাঁ, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আর্শাদভাই অনেকক্ষণ ধরে আলাদা কথা বলছিল।"

"ওর সঙ্গে তোমার যাওয়া ঠিক হয়নি।"

কথাটা কাননভাই এমনভাবে বললেন, শুনে খুব খারাপই লাগল কুশের। ও বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"ঠিক আছে, যাও এখন প্র্যাকটিস করো।"

কড়াভাবে কথাটা বলেই কাননভাই সেন্টার সার্কেলের দিকে চলে গেলেন। কুশ বুঝতে পারল না, উনি কেন এত খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলেন। কাল বিকেলে আর্শাদের আচরণ ওর একটু অদ্ভুতই ঠেকেছিল। সত্যিই, এখন মনে হচ্ছে। বায়তুল মোককারমে ও একটি খেলার দোকানে নিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু কোনও কিছু কেনার আগ্রহই দেখায়নি। কুশ যখন তিতলির র‍্যাকেটের রাবার কেনায় ব্যস্ত, সেই সময় দোকানে বসা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আর্শাদ অনেকক্ষণ ধরে গুজগুজ করেছিল। পরে এসে বলল, "চলো, আমাকে এখনই যেতে হবে। ট্রেন ধরতে হবে।" হ্যাঁ, ও ট্রেন ধরার কথা বলেছিল। ইস, এই কথাটা কাননভাইকে বলা হল না। আর্শাদ আসলে কুষ্টিয়ার ছেলে। তা হলে কি কালই ট্রেন ধরে ও কুষ্টিয়া চলে গেছে? হতে পারে। ও জানে, এ সিজনে ক্লাবের আর খেলা নেই। দেশে ফিরে গেলে একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। না, আর্শাদ এটা ঠিক করেনি।

BanglaBook.org

আবাহনী ম্যাচের আগে ক্লাবকে এভাবে ডোবানো ওর উচিত হয়নি।

প্র্যাকটিসে আর মনই দিতে পারল না কুশ। কাননভাই কি ওকেও সন্দেহ করলেন? তা কী করে হয়? এখানে তো ও কাউকেই চেনে না। ঘণ্টাখানেক পার্টি করে খেলার পর যখন প্র্যাকটিস শেষ হয়, তখন দ্রুত বুট খুলে কুশ চক্কোত্তিদার কাছে গিয়ে বলল, "চলুন, দিলুভাইয়ের বাসায় যাব।"

কাননভাই, আর্শাদ, নকিব, সুবীর... কারও কথা এখন ওর ভাবতে ইচ্ছে করছে না। ও গিয়ে এখন দেখতে চায়, তারাটা টেব্‌লের উপর আছে কি না।

২২

দিলুভাইয়ের বাড়িতে ঢুকেই কুশ দেখল, আফরোজা ভাবী কার সঙ্গে যেন ফোনে কথা বলছেন। ওকে দেখেই ভাবী হাত নেড়ে কাছে ডাকলেন। তারপর ফোনে বললেন,

"ধরেন, ধরেন কুশভাইয়া আইস্যা গেছে। কথা বলেন।"

কুশ কাছে যেতেই আফরোজা ভাবী বললেন, "কইলকাতা থেইক্যা বিশ্বজিৎ ভট্‌চায বইল্যা কে একজন ফোন করসেন। তোমার লগে কথা কইতে চান।"

কুশ একটু অবাক হল বিশ্ব ভটচাযের নামটা শুনে। তাড়াতাড়ি রিসিভারটা হাতে নিয়ে ও বলল, "কুশ বলছি।"

ও-প্রান্ত থেকে বিশ্ব ভট্‌চায বললেন, "আরে, অনেক কষ্টে তোমার ফোন নম্বরটা জোগাড় করলাম। আর্জেন্ট দরকার। তুমি কবে আসছ কলকাতায়?"

কুশ বলল, "পরশু। কেন সার?"

"এদিকে মিঃ ফেইফার তো ফোন করে করে পাগল করে দিলেন আমায়। হংকং থেকে এই একটু আগে উনি ফোন করেছিলেন। তুমি কবে হংকংয়ে পৌঁছতে পারবে তা জিজ্ঞেসা করছিলেন। কী বলি বলো তো?"

"সার, আমার আন্টির সঙ্গে একবার কথা বলবেন?"

"তা না হয় বললাম। কিন্তু মিঃ ফেইফার তো কালকের মধ্যেই তোমাকে হংকং যেতে বলছেন। তোমার জন্যই উনি হংকংয়ে বসে রয়েছেন। তুমি কি কাল সকালের প্লেনে কলকাতায় চলে আসতে পারবে?"

"না সার, কাল এখানে লিগের লাস্ট খেলা। সেটা খেলতেই হবে আমাকে।"

"তোমাকে নিয়ে একটা খবর বেরিয়েছে এখানকার কাগজে। নাকি একটা ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছ? খুব হইহই হচ্ছে তোমাকে নিয়ে এখানে?"

শুনে খুব ভাল লাগল কুশের। কিন্তু প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে ও বলল, "সার, আমি যদি পরশু কলকাতায় যাই, তা হলে তার পরের দিন হংকং গেলে চলবে?"

"না, না। লেটেস্ট পরশু তোমাকে হংকং পৌঁছতেই হবে। তোমার জন্য মিঃ

BanglaBook.org

ফেইফারের সব প্ল্যান আটকে আছে। তারপর তোমার সঙ্গে অফিশিয়াল কোনও কন্ট্রাক্টও হয়নি। সব জগাখিচুড়ি পাকিয়ে রয়েছে। ওরা ফরেনার, বুঝলে, সব কিছু যতক্ষণ না অফিশিয়াল হচ্ছে, ততক্ষণ কোনও ব্যাপারে গুরুত্বই দেবে না। আরে, হংকং থেকে উনি আমার জন্যও টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার মানে তোমাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমার। উনি ফোনে আমাকে বললেন, তেমন হলে তুমি নিজেই ঢাকায় চলে যাও। ওখান থেকে সোজা হংকং চলে এসো কুশকে নিয়ে। কী করব, বুঝতে পারছি না। কালকের ম্যাচটা তোমার না খেললেই নয় কুশ?"

"না সার, আমাকে খেলতেই হবে। এখানকার দূতাবাসের অ্যাম্বাসাডার কাল আমার খেলা দেখার জন্যই মাঠে আসবেন।"

"তাই নাকি? বাহ! তা হলে তো তোমার পক্ষে কাল আসা সম্ভব না। তার চেয়ে একটা কাজ করা যাক। আমিই কাল সকালের প্লেনে ঢাকা চলে যাচ্ছি। পরশু ওখান থেকে হংকং চলে যাব। তবে একটাই মুশকিল। প্লেনের টিকিট পাব কি না কে জানে। তুমি কী বলো কুশ?"

ঢাকা থেকেই হংকং চলে যেতে হবে শুনে কুশের মনটা খারাপ হয়ে গেল। হংকংয়ে কতদিন থাকতে হবে, কে জানে? রঞ্জুমাসির বা তিতলিদের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হবে না। তিতলির টেব্‌ল টেনিস রাবার না হয় বিশ্বসারের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে, কিন্তু ঢাকায় ও নিজে যেসব প্রাইজ পেয়েছে, সেগুলির কী হবে? টিভি সেট, একটা বড় কার্পেট। তা ছাড়া রঞ্জুমাসির জামদানি শাড়ি? সব কি বিশ্বসারের হাত দিয়ে পাঠানো সম্ভব?

"কী, কথা বলছ না কেন কুশ? আমি কি তোমার ওখানে চলে যাব? তুমি যদি রাজি হও তা হলে এখনই আমাকে বাংলাদেশ হাইকমিশনে গিয়ে আমার ভিসার ব্যবস্থা করতে হবে। ঢাকা থেকে হংকং যাওয়ার কোনও অসুবিধা নেই। কেননা হংকংয়ে অন অ্যারাইভাল ভিসা।"

"সেটাই করুন সার। তবে আমার আন্টিকে একবার ফোন করে সব জানিয়ে দেবেন। আন্টি আমার জন্য চিন্তা করবেন।"

"অবশ্যই। আমি এখনই ফোন করে ওঁর পারমিশন নিয়ে নিচ্ছি। তুমি রেডি থাকলেই হল।"

কুশ শুকনো গলায় বলল, "থাকব সার।"

"গুড। ছাড়ি তা হলে?"

আফরোজা ভাবী ডাইনিং টেব্‌লে ব্রেকফাস্ট সাজাতে সাজাতে এদিকে কান দিয়েছিলেন বোধ হয়। কুশ ফোন ছেড়ে পা বাড়াতেই জিজ্ঞেস করলেন, "ভাইয়া, তুমি কি এখান থেকে অন্য কোথাও যাবে? তোমার দিলুভাইয়া জানেন?"

না জানেন না। দিলুভাইয়াকে না জানিয়ে হংকং যাওয়া সম্ভব না, কুশ সেটা জানে। ও বলল, "দিলুভাইয়া কবে ফিরবেন ভাবী?"

BanglaBook.org

"আজ রাতেই ফেরার কথা। কেন? তুমি কি কোনও প্রবলেমে পড়েছ?"

কুশ দু'-চার কথায় পুরো ব্যাপারটা বলতেই আফরোজা ভাবী বললেন, "বোকা ছেলে, এটা কোনও সমস্যা হল? তোমার দিলুভাইয়া আসুক। সব ব্যবস্থা করে দেবেন। তুমি এখন ভাল ছেলের মতো ব্রেকফাস্টটা সেরে নাও।

ভাবীর কথা শুনে মুহূর্তেই মন থেকে চিন্তাটা সরে গেল কুশের। হিলির সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের সেই জগুবাবুর কথাই তা হলে ঠিক। আগামী দশটা বছর ওকে এখন নানা দেশে দৌড়ে বেড়াতে হবে। বহরমপুর থেকে বালুরঘাট, বালুরঘাট থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে ঢাকা, ঢাকা থেকে হংকং। প্রায় একমাস হয়ে গেল, কোথাও সুস্থির হওয়ার উপায় নেই। কে যেন ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মরা তারাটা? হতে পারে। তারাটার কথা মনে হতেই ওর বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। ইস, মিনিট সাত-আট হয়ে গেল ও ফিরে এসেছে। এখনও ঘরে গিয়ে দেখার সুযোগ পায়নি, তারাটা আছে, না চুন্নু মিয়া ঘর ঝাঁট দিতে এসে ফেলে দিয়েছে? ওর ভীষণ ইচ্ছে হল, দৌড়ে গিয়ে একবার দেখে আসে। কিন্তু আফরোজা ভাবী ব্রেকফাস্ট শেষ না করে ওকে নড়তে দেবেন না। অন্য প্লেয়াররা ক্লাবেই ব্রেকফাস্ট সেরে নেয়। কিন্তু কুশকে বাইরের খাবার খেতে দেন না ভাবী। ওঁর কড়া নির্দেশ, বাড়ির খাবার খেতে হবে।

বাধ্য হয়ে ডাইনিং টেব্‌লে বসে পড়ল কুশ। টোস্ট, মাংসের স্টু, কলা, দুধ। মনটাকে শান্ত করে ও টোস্টে কামড় দিল। চিন্ময়সার বলতেন, "খাওয়ার সময় অন্য কোনও চিন্তা করবি না। ধীরে-ধীরে চিবিয়ে খাবি। তা হলে ভাল হজম হবে। খাওয়ার পর অন্তত আধঘণ্টা জল খাবি না।" কত খুঁটিনাটি জিনিস শেখাতেন চিন্ময়সার! সত্যি, এরকম একজন টিচার পাওয়া কঠিন।

ডাইনিং টেব্‌লেই কয়েকটা খবরের কাগজ পড়ে আছে। জনকণ্ঠ, ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, ভোরের কাগজ। এ ক'দিনে কাগজের অনেক রিপোর্টারের সঙ্গে কুশের চেনা-পরিচয় হয়ে গেছে। রইফুল ইসলাম, আফজল, রুমি, অঘোর মণ্ডল, শিবলিভাই। প্রতিদিন ম্যাচের পর কেউ না কেউ এসে এঁরা কথা বলেন। আবাহনী ম্যাচ নিয়ে কেউ কিছু লিখেছেন কি না, তা দেখার জন্য জনকণ্ঠ কাগজটা কুশ চোখের সামনে মেলে ধরল। বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমটা নিউজিল্যান্ডে খেলতে গেছে। খেলার খাতায় ক্রিকেট ম্যাচের বেশ কয়েকটা রিপোর্ট। না, ফুটবল নিয়ে কোনও কিছু নেই।

ধীরেসুস্থে ব্রেকফাস্ট শেষ করে কুশ তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। যা ভেবেছিল ঠিক তাই। টেব্‌লের উপর তারাটা নেই। ঘরের চারপাশে একবার ও নজর বুলিয়ে নিল। সব সুন্দর করে সাজানো-গোছানো। তার মানে চুন্নু মিয়া কাজ করে গেছে। টেব্‌লের ড্রয়ার টেনে কুশ ভিতরটা দেখে নিল। না, তারাটা সেখানেও নেই। ঘরদোর পরিষ্কার করে চুন্নু মিয়া রোজ এই সময়টায় বাজার করতে যায়। ফিরতে ফিরতে বেলা বারোটা হয়ে যায় ওর। ও না ফেরা পর্যন্ত তারাটার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেসও করা যাবে না। তারাটা

BanglaBook.org

যদি হারিয়ে যায়, তা হলে কী হবে? কথাটা মনে হতেই কুশের মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

চিন্ময়সার বলতেন, কোনও ব্যাপারে কোনওদিন পুরো হাল ছেড়ে দিবি না কুশ, বুঝলি? দেখবি, ভগবান ঠিক একটা না একটা রাস্তা খোলা রাখেন। সমস্যাটা নিয়ে গভীর ভাবে ভাববি। তা হলে সেই রাস্তাটা পেয়ে যাবি। নিজের ঘরে বসে চিন্ময়সারের এই কথাগুলো মনে হতেই কুশ ধপ করে বিছানার উপর বসে পড়ল। এই মুহূর্তে ওর সমস্যা হল, মরা তারাটাকে খুঁজে বের করা। কী করে সেটা ও ফেরত পেতে পারে, সেটাই ওকে ভাবতে হবে।

প্রশ্নটা মনে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ ওর মনে হল, ঘর সাফ করে চুন্নু মিয়া ময়লা রাখে বিরাট একটা পলিথিনের প্যাকেটের মধ্যে। বাড়ির পিছন দিকে কর্পোরেশনের সাফাইওয়ালারা পরে এসে সেই প্যাকেট নিয়ে যায়। আরে, ওই প্যাকেটের ভিতরটা খুঁজে দেখলেই তো তারাটাকে ও পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেটা যদি কর্পোরেশনের লোকেরা এতক্ষণে নিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে? না, আর কোনও চান্সই থাকবে না তারাটাকে পাওয়ার। ছি ছি, সকালে যদি মনে করে তারাটাকে ও ড্রয়ারের ভিতর রেখে যেত, তা হলে ওটা এভাবে হারিয়ে যেত না। কথাটা মনে হতেই কুশের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল।

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে কুশ বাড়ির পেছন দিকে গিয়ে দেখল, পলিথিনের কালো প্যাকেটটা পড়েরয়েছে। কর্পোরেশনের লোকেরা সেটা নিয়ে যায়নি। তাড়াতাড়িপ্যাকেটের মুখটা খুলে কুশ পাগলের মতো তারাটাকে খুঁজতে লাগল। তরকারি খোসা, মাছের আঁশ, মাংসের হাড়। রান্নাঘরের যাবতীয় আবর্জনা। গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল ওর। প্যাকেটের ভিতর তন্নতন্ন করে খুঁজেও ও মরা তারাটার হদিস পেল না। ও খুব হতাশ হয়ে পড়ল। এ-বাড়িতে তারাটার কথা কেউ জানে না। কাউকে জিজ্ঞেস করেও কোনও লাভ হবে না। কেউ বিশ্বাসই করবে না, আকাশ থেকে খসে পড়া একটা তারা ও পেয়েছিল। আর সেটা অসীম উপকার করে যাচ্ছে ওর।

কাছেই একটা টিউবওয়েল। সেখানে হাত ধুয়ে কুশ ফের বাড়ির ভিতর ঢুকে এল। কী হবে এখন? তারাটার জন্যই ওর ভাগ্য খুলে গিয়েছিল। প্রতি ম্যাচ খেলতে যাওয়ার আগে ও তারাটা স্পর্শ করে যেত। শরীর ও মনে তাই প্রচণ্ড জোর পেত। কাল আবাহনী ক্লাবের সঙ্গে ম্যাচ। ঢাকায় ওর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। কাননভাই আজ বলল, ম্যাচটা টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়াবে ওর জীবনে। অবশ্য যদি ভাল খেলতে পারে। না পারলে এতদিনের সুনাম জলে চলে যাবে।

ভারাক্রান্ত মনে কুশ নিজের ঘরে এসে ডিভানে শুয়ে পড়ল। হিলির সেই মেয়েটা—রুনির কথা ওর মনে পড়ল। বালুরঘাটে ওদের বাড়িতে না গেলে কখনও তারাটা ও পেত না। কুশের মনে পড়ে গেল দীপপ্রিয়র কথাও। স্কুল ফুটবল ফাইনালের দিন বদমাশ ছেলেটা ওকে না বলে তারাটা চুরি করতে গিয়েছিল। ছোঁয়ামাত্র অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল

BanglaBook.org

সীমান্তশিখা ক্লাবে। একমাত্র দীপপ্রিয়ই জানে তারাটার কথা। কে জানে ও পরে কাউকে বলে দিয়েছে কি না। ওর সঙ্গে আর পরে দেখা হয়নি কুশের। কেননা পরের দিনই দীপপ্রিয় বহরমপুরে চলে গিয়েছিল।

চিন্ময়সার বলতেন, যাই ঘটুক না কেন, কখনও ভেঙে পড়বি না। ভগবান যা করেন, সবসময় ভালর জন্যই করেন। কথাটা কি সত্যি? তারাটা হারিয়ে গেল। এটা কি ভালর জন্য? হতেই পারে না। একটা মহাজাগতিক শক্তি সবসময় ওকে রক্ষা করে যাচ্ছিল। অলক্ষ্যে থেকে ভাল পরামর্শ দিচ্ছিল। সেটা ওর কাছে থাকলে যতটা ভাল করত, না থাকলে ততটা ভাল হবে? মনে হয় না। মন অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কুশ টিভি খুলে স্পোর্ট্স চ্যানেল দেখতে শুরু করল।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের খেলা দেখাচ্ছে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বনাম অ্যাস্টন ভিলা ম্যাচ। জানলার পরদা টেনে দিয়ে, ঘরের দরজা বন্ধ করে কুশ আরাম করে বসল ডিভানে। মাত্র তেরো মিনিট খেলা হয়েছে। ফল গোলশূন্য। এখনও সাতাত্তর মিনিট বাকি। সময়টা চমৎকার কেটে যাবে। টিভির পরদায় চোখ দিতেই কুশ মুগ্ধ হয়ে গেল নিস্তেলরুই বলে প্লেয়ারটাকে দেখে। কী কন্ট্রোল, কী স্পিড! বেকহ্যামের একটা পাস ধরে যেভাবে কাট করে ভিতরে ঢুকল, দেখে কুশ তাজ্জব।

খেলাটা কি ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে হচ্ছে? কুশ বুঝতে পারল না। টিভি-তে সার আলেক্সের মুখ একবার দেখাল। চিউইংগাম চিবোচ্ছেন। মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। একটা টিম যখন মাঠের মধ্যে খেলে তখন তার কোচের কী অবস্থা হয়, তা চিন্ময়সারকে দেখে আন্দাজ করতে পারত কুশ। ওদের তো একেবারে ছোট লেভেলের খেলা। হার-জিতে এমন কিছুই আসত-যেত না। কিন্তু প্রিমিয়ার লিগ মানে, বিশ্বের সেরা লিগ। কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। একটা ম্যাচে হার বা জিত—অনেক কিছু। বাইরে খেলতে না এলে কুশ তা জানতেই পারত না।

এ কী! বেকহ্যাম কাকে পাস বাড়াচ্ছেন? টিভির পরদায় নিজেকে বলের পিছনে দৌড়তে দেখে কুশের সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ও এখন ঢাকায় দিলুভাইয়ার বাড়িতে। ও কী করে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ খেলছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে? হ্যাঁ, জার্সির পিছনে ওই তো লেখা কে ইউ এস এইচ—কুশ। এও সম্ভব! বল নিয়ে সাইড লাইন দিয়ে ওই তো ও দৌড়চ্ছে। অ্যাস্টন ভিলার লেফ্‌ট ব্যাকটাকে ইনসাইড ডজে ও কাটিয়ে নিল। তারপর সোয়েডিং সেন্টার করল গোলকিপার আর ডিফেন্ডারদের মাঝে। পারফেক্ট সেন্টার। বক্সের মাঝখান দিয়ে দৌড়ে বলে হেড করল একজন। কুশ বডি ব্যালান্স ঠিক রাখতে গিয়ে তখন পড়ে যাচ্ছে। তাই বুঝতে পারল না, প্লেয়ারটা কে? নিজেকে সামলে যখন ও উঠে দাঁড়িয়েছে, তখন দেখল ম্যান ইউ-র ক্যাপ্টেন রয় কিন দৌড়তে দৌড়তে আসছেন ওর দিকে।

গোল হয়ে গেল নাকি! ঠিক তাই। বল গোলের ভিতর থেকে কুড়িয়ে আনছেন ভিলার গোলকিপার স্কিমিচেল। গোলটা করল কে? মাঠের একধারে জড়াজড়ি করে

BanglaBook.org

গোলের আনন্দ প্রকাশ করেছেন ম্যান ইউ-র কয়েকজন প্লেয়ার। কাকে নিয়ে নাচানাচি হচ্ছে, কুশ ঠিক বুঝতে পারছে না। বড়দের মাঝে ওর যাওয়াটা কি ঠিক হবে? ইতিমধ্যে রয় কিন এসে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন ওকে। কুশের মনে হল, ও আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। সত্যি-সত্যিই কি ঘটনাটা ওর জীবনে ঘটছে?

"ওয়েল ডান কুশি।" রয় কিন তারপর আর কী বললেন কুশ শুনতেই পেল না। গ্যালারিতে এমন আওয়াজ। স্টেডিয়ামের টিভি পরদায় ও দেখল, গোলটা দেখানো হচ্ছে স্লো মোশনে। ওর সেন্টার উড়ে গেল। লাফিয়ে উঠলেন নিস্তেলরুই। বলে মাথা ছোঁয়ালেন সবাইকে টপকে। বল গোলে ঢুকে গেল বিদ্যুৎগতিতে। গোলটা তা হলে নিস্তেলরুইয়েরই।

দরজায় টোকার শব্দ। চোখের সামনে থেকে ফুটবল মাঠ নিমেষে সরে গেল। এক ঝটকায় কুশ ফিরে এল ঘরের মধ্যে। দিলুভাইয়ের গলা না? নাম ধরে ডাকছেন। হয়তো ভেবেছেন, প্র্যাকটিস থেকে ফিরে ও ঘুমিয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি ডিভান থেকে নেমে কুশ দরজা খুলে দিল। হ্যাঁ, দরজার ওপাশে দিলুভাই। সঙ্গে আরেকজন। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এই তো সকালে দিলুভাই চট্টগ্রামে ছিলেন। এরমধ্যে ঢাকা এলেন কী করে? কুশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "দিলুভাই! কখন এলেন?"

"এই এখন। এসো, তোমার সঙ্গে ইলিয়াস সাহেবের আলাপ করিয়ে দিই। ইনি আমার বিজনেস পার্টনার আখতারউদ্দিন ইলিয়াস। ইনি থাকেন চট্টগ্রামে। বিলিওনিয়ার, বুঝলে কুশ। এঁর কারবার সারা পৃথিবী জুড়ে। খুবই ব্যস্ত মানুষ। তবুও তোমার নাম শুনে এককথায় ঢাকায় চলে এলেন।"

কুশ বলল, "সেলাম আলেকুম।"

ইলিয়স সাহেব হেসে বললেন, "আলেকুম সেলাম। কুশভাইয়া, কাইল কী রেজাল্ট হবে আমারে বলেন। আবাহনীরে হারাইতে পারবেন?"

কী হল, কুশ বলে ফেলল, "পারব।"

"ভেরি গুড, হারাইতে পারলে লাখ টাকা ইনাম দিমু।"

টাকার অঙ্কটা শুনে মাথা ঘুরে গেল কুশের। বলছেন কী, ইলিয়াসসাহেব! এ-ক লা-খ টা-কা। আচ্ছা ফুটবল পাগল তো! প্রচণ্ড অবাক হয়ে ও ইলিয়াস সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইল। ভদ্রলোকের কত টাকা আছে? এককথায় লাখ টাকা পুরস্কার দিতে পারবেন? নাকি আবাহনীকে হারানো অসম্ভব বলে ধরাছোঁয়ার বাইরে টাকার একটা অঙ্ক বলে দিলেন?

দিলুভাই বললেন, "কুশ, এসো আমরা ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসি। ইলিয়াস সাহেবের আরও কীসব প্ল্যান আছে তোমাকে নিয়ে। সেসব বলবেন।"

টিভি-র সুইচ বন্ধ করে দিয়ে কুশ ড্রয়িংরুমে এসে দাঁড়াল। ইলিয়াস সাহেবের উলটো দিকে বসেই দিলুভাই বললেন, "ভাবীর মুখে শুনলাম, তোমার জন্য কলকাতা থেকে একজনের আসার কথা। কিন্তু উনি আসবেন কী করে আমি বুঝতে পারছি না। আজ জুম্মাবার। আমাদের ছুটির দিন। উনি বোধ হয় জানেন না। উনি তো ভিসাই জোগাড় করতে পারবেন না।"

BanglaBook.org

কথাগুলো শুনে দমে গেল কুশ। বিশ্বসার যদি না আসতে পারেন, তা হলে ওর হংকং যাওয়া হবে না। অতবড় একটা সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে। ও বলে উঠল, "তা হলে আমি কী করব দিলুভাইয়া?"

"ঘাবড়াচ্ছ কেন? ইলিয়াস সাহেবের নিজের প্লেন আছে। ইচ্ছে করলে উনি তোমাকে কালই খেলার পর কলকাতায় পৌঁছে দিতে পারেন। আমাকে তো উনি ওঁর প্লেনেই চিটাগাঙ থেকে এই এখুনি ঢাকায় নিয়ে এলেন। দশটার সময় প্লেনে উঠলাম। আর সাড়ে এগারোটায় নিজের বাড়িতে বসে তোমার সঙ্গে কথা বলছি।"

কারও নিজের প্লেন থাকতে পারে বলে কুশ কোনওদিন শোনেনি। ও বোকার মতো ইলিয়াস সাহেবকে বলল, "সত্যি আপনার নিজের প্লেন?"

ইলিয়াস সাহেব হাসিমুখে বললেন, "জি, জি, খুব ছোট। থ্রি সিটার। মানে মাত্র তিনজন প্যাসেঞ্জার নিতে পারে। আপনে এত অবাক হন ক্যান? আমাগো চিটাগাঙে আরও পাঁচ-ছয়জনের প্লেন আছে।"

কুশ জিজ্ঞেস করল, "আপনি চালাতে পারেন?"

"জি পারি। অলরেডি সিক্স হান্ড্রেড আওয়ার্স ফ্লাইয়িং এক্সপেরিয়েন্স আমার হইয়া গেসে। তবে একজন পাইলটও বেতন দিয়া রাখসি। যহন একা কুথাও যাই, তহন সঙ্গে লইয়া যাই।"

দিলুভাইয়া বেশ আড্ডার মেজাজে। বললেন, "ইলিয়াস সাহেবের জীবনে একটাই মারাত্মক শখ ছিল, বুঝলে কুশ। ওঁর থ্রি সিটার প্লেন নিয়ে সারা ওয়ার্ল্ড একবার পাক দিয়ে আসবেন।

"শখটা মেটালেন না কেন?"

"তার জন্য মাসদুয়েক সময় দরকার। বিজনেসে উনি এত ব্যস্ত, সেই সময়টা পাচ্ছেন না।"

ইলিয়াস সাহেব বললেন, "একবার সব কিছু রেডি। ওয়ার্ল্ডটুরে বাইরামু। ঠিক তহনই মিড্‌ল ইস্টে যুদ্ধ লাইগ্যা গেল। আমার ওয়াইফ কিছুতেই বাইরতে দিলেন না। দেহি, ইচ্ছা আছে সামনের জানুয়ারিতে একটা ট্রাই করুম।"

ইলিয়াস সাহেবের সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলেই কুশ ভদ্রলোকের ভক্ত হয়ে পড়ল। কত বয়স হবে? তিরিশ-বত্রিশ। দিলুভাইয়ার চেয়ে অনেক ছোট। ভদ্রলোক দেখতেও সুপুরুষ। একটা সময় ফুটবল খেলতেন। দিলুভাইয়ার মতোই বিজনেসে নেমে খেলাটা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। ইলিয়াস সাহেব বললেন, "এককালে আমি খুব ফ্যান ছিলাম আবাহনী ক্লাবের। কিন্তু অরা আমার সাথে ভাল ব্যাভার করে নাই। সে অনেক কথা। অহন আবাহনী ক্লাবরে কেউ যদি হারায়, আমি খুশি হই।"

হঠাৎ দিলুভাই বললেন, "ইলিয়াস সাহেব, কুশভাইরে আপনে যে প্রোপোজালটা দিবেন কইতাসিলেন, হ্যারে কন।"

"হ হ।" যেন মনে পড়ল ইলিয়াস সাহেবের, "দ্যাখেন কুশভাই, ইন্ডিয়ায়... বিশেষ

BanglaBook.org

কইর‍্যা ক্যালকাটায় আমি নতুন ধরনের একটা টনিক বাজারে ছাড়ুম। ইতালিয়ান এক কোম্পানির কোলাবরেশনে প্রোডাক্টটা তৈরি করতাসি। নাম ক্রিয়েটিন। তা হেই কারণে একটা অ্যাড ফিল্ম করতে অইব। ক্যালকাটায় সব টিভি চ্যানেলে এক বছরের জন্য সেই বিজ্ঞাপন দেখামু। বিজ্ঞাপনের জন্য আপনেরে আমার দরকার।"

কুশ প্রচণ্ড অবাক হয়ে বলল, "আমাকে? কলকাতায় তো আমাকে কেউ চেনেই না। আমি কী সাহায্য করব আপনাকে?"

"আপনেরে আমার অ্যাড ফিল্মে মডেল হইতে হইব।"

"মডেল মানে?"

"কাম সারসে। অ খোন্দকরসাহেব... আপনের প্লেয়ার তো মডেল মানেই জানে না।" আখতারউদ্দিন ইলিয়াস মশকরা করলেন দিলুভাইয়ের সঙ্গে, "আপনে বোঝান, মডেল কইতে কী বোঝায়।"

দিলুভাই বললেন, "টিভিতে খেলার মাঝে-মাঝে বিজ্ঞাপন দ্যাখোনি? সচিন তেন্ডুলকর বা সৌরভ গাঙ্গুলিকে নিয়ে? সেরকম আর কি। বুঝেছ?"

কুশের মাথায় ঢুকল কথাটা। টিভিতে প্রায়ই ও দেখে, সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের বিজ্ঞাপন। একদল ছেলে গান গাইছে। অনেকের মুখে সচিনের মুখোশ। ছেলেগুলো পরে দেখতে পেল ওই মুখোশ পরে সত্যিকারের সচিন ওদের মধ্যেই রয়েছে। দেখে ওরা অবাক হয়ে গেল। কিন্তু সচিন-সৌরভরা তো ক্রিকেটার। ইলিয়াস সাহেব ওদের মডেল বলছেন কেন? মনে মনে একটু খুশিই হল কুশ। টিভিতে সচিন-সৌরভদের মতো যদি রোজ ওকে দেখায়, তা হলে বহরমপুরে সবাই ওকে দেখতে পাবে।

ইলিয়াস সাহেব এর পর যে কথাটা বললেন, তা শুনে কুশ চমকে উঠল, "অ্যাড ফিল্ম করার জন্য আপনেরে আমি টাকা দিমু। দুই লাখ টাকা। আপনে যদি ক'ন তাইলে আপনের আন্টির কাছে গিয়া আমি প্রোপোজালটা দিতে পারি।"

দিলুভাই মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। কুশ বুঝতে পারল, হ্যাঁ বললে উনি খুব খুশি হবেন। ও বলল, "দিলুভাই আমার গার্জেনের মতো। উনি রাজি হলে আমার কোনও আপত্তি নেই।"

"ব্যস, তা হলে কথা হয়ে গেল," ইলিয়াস সাহেব যেন নিশ্চিন্ত হলেন, "কুশভাইয়া, আর আপনারে আটকাইয়া রাখুম না। যান, রেস্ট লন। আমরা এখন তাইলে বিজনেস টক করি।"

কথাটা শুনেই কুশ উঠে দাঁড়াল। ঘরে ফিরতে ওর ইচ্ছে করছে না। বাইরে একটা ঝুল বারান্দামতো আছে। ও সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। ডান দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান। তার ওপাশে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্স। চুন্নু মিয়া পরিবার নিয়ে সেখানে থাকে। চুন্নু মিয়ার কথা মনে হতেই কুশের তারাটার কথা মনে পড়ল। কোয়ার্টার্সের বাইরে চুন্নু মিয়ার ছেলে নুরুল খেলা করছে। বছর পাঁচেক বয়স। আফরোজা ভাবী ওকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। কিন্তু ছেলেটা স্কুলে যেতে চায় না। প্রায়ই বকুনি খায়।

BanglaBook.org

ওকে বকবে বলে কাছে যেতেই কুশ চমকে উঠল। নুরুলের হাতে ওটা কী? কী নিয়ে খেলা করছে ও? আশ্চর্য, মরা তারাটা ওর হাতে গেল কী করে?

২৩

আবাহনী ক্লাবের সঙ্গে ম্যাচটা যে শেষ পর্যন্ত ড্র হবে, কুশ ভাবতেও পারেনি। খেলা শুরু হওয়ার মিনিটপাঁচেকের মধ্যেই ওরা এক গোলে পিছিয়ে পড়েছিল। সেই গোল শোধ করা তো দূরের কথা, ফার্স্ট হাফে আরও তিন-চার গোলে ওদের পিছিয়ে পড়ার কথা। নেহাত কপাল ভাল, গোলগুলো হয়নি।

মীরপুর স্টেডিয়ামে প্রচণ্ড ভিড়। আবাহনী জিতলে চ্যাম্পিয়ান। আর হারলে অথবা ড্র করলে মোহামেডান খেতাব জিতবে। তাই মোহামেডানের প্রচুর সাপোর্টারও হাজির। ঢাকায় অনেক ম্যাচ খেলেছে কুশ। কোনও ম্যাচ এমন দেখেনি, গ্যালারি থেকে লোকে তেমনভাবে বাড্ডা জাগরণীর প্লেয়ারদের উৎসাহ দিচ্ছে। কিন্তু এই ম্যাচটা খেলতে নেমে কুশের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। ও বল ধরলেই ডান দিকের গ্যালারির বিরাটসংখ্যক দর্শক খুব চেঁচাচ্ছে।

আর্শাদভাই পাশে নেই। কুশের খুব সমস্যা হচ্ছিল, পিছন থেকে বল বাড়ানোর মতো কেউ না থাকায়। হাফ টাইমে ড্রেসিংরুমে কাননভাই হঠাৎ বললেন, "কুশ, তোমার দিকেই আমি তাকিয়ে আছি। নিজে যা পারো করো। নকিবের পায়ে মারাত্মক লেগেছে। ও মনে হচ্ছে আর টানতে পারবে না। আমাদের দশজনেই খেলতে হবে।"

টিমের এমন অবস্থা, সুবীর ছাড়া আর কোনও রিজার্ভ প্লেয়ার নেই। কুশের কী মনে হল, বলল, "সুবীরকে নামিয়ে দিন।"

"তুমি বলছ, ঠিক আছে নামাচ্ছি। কিন্তু কোনও লাভ হবে বলে মনে হয় না।"

ফের মাঠে নামার আগে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুবীর বলল, "কুশভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমার জন্যই আজ তেরোটা ম্যাচের পর আমি চান্স পেলাম। চলো, আজ আমি কিছু করে দেখাই।"

ওর গলায় আত্মবিশ্বাস দেখে কুশ একটু অবাক হয়েই তাকাল। চিন্ময়সার বলতেন, 'টিমে নিয়মিত যারা চান্স পায় না, তাদের আত্মবিশ্বাস তলানিতে নেমে যায়। জীবনে এমন টিমে কখনও যাবি না, যেখানে তোকে বসে থাকতে হবে। সুযোগ কখনও নষ্ট করবি না। সবসময় এমন ভাব দেখাবি, একটু সুযোগ পেলেই তুই একবারে মারকাটারি ফুটবল খেলে দিবি। ঠিক গৌতম সরকারের মতো।'

মাঠে নামার ঠিক আগে কুশ তাই সুবীরকে বলল, "তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। বল পেলেই মুখ তুলে দেখবে আমি কোথায় আছি। তারপর সোজা আমাকে পাস বাড়াবে। বলটা দিয়েই তুমি আমার কাছাকাছি চলে আসার চেষ্টা করবে।"

BanglaBook.org

সেকেন্ড হাফে খেলাটা শুরু হতেই কুশের মনের ভিতর থেকে কে যেন বলল, "স্রেফ ড্রিব্‌ল করে যাও।" কিন্তু একটু বেশি ড্রিব্‌ল করলে কাননভাই খুব অসন্তুষ্ট হন। উয়াড়ি ম্যাচের পর বেশ বকাবকি করেছিলেন, পায়ে বেশিক্ষণ বল রাখার জন্য। পরক্ষণেই কুশের মনে পড়ল, কাননভাই তো একটু আগেই বলে দিলেন, নিজে যা পারো করো। তা হলে ড্রিব্‌ল করতে অসুবিধে কোথায়? বল ধরেই ও দু-তিনজনকে কাটাতে শুরু করল। এর ফলে দুটো জিনিস হল। গ্যালারির মোহামেডান সাপোর্টাররা বাড়তি উৎসাহ পেয়ে গেল আবাহনীর প্লেয়ারদের হেনস্থা হতে দেখে। আর আবাহনীর প্লেয়াররাও মেজাজ হারাতে শুরু করল।

চিন্ময়সার বলতেন, 'খেলার সময় যদি তুই কখনও মেজাজ হারাস, তা হলে স্বাভাবিক স্কিলগুলো ভুলভাল করবি। পুরো খেলাটাই নষ্ট হয়ে যাবে। খেলার সময় সবসময় অপোনেন্ট তোর মেজাজ গরম করার চেষ্টা করবে। ওই ফাঁদে কখনও পা দিবি না। মেজাজটা সবসময় বরফের মতো ঠাণ্ডা রাখবি, বুঝলি। একজন স্ট্রাইকারের ওটাই সবচেয়ে বড় গুণ।' খেলতে খেলতে কুশ লক্ষ করল, আবাহনীর প্লেয়াররা সত্যিই অনেক ভুল করছে। ওদের ছন্দটাই কেমন যেন নষ্ট হয়ে গেল মাথা গরম করাতে। ওরা খুব বেশি ফাউল শুরু করল।

ঠিক এই সময় সুবীর বলে ছেলেটা দারুণ খেলতে লাগল। পাগলের মতো একবার ডিফেন্স করছে। পরক্ষণেই উঠে আসছে অ্যাটাকে। সারা মাঠ জুড়ে ও দৌড়ে যাচ্ছে। এই ছেলেটাকে কাননভাই এতদিন বসিয়ে রেখেছিলেন কেন, কুশ বুঝতে পারল না। ঠিক তখনই ওর মাথায় চিন্তা খেলে গেল, সুবীরকে দিয়ে ও গোল করাবে। এই একটা গোল, ছেলেটার ভাগ্য বদলে দিতে পারে। সোনালি ব্যাঙ্কে ওর চাকরিটা হয়ে যেতে পারে। কী মনে হল, কুশ মনে মনে তারাটার কাছে প্রার্থনা করল, একটা সুযোগ করে দাও। আমি যেন ইচ্ছেটা পূরণ করতে পারি।

বলতে-না-বলতে সুযোগটা এসে হাজির। মাঝমাঠ থেকে বল বাড়িয়ে দিল আলতাফ। বল কাছে পৌঁছনোর আগেই কুশ দেখল,বাঁ দিক থেকে সুবীর ওর দিকে দৌড়ে আসছে। ওকে মার্ক করার জন্য ছুটছে আবাহনীর সুইপার স্যালিউ। নাইজিরিয়ান, বেশ লম্বা শরীর। ফার্স্ট হাফে কুশ বুঝে নিয়েছিল, স্যালিউর টার্নিং খুব খারাপ। ও উল্টো দিকে বলটা পাস করে দিল। যাতে স্যালিউ ঘোরার আগে সুবীর বল পেয়ে যায়। ও যা ভাবল, ঠিক তাই হল। সুবীর বল ধরেই গোল লক্ষ্য করে শট নিল। বল বাঁক নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গোল।

খেলা ১-১ শেষ হতেই দিলুভাইয়া দৌড়ে মাঠে ঢুকে এলেন। তারপর কুশকে কাঁধে তুলে নিয়ে বললেন, "তোমার কী চাই, কও। ইলিয়াস সাহেব তোমারে যা কমিট করসে তা থেইক্যা দশ হাজার ট্যাহা বেশি দিমু।"

কুশকে কোলে করেই দিলুভাইয়া ড্রেসিংরুমের দিকে ছুটলেন। মাঠের ধার থেকে সব ফোটোগ্রাফাররা ছুটে এসে সেই ছবি তুলতে শুরু করল। ওপর থেকেই কুশ দেখল, আবাহনীর প্লেয়াররা সব মাঠেই বসে পড়েছে। ক্লান্ত, ভেঙে পড়া এগারোটা শরীর। হাতেব

BanglaBook.org

মুঠো থেকে চ্যাম্পিয়ানশিপ বেরিয়ে গেল। হতাশ তো ওরা হবেই। ওদিকে গ্যালারির একদিকে নাচানাচি হচ্ছে। অন্যদিকে রাগ, ক্ষোভ। আবাহনীর সাপোর্টাররা গালাগাল দিচ্ছে টিমের প্লেয়ার, কর্মকর্তাদের। দেখে কুশের খুব খারাপ লাগল। ওরা তো কম চেষ্টা করেনি। তা হলে কেন গালাগাল খাবে?

ড্রেসিংরুমে ফিরতেই কে একজন এসে যেন বললেন, "ইন্ডিয়ার হাইকমিশনার আসতে চাইতাসেন কুশের লগে কথা কওনের জন্য।"

সঙ্গে-সঙ্গে দিলুভাইয়া বললেন, "নিয়া আস। বাইরে দাঁড় করাইয়া রাখস ক্যান?" বলে নিজেই দৌড়ে গেলেন ভদ্রলোককে নিয়ে আসার জন্য।

একটু পরে মাঝবয়সি, সুদর্শন এক ভদ্রলোক এসে কুশকে বললেন, "কনগ্রাচুলেশন। তোমার খেলা আমার খুব ভাল লেগেছে।"

এই ভদ্রলোকই তা হলে জগন্নাথ চাকলাদার। কুশ উঠে গিয়ে প্রণাম করল। আশপাশে ক্লিক ক্লিক শব্দ। আলোর ঝলকানি। অনেকেই ছবি তুলছেন। ফটোগ্রাফারদের মধ্যে কুশ দেখতে পেল রোজিনাকে। বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের এয়ার হোস্টেস। রোজিনাও ছবি তুলছে। ও আঙুল তুলে ভি দেখাতেই কুশ হেসে ফেলল। ওকে হাসতে দেখে ফের ক্লিক ক্লিক শব্দ।

"মাঝে আমাদের ওখানকার কাগজে পড়তাম, কোনও ফুটবলার নাকি কলকাতা থেকে আর উঠছে না। ওসব পড়ে মনখারাপ হয়ে যেত।" চাকলাদার বললেন, "কিন্তু তুমি তো বেশ ভাল খেলো। কলকাতার কোন ক্লাবে খেলো তুমি? ইস্টবেঙ্গল, না মোহনবাগান? আমি কিন্তু মোহনবাগানের সাপোর্টার।"

কুশ কিছু বলার আগেই দিলুভাইয়া বলে উঠলেন, "এখনও বড় ক্লাবে খেলেনি। তার আগেই আমি ওকে নিয়ে এসেছি।"

জগন্নাথ চাকলাদার বললেন, "বাঃ। ভেরি গুড। আশীর্বাদ করি, আরও বড় প্লেয়ার হও। মিঃ খোন্দকর, আজ রাতে ওকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসুন। ওর সঙ্গে আমি ডিনার করব।"

দিলুভাইয়া বললেন, "সার, একটু পরেই ও কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে। পরের বার যখন আমাদের হয়ে পুরো সিজ্‌ন খেলতে আসবে, তখন নিয়ে যাব। মাফ করবেন, এবার ও যেতে পারবে না।"

দিলুভাইয়ার কথা শুনে হঠাৎ কুশের মনে হল, সন্ধে সাতটায় ওদের এয়ারপোর্টে যাওয়ার কথা। ইলিয়াসভাইয়ের প্লেনে ও আজই ফিরে যাবে। রাত আটটার সময় রঞ্জুমাসিরা ওর জন্য কলকাতা এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে থাকবেন। রঞ্জুমাসির হাতে ওকে তুলে দিয়ে ইলিয়াসভাই ওখান থেকে তাজ বেঙ্গল হোটেলে চলে যাবেন। কাল সকালে কলকাতায় কী কাজ আছে যেন ইলিয়াসভাইয়ের। সেটা সেরে উনি মুম্বাই চলে যাবেন। আর কাল সকালেই কুশ থাই এয়ারলাইন্সের প্লেন ধরে ব্যাঙ্কক হয়ে হংকং যাবে। ওর সঙ্গে যাবেন বিশ্ব ভট্টাচার্য।

BanglaBook.org

ড্রেসিংরুমে অত হট্টগোলের মাঝেও কুশের পুরো ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগল। আজ এখন ও ঢাকায়। আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তিনটে দেশ ওর ঘোরা হয়ে যাবে। মাসখানেক আগে এটা ও চিন্তাই করতে পারত না। ফুটবল, একমাত্র ফুটবলের জন্য এটা সম্ভব হবে। যে ভাল ফুটবল খেলতে পারে, তার কাছে পৃথিবীটা একটা দেশ। কথাটা বলতেন চিন্ময়সার। "দেখছিস না, ব্রাজিলের ছেলে রোনাল্ডো। সে এখন ইতালিতে। ইচ্ছে করলে পৃথিবীর যে-কোন দেশে ও যেতে পারে। চেষ্টা করলে তোরাও একদিন পারবি।"

কথা হচ্ছিল বহরমপুরে স্কোয়ার ফিল্ডে একটা গাছের তলায় বসে। কৌশিক ফিসফিস করে কী যেন বলেছিল দীপেনকে। সারের কানে পুরোটা যায়নি। সার প্রশ্ন করেছিলেন, "কৌশিক কী বলল রে?"

দীপেনটা এমন বোকা, বলে ফেলেছিল, "সার, কৌশিক বলল, আমরা ভেতো বাঙালি। আমরা চেষ্টা করলেও কি বাইরে যেতে পারব? মা যেতেই দেবে না।"

"বোকার মতো কথা বলিস না। তোরা জানিস, ইংল্যান্ড-আমেরিকায় কত ভেতো বাঙালি টপ টপ পজিশনে আছে? বড় বড় স্বপ্ন না দেখে কোনও দিন বড় হতে পারবি না। তোদের এই বহরমপুরেই পড়ে থাকতে হবে।"

সারের মুখটা মনে ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল। কাল সকালেই প্র্যাকটিসের সময় ও নিজের চোখে সারকে একবার দেখেছিল। সারের কথা এত মনে হচ্ছে কেন কে জানে!

আজ যদি সার এখানে থাকতেন, তা হলে কী বলতেন? প্রশংসা করতেন? মনে হয় না। উলটে ভুল-ত্রুটিগুলো ধরে দিতেন। সার বলতেন, "ফুটবল হচ্ছে আবেগের খেলা। তবে তোকে যেন সেই আবেগ স্পর্শ না করে। তোর খেলা দেখে লোকে ইমোশনাল হয়ে পড়ুক তাতে কোনও ক্ষতি নেই। তুই ইমোশনাল হয়ে গেলেই মুশকিল। তখন তোর মধ্যে যুক্তি আর কাজ করবে না। পদে পদে তুই ভুল করবি।"

কথাটা মনে হতেই কুশের চোখের কোণ ভিজে উঠল। জগন্নাথ চাকলাদার চলে যাচ্ছেন। তাঁকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দিলুভাই পা চালিয়ে এসে বললেন, "কুশ, গেট রেডি। বাড়ি ছুঁয়ে আমাদের এয়ারপোর্ট যেতে হবে।"

কথাটা শুনেই মনখারাপ হয়ে গেল কুশের। কয়েকটা দিন খুব সুন্দর কাটাল বাড্ডা ক্লাবে। ও হঠাৎই টের পেল, ঢাকা শহরের আলাদা একটা মায়া আছে। সেই মায়া কাটিয়ে চলে যাওয়া কঠিন। কে জানে, আর কখনও এই শহরে আসা হয়ে উঠবে কি না? দ্রুত পোশাক বদলে ও প্রত্যেকের সঙ্গে একবার হাত মিলিয়ে নিল। একেকজন একেকরকম কথা বলছে। "আমাগো ভুইল্যা যাইও না কুশভাই।"

"তোমার কাছে অনেক কিছু শেখার আছে।"

"তুমি একদিন ইন্ডিয়ার বেস্ট প্লেয়ার হইবা।"

"আবার সামনের সিজনে আমাগো ক্লাবে আইতাছ তো?"

BanglaBook.org

"আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙুম, তুমি যাতে বাঙালির মুখ রাখতে পার।"

"দেইখ, ঠিক তুমি একদিন ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে খেলবা।"

কথাটা কে বলল, তা দেখার জন্য কুশ পাশ ফিরে তাকাল। নকিবভাই। তিন-চারদিন আগে প্র্যাকটিসের পর ক্লাবে বসে ওর সঙ্গে গল্প করেছিল কুশ। কথায় কথায় সে সময় বোকার মতো ও বলে ফেলেছিল, ওর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে খেলা। কথাটা নকিবভাই মনে রেখেছে! ও বলল, "চেষ্টা করব।"

দিলু খোন্দকারের সঙ্গে স্টেডিয়াম থেকে বেরনোর সময় পথ আটকে দাঁড়ালেন রিপোর্টার শিবলিভাই। হাতে বড় একটা ছবি অ্যালবাম। সেটা এগিয়ে দিয়ে উনি বললেন, "কুশ, তোমার জন্য একটা গিফ্‌ট আছে। আমাগো কাগজের এডিটর তোমার জন্য পাঠাইয়া দিসেন। এই নাও।"

"কী আছে এতে?"

"ঢাকায় যতগুলান ম্যাচ তুমি খেলছ, তার ছবি। আমাগো ফোটোগ্রাফার রহমানভাইয়ের তোলা। ও তো তোমার ফ্যান হইয়া গেছে। কয় কী জান, তুমি ওয়ার্ল্ডের যেহানে খেলবা, তোমার ছবি তোলার জন্য সেহানে যাইব। ম্যাড, ম্যাড। যাউকগা, ওই অ্যালবাম সাথে রাইখা দিও। ইন ফিউচার যহন দেখব্যা, তহন আমাগো কথা মনে পড়ব।"

"থ্যাঙ্ক য়ু শিবলিদা।"

"ভাল হয়, যদি তুমি ক্যালকাটায় ফিইরা, আমাগো এডিটররে থ্যাঙ্ক্‌স লেটার পাঠাও। ওনার ভাল লাগব।"

"নিশ্চয় পাঠাব।"

"একবার খুইলা দেখবা না, কী ছবি আমি দিলাম?"

অ্যালবামের প্রথম পাতায় উলটেই কুশের মন আনন্দে ভরে গেল। ও বাইসাইকেল কিক নিচ্ছে, এমন ছবি। ঢাকায় একটা ম্যাচেই ও বাইসাইকেল কিকে গোল করেছিল। সেটা রহমতগঞ্জ ক্লাবের বিরুদ্ধে। ঢাকার প্রত্যেকটা কাগজ পরদিন ওর প্রশংসা করেছিল। কিন্তু এই ছবিটা কোথাও বেরোয়নি। রঞ্জুমাসিরা দেখলে খুব খুশি হবেন। ছবিটার দিকে তাকিয়ে কুশ বলল, "থ্যাঙ্ক্‌স শিবলিদা।"

দিলুভাইয়া এই সময় তাড়া লাগালেন। দেরি হয়ে যাচ্ছে। সেটা শুনে শিবলি বললেন, "শুনলাম, কুশ নাকি অহনই চইলা যাইতাছে? কিন্তু যাইব কী কইরা? মোহামেডানের সাপোর্টাররা গেটের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। কুশভাইয়ারে অগো ক্লাবে লইয়া যাইব। হেয় অগো লিগ আইনা দিসে, অহন ছাড়ব?

দিলুভাই চিন্তান্বিত গলায় বললেন, "কী মুস্কিল বলুন তো।"

"আপনে নর্থ গেট দিয়া কুশভাইরে বাইরে লইয়া যান। আমি মোহামেডান সাপোর্টারগো কইতাসি, কুশ আগে চইলা গেসে।" কথাটা বলে শিবলিভাই কোলাপসেব্‌ল গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন।

মিনিটদশেক পর দিলুভাইয়ের সঙ্গে কুশ যখন গাড়িতে উঠল, তখন স্টেডিয়াম চত্বর

BanglaBook.org

প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। জানলার কালো কাচ নামিয়ে দিয়ে দিলুভাই বললেন, "মীরপুরে এই স্টেডিয়ামটা নতুন হয়েছে, বুঝলে। একটাই সুবিধে, খেলা শেষ হলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসা যায়। যেটা বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে সম্ভব হত না।"

কথাটা শুনে কুশ বাইরের দিকে তাকাল। মীরপুরের এই স্টেডিয়ামটা ঢাকা শহরের এক প্রান্তে। কলকাতায় যেমন যুবভারতী। রঞ্জুমাসির বাড়িতে একদিন কথা হচ্ছিল। কেন কলকাতার ভিতরে স্টেডিয়াম করা হল না? তখন সঞ্জিতমেসো বলেছিলেন, আগে ফুটবল ম্যাচ নিয়ে প্রায়ই মারপিট হত। শহরের ঠিক মধ্যিখানে বিকেলে অফিসফেরত লোকের খুব অসুবিধে হয়। তাই ফুটবলের জন্য সল্টলেকে স্টেডিয়াম।

গাড়ি চালাতে চালাতে দিলুভাই বললেন, "তোমার সব জিনিস গুছিয়ে রেখেছ তো কুশভাই?"

ঢাকায় আসার সময় বলতে গেলে খালি হাতেই এসেছিল কুশ। কিন্তু এখানে প্রচুর উপহার পেয়েছে। ওয়াকম্যান দিয়ে শুরু। তারপর টিভি সেট, একটা স্টিরিও, একটা ভিসি আর, দুটো ঢাউস সুটকেস। এ ছাড়া কুশ নিজেও দশ-বারোটা জামদানি শাড়ি কিনেছে। আর তিতলির জন্য কিছু কসমেটিক্স। চুন্নু মিয়া আর আফরোজা ভাবী মিলে ওর সব জিনিস প্যাক করে দিয়েছে। গাড়িতে বসে কুশের হঠাৎ দিদির কথা মনে পড়ল। এই যাঃ দিদির জন্য কিছু কেনা হল না। কিন্তু কেনা হলেও ও তা পাঠাত কার হাত দিয়ে বহরমপুরে? তার চেয়ে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া ভাল।

প্রায় দেড় লাখ টাকা ঢাকায় এসে রোজগার করেছে কুশ। টাকার জন্য এই ক'দিন আগেও ওকে টিউশনি করতে হত। তখন এক-একটা টাকাকে কী দামি মনে হত। এখন মনে হচ্ছে, টাকা খোলামকুচি। বহরমপুরে বন্ধুরা শুনলে বিশ্বাসই করবে না, ফুটবল খেলে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত টাকা আয় করা যায়। আর দু-তিনদিনের মধ্যে ওর সঙ্গে চুক্তি হয়ে যাবে মুন'স ইলেভেনের। তখন প্রতি মাসে পাবে প্রায় লাখ টাকা করে। এত টাকা ও করবেটা কী?

এসব কথা ভাবতে-ভাবতেই কুশ হঠাৎ দেখল, গাড়ি দিলুভাইয়ের বাড়ির ড্রাইভওয়েতে ঢুকে পড়ছে। সন্ধে হয়ে গেছে। কিন্তু গেটের আলো জ্বালায়নি কেন চুন্নু মিয়া? আবছা অন্ধকারেই কিট ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে কুশ গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। এক্ষুনি দোতলায় নিজের ঘরে যেতে হবে ওকে। টেব্‌লের ড্রায়ারে ওর পয়া তাবীটা রাখা আছে। সে এক্ষুনি পকেটে পুরে না নিলে শেষ মুহূর্তে ভুলেও যেতে পারে। ড্রয়িংরুম দিয়ে যাওয়ার সময় অটোমেটিক লাইটের হালকা আলোয় কুশ আফরোজা ভাবীকে দেখতে পেল। সোফা ছেড়ে উঠেই ভাবী বললেন, "আইজ কী রেজাল্ট হইল কুশ? তোমার দিলুভাই আসে নাই?"

"এসেছেন। আবাহনীকে আমরা জিততে দিইনি।"

শুনে নিশ্চিন্ত হলেন ভাবী, 'উফ্, এতক্ষণ যে কী টেনশনে ছিলাম, কী কমু। এইসব ম্যাচে খুব গণ্ডগোল হয়। এখানে হঠাৎ লোডশেডিং হইয়া গেল। টিভিতে খেলাটা দেখতে

BanglaBook.org

পাইলাম না। হাফ টাইমে তোমার দিলুভাইয়ের মোবাইলে একবার রেজাল্টটা জাইন্যা নিছিলাম। তারপর আর লাইনই পাইতাছি না। টেলিফোনটাও আউট অব অর্ডার।"

ভাবী কথাটা শেষ করতে-না-করতেই দিলুভাই ড্রয়িংরুমে ঢুকে এলেন। বললেন, "চুন্নু মিয়ারে জেনারেটার চালাইতে কও নাই ক্যান?"

"জেনারেটারে কী য্যান গণ্ডগোল হইসে। মেকানিক কাম করত্যাসে।"

ভাবীর কথা শুনে কুশ উপরে উঠে এল। ঘরে ঢুকতেই ওর বুকটা ধক করে উঠল। বেশ কিছুদিন ও এই ঘরটায় ছিল। আর একটু পরেই ওকে চলে যেতে হবে। কুশ তাড়াতাড়ি ড্রয়ার থেকে তারাটাকে বের করে বুক পকেটে রেখে দিল। তারাটা থেকে নীলচে আলো বেরোচ্ছে। সাইজটাও ছোট হয়ে গেছে। তারাটার দিকে তাকিয়ে কুশের একটা অদ্ভুত কথা মনে হল। তারাটা কোথাও বন্ধ করে রাখলে সাইজে ছোট হয়ে যায়। মনে মনে কথাটা ও মেলাল।

হ্যাঁ, ঠিক। হিলিতে কিট ব্যাগে সারারাত রেখে দেওয়ার সময় তারাটা লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। বালুরঘাটে আসার সময় বাসে কিট ব্যাগের ভিতর থেকে বারবার ধাক্কা মারছিল। ঢাকাতেও কুশ লক্ষ করেছে, টেব্‌লের উপর ফেলে রাখলে তারাটা আস্তে-আস্তে বড় হয়ে যায়। বিশেষ করে, আলো-হাওয়া পেলে। তা হলে? তা হলে কি তারারও প্রাণ আছে? ওরাও বন্ধ জায়গায় ছটফট করে? পকেট থেকে তারাটাকে বের করে এনে ও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ ওর মনে হল, তারাটার গায়ের রং যখন নীল হতে থাকে, তখনই একটা করে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে।

তারাটার রং হালকা নীল থেকে ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। তার মানে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। মিনিট পাঁচেক পর নীচে নামবার সময় হঠাৎই একটা অস্বাভাবিক জিনিস চোখে পড়ল কুশের। ড্রয়িং রুমের মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন দিলুভাই। পাশে হাঁটু গেড়ে বসে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কাঁদছেন আফরোজা ভাবী। সঙ্গে সঙ্গে কুশের সব ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। ও কোনও শব্দ না করে দু'সিঁড়ি উঠে এল।

জাফরি কাটা রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে ও দেখতে পেল, একটা লোক ভাবীর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী যেন বলছে। কান পেতে ও শুনতে পেল, লোকটা আলমারির চাবি চাইছে। ওহ, তা হলে ডাকাতি হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কুশের সমস্ত পেশি টানটান হয়ে উঠল। দিলুভাইকে কোনও জিনিস দিয়ে নিশ্চই আঘাত করেছে। লোকটা বাড়িতে ঢুকল কী করে? প্রশ্নটা মনে হতেই উত্তর পেয়ে গেল। লোডশেডিংয়ের জন্য মেকানিক ডেকে এনেছিল চুন্নু মিয়া। এই লোকটাই সেই মেকানিক।

বাড়িতে চুন্নু মিয়া ছাড়া আর কোনও পুরুষমানুষও নেই। সে কোথায়, কুশ বুঝতে পারল না। দিলুভাইয়ের বাড়িটা এমন, ডাকলে বাইরের কোনও লোকের সাহায্য পাওয়া যাবে না। জাফরির ফাঁক দিয়ে ফের চোখ রাখতেই কুশ আরেকটা লোককে দেখতে পেল। সেই লোকটা তাগাদা দিল, "আমাগো আর কিসু চাই না ম্যাডাম। ইলিয়াস সাহেব কাইল যে অ্যাটাচি কেস কইরা ট্যাহা আইনা আপনেগো দিসে, হেইডা বাইর কইরা দ্যান।"

BanglaBook.org

সিঁড়িতে বসেই কুশ বুঝতে পারল, লোক দুটো বেশ খোঁজখবর নিয়েই বাড়িতে ঢুকেছে। না, লোক দুটোকে শায়েস্তা করা দরকার। দু'জনের সঙ্গে একা ও পারবে না। ওদের সঙ্গে অস্ত্র আছে কি না, তাও জানে না। দু'জনকে কব্জা করতে গেলে আগে ওদের আলাদা করা দরকার। কথাটা মনে হতেই ও হালকা পায়ে দোতালায় উঠে গেল। ও জানে দোতলার স্টোররুমে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি আছে। তারই একটা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। স্টোররুমে ঢুকে কুশ লোহার ছোট একটা রড পেয়ে গেল। তারপরই ও চিৎকার করে বলল, "ভাবী, উপরে আসুন। আমার সুটকেসটা খুঁজে পাচ্ছি না।"

কুশ নিশ্চিত, ওর গলা শুনতে পেয়ে একটা লোক উপরে উঠে আসবে। আন্দাজ করেই ও পজিশন নিল। আবছা অন্ধকারে দেওয়াল ঘেঁষে ও দাঁড়িয়ে রইল। ল্যান্ডিংয়ে উঠে আসার সময়ই লোকটার উপর ও ঝাঁপিয়ে পড়বে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। একটা লোক দ্রুতপায়ে উঠে আসছে। ল্যান্ডিংয়ের ঠিক এক ধাপ আগে লোকটা এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। নিশ্চয়ই আন্দাজ করার চেষ্টা করছে, শিকার কোথায়?

বাইরের বারান্দার দিকে চোখ যেতেই কুশ দেখল, রাস্তায় আলো জ্বলছে। তার মানে আদৌও লোডশেডিং হয়নি। দিলুভাইয়ের বাড়ির ইলেকট্রিকের কানেকশন গেছে। হয়তো এই দুটো লোকই ডাকাতি করবে বলে, কোনওভাবে ফিউজ করে দিয়েছে। হয়তো নয়, এরাই করেছে। টেলিফোনের লাইনটাও এরা কেটে দিয়েছে। তার মানে বেশ আটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছে। জানত, আজ বড় ম্যাচ। দিলুভাইরা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন না। বাড়িতে থাকবেন শুধু আফরোজা ভাবী। ডাকাতি করা সহজ হবে।

দু'হাতে কুশ শক্ত করে রডটা ধরল। লোকটা ওর নাগালের মধ্যে চলে এসেছে। মিস করলে চলবে না। এ যেন ছোট বক্সে ও ঢুকে পড়েছে। গোলকিপার ছাড়া আর কেউ নেই। গোল ওকে করতেই হবে। কথাটা মনে হতেই লোকটার কাঁধ লক্ষ্য করে কুশ রডটা চালাল।

২৪

সঙ্গে সঙ্গে ওয়াক করে একটা শব্দ। লোকটা সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। রডটা কি একটু জোরে চালানো হয়ে গেল? কুশ বুঝতে পারল না। না হাড় ভাঙেনি। তা হলে শব্দ হত। পেশিতে লেগেছে। তার মানে বেশ কিছুক্ষণ অকেজো হয়ে পড়ে থাকবে লোকটা। নীচে যে লোকটা আছে, এবার তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সামনাসামনি লড়াই করা যাবে না। অন্য কোনও কৌশল নিতে হবে।

লোকটা মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ার সময় ধুপ করে একটা শব্দ হয়েছিল। সম্ভবত সেটা শুনতে পেয়েছে নীচের লোকটা। কুশ শুনতে পেল সে চিৎকার করে জানতে চাইছে, "জুয়েলভাই, অ জুয়েলভাই। কী হইল?"

তা হলে সামনে পড়ে থাকা মানুষটার নাম জুয়েল। কুশের একবার ইচ্ছে হল, লোকটাকে তুলে নীচে ফেলে দেয়। কিন্তু তাতে লোকটা মারাও যেতে পারে। ওর মনের ভিতর থেকে তখন কে যেন বলল, 'এই লোকটার কথা ভুলে যাও। তাড়াতাড়ি নীচের লোকটাকে শায়েস্তা করো। ওটাই বেশি বদমাশ।'

"অ জুয়েলভাই, কথা ক'ন না ক্যান? কী হইছে?" লোকটা বারদুয়েক এই কথাগুলো জিজ্ঞেস করে আফরোজা ভাবীকে বলল, "উফরে কে আছে কয়েন তো ম্যাডাম। জুয়েলভাইয়ের যদি কিছু হয়, তাইলে কিন্তু সবাইরে মাইর‍্যা কাইট্যা ফ্যালামু। ক'ন কে আছে?"

আফরোজা ভাবী খুনখারাপির কথা শুনে কী বললেন, কুশ উপর থেকে শুনতে পেল না। তবে আর্ত চিৎকারের মতো একটা আওয়াজ শুনল। লোকটা কি ভাবীর গায়ে হাত তুলল? কথা ভাবতেই মাথা গরম হয়ে গেল ওর। সঙ্গে সঙ্গে ও ঠিক করে নিল, বারান্দা দিয়ে লাফিয়ে ও লনে নামবে। তারপর সদর দরজা দিয়ে ঢুকে লোকটাকে আক্রমণ করবে। দ্রুত পায়ে ও বারান্দায় চলে এল।

বাড়ির ভিতরটা অন্ধকার। কিন্তু রাস্তার আলো ঠিকরে এসে পড়ায় লনটা আবছা দেখা যাচ্ছে। পায়ে স্নিকারটা পরাই আছে। লাফিয়ে নামলে পায়ে চোট লাগার সম্ভাবনা কম। জানলার স্লাইডিং কাচ সরিয়ে কুশ সন্তর্পণে কার্নিসে নামল। লোকটার উঠে আসার সম্ভাবনা কম। আফরোজা ভাবীকে একা রেখে কোনও বুদ্ধিমান লোক দোতলায় উঠবে না। হ্যাঁ, ভাবীকে বেঁধে রেখে উঠে আসতে পারে। তার জন্য সময় দরকার। সেই সময়টা কুশ দেবে না মনস্থ করল।

লনে নেমে, পোর্টিকো ঘুরে কুশ যখন সদর দরজার পাশে এসে দাঁড়াল, তখন দিলুভাই উঠে বসেছেন। অটোমেটিক আলোয় ও দেখল, আফরোজা ভাবী কাঁদতে কাঁদতে মিনতি করছেন, "আমার সোয়ামীরে ছাইড়া দ্যান। আপনেগো যা ইচ্ছা লইয়া যান ভাই।"

লোকটা বলল, "তাইলে অ্যাটাচি কেসটা আপনে আইন্যা দ্যান।"

অফরোজা ভাবী তখন দিলুভাইয়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বললেন, "কথায় রাখছেন অ্যাটাচি কেস?"

দিলুভাই বললেন, "কমু না। হেয় যা ইচ্ছা করুক।" পরক্ষণে জিজ্ঞেস করলেন, "কুশভাই কই? হেরে কিছু করে নাই তো? হের কিছু হইলে আমি মুখ দেখাইতে পারুম না।"

লোকটা তাড়া দিচ্ছে, "কই, অ্যাটাচি কেসটা লইয়া আসেন... যান, হারি আপ। নইলে কিন্তু আমি গুলি কইরা দিমু।"

পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করল লোকটা। আফরোজা ভাবী চিৎকার করে বলে উঠলেন, "মাইরেন না। আমি খুইজা আনতাছি।"

দৌড়ে ভাবী ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর লোকটা কার্পেটের উপর পায়চারি শুরু করল। কুশ বুঝতে পারল, লোকটা বিভ্রান্ত। ঠিক বুঝতে পারছে না, কী করবে? নিশ্চয়ই আন্দাজ করেছে, উপরে জুয়েলের কিছু একটা হয়েছে। না হলে ডাকাডাকিতে নেমে আসত। ওকে

BanglaBook.org

ফেলে পালিয়ে যাওয়া যেমন বিপদের, তেমনই এখন সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাও। এসব ক্ষেত্রে ডাকাতরা আগে নিজের প্রাণ বাঁচায়। ভাবী টাকা এনে দিলে লোকটা দু'জনকে মেরেও ফেলতে পারে। তা হলে আর কোনও সাক্ষী থাকবে না। জুয়েল ধরা পড়লেও কিছু আসে যায় না।

এখনই কিছু করা দরকার। কুশের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। লোকটা কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে আছে। দরজার কাছ থেকে যদি কার্পেটে টান মারা যায়, তা হলে লোকটা ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে যাবে। তখন ওকে কবজায় আনা সুবিধে। কথাটা মনে হতেই দরজার সামনে কুশ উবু হয়ে বসল। তারপর শরীরের সব শক্তি জড়ো করে এক টান মারল কার্পেট ধরে। লোকটা ভাবতেই পারেনি, পিছন থেকে কেউ আক্রমণ করবে। ভারসাম্য হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল একেবারে সোফার উপর।

কুশ জানে, দুষ্কৃতীদের সময় দিতে নেই। দরজার সামনে ব্রোঞ্জের একটা মূর্তি তুলে নিয়ে পলকের মধ্যে ও ছুটে গেল সোফার দিকে। তারপর লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মূর্তিটা দিয়ে আঘাত করল। মুহূর্তের মধ্যে রক্তে ভিজে গেল সোফাটা। লোকটা ধপাস করে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। সেটা দেখে কুশ চিৎকার করে বলল, "দিলুভাই পকেট থেকে শিগ্‌গির মোবাইল ফোনটা বের করুন। থানায় আগে খবর দিন।"

ঠিক ওই সময় আফরোজা ভাবী ঘরে ঢুকে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কুশ দেখল দিলুভাইয়ের হাত কাঁপছে। মোবাইল নম্বর মেলাতে পারছেন না। চট করে সেটটা হাতে নিয়ে ও বলল, "নম্বরটা আমাকে বলুন। আর ক্লাবেও একটা খবর দেওয়া দরকার। এখনই।"

দিলুভাই তিন-চারবারের চেষ্টায় নম্বরটা মনে করার পর কুশ থানায় যোগাযোগ করে ফেলল। ওর একটাই আশঙ্কা, পুলিশ আসার আগে উপর থেকে লোকটা যদি নেমে আসে, তা হলে মুশকিল হয়ে যাবে। দিলুভাইয়ের কপাল ফেটে তখনও রক্ত পড়ছে। সেটা দেখে ভাবীকে ও বলল, "আপনি ফ্রিজ থেকে চট করে বরফ নিয়ে আসুন। আমি এ দুটো লোককে সামলে নিচ্ছি।"

...আধঘণ্টা পর বাড়িতে অন্তত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জনের ভিড়। পুলিশ, ডাক্তার, ক্লাবের কর্তা সবাই হাজির। সবার মুখে একই প্রশ্ন, কুশের মতো একটা অল্পবয়সি ছেলে দু'জন ডাকাতকে কাবু করল কী করে? এরই মধ্যে বাড়ির মেন সুইচের ফিউজ কে যেন সারিয়ে দিয়েছে। বাড়িতে আলো ফিরে এসেছে। ড্রয়িংরুমে বসে পুলিশ অফিসার সব জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। দিলুভাইয়ের মাথায় ব্যান্ডেজ। উনি কথাও বলছেন খুব আস্তে আস্তে। ডাক্তার নার্সিং হোমে ভর্তি হতে বলেছেন। প্রচুর রক্ত বেরিয়ে গেছে।

ফোনে সব ঘটনাটা জানতে পেরে ইতিমধ্যেই ইলিয়াসভাই চলে এসেছেন এয়ারপোর্ট থেকে। জুয়েল বলে লোকটার নাম শুনে তিনি চিনতে পারলেন। "আমার গারমেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করত এই লোকটা। চুরির অপরাধে মাসখানেক আগে চাকরি যায়। তাই বোধহয় বদলা নিতে এসেছিল।"

পুলিশকে ইলিয়াসভাই আরও বললেন, "আমি যে টাকা নিয়ে এখানে এসেছি, জুয়েল

তা জানল কী করে, আপনারা সেটা ওর পেট থেকে বের করুন। ঢাকায় বসে চিটাগাং থেকে এই খবরটা ও পেল কার কাছ থেকে? তার মানে চিটাগাংয়ে ওর লোকজন আছে।"

পুলিশ যখন জিজ্ঞেস করল, মেকানিক দু'জনকে কে ডেকে এনেছিল, তখন আফরোজা ভাবী আর দিলুভাইয়ের হঠাৎ চুন্নু মিয়ার কথা মনে পড়ল। বাড়িতে এতক্ষণ ধরে একটা এতবড় কাণ্ড ঘটে গেল, অথচ চুন্নু মিয়ার কোনও পাত্তা নেই? তা হলে কি চুন্নু মিয়াও টাকাপয়সার লোভে এদের সঙ্গে ছিল? কে যেন বলল, এমনও হতে পারে, অ্যাটাচি কেসের টাকার কথা চুন্নু মিয়াই জুয়েলদের জানিয়ে ছিল। কথাটা শুনে ভাবী প্রতিবাদ করলেন, "না, না। চুন্নু মিয়া আমাগো এহানে দশ বৎসর কাম করতাসে। কুন দিন একটা পয়সাও চুরি করে নাই।"

পুলিশ অফিসারটি বলেন, "ম্যাডাম, কাউরে বিশ্বাস করবেন না।"

ব্যস, উপস্থিত সবাই তাতে সায় দিলেন। কুশের ভাল লাগছিল না। চুন্নু মিয়ার মতো একটা ভাল লোককে সবাই মিলে চোর বানিয়ে দিচ্ছে। গত দশ-বারো দিনে চুন্নু মিয়াকে ও কাছ থেকে দেখেছে। বউ আর ছেলেকে নিয়ে এখানে থাকে। যে লোকটা প্রায় বাড়িরই একজন, সে লোকটা কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে? মনে হয় না। উপর থেকে স্ট্রেচারে করে জুয়েলকে নামানো হচ্ছে। সবার দৃষ্টি ওর দিকে। সেই ফাঁকে কুশ বাইরে বেরিয়ে এল।

লনের ডান দিকে একপ্রান্তে চুন্নু মিয়ার ঘর। অন্য দিন চুন্নু মিয়ার ছেলে এই সময় বারান্দায় বসে পড়াশুনো করে। আজ দরজা হাট করে খোলা। কুশ এক লাফে ঘরের ভিতর গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, চুন্নু মিয়া উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মুখে কাপড় গোঁজা। হাত দুটো পিছমোরা করে বাঁধা। ঘরে আর কেউ নেই। কুশ তাড়াতাড়ি হাতের বাঁধন খুলে দিল। মুখ থেকে কাপড় বের করে দিতেই চুন্নু মিয়া হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, "ভাইজান, শিগগির পুলিশ ডাকেন।"

কুশ বলল, "তুমি চলো। কী হয়েছে, পুলিশের কাছে বলবে।"

ড্রয়িংরুমে চুন্নু মিয়াকে দেখে সবাই চমকে তাকাল। তারপরই পুরো ঘটনাটা শোনা গেল ওর মুখে। দু'-তিনদিন আগে থেকে বউ বাপের বাড়ি যাওয়ার বায়না ধরেছিল। দুপুরবেলায় বাসস্ট্যান্ডে বউ আর ছেলেকে নারানগঞ্জের বাসে তুলে দিয়ে চুন্নু মিয়া যখন ফিরছিল, তখনই লোক দুটোর সঙ্গে ওর আলাপ। কথায় কথায় বলে, ওরা নারানগঞ্জ থেকেই এসেছে। শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি থেকে। বিকালের বাসে ওরা ফিরে যাবে। সরল বিশ্বাসে চুন্নু মিয়া ওদের এ বাড়িতে নিয়ে আসে। সারাদিন ওরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জেনে নেয়। সন্ধেবেলায় হঠাৎ আলো নিভে যায়। তখনই ওদের একজন বলে, সুইচ বক্সটা কোথায়, আমাদের দেখাও। আমরা ইলেকট্রিকের কাজ জানি। চুন্নু মিয়া তখন ওদের একজনকে বাড়ির ভিতর নিয়ে আসে। তারপর নিজের ঘরে ফিরে গেলে, অন্যজন হাত-পা বেঁধে ওকে ফেলে রাখে।

সবাই চুন্নু মিয়ার কথা বিশ্বাস করলেও পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক গমগমে গলায়

BanglaBook.org

বললেন, "তোমারে একবার থানায় যাইতে অইব মিয়া।"

থানার কথা শুনে চুন্নু মিয়া ফের হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। শেষে দিলুভাই বললেন, "থাক, তার দরকার নাই। চুন্নু আমার বিশ্বস্ত লোক। কোনও দরকার হইলে এহানে আইয়া হেরে ইন্টরোগেট করবেন।"

আর কিছুক্ষণ বাদে ভিড় পাতলা হতে শুরু করল। জুয়েল আর তার সঙ্গীকে নিয়ে থানায় যাওয়ার আগে পুলিশ অফিসারটি বললেন, "কাইল বিহানে এই পোলাডারে লইয়া একবার পুলিশ স্টেশনে আসতে হইব।"

পোলাডারে... মানে কুশকে। সেটা শুনে দিলুভাই পাত্তাই দিলেন না। বললেন, "সম্ভব না। আইজই অর ইন্ডিয়া চইলা যাওয়ার কথা। কাইল হংকং যাইব। হেরে আটকানো যাইব না।"

কুশের মনেই ছিল না, কলকাতায় ফিরে যাওয়ার জন্যই ও এ বাড়িতে এসেছিল। মাঝে এত ঘটনা ঘটে গেল, মনে থাকার কথাও নয়। পুলিশ চলে যাওয়ার পর দিলুভাই বললেন, "ইলিয়াসভাই, কুশের ক্যালকাটা যাওয়ার কী হইব? ওর আন্টি যে এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করবেন।"

ইলিয়াসভাই বললেন, "অরে আমি লইয়া যাইতাসি। আপনে নার্সিং হোমে চইলা যান। মাফ করবেন ভাইজন, আইজ আমারে যাইতেই অইব। সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে।"

দিলুভাই বললেন, "কুশ, তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব, জানি না। তুমি আজ না থাকলে হয়তো ধনেপ্রাণে মারা যেতাম। তোমার রঞ্জু আন্টিকে সব বোলো। ওঁকে কথা দিয়েছিলাম নিজে গিয়ে ওঁর হাতে তোমাকে দিয়ে আসব। কথা রাখতে পারলাম না। তুমি হ্যান্ডব্যাগটা নিয়ে ইলিয়াস ভাইয়ের সঙ্গে চলে যাও। বাকি লাগেজ আমি দু'-তিনদিনের মধ্যেই পৌঁছে দেব।"

আফরোজা ভাবী ছলছল চোখে বললেন, "আবার আইস কিন্তু।"

ইলিয়াসভাইয়ের সঙ্গে কুশ যখন রওনা দিল, তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। ঢাকা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আর কোনওদিন এখানে আসতে পারবে কি না কে জানে? হিলির সেই সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের জগুদা বলেছিলেন, সারা পৃথিবীতে তোকে ঘুরে বেড়াতে হবে। কথাটা তখন ও বিশ্বাস করেনি। এখন মনে হচ্ছে, সম্ভব। ভাল খেলতে পারলে, বারবার বিদেশে যাওয়া সম্ভব।

"তুমি তো খুব সাহসী ছেলে, কুশ।" ইলিয়াসভাই বললেন, "আজ যেভাবে তুমি জুয়েলদের কবজা করেছ, তা শুনে সত্যিই আমি অবাক হয়ে গেছি। ওদিকে এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছি, তোমাদের এত দেরি হচ্ছে কেন?"

কুশ বলল, "সেইজন্যই আপনাকে ফোন করে দিলাম।"

"ভাল করেছ। আমিও ভাবছিলাম, নিশ্চয় কোনও আপদ-বিপদ হয়েছে। মুশকিলটা কী হল জানো? এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল আমাদের যে ফ্লাইং টাইমটা দিয়েছিল, সেটা পেরিয়ে

BanglaBook.org

গেছে। আবার এখন নতুন করে সময় নিতে হবে।"

"কতক্ষণ লাগবে কলকাতা পৌঁছতে?"

"আমার প্লেনটা ছোট তো। একটু বেশি সময়ই লাগবে। ধরো, পঞ্চাশ মিনিট।"

"আপনার কী মজা, তাই না? সব জায়গায় প্লেনে করে যেতে পারেন।"

"ভাল খেলতে পারলে তুমিও একদিন প্লেন কিনতে পারবে। আমার এই প্লেনটার দাম খুব বেশি না। সাড়ে সাত কোটি টাকা।"

"এইসব প্লেন কোথায় কিনতে পাওয়া যায়?'

"আমি কিনেছি ফ্রান্স থেকে।"

"আপনি এত টাকা রোজগার করলেন কী করে ইলিয়াসভাই?"

"আল্লার মেহেরবানি ছাড়া আর কী বলব, বলো? একটা সময় খেতে পেতাম না।"

কুশ অবাক হয়ে বলল, "তাই নাকি?"

"কক্সবাজারের ফুটপাতে আমার আব্বার একটা দোকান ছিল। জামা-প্যান্ট বিক্রির দোকান। আমাদের আট ভাইবোনের সংসার। খুব কষ্টে দিন কাটত আমাদের। মাত্র ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেয়েছি। তারপরই আববা আমাকে দোকানে বসিয়ে দিলেন। সে একটা দিন গেছে। আমার কপাল খুলল মুক্তিযুদ্ধের সময়।"

"আপনি মুক্তিযুদ্ধের সময় লড়াই করেছেন?"

"হ্যাঁ। তবে তখন আমার বয়স মাত্র ষোলো বছর। হানিফভাই বলে একজন ছিলেন। আমরা তাঁর কাছে ট্রেনিং নিতাম। যাই হোক, এর পরের ঘটনা শোনো। আমাদের মহাজনের একটা গারমেন্টস ফ্যাক্টরি ছিল কক্সবাজারে। মুক্তিযুদ্ধের পরই উনি চলে গেলেন করাচিতে। আমাকে ফ্যাক্টরি দেখাশুনোর দায়িত্ব দিয়ে গেলেন। পরে উনি আর এলেনই না। খুব অল্প দামে ফ্যাক্টরিটা আমাকে বেচে দিলেন। তারপর আস্তে-আস্তে আমি ব্যবসা বাড়ালাম। আমার কী মনে হয়, জানো? মানুষ চেষ্টা করলে সব পারে। আমি নিজেই একটা উদাহরণ। তুমি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছ, কোন পরিবেশ থেকে উঠে এসেছ, সেটা বড় কথা নয়। তুমি কী হতে চাইছ, সেই লক্ষ্যে কীভাবে এগোচ্ছ, সেটাই আসল কথা।"

ইলিয়াসভাইয়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে কুশ হঠাৎ দেখল, এয়ারপোর্ট এসে গেছে। মেন গেটে ঢোকার আগে একটা র‍্যাম্প মতো আছে। সেখানে প্রচুর লোকের ভিড়। নিশ্চয় কোনও ভি আই পি আসছেন অথবা যাচ্ছেন। মেন গেটের কাছে পৌঁছতেই মিনিট দশেক লেগে গেল। কুশ গাড়ি থেকে নামতেই, 'আইসে, আইসে' বলে হইহই করে কিছু লোক ওর কাছে ছুটে এল। জুয়েলদের দলের লোক, টোক নাকি? ভাবতেই কুশের বুক কেঁপে উঠল।

ইলিয়াসভাই শক্ত করে কুশের হাতটা ধরলেন। উনিও বুঝতে পারছেন না, লোকগুলো কী চায়? মেন গেটের দিকে দু'-এক পা এগোতেই কুশকে কাঁধে তুলে নিয়ে ওরা নাচানাচি আরম্ভ করল। "আপনের জন্যই আমরা চ্যাম্পিয়ান হইসি।" "আপনে আমাগো ক্লাবে চলেন। মাথায় কইরা রাখুম।" "কুশভাই হাত মিলাইয়া যান।" "কুশভাই আপনে অনেক

BanglaBook.org

বড় প্লিয়ার হইবেন।" চারদিক থেকে একই সঙ্গে কথাগুলো ভেসে আসছে। কুশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মোহামেডান সাপোর্টারদের লাফালাফিতে ইলিয়াসভাই অনেক দূরে ছিটকে গেল। কুশ কোনওরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে দৌড়ে গেটের ভিতর ঢুকে পড়ল।

কাচের দরজার বাইরে লোকগুলো অপেক্ষা করছে। পিছনে তাকিয়ে ওই দৃশ্যটা দেখে কুশের খুব হাসি পেল। ইলিয়াসভাই হাঁফাতে হাঁফাতে ভিতরে ঢুকে এসে বললেন, "আরে ভাই, আমি তো ঘাবড়ে গেছিলাম। তুমি যে এখানে এত পপুলার হয়ে গেছ, চিন্তাও করতে পারিনি।"

ইলিয়াসভাইয়ের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কুশ একটা অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। লাউঞ্জে খুব একটা ভিড় নেই। একটা কাউন্টারে লেখা, গলফ এয়ার। এখানে লাইনে কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছেন। গল্‌ফ এয়ার নিশ্চয় কোনও এয়ারলাইন্স কোম্পানির নাম। যেমন বাংলাদেশ বিমান, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স, ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ। নীল পোশাক পরা একটা ছেলে আর একটা মেয়ে টিকিট দিয়ে যাচ্ছে। কুশের জানতে ইচ্ছে হল, গল্‌ফ এয়ারে করে এই লোকগুলো কোথায় যাবে?

"কুশ, তুমি এখানে একটু বোসো। আমি রফিক সাহেবের খোঁজ করে আসি।"

ইলিয়াসভাই কথাটা বলতে কুশ প্রশ্ন করল, "কে রফিক সাহেব?"

"আমার প্লেনের পাইলট। মনে হয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করে করে উনি গেস্ট হাউসে চলে গেছেন।"

"আমরা কখন রওনা হব ইলিয়াসভাই?"

"আর আধঘণ্টার মধ্যেই। এটা হচ্ছে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল অফিস। ঠিক দশটার সময় আমরা ফ্লাই করব।"

কথাটা বলেই ইলিয়াসভাই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। দশটায় রওনা হলে কলকাতায় পৌঁছতে রাত এগারোটা। রঞ্জুমাসিরা যদি এয়ারপোর্টে থাকে তা হলে ভাল। না থাকলে সল্ট লেকে খুঁজে খুঁজে রঞ্জুমাসির বাড়িতে যেতে আরও আধঘণ্টা। কাল সকালে কখন হংকং যাওয়ার জন্য আবার এয়ারপোর্টে আসতে হবে কে জানে? কথাটা ভাবতেই কুশ ক্লান্তি অনুভব করল। ভীষণ ঘুম ঘুম পাচ্ছে। প্লেনে নিশ্চয় ঘুম হবে না। বরং এখানে সোফার উপর আরাম করে বসা যাক।

সোফায় বসতেই সামনের দিকে তাকিয়ে কুশ চমকে উঠল। চিসিট না? হ্যাঁ, তাইল্যান্ডের সেই লম্বামতো স্ট্রাইকার ছেলেটা। ও যেদিন এল, সেদিন ওকে নিয়ে কত হইচই। আজ কেউ নেই। উলটো দিকে সোফায় পা দুমড়ে আধ শোয়া হয়ে রয়েছে। বোধহয় প্লেনের জন্য অপেক্ষা করছে। চিসিটের দিকে তাকিয়ে কুশের ভাল একটা শিক্ষা হল। ভাল যদি খেলতে পারো, তা হলে তোমাকে সবাই মাথায় করে নাচবে। আর না পারলে কেউ তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না।

সোফায় বসে থাকতে থাকতেই কুশের হঠাৎ মরা তারাটার কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ও পকেটে হাত দিয়ে দেখল, তারাটা সঙ্গে আছে কি না। হ্যাঁ, আছে। আশপাশে

BanglaBook.org

একবার তাকিয়ে পকেট থেকে ও তারাটাকে বের করে আনল। তারাটার দিকে তাকিয়েই ওর বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। রং বদলাচ্ছে। তার মানে, ওর জীবনে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অত্যাশ্চর্য কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তা হলে কি আজ ওর যাওয়া হবে না? কে জানে, ইলিয়াসভাই হয়তো এখনই এসে বলবেন, "না, রফিকসাহেবকে পাওয়া গেল না। চলো আমরা আজ রাতটা কোনও হোটেলে থেকে যাই।"

না, তেমন কিছু ঘটল না। মিনিট পঁচিশের মধ্যেই ইলিয়াসভাইয়ের সঙ্গে কুশ প্লেনের ভিতর এসে বসল। মাত্র তিনজনের বসার ব্যবস্থা। অন্য প্লেনের তুলনায় কেমন যেন পুতুল পুতুল। রোজিনার মতো কোনও এয়ার হোস্টেস নেই। সিট বেল্ট বাঁধার কায়দাটা কুশ আগেরবারই শিখে নিয়েছিল। এবার নিজেই বেল্ট বেঁধে নিয়ে ও ঘাড় সোজা করে বসল।

ঠিক দশটার সময় প্লেনটা আকাশে ওড়ার পর কুশ জানলা দিয়ে একবার নীচের দিকে তাকাল। অসংখ্য ফুটকি ফুটকি আলো। দিনের বেলায় প্লেন থেকে শহরটাকে একরকম লেগেছিল। রাতে অন্যরকম লাগছে। বহরমপুরে ভৈরবতলার মাঠে রাতের দিকে জোনাকির দপদপানি চোখে পড়ত। অনেকটা সেরকম। চোখ ফিরিয়ে ও দেখল ইলিয়াসভাই ছোট্ট আলো জ্বালিয়ে ফাইলপত্রে মন দিয়েছেন। ব্যস্ত মানুষ। ব্যবসার কাজকর্ম হয়তো অনেকটা প্লেনে নিরিবিলিতে বসেই সেরে নেন।

কী মনে হল, কুশ বলল, "ইলিয়াসভাই, আপনি কখনও হংকং গেছেন?"

ফাইল থেকে মুখ তুলে উনি বললেন, "অনেকবার। ওখানে কাওলিনে আমার ছোট্ট একটা অফিসও আছে।"

"শহরটা কী রকম?"

"দারুণ। সমুদ্রের তীরে। এয়ারপোর্টের লাগোয়াই সমুদ্র। জলের উপর দিয়ে প্লেনটা সোঁ করে টারম্যাকে নেমে যায়। আমার তো সিঙ্গাপুরের থেকেও হংকং ভাল লাগে। হংকংয়ের প্রাণ আছে। আমাদের ঢাকা শহরটার মতো। হংকংয়ে আমার অফিসে একজন ইন্ডিয়ান আছেন। তোমাদের কলকাতার লোক। সুকুমার দাস। দাঁড়াও, ওকে আমি ফোন করে দেব। তোমরা কোথায় থাকবে সেটা জানো?"

"না কিছুই জানি না। মিঃ মুন বলে একজন আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন।"

"তোমাকে আমার অফিসের ফোন নম্বরটা দিয়ে দেব। হংকং পৌঁছে তুমি যোগাযোগ করে নিও। তোমার ভাল লাগবে। উনি ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি ওখানে বাংলায় কথা বলতে পারবে।"

"ওখানে লোকেরা কী ভাষায় কথা বলেন?"

"একধরনের চিনে ভাষা। তবে বেশিরভাগ লোকই ইংরেজি জানেন। দাঁড়াও, তোমাকে একটা বই দেব। হংকং গাইড। সেটা যদি পড়ে নিতে পারো, তা হলে শহরটা সম্পর্কে তুমি একটা আন্দাজ পাবে। কোনও নতুন শহরে গেলে আগে আমি সেই শহর সম্পর্কে একটু জেনে নিই। তোমারও জানা উচিত।"

BanglaBook.org

চিন্ময়সারও একই কথা বলতেন। হোমওয়ার্ক করার কথা। চোখ বুজে কুশ সারের কথা ভাবতে লাগল। ওর ফুটবলার জীবন শুরু হয়ে গেল। হংকং পৌঁছলে আরেক পর্ব শুরু হবে। প্রত্যেক ফুটবলারকেই সাফল্যের চুড়োয় উঠতে গেলে বোধহয় এরকম একেকটা পর্ব পেরোতে হয়। সারের কথা ও জীবনেও ভুলবে না। সারের স্মৃতিতে ওকে কিছু একটা করতেই হবে বহরমপুরে।

একটু তন্দ্রামতো এসে গেছিল। হঠাৎ নিজেকে ভারশূন্য মনে হতে লাগল কুশের। চোখ খুলে ও দেখল, সামনের দিকে অনেকটা ঝুঁকে গেছে। কেমন যেন একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। প্লেনটা একবার লাফিয়ে উপরের দিকে উঠল। ফের নীচের দিকে নামতে শুরু করল। ভয় পেয়ে কুশ ইলিয়াসভাইয়ের দিকে তাকাল। লক্ষ্য করল, ইলিয়াসভাইয়ের মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। জানালার দিকে তাকাতেই কুশ এবার দেখল, বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘের ভিতর দিয়ে প্লেনটা যাচ্ছে।

তা হলে কি প্লেন ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পড়ল? কী হবে, ভাবতেই কুশের বুক শুকিয়ে গেল।

২৫

কলকাতার এয়ারপোর্টে কুশরা যখন নামল, তখন রাত এগারোটা। টারম্যাক দিয়ে হেঁটে আসার সময় ইলিয়াসভাই বললেন, "আল্লার দোয়ায় আজ জান বেঁচে গেল কুশভাই। এত বছর ধরে ফ্লাই করছি। এমন ক্রাইসিসে কখনও পড়িনি।"

কুশ জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছিল? প্লেনটা এমন করছিল কেন?

"থান্ডারস্টর্ম। তুমি বুঝতে পারোনি। আমি জানি। প্লেনের একটা ডানা কাত হয়ে গেছে। রফিকভাই কী করে পারফেক্ট ল্যান্ডিং করল, কে জানে?"

"আমি তো ভাবলাম, প্লেনটা বুঝি ভেঙে পড়বে।"

"কেন ভেঙে পড়ল না, সেটাই আমার আশ্চর্য লাগছে। যাক, এ নিয়ে কথা বলার কোনও দরকার নেই। চলো, লাউঞ্জে গিয়ে এক কাপ কফি খাওয়া যাক।"

কলকাতায় বৃষ্টির কোনও চিহ্ন নেই। অথচ আধঘণ্টা আগে আকাশের অবস্থা দেখে কুশ মারাত্মক ভয় পেয়ে গিয়েছিল। প্লেনটা একবার হঠাৎ উপরে উঠে যাচ্ছে। হঠাৎ নীচে নেমে আসছে। কখনও থরথর করে কাঁপছে, কখনও এমন কাত হয়ে যাচ্ছে, কুশের মনে হচ্ছিল, এই বুঝি আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যাবে। ইলিয়াসভাইয়ের কথা শুনে ওর দৃঢ় বিশ্বাস হল, পকেটের তারাটার জন্যই ওরা আজ প্রাণে বেঁচে গেল। কী হত, যদি প্লেনটা ভেঙে পড়ত? তিনজনকে খুঁজেই পাওয়া যেত না।

হাঁটতে হাঁটতে ইলিয়াসভাইয়ের সঙ্গে কুশ এসে লাউঞ্জে দাঁড়াল। এত রাতেও প্রচুর লোক লাউঞ্জে। ইমিগ্রেশন লাইনে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। বোধ হয় বড় কোনও একটা প্লেন কোথাও থেকে এসেছে। প্যাসেঞ্জাররা নেমেছেন। পাশপোর্টে ছাপ মেরে

BanglaBook.org

গ্রিন চ্যানেল দিয়ে ওরা ভিতরে ঢুকতেই ইলিয়াসভাই বললেন, "কুশ, মনে হয় না তোমার আন্টি এখনও তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। এখন কী করা যায় বলো তো ভাই?"

কুশ ঠিক বুঝতে পারল না, কী বলা উচিত হবে। কাল কখন ওর হংকং যাওয়ার কথা, ও জানে না। রঞ্জুমাসি অথবা সঞ্জিতমেসো বলতে পারবেন। ঠিক ছিল, দিলুভাইয়ের সঙ্গে ও কলকাতায় আসবে। সঞ্জুমাসির সল্টলেকের বাড়িতে গিয়ে উঠবে। তারপর বিশ্বাসের সঙ্গে কাল হংকং রওনা হয়ে যাবে। দিলুভাইয়ের বাড়িতে ডাকাত ধরতে গিয়ে সব ওলটপালট হয়ে গেল।

কাস্টমসের দরজা পেরোতেই হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ওকে জড়িয়ে ধরল। কুশ ঘুরে তাকিয়ে দেখে রঞ্জুমাসি। ও বলল, "আপনি?"

"তোর জন্য ওয়েট করে করে বাড়ি চলে গেছিলাম রে।" রঞ্জুমাসি হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে বললেন, "আবার এলাম। ঢাকা থেকে তোর আফরোজা ভাবী ফোন করে সব আমাকে জানালেন। কী দস্যি ছেলে রে তুই? ডাকাত দুটোর সঙ্গে লড়ার আগে তোর ভয় লাগল না?"

কুশ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, "আর কেউ আসেনি?"

"ওই তো তিতলি, দ্যাখ কুটকুটকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তোর মেসোও আছে। হ্যাঁ রে ছেলে, তোর ইলিয়াসভাই কই?"

কুশ ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, ইলিয়াসভাই কথা বলছেন রফিকভাইয়ের সঙ্গে। ও আঙুল তুলে দেখাল, "ওই যে। পাইলটের সঙ্গে কথা বলছেন।"

ঠিক সে সময় তিতলি কাছে এসে হাত পাতল, "আমার রাবার কই? এনেছ?"

ওর কোলে কুটকুটকে দেখে কুশের খুব আনন্দ হল। ও বলল, "তোমার রাবার ব্যাগে আছে। পরে দিচ্ছি। আগে তুমি কুটকুটকে দাও। ওকে একটু আদর করে নিই।"

তিতলির হাত থেকে কুশ কুটকুটকে নেওয়ামাত্র সঞ্জিতমেসো বললেন, "তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। বাড়িতে চলো, দেখতে পাবে।"

কুটকুট চিনতে পেরেছে। কুশের গাল চেটে দিচ্ছে। ওর লোমশ গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কুশ বলল, "আগে বাড়ি চলুন, মাসি। আমার খুব খিদে পেয়েছে।"

সঞ্জিতমেসো কুশের ব্যাগটা হাতে নিয়ে বললেন, "তোমরা বাইরে এসো। আমি গাড়িটা পার্কিংজোন থেকে গেটের কাছে নিয়ে আসছি। আর হ্যাঁ, ইলিয়াসসাহেবকে ছেড়ে দিও না। ওঁকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে চলো।"

রঞ্জুমাসি বললেন, "এই ছেলে, তোর আর ব্যাগটাগ কিছু নেই?"

কুশ বলল, "ঢাকায় দুটো ঢাউস ব্যাগ পড়ে গেছে। কাল দিলুভাই পাঠিয়ে দেবেন। আপনার জন্য আমি দশটা জামদানি কিনেছি। দুটো আমার সঙ্গে আছে। বাড়ি চলুন, দেখাচ্ছি।"

"দ-শ-টা! তুই কী পাগলা ছেলে রে?" রঞ্জুমাসি গালে হাত বুলিয়ে বললেন, "তুই এত টাকা পেলি কোথায়?"

BanglaBook.org

"রোজগার করেছি।"

"ইস, তোর মা যদি বেঁচে থাকত রে... পোড়ারমুখি চলে গেল... আজ তার কত আনন্দের দিন... দেখতে পেল না।" বলতে বলতে হঠাৎ কেঁদে ফেললেন রঞ্জুমাসি। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন।

মায়ের কথা ওঠায় কুশেরও মনটা হঠাৎ ভার হয়ে গেল। চট করে একটা দিনের কথা ওর মনে পড়ল। বহুদিন আগে বহরমপুরে পুজোর সময় মায়ের সঙ্গে ও রিমিতা দোকানে জামা কিনতে গিয়েছিল। মা যখন জামা পছন্দ করে দিচ্ছেন, তখন দোকানের মালিক জয়ন্তকাকু বললেন, "বউদি, কলকাতা থেকে ভাল তাঁতের শাড়ি এসেছে। দেখবেন নাকি? পরে কিন্তু পাবেন না।"

মা জিজ্ঞেসা করেছিলেন, "কীরকম দাম?"

"খুব বেশি না। সাড়ে তিনশো-চারশো।"

দাম শুনেই মা পিছিয়ে গিয়েছিলেন। কুশ তখন মায়ের মুখটা ভাল করে দেখেছিল। ও জানত, মায়ের কাছে অত টাকা নেই। মাত্র দুশো টাকা নিয়ে মা ওর জামা আর প্যান্ট কিনতে এসেছেন। মা না-না বলছেন। কিন্তু জয়ন্তকাকু কিছুতেই ছাড়বেন না, "বউদি শাড়িটা নিয়ে যান। যখন ইচ্ছে আপনি টাকা পাঠিয়ে দেবেন।" বলেই পাঁচ-ছ'টা শাড়ি বের করে দিয়েছিলেন।

কুশ তখন বলেছিল, "মা, তুমি নাও না। আমার জামা কিনতে হবে না। পয়লা বোশেখে যে জামাটা দিয়েছিলে সেটাই পুজোয় চলে যাবে।"

মা তখন চোখ ছলছল করে বলেছিলেন, "তুই যখন রোজগার করবি, তখন আমি নিত্য নতুন শাড়ি পরব। কেমন?"

কুশ এমন অভাগা, ও রোজগার শুরু করার আগেই মা চলে গেলেন। ওই দিনটার কথা ভেবে কুশের চোখও ছলছল করে উঠল। মায়ের জন্যও ঢাকা থেকে ইচ্ছে করলে পনেরোটা জামদানি আনতে পারত। আর মাকে রোজ একটা করে নতুন শাড়ি পরতে বলত। ইস, ভগবান যে কেন মাকে আর কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখলেন না।

রঞ্জুমাসি চোখ মুছে বললেন, "চল বাবা, সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। তোর ইলিয়াসভাইকে ডাক। বাড়িতে যেতে হবে।"

বলতে-না-বলতেই ইলিয়াসভাই এসে বললেন, "সেলাম আলেকুম, আপনাদের ট্রাব্‌ল দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। সব শুনেছেন নিশ্চয়ই।"

রঞ্জুমাসি হাতজোড় করে বললেন, "নমস্কার। আফরোজা ঢাকা থেকে ফোন করেছিলেন। আপনাদের দিলুভাই নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফিরে এসেছেন। আপনাকে জানিয়ে দিতে বলেছেন। উনি এখন সুস্থ।"

"যা ঘাপলার মধ্যে পড়তে হল... আপনারা কুশভাইকে নিয়ে চলে যান। আমাকে এখন দু-এক ঘণ্টা এয়ারপোর্টে থাকতে হবে বলে মনে হচ্ছে।"

"সে কী! আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন না?"

BanglaBook.org

"জী না। আসার সময় আমার প্লেনটা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেটা সারানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক কাগজপত্রে দস্তখত করার রয়েছে। আপনারা আর আমার জন্য ওয়েট করবেন না।"

"তা কী করে হয়? আপনি আমার বাড়ি না গেলে আমরা কিন্তু খুব দুঃখ পাব।"

"মিসেস মিত্র, আপনার বাড়িতে যাওয়ার প্রচুর সুযোগ ইন ফিউচর আমার সামনে আসবে। খোন্দকরসাহেব এখানে নার্সিংহোম বানানোর কথাটা আমায় বলেছেন। আমি ইন্টারেস্টেড। মুম্বাই থেকে ফেরার পথে মিস্টার মিত্রের সঙ্গে ডিটেলে কথা বলে যাব। আজ আমাকে ছেড়ে দিন।"

রঞ্জুমাসির সঙ্গে কথা বলেই ইলিয়াসভাই পকেট থেকে একটা প্যাকেট বের করে আনলেন। তারপর কুশকে বললেন, "আজ সকালবেলায় তোমার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, আবাহনীকে আটকে দিতে পারলে লাখ টাকা ইনাম পাবে। এই নাও। আমি কিন্তু ভুলিনি। তোমাদের ইন্ডিয়ান টাকাতেই দিচ্ছি।"

রঞ্জুমাসি আর তিতলির চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। প্যাকেটটা হাতে নিয়ে কুশ বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

"শোনো, তুমি হংকং চলে যাচ্ছ। জীবনে আর কখনও তোমার সঙ্গে দেখা হবে কি না, জানি না। একটা কথা বলে যাই। আল্লাহ তোমার মধ্যে ট্যালেন্ট দিয়েছেন। সেটা নষ্ট কোরো না কুশ। চলি তা হলে, আদাব।"

ইলিয়াসভাই চলে যাওয়ার পর কুশরা সবাই মিলে গাড়িতে এসে বসল। গাড়ি ভি আই পি রোডে এসে পড়তেই তিতলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি ছেলে হয়ে জন্মালাম না কেন আন্টি? বলে লাথি মেরে এত টাকা। ভাবতে পারছি না।"

কুশ বলল, "লাথি মেরে বলাটা কি ঠিক হচ্ছে? বল, পায়ে ফুল ফুটিয়ে রোজগার করা।"

"হ্যাঁ, ধুতরো ফুল।"

তিতলির কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। সঞ্জিতমেসো বললেন, "হিংসে করছিস কেন তিতলি। তুই টেব্‌ল টেনিসটা ভাল করে খেল। তুইও রোজগার করবি।"

জানলার দিকে কুশ বসে। বাঁ পাশে রঞ্জুমাসি। কুশের বাঁ হাতটা কোলে তুলে নিয়ে মাসি বললেন, "হ্যাঁ রে কুশ, ঢাকাতে তুই আর কী কী পেয়েছিস?"

"অনেক অনেক জিনিস। এখন বলব না বাবা। শুনে তিতলি অজ্ঞান হয়ে যাবে।"

"আমাদের এখানকার মতো ওখানে মেয়েরা ফুটবল খেলে?"

"না বোধহয়। আমি অন্তত শুনিনি।"

"সারাটা দিন তা'লে করতিটা কী?"

"সকালে প্র্যাকটিস। দুপুরে আফরোজা ভাবীর সঙ্গে খুব গল্প করতাম। যেদিন খেলা থাকত না, সেদিন বিকালে মার্কেটিং করতে বেরোতাম ভাবীর সঙ্গে। ভাবী খুব ভাল। উনিই তো আমাকে জামদানি শাড়িগুলো কিনে দিলেন। একটা এক্সট্রা শাড়ি আছে। কাকে

BanglaBook.org

দেব এখনও ঠিক করিনি।"

রঞ্জুমাসি বাঁ দিকে তাকিয়ে বললেন, "তিতি, তোরও তা হলে একটা হয়ে গেল।" তিতলি বলল, "বয়ে গেছে আমার নিতে। আমাদের টেব্‌ল টেনিস টিম আর কয়েকদিন পরেই ঢাকায় খেলতে যাচ্ছে। তখন দেখো, আমিও দশটা শাড়ি কিনে আনব।"

তিতলির পিছনে লাগতে লাগতেই কুশরা সল্টলেকের বাড়িতে পৌঁছে গেল। সঞ্জিতমেসো দরজা খুলে বেরোতেই দু'জন লোক পথ আগলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি মিঃ মিত্র?"

অত রাতে দু'জন অপরিচিত লোককে দেখে সঞ্জিতমেসো একটু ঘাবড়েই গেছেন। বললেন, "হ্যাঁ। কেন বলুন তো?"

গাড়ির ভিতরে উঁকি মেরে দেখে একজন নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, "আপনার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বলতে চাই।"

গাড়ি থেকে কুশ নেমে পড়েছে। ওকে দেখে অন্য লোকটা বলল, "তুমিই তো কুশ সেনগুপ্ত, তাই না?"

কুশ ঘাড় নাড়ল। প্রথমজন বলল, "আমি দেবব্রত। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অফিশিয়াল। আর ইনি স্বপনদা। এখানেই এ বি ব্লকে থাকেন। আমরা তোমার ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি।"

শুনে হাঁফ ছাড়লেন সঞ্জিতমেসো। বললেন, "আপনারা কাল সকালে আসতে পারবেন? কুশ খুব টায়ার্ড। মানে ঢাকা থেকে এইমাত্র ফিরল। বুঝতেই পারছেন।"

"মিঃ মিত্র, কাল সকালে মোহনবাগান ক্লাবের লোকজন ওর সঙ্গে কথা বলতে আসবে। আমরা তার আগেই কথা সেরে নিতে চাই।'

রঞ্জুমাসির সঙ্গে চোখে চোখে কী যেন কথা হয়ে গেল সঞ্জিতমেসোর। উনি বললেন, "ঠিক আছে, ভিতরে আসুন তা হলে।"

দরজা খুলে দিল টুবলুদা। কুশ লক্ষ করল, দেবব্রত বলে লোকটাকে দেখেই টুবলুদার মুখ শুকিয়ে গেল। কোনও কথা না বলে টুবলুদা লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল। কুশ বুঝতে পারল, ফোন করে মোহনবাগান অফিশিয়ালদের খবর দিতে গেল। ঢাকা রওনা হওয়ার আগে টুবলুদা বেশ কয়েকবার সাবধান করে দিয়েছে, "বাঙালদের ক্লাবে তুমি কিন্তু কোনওদিন খেলো না। তোমার ক্লাব হল মোহনবাগান। জাতীয় ক্লাব।"

ড্রয়িংরুমে সোফায় বসে দেবব্রত বলে লোকটা বলল, মিঃ মিত্র, আমরা কুশকে আমাদের টিমে খেলাতে চাই। ব্যারেটোকে আমরা এবার সই করাচ্ছি। ওর পাশে খেলতে পারলে কুশেরও উন্নতি হবে। ঢাকার লোকজনের মুখে শুনলাম, ও নাকি খুব ভাল খেলেছে ওখানে। সেজন্যই এলাম।"

সঞ্জিতমেসো বললেন, "কিন্তু ভাই, কুশ তো এখানে থাকবে না। পরশু হংকং চলে যাচ্ছে। কালই চলে যেত। একটা প্রবলেম হয়েছে। তাই ও একদিন পরে যাবে।"

"সব জানি। কৃশানুর মুখে আমরা সব শুনেছি। হংকংয়ের ওরা কুশকে যা দেবে, আমরা

BanglaBook.org

তার দু'গুণ টাকা দেব। এইটুকু ছেলেকে আপনারা বাইরে পাঠাচ্ছেনই বা কেন? এখানে খেলে আর একটু ম্যাচিওর্‌ড হোক, তারপর ওকে বিদেশে পাঠান।"

"সেটা সম্ভব না। কথাবার্তা সব হয়ে গেছে।"

"জগতে অসম্ভব বলে কিছু আছে মিঃ মিত্র? আপনারা ইচ্ছে করলেই সম্ভব।"

সঞ্জিতমেসোর মাথাটা খুব ঠাণ্ডা। রোজ প্রচুর লোক চরিয়ে খান। কথা বলতে পারেন গুছিয়ে। উনি বললেন, "আসলে কী জানেন, কুশ আমাদের কাছে থাকে বটে, কিন্তু আমরা ওর আসল গার্জেন না। ওর গার্জেন দিদি-জামাইবাবু। ওঁরা থাকেন বহরমপুরে। ওঁদের সঙ্গে আপনারা কথা বলুন।"

সঞ্জিতমেসোর কথা শুনে কুশের খুব হাসি পেয়ে গেল। দিদি-জামাইবাবু কিছু জানে না। ইস্টবেঙ্গলের নাম শুনেছে কি না সন্দেহ। এই লোকদুটো যদি বহরমপুরে গিয়ে ওর কথা দিদি-জামাইবাবুকে জিজ্ঞেস করে, তা হলে ওরা আকাশ থেকে পড়বে। দিদির কথা উঠতেই কুশের খুব আফসোস হল। ইস, দিদির জন্য একটা জামদানি শাড়ি কিনে আনলে ভাল হত। শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে তা হলে দেখাতে পারত। মা মারা যাওয়ার পর দিদি যদি আশ্রয় না দিত, তা হলে আজ ওর ফুটবল খেলাই সম্ভব হত না।

দেবব্রত বলে লোকটা আরও বড় খেলোয়াড়। বলল, "কুশের দিদি-জামাইবাবু সম্পর্কে আমরা খোঁজখবর নিয়েছি। ওরা এখন বহরমপুরে নেই। কলকাতায় কোথাও এসেছেন।"

কুশ চমকে উঠল কথাটা শুনে। দিদি এখন কলকাতায়? ও বলে ফেলল, "খবরটা আপনারা পেলেন কী করে?"

"আমাদের লোক সব জায়গায় আছে ভাই। তারাই খবর দিয়েছে। তোমাকে আরও বলে দিচ্ছি, উনি এখন এই সল্ট লেকেরই কোনও বাড়িতে আছেন। আমরা পাত্তা লাগাচ্ছি। ঠিক বের করে ফেলব।"

কুশ আরও অবাক হয়ে গেল। সল্ট লেকে দিদি বা জামাইবাবুর তো কোনও আত্মীয় থাকেন না। তা হলে ওরা কার কাছে এল? কেনই বা এল? দুটো প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য ও রঞ্জুমাসির মুখের দিকে তাকাল। স্পষ্ট দেখতে পেল, মাসি একটু অস্বস্তি বোধ করছেন।

দেবব্রত বলে লোকটা একবার বলল, "দাদা, কুশকে আমাদের হাতে দিন। ওর ভাল হবে। এতে আপনারও লাভ আছে।"

সঞ্জিতমেসো বললেন, "লাভ মানে?"

"আমরা জানি, টালিগঞ্জ এরিয়ায় আপনি একটা নার্সিংহোম খুলতে চাইছেন। কিন্তু একজন প্রবলেম করায়, কাজ শুরু করতে পারছেন না। কুশ যদি আমাদের ক্লাবে খেলে, তা হলে আপনার প্রবলেম আমরা সল্‌ভ করে দেব। আমাদের কাছে ওটা এক মিনিটের ব্যাপার।"

লোক দুটো তা হলে ভালরকম খোঁজখবর নিয়েই এসেছে। কুশ অবাকই হতে থাকল। বড় ক্লাবের কর্মকর্তা হতে হলে কতরকম খবর রাখতে হয়। সঞ্জিতমেসো হাসছেন।

BanglaBook.org

বললেন, "বাব্বা, আপনারা একেবারে তৈরি হয়েই এসেছেন। কিন্তু প্রবলেমটা হল, কুশের পক্ষে এই সিজনটায় কলকাতায় খেলা সম্ভব না। আমার নার্সিংহোম হোক বা না হোক। ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে ওকে আমরা আটকাতে পারি না।"

স্বপন বলে লোকটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "কুশ তুমি কোন দলের সাপোর্টার?"

কুশ আসলে মোহনবাগান। কিন্তু সেটা বললে লোক দুটো অসন্তুষ্ট হতে পারে। ও বুদ্ধি করে বলল, "ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।"

"যাক বাবা, তা হলে তুমি ঘটিদের না। আমাদের ক্লাবে এসো। তখন ম্যাঞ্চেস্টারকেও আর ভাল লাগবে না। তুমিই আমাদের বেকহ্যাম হয়ে যাবে।"

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটার ঘণ্টা বাজল। সেটা শুনে সঞ্চিতমেসো এবার বললেন, 'দেবব্রতবাবু, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, কুশ খুব টায়ার্ড... মানে আপনারা যদি পরে আবার যোগাযোগ করেন... তা হলে ভাল হয়।"

"শিওর। আমরা যাচ্ছি। কিন্তু আপনাকে একটা কথা দিতে হবে মিঃ মিত্র।"

"হ্যাঁ, বলুন।"

"আমরাও চাই কুশের ভাল হোক। ও যদি হংকং চলে যায়, যাক। যদি এখানে খেলে তা হলে যেন ঘটিদের ক্লাবে না যায়। কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়।"

"কথা দিচ্ছি ভাই, ও যদি কলকাতায় খেলে তা হলে ইস্টবেঙ্গলেই খেলবে।"

"আর একটা কথা, আপনাদের এই ব্লকেই ওই ক্লাবের টুবলু বলে একটা ছেলে থাকে। চেনেন নাকি? ছেলেটা সর্বত্র বলে বেড়াচ্ছে, কুশের সঙ্গে নাকি কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে ওদের ক্লাবের। আপনি একজন রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট অফিসার। আপনার কথা অবিশ্বাস করতে পারি না। বোঝেনই তো, আমাদের সাপোর্টার্স ক্লাব। সাপোর্টাররা আমাদের চামড়া তুলে নেবে, যদি কথাটা সত্য হয়।"

সঞ্জিতমেসো বললেন, "আরে না, না, টুবলুর কথায় গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। আসলে ছেলেটা মোহনবাগান বলেই চায় কুশ ওদের ক্লাবে খেলুক।"

লোক দুটোকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে সঞ্জিতমেসো বললেন, "বাপ রে বাপ। কী উটকো ঝামেলা বল তো। কুশ, তুই এবার জামাকাপড় বদলে নে। আমার ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে। চল কিছু খেয়ে নিই।"

মিনিটদশেক পর হালকা নাইট ড্রেস পরে নীচে নেমে কুশ দেখল সবাই ডাইনিং টেব্‌লে বসে গেছে। রঞ্জুমাসির ডাইনিং টেব্‌লটা বেশ বড়। আটজন বসে একসঙ্গে খেতে পারে। আজ ও দেখল সাতটা চেয়ার পাতা। তিতলিকে নিয়ে ওরা এখন চারজন। কুশ ঠিক বুঝতে পারল না, বাকি তিনজন কে?

কিচেন থেকে খাবার নিয়ে এসে রঞ্জুমাসি আর তিতলি টেব্‌ল সাজাচ্ছে। ডালের বড়া দিয়ে শুক্তো, সজনে ডাঁটা দিয়ে পোস্ত, মুগের ডাল, লাউ চিংড়ি আর কুমড়ো দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল। রান্নাগুলো দেখে সঙ্গে সঙ্গে কুশের জিভে জল চলে এল। কতদিন এইসব রান্না ও খায়নি। বহরমপুরে দিদি এসব রান্না করত। ওখান থেকে চলে আসার

BanglaBook.org

পর রঞ্জুমাসির বাড়িতে আর আফরোজা ভাবীর ওখানে একেবারে অন্য ধরনের রান্না। কুশ একটু অবাকই হল, ওর প্রিয় রান্নাগুলো এ বাড়িতে করলটা কে?

খেতে বসে কুশ লক্ষ করল, অন্যারা চোখ-টেপাটেপি করছে। ওর উলটো দিকে বসেছে তিতলি। ডানপাশে সঞ্জিতমেসো। তার পাশে রঞ্জুমাসি। বাঁদিকের চেয়ারগুলো খালি। কিন্তু পরপর তিনটে থালা সাজানো রয়েছে। বাড়িতে নিশ্চয়ই আর কেউ এসেছে। না হলে থালাগুলো সাজানো থাকত না। ভীষণ খিদে পাচ্ছে। তাই কুশ খাওয়ায় মন দিল। শুক্তো দিয়ে মাখা ভাত মুখে দেওয়ামাত্রই ওর দিদির কথা মনে হল।

উলটো দিকে তিতলি মিটিমিটি হাসছে। জিজ্ঞেস করল, "কেমন লাগছে শুক্তো?"

"দারুণ। কে করেছে, মাসি?"

রঞ্জুমাসি বললেন, "তুই বল না রান্নাটা কার মতো খেতে লাগছে?"

"দিদি।"

"হংকং চলে গেলে তো এসব রান্না আর পাবি না। তাই যা পারিস আজ খেয়ে নে।"

"আমি কবে যাচ্ছি ওখানে? বিশ্বসার আর ফোন করেছিল?"

"কাল বিকালে ফোন করেছিল। প্লেনের টিকিট নতুন করে করতে হয়েছে। তাই তোকে নিয়ে সার পরশু যাবে।"

"ফেইফার সার কি আমার উপর রেগে গেছে মাসি?"

"না রে, রাগবেন কেন? তোর সঞ্জিতমেসোর সঙ্গে উনি কালই কথা বলেছেন। এমন পাগলা লোক জানিস, তুই ঢাকায় যেসব ম্যাচ খেলেছিস, সব রিপোর্ট উনি ইন্টারনেটে পড়েছেন। বললেন, যেসব ছেলের হংকংয়ে পৌঁছনোর কথা ছিল, সব্বাই ওখানে পৌঁছে গেছে।"

"ওখানে কোথায় গিয়ে উঠব আমরা?"

"তোর বিশ্বসার জানে। কী হোটেলটা যেন... তোর মেসোর বোধহয় মনে আছে।" সঞ্জিতমেসো বললেন, "মার্কোপোলো হংকং হোটেল। ফাইভ স্টার। আজ এখানে বসে আমাদের সঙ্গে শুক্তো খাচ্ছিস। কাল থেকে অন্য খাবার খেতে হবে।"

"হ্যাঁ রে, আমাদের ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হচ্ছে না?"

কুশ মুগের ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বলল, "হ্যাঁ।"

"যা, ঘোড়ার ডিম। এই যে বহরমপুরে দিদিকে ছেড়ে এসেছিস, কই একবারও তো তার নাম করিসনি এ ক'দিনে?"

কুশ বলল, "মা আর দিদির কথা একদিন ঢাকায় খুব মনে পড়ছিল।"

"কেন রে?"

"আফরোজা ভাবী ওদের কথা জানতে চাইছিলেন সেদিন।"

"কাল সকালে একবার বহরমপুরে যাবি?"

"কে নিয়ে যাবে?"

BanglaBook.org

"ধর, তোর মেসো যদি তোকে নিয়ে যায়? প্রথমে কোথায় যাবি? দিদির বাড়িতে, না চিন্ময়সারের বাড়িতে?"

"সারের বাড়িতে। আমি ভাবছিলাম, ইলিয়াসভাই যে এক লাখ টাকা আমাকে দিলেন, সেটা বউদির হাতে দিয়ে আসব। সার নেই, বউদি খুব কষ্টে আছেন নিশ্চয়।"

কুশ কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কিচেনের ভিতর থেকে কে যেন কেঁদে উঠল। কুশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কে ওখানে? তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে কিচেনের কাছে যেতেই কুশ এক ধাক্কা খেল। এ কী! বউদি এখানে? কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রথমে ও দেখতে পেল কিস্টিদাকে। তারপর দিদিকে। আশ্চর্য, বহরমপুরের সবাই কী করে এখানে হাজির হল? এয়ারপোর্টে সঞ্জিতমেসো বলেছিলেন বটে, বাড়িতে সারপ্রাইজ দেবেন। কিন্তু সেটা যে এত বড় সারপ্রাইজ, কুশ ভাবতেও পারেনি।

বউদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। পরনে প্রায় সাদা শাড়ি। কী অদ্ভুত লাগছে দেখতে। তখনই কুশের মনে হল, চিন্ময়সার নেই। ওর চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল।

২৬

ক্যাথে প্যাসিফিকের ফ্লাইট ব্যাঙ্ককের দিকে উড়ে যাওয়ার পর কুশের মনটা খারাপ হয়ে গেল। কতদিনের জন্য ও হংকং যাচ্ছে, নিজেও জানে না। আবার কতদিন পরে সকলের সঙ্গে দেখা হবে, সে সম্পর্কেও কোনও ধারণা নেই। একটা নতুন জীবন শুরু হতে যাচ্ছে ওর।

আগেরবার ঢাকা যাওয়ার সময় প্লেনের একটু পিছন দিকে বসেছিল কুশ। এবার একেবারে সামনের দিকে। প্লেনটা কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে ওঠার সময় ও টেরই পেল না, সাঁ করে আকাশে উঠে গেছে। বিশ্বসারকে ও জিজ্ঞেস করেছিল, সামনের দিকে সিটগুলো একটু চওড়া কেন? উনি বললেন, "এগজিকিউটিভ ক্লাসের টিকিট। তাই আরাম বেশি। এই টিকিটের অনেক দাম।"

বিশ্বসার জানলার ধারে বসেছেন। প্লেনে ওঠার পর বলেছিলেন, প্রায় ঘণ্টা আড়াই লাগবে ব্যাঙ্কক পৌঁছতে। কলকাতা থেকে প্লেনটা ছাড়ল বেলা সাড়ে দশটার সময়। তার মানে বেলা একটার সময় ওরা ব্যাঙ্ককে। ফের চারটের সময় ব্যাঙ্কক থেকে প্লেন ছাড়বে হংকংয়ের দিকে। তার মানে ঘণ্টাতিনেক সময় পাওয়া যাবে ব্যাঙ্ককে। এর পর সন্ধে ছ'টার সময় হংকং। প্রায় সারাটা দিনই কেটে যাবে প্লেনে।

ক্যাথে প্যাসিফিকের এয়ার হোস্টেসরা কেমন যেন চিনা মেয়েদের মতো দেখতে। তবে খুব ভদ্র। সাদা ব্লাউজ আর নীল স্কার্ট। খুব স্মার্ট। তিতলিকে যদি এই ড্রেসটা পরিয়ে দেওয়া হয় তা হলে ওকেও খুব স্মার্ট মনে হবে। তিতলির কথা মনে হতেই বাড়ির আর সকলের কথা কুশের মনে পড়ে গেল। কাল রাতে ডিনারে রঞ্জুমাসি যা সারপ্রাইজ

BanglaBook.org

দিয়েছেন, কুশ একেবারে বোকা বনে গেছে। পরে জানতে পেরেছিল। পুরো পরিকল্পনাটাই নাকি কিস্টিদার।

আর, কিস্টিদা যে বহরমপুরে বসেই ওর ঢাকার ম্যাচের খবর রাখছিল কে জানত? ও হংকং চলে যাবে শুনে ফেয়ারওয়েল দিয়ে সবাইকে নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিল ওই কিস্টিদাই? কিচেনে ঢুকে প্রথমে বউদিকে কাঁদতে দেখে কুশেরও চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করেছিল। তখনই দিদি এসে ওকে জড়িয়ে ধরল, "ভাই, তুই কেমন আছিস আগে বল।"

বহরমপুরে দিদি যখন কাছে আসত, তখন হলুদ বাটা পেঁয়াজ বাটার গন্ধ বেরোত আঁচল দিয়ে। রঞ্জুমাসির বাড়িতে সেই দিদিকে চেনাই যাচ্ছে না। কী সুন্দর শাড়ি পরে আছে। দিদিকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। দিদিকে প্রণাম করে কুশ বলেছিল, "ভাল দিদি। তোমরা কবে এসেছ?"

"আজ সকালে। তোর কিস্টিদা নিয়ে এল। হ্যাঁ রে ভাই, তুই খুব নাম করেছিস শুনলাম। আমি জানতাম, তুই নাম করবি। ভৈরবতলার সাধুবাবা আমায় একদিন বলেছিলেন। তা, তুই বহরমপুরে আর ফিরে যাবি না?"

"এখন যাওয়া হবে না দিদি। পুঁচকেটা কোথায়? তাকে আনোনি?" কুশের মনে পড়ল, পুঁচকের অন্নপ্রাশনের পরদিন ও বহরমপুর থেকে বেরিয়ে এসেছিল।

"এনেছি। এখন ঘুমোচ্ছে উপরের ঘরে। তোর জামাইবাবু আসতে পারল না রে। ওর অফিসে কাজ পড়ে গেছে।"

কুশ বউদিকে প্রণাম করেছিল। তা দেখে কিস্টিদা বলেছিল, "এই আমাকে প্রণাম করবি না? আমি তোর থেকে কত বছরের বড় জানিস?"

সবাই মিলে ডাইনিং টেব্‌লে এসে বসেছিল। সঞ্জিতমেসো বলেছিলেন, "কী, কুশ তোমায় বলেছিলাম না সারপ্রাইজ দেব? কেমন দিলাম?"

কুশ বলেছিল, "ভাবতেই পারিনি, বহরমপুরের সবাইকে আবার দেখতে পাব।"

কিস্টিদা বলেছিল, "আগে তোকে আমাদের ওখানকার সব খবরগুলো দিয়ে নিই। তোর বন্ধুরা সবাই ভাল আছে। তোদের স্কুলের হেডমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে মাঝে একদিন দেখা হয়েছিল। আমার কাছ থেকে জানতে চাইছিলেন, তুই এবার টেস্ট পরীক্ষায় বসবি কি না? আমি বললাম, কুশ যে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, তাতে পাশ দিলে ওর আর কোনও পরীক্ষায় বসার দরকার হবে না। কী রে, ঠিক বলিনি?"

দিদি বলেছিল, "তোর জন্য বিষ্টুপুরের কালীবাড়ি থেকে একটা মাদুলি এনেছি। সবসময় সঙ্গে রাখবি ভাই। দেখবি, কোনও বিপদ তোর কাছে ঘেঁষবে না।"

কথায়-কথায় সময় কেটে গিয়েছিল। খেতে খেতেই কিস্টিদা হঠাৎ বলেছিল, "কুশ, আমি ইন্টারনেটে ঘেঁটে তোদের মুন'স ইলেভেন সম্পর্কে অনেক ইনফরমেশন জোগাড় করলাম, বুঝলি। ওদের ফার্স্ট ম্যাচ কিন্তু দিনদশেকের মধ্যেই।"

খবরটা শুনে কুশ অবাকই হয়েছিল। মুখ ফিরিয়ে ও জিজ্ঞেস করেছিল, "এত

BanglaBook.org

তাড়াতাড়ি? তা হলে আমাকে যে বিশ্বসার সেদিন বললেন, এখন টানা কয়েকমাস প্র্যাকটিস হবে। তারপর ফ্রেন্ডলি ম্যাচ।"

"না রে। ওরা শিডউল বদলেছে। মিঃ মুন চেয়েছিলেন আগে টিমটা তৈরি করে তার পর ম্যাচে যেতে। তোদের কোচ মিঃ ফেইফার নাকি তাতে রাজি হননি। ওঁর মতে ম্যাচ খেলতে খেলতেই টিম গড়া হয়ে যাবে। তোদের ফার্স্ট ম্যাচ কাদের সঙ্গে জানিস? হংকংয়ের প্রোফেশনাল ক্লাব ডাব্‌ল ফ্লাওয়ার।"

"ওদের টিম কি খুব ভাল?"

"মনে হয় না। খুব বেশিদিনের ক্লাব না। ইন্টারনেটে দেখলাম, এই ক্লাবটার জন্ম হয়েছে এই ঊনআশি সালে। যে স্টেডিয়ামে ওরা খেলে সেটা কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের চেয়েও ছোট। ক্যাপাসিটি মাত্র আট হাজার লোক। তার মানে বুঝতে পারছিস? আমাদের ওখানে স্কোয়ার ফিল্ডেও এর চেয়ে বেশি লোক খেলা দেখে। কী নাম জানিস এই স্টেডিয়ামটার? মংপক স্টেডিয়াম।"

রঞ্জুমাসি তখন শুনে বলেছিলেন, "বাব্বা, কিস্টি, তুমি তো দেখছি সব খবর রাখো। বহরমপুরে বসে বসে সারা বিশ্বের খবর ঘেঁটে বেড়াও।"

কিস্টিদা তখন বলেছিল, "আন্টি, এটা হচ্ছে ইনফরমেশন টেকনোলজির যুগ। ইনফরমেশন ইজ মানি।"

কিস্টিদা হংকং সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিল। আগে নাকি হংকং ব্রিটিশদের ছিল। এই কয়েক বছর আগে ব্রিটিশরা চিনের হাতে দিয়ে গেছে। এখনকার যুগে এসব হয় নাকি? একটা দেশকে অন্য একটা দেশের হাতে তুলে দেওয়া যায়? কুশ শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। চিনের অধীনে থাকলেও হংকং নাকি নিজস্ব ইচ্ছেয় চলে। কিস্টিদা বলেছিল, "পৌঁছলেই বুঝতে পারবি, কীরকম অ্যাফ্লুয়েন্ট দেশ।" অ্যাফ্লুয়েন্ট কথাটার মানে কুশ বুঝতে পারেনি। তিতলিকে জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিল। সুযোগ হয়নি।

প্লেনে বসে কাল রাতের কথাগুলো মনে হতেই কুশের মনটা খুব ভারী হয়ে গেল। ওর বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর অনেকক্ষণ ও গল্প করেছিল দিদি আর বউদির সঙ্গে। দিদিকে টাকা দিতে চেয়েছিল। দিদি নেয়নি। তখনও দিদিকে দুটো জামদানি শাড়ি বের করে দিয়েছিল। আর তার বদলে দিদি ওকে দিয়েছিল একটা মাদুলি। সেই মাদুলি রয়েছে ব্যাগের ভিতর। দিদি তো আর জানে না, ওর কাছে একটা তারা আছে? সেই তারাটা সব বিপদ থেকে ওকে উদ্ধার করে। এমনকী, কাল রাতেই ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট থেকে।

পাশ থেকে বিশ্বসার হঠাৎ বললেন, "কুশ, আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। কী করি বলো তো?"

"কী সমস্যা সার?"

"আরে, মিঃ ফেইফার আমাকে হংকংয়ে থেকে যেতে বলেছেন। পার্মানেন্টলি। আমি কিছু ডিসাইড করতে পারছি না।"

BanglaBook.org

"কেন সার, বাড়িতে আপনার কোনও অসুবিধা আছে?"

"হ্যাঁ। আমার মা আমার কাছেই থাকেন। বয়স প্রায় সত্তরের মতো। আমি হংকং চলে গেলে মা কোথায় থাকবেন, সেটাই ভেবে পাচ্ছি না। আবার মিঃ ফেইফারকে নাও বলতে পারছি না। এতবড় একটা সুযোগ। ছাড়িই বা কেমন করে?"

"সার, আপনার আর কেউ নেই?"

"না। ফুটবলের জন্য আমি বিয়ে করিনি। পেশাদার কোচ হব বলে আজ পর্যন্ত কোথাও চাকরি নিইনি। আমার এক ভাই আছে জব্বলপুরে। সেখানে মাকে পাঠানো যাবে না। কেননা ওখানকার জল মায়ের সহ্য হয় না।"

"সার, আপনার কোনও বন্ধুর বাড়িতে আপনার মাকে রাখতে পারবেন না?"

"বন্ধু আছে, তবে তাদের বাড়িতে মাকে রাখা যাবে না। আমাদের কলকাতায় বুঝতেই তো পারছ সবাই ছোট-ছোট ফ্ল্যাটে থেকে। সেখানে বাড়তি একজন বয়স্ক মহিলাকে কে রাখবে বলো? ওল্ড এজ হোম-এ রাখতে পারতাম। কিন্তু মাকে ওইসব জায়গায় রেখে আমি অন্তত শান্তি পাব না।"

ওল্ড এজ হোম কথাটার মানে কুশ বুঝতে পারল না। সেটা জিজ্ঞেস করতেই বিশ্বসার বললেন, "আমাদের এখানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য আশ্রম আছে। টাকা দিয়ে সেখানে মাকে রাখা যায়। কিন্তু আমার নিজের অ্যাম্বিশনের জন্য মাকে কষ্ট দেব, আমি ভাবতেও পারি না। আফটার অল, মায়ের জন্যই আমি এই পৃথিবীর আলো দেখেছি।"

সারের কথাগুলো শুনে কুশ অবাক হয়ে গেল। বলল, "মাকে আপনি খুব ভালবাসেন, না সার?"

"কেন, তুমি ভালবাসো না?"

"আমার মা নেই সার।"

"সরি। আরে, মাকে ভালবাসব না! মা-ই তো সব। তুমি জানো, মা আমার জন্য কত কষ্ট করেছেন একটা সময়? মায়ের আশীর্বাদ না পেলে আজ আমি এ অবধি আসতে পারতাম না।"

"সার, এই যে ক'দিনের জন্য এলেন, আপনার মাকে কোথায় রেখে এলেন?"

"মায়ের এক বন্ধু আছেন বরানগরে। একেবারে ছেলেবেলার বন্ধু। তাঁর নাতিপুতি নিয়ে সংসার। তাঁর কাছেই দিন সাতেকের জন্য রেখে এলাম। মাও খুশি। কিন্তু তাঁর কাছে বেশিদিন রাখা যাবে না।"

"সার, আপনি হংকংয়ে থাকলে আমার খুব সুবিধা হবে।"

"আমি নিজেও খুব শিখতে পারতাম। মিঃ ফেইফার একেবারে মডার্ন কোচ। তাঁর কাছে থাকাটাই বিরাট ব্যাপার। দশবার লাইসেন্স নিয়েও সেটা শেখা যাবে না, মিঃ ফেইফারের কাছে ছ'মাস থাকতে পারলে যা শেখা যাবে। কোচিং জিনিসটা তো সারাজীবনই শেখা। প্রতিমুহূর্তেই তোমায় শিখতে হবে। জানতে হবে।"

চিন্ময়সারও ঠিক এ-কথা বলতেন। কিন্তু বহরমপুরে পড়ে থাকার জন্য অনেক সুযোগ

BanglaBook.org

পেলেন না। কুশের মনে পড়ল, সার একবার বলেছিলেন, "আমাদের দেশের প্রথম ফুটবল কোচ কে, তোরা কেউ বলতে পারবি?"

স্কোয়ার ফিল্ডের গাছতলায় বসে তখন ওরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল। কেউ জানে না, ভারতে প্রথম ফুটবল কোচিং কে শুরু করেছিলেন। দিপু বোকার মতো বলে ফেলেছিল, "গোষ্ঠ পাল সার।"

"দূর বোকা। উনি তো ফুটবলার ছিলেন। বিখ্যাত ফুটবলার। সাহেবরা যাঁর নাম দিয়েছিল চাইনিজ ওয়াল। চিনের প্রাচীরের মতোই দুর্ভেদ্য ছিলেন। যাকগে, তোরা কেউ তা হলে বলতে পারবি না। শুনে রাখ, ভারতের প্রথম ফুটবল কোচ ছিলেন সার দুখিরাম মজুমদার।"

চিন্ময়সার সেদিন সার দুখিরাম মজুমদার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলেন। বিশ্বসারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে কথাগুলো মনে পড়ে গেল কুশের। প্লেনের ভিতরটা খুব ঠাণ্ডা। হঠাৎই ওর শীত শীত করতে লাগল। প্লেনের ভিতরটা এত ঠাণ্ডা হবে জানলে ও ফুলহাতা জামা পরে আসত। এখন ওর পরনে একটা নীল রঙের টি-শার্ট। এই টি-শার্টটা কাল রাতে কিস্টিদা দিয়েছিল। কিস্টিদাকে খুশি করার জন্যই সাতসকালে ও টি-শার্টটা গায়ে চাপিয়ে নেয়।

প্লেনের ভিতর এয়ারহোস্টেসরা যাওয়া-আসা করছে। ঢাকা যাওয়ার সময় কুশ দেখেছিল, দিলুভাই এয়ারহোস্টেসের কাছে একটা হালকা কম্বল চেয়ে নিয়েছিলেন। এখন চাইলে হয়। কিন্তু ঢাকার প্লেনে এয়ার হোস্টেসরা বাংলা কথা বুঝত। এখানে চিনা মেয়েদের বাংলায় বললে কিছু বুঝতে পারবে না। আমার একটা কম্বল চাই, এই কথাটা কুশ মনে মনে ইংরেজিতে ট্রানস্লেশন করতে লাগল। আই ওয়ান্ট এ কম্বল... যাঃ কম্বলের ইংরেজি কী, ও কিছুতেই মনে করতে পারল না।

"কুশ, তোমার কি ঠাণ্ডা লাগছে?" বিশ্বসার ওকে উসখুস করতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন।

কুশ ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ সার।"

বিশ্বসার তখন মাথার উপর একটা সুইচ টিপে দিলেন। চৌকো লাল আলো জ্বলে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে গাঁ করে শব্দ। একটু পরেই একজন এয়ারহোস্টেস এসে উপরের আলোটা নিভিয়ে হাসিমুখে বললেন, "ইয়েস সার, মে আই হেল্প ইউ সার?"

ওহ, এয়ার হোস্টেসদের ডাকার নিয়ম তা হলে এই আলো জ্বেলে! বাহ, বেশ ভাল নিয়ম তো। কুশ মুখ ফুটে বলে ফেলল, "ক্যান ইউ গিভ মি এ ব্ল্যাঙ্কেট?"

"শিওর সার।"

কুশ নিজেই অবাক হয়ে গেল কম্বলের ইংরেজিটা ওর মুখ দিয়ে ফট করে বেরিয়ে এল বলে। বাহ, চেষ্টা করলে তো তা হলে ইংরেজিটা বলা যায়! চিন্ময়সার বলতেন, "ভয় পাবি না। ইংরেজিটা তোর মাদার টাং নয়। ব্যাকরণে ভুল তোর কেউ ধরতে যাবে না। আসল হচ্ছে সাহস। যা মনে আসবে, এক্সপ্রেস করবি।"

এয়ারহোস্টেস মেয়েটা একটা কম্বল দিয়ে গেল। সেটা গায়ে জড়িয়ে বেশ আরাম

BanglaBook.org

পেল কুশ। সঙ্গে-সঙ্গে ও চোখ বুজল। এখনও প্লেন নামতে ঘণ্টাদেড়েক দেরি। এর মধ্যে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এই প্লেনটা বেশ বড়। কোনও জার্ক লাগছে না। উফ, কাল রাতে ইলিয়াসভাইয়ের প্লেনটার কথা মনে পড়তেই কুশের ভয় করতে লাগল। ভাগ্যিস, মরা তারাটা ওর সঙ্গে ছিল।

তারাটার কথা মনে হতেই কুশ প্যান্টের পকেটে হাত দিল। না, পকেটেই আছে। ও ঠিক করল, হংকংয়ে গিয়ে তারাটাকে মাদুলির মতো করে পরে নেবে। সারাক্ষণ শরীরের সঙ্গে যাতে লেপটে থাকে। হারিয়ে যাওয়ার ভয়ও থাকবে না। তারাটার কথা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ ওর মনে হল, এই রে, তারাটা যদি এখন আকাশে ফিরে যেতে চায়, তা হলে কী হবে? তারাটার যে প্রাণ আছে, তা ও বুঝতে পারে। প্রাণ থাকলে ওর ইচ্ছে বা অনিচ্ছেও তা হলে আছে? কে জানে?

হঠাৎই ওর মনে হল, প্লেনের আলো সব নিভে গেছে। চারদিকটা খুব অন্ধকার হয়ে আসছে। প্লেনটা প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যাচ্ছে। অন্ধকার থেকে আরও গভীর অন্ধকারের দিকে। দেখেই কুশের ভয় ভয় করতে লাগল। এ কী, ওরা তো ব্যাঙ্ককের দিকে যাচ্ছিল। প্লেনটা এখন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ডান পাশে তাকিয়ে ও দেখল বিশ্বসার নেই। বাঁ পাশে চোখ ফেরাতেই কুশ দেখল ওর বয়সী একটা ছেলে বসে আছে। ছেলেটা একটু অদ্ভুত দেখতে। মাথাটা হাঁড়ির মতো। কান দুটো বেশ লম্বা। চোখ টানা-টানা। চাউনিটা বেশ মায়া মাখানো। ছেলেটা হাসছে মিটিমিটি করে।

ছেলেটাকে দেখেই কুশ চমকে উঠল। আরে, এ কে? মরা তারাটার গা থেকে যেমন নীল একটা আভা বের হয়, ছেলেটার মুখ থেকেও সেইরকম একটা আভা বেরোচ্ছে। ছেলেটা হাত তুলে বলল, "ভয় পেলে কুশ?"

ছেলেটার কথায় বোধ হয় কিছু একটা ছিল। মুহূর্তের মধ্যেই ভয় ভয় ভাবটা কেটে গেল কুশের। ও বলল, "না। তুমি কে?"

"আমার নামটা খুব বড়। আলাকাটানুভাবিটাসালিকুয়াটাপানাবা। তুমি উচ্চারণ করতে পারবে না। তুমি আমায় আলা বলে ডেকো।"

নামটা শুনে কুশের হাসি পেয়ে গেল। ও আলাকাটানুভাবিটা... পর্যন্ত মনে রাখতে পারল। নাহ, বাকিটা মনে পড়ল না। ও বলল, "তুমি কোথায় থাকো?"

"মহাকাশে। তোমার মতো আমার কোনও বাড়ি নেই। এই মহাকাশে ঘুরতে ঘুরতে শেষে তোমার কাছে গিয়ে উঠলাম।"

"আমার কাছে গিয়ে উঠলে মানে?"

"পকেটে হাত দিয়ে দেখো। আমি নেই। আবার আছিও। তোমার পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছি। তোমাকে আমি একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি। একটা জিনিস দেখাব বলে।"

"কিন্তু আমি যে হংকং যাচ্ছিলাম আলা। আজই ওখানে না পৌঁছলে ওঁরা আমায় টিমে নেবেন না।"

"তোমাকে আমি ঠিক সময়েই হংকং পৌঁছে দেব। চিন্তা করো না। চুপটি করে বোসো।

BanglaBook.org

আমরা এখনই নামব গন্তব্য স্থানে।"

কথাগুলো বলেই আলা সামনের দিকে তাকাল। প্লেনটা খুব দ্রুত নেমে যাচ্ছে। আশপাশে অদ্ভুত অদ্ভুত রঙের তারা দেখতে পাচ্ছে কুশ। কোনওটার রং সাদা, কোনওটার রং নীল, সবুজ। ভূগোল-বইয়ে কুশ পড়েছিল, এক-একটা তারা নাকি সূর্যের চেয়েও বড়। তা হলে এই তারাগুলোকে এত ছোট মনে হচ্ছে কেন? বইতে কি তা হলে ভুল পড়েছিল? রাতের আকাশে তারা মিটমিট করে জ্বলে। কিন্তু এই তারাগুলোর রং খুব উজ্জ্বল। সাঁ সাঁ করে পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

আলা বলল, "তুমি যা মনে করছ, তা না। তারাগুলো কেউ খুব কাছে নেই। এক-একটা কয়েক কোটি আলোকবর্ষ দূরে। চলো, আমার জায়গায় তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে তুমি একটা অদ্ভুত খেলা দেখার সুযোগ পাবে। ঠিক তোমাদের ফুটবলের মতো। তবে নিয়মকানুন সব আলাদা।"

আলার কথা শুনে কুশের খুব হাসি পেল। মহাকাশে আবার ফুটবল খেলা হয় নাকি? ফুটবল সারা বিশ্বজুড়ে খেলা হয়। সে তো পৃথিবী নামে একটা গ্রহতে। অন্য গ্রহে এই খেলা চালু আছে বলে তো কেউ কোনওদিন বলেনি? আলা ছেলেটাই অদ্ভুত। তার উপর আরও অদ্ভুত ওর ফুটবল। কুশ জিজ্ঞেস করল, "মহাকাশে ফুটবল? আমাদের ওখানে শুনলে লোকে অবাক হয়ে যাবে।"

জানলা দিয়ে তাকিয়ে কুশ দেখল প্লেনটা একটা লাল রঙের তারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, খুব কাছে এসে গেছে। কিন্তু কুশের মন বলল, এখনও নামতে অনেক দেরি আছে। ও পাশ ফিরে বলল, "আজ ওখানে ম্যাচ আছে বুঝি?"

"হ্যাঁ। ঋ তারামণ্ডলীর সঙ্গে ওঁ-য়ের। খুব হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ। ঋ হল আমার টিম। আগের ম্যাচে ওরা ওঁ-য়ের কাছে হেরে গেছে। তাই এবার বদলা নিতে চায়। আমাদের ঋ টিমে অনেকেই ড্রিব্‌লিং ভাল করে জানে না। তাই টিমের ক্যাপ্টেন চালাগিনাতাকো পা... না, আর তোমাকে পুরো নামটা বলার দরকার নেই। তুমি মনে রাখতে পারবে না। আমাদের টিমের ক্যাপ্টেন চালা বলল, তোমাদের গ্রহে গিয়ে ভাল একজন ড্রিব্‌লার নিয়ে আসতে। মহাকাশে আমরা সবাই জানি, তোমাদের গ্রহ একেবারে ফুটবলপাগল। যেমন,বুধ গ্রহ বেসবল আর মঙ্গল ক্রিকেট খেলাটা নিয়ে।"

কুশ যত শুনছে তত অবাক হয়ে যাচ্ছে। ও বলল, "তাই তুমি আমাদের গ্রহে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। কয়েকদিন মহাকাশ থেকে তোমাদের গ্রহের কয়েকটা ফুটবল ম্যাচ দেখলাম। দু'জনকে আমার খুব পছন্দ হল। একজন লুই ফিগো। আর তুমি। চালাকে সব জানিয়ে দিলাম। উনি বললেন, তোমাকেই নিয়ে যেতে।"

"কেন? লুই ফিগো তো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফুটবলার।"

"আরে, বয়সটা বিচার করেই তোমাকে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবা হল। তোমার বয়স কম। আমরা হিসাব করে দেখলাম, তোমাকে আমাদের এখানে নিয়ে আসার জন্য যত

BanglaBook.org

টাইম লাগবে, ততদিনে তোমার বয়স, তোমাদের সময় অনুযায়ী ঠিক চব্বিশ বছর হয়ে যাবে। তুমি এখন আমাদের প্লেয়ারদের ভাল ড্রিব্‌লিং শেখাতে পারবে। আমি তাই ফিগোকে আনলাম না। ওর বয়স হয়ে যেত পঁয়ত্রিশ।"

"তার মানে আমাকে কোচিং করাতে হবে? আমি তো কোচিংয়ের কিছুই জানি না। আমার বদলে তোমরা বিশ্বসারকে নিয়ে এলে না কেন? ওই যে প্লেনে আমার পাশে বসে ছিলেন। উনি খুব নামকরা কোচ।"

"না ভাই। আমার ক্যাপ্টেন বলল, তোমায় নিয়ে যেতে। তাই তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। তোমায় বিশেষ কিছুই করতে হবে না। শুধু ড্রিব্‌লিং করতে হবে। আমাদের ছেলেরা তা দেখে দেখে শিখে যাবে। আমি যেদিন তোমার চোখের সামনে দিয়ে নীচে নামলাম, সেদিন একটু দ্বিধার মধ্যেই ছিলাম। ভাগ্যিস, তুমি আমায় তুলে নিয়েছিলে। তাই তোমার খেলা আমি নিজের চোখে দেখার অনেক সুযোগ পেলাম। ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বলব, যাকে নিয়ে এসেছি, তার চেয়ে ভাল আর কেউ হয় না।"

কুশ এইবার বুঝতে পারল, কেন তারাটা সেদিন ওর চোখের সামনে দিয়ে নীচে নেমে এসেছিল। কেন আর কেউ সেদিন তা টের পায়নি। একদিকে হাসিও পাচ্ছে। ও তো নিজেই ভাল করে সব ড্রিব্‌লিংগুলো জানে না। ও শেখাবে কী? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ও বলল, "আলা, এখানে আমাকে ক'দিন থাকতে হবে?"

"একদিন। মাত্র একদিনেই আমাদের ছেলেরা সব শিখে নেবে। আসলে কী জানো, আমাদেরই বোকামি। তোমাদের ওখানে সারা গ্রহ জুড়ে একটা সময় ফুটবল খেলা হয়। বিশ্বকাপ না কী যেন? গতবার ওঁ টিমের সবাই দলবেঁধে সেই খেলা দেখে এসেছিল। তাই ওরা অনেক টেকনিক শিখে গেছে। আর বলে বলে এই গ্যালাক্সির চ্যাম্পিয়ানশিপে অন্যদের সবাইকে হারিয়ে দিচ্ছে। আমরা প্রথমে সেটা ধরতে পারিনি। পরে যখন আমাদের স্পাই গিয়ে ওদের গ্রহ থেকে খবরটা নিয়ে এল, ততদিনে আমাদের এই ম্যাচটা ঠিক হয়ে গেছে। এখন আমাদের সামনে আর কোনও উপায় নেই। তোমার কাছ থেকেই সব টেকনিক শিখে নিতে হবে।"

"তোমাদের ওখানে ফুটবল খুব পপুলার?"

"পপুলার মানে? গিয়ে নিজের চোখেই সেটা দেখতে পাবে। লোকে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায় যেদিন খেলা শুরু হয়।"

"কতক্ষণ খেলা চলে?"

"তোমাদের টাইমে টানা পাঁচ-ছয়দিন তো হবেই। এক-একটা ম্যাচ শেষ হতে অত সময় লাগে। অনেক বড় মাঠ তো। তার উপর আবার শূন্যে খেলা। একটা শট মারলে বল এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে চলে যায়। যেমন তোমাদের পৃথিবী থেকে ধরো চাঁদ পর্যন্ত। খুব ইন্টারেস্টিং খেলা। চলো, এবার নামার সময় হয়ে গেছে। ওই দ্যোখো, তোমাকে স্বাগত জানানোর জন্য কত লোক নীচে দাঁড়িয়ে আছে।"

প্লেনটা সাঁ করে নীচের দিকে নামতে লাগল। লাল রঙের মাটি ছুঁয়ে অনেক দূরে

BanglaBook.org

গিয়ে শেষপর্যন্ত প্লেনটা দাঁড়িয়ে গেল। কুশ জানলা দিয়ে দেখল, বাইরে প্রচুর লোক। গিজগিজ করছে মাথা। দেখে ওর হাসি পেল।

ঠিক ওই সময়ে ও শুনতে পেল, "কুশ ওঠো। আমরা ব্যাঙ্কক এসে গেছি।"

কুশ চোখ মেলে দেখল, প্লেনটা দাঁড়িয়ে গেছে। সামনের সব যাত্রীরা উঠে দাঁড়িয়েছেন। এবার নামবেন। উফ, ও তা হলে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল?

২৭

প্লেনের সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় বিশ্বসার বললেন, "সমুদ্রের উপর দিয়ে প্লেনটা কীভাবে সোঁ করে নেমে এল সেটা তুমি দেখতে পেলে না কুশ। সে এক দারুণ দৃশ্য। এখানে রানওয়েটা একেবারে সমুদ্রের ধারে।"

কুশ লজ্জা পেয়ে বলল, "আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম সার।"

"কাল রাতে বহরমপুরের ওদের সঙ্গে খুব গল্প করেছিলে বুঝি?"

এয়ারপোর্টে তুলে দেওয়ার জন্য বাড়ির সবাই আজ হাজির হয়েছিল। বিশ্বসার সবাইকে দেখেছেন তাই কুশ বলল, "হ্যাঁ সার। কিস্টিদার সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করেছি। কিস্টিদা আমাকে খুব উৎসাহ দিয়েছে ছেলেবেলা থেকে।"

"আসল লোকটাই হঠাৎ চলে গেল। আজ চিন্ময় বেঁচে থাকলে সব চেয়ে খুশি হত। ও নিশ্চয় স্বর্গ থেকে তোমাকে আশীর্বাদ করছে।"

চিন্ময়সারের কথা উঠতেই কুশের মনটা খুব ভার হয়ে গেল। কাঁধে কিট ব্যাগটা ফেলে ও বিশ্বসারের পাশে হাঁটতে লাগল। এয়ারপোর্টের ভিতরটায় ঢুকেই ওর চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে গেল। এ তো ব্যাঙ্ককের এয়ারপোর্টের চেয়েও বড়। ব্যাঙ্ককে নেমে ওরা মিনিট পনেরোর মধ্যেই আবার হংকংয়ের প্লেনে উঠেছিল। এই প্লেনটা আরও বড়।

একবার বিদেশ গিয়ে কুশ মোটামুটি নিয়মকানুন জেনে গেছে। প্রথমে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ওরা পাশপোর্ট দেখে তবে কাঁসব ছাপটাপ দিয়ে তারপর ভেতরে ঢুকতে দেবে। সঞ্জিতমেসো কাল রাতে বলেছিলেন, হংকংয়ে ঢোকার জন্য ভারতীয় নাগরিকদের ভিসা লাগে না। তাই হ্যাপা কম। ওদের নাকি বেশিক্ষণ অপেক্ষাও করতে হবে না।

টিকিটে লেখা ছিল, ওরা সন্ধে সাড়ে ছ'টার মধ্যে হংকং পৌঁছবে। কিন্তু বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। হাতঘড়িতে কুশ দেখল সাড়ে ছ'টা বাজে। ওর মনে হল, এত তাড়াতাড়ি এখানে সন্ধে হয়ে যায়? লাউঞ্জে ঢোকামাত্রই ইলেকট্রনিক ঘড়ির দিকে ওর চোখ গেল। এ মা, ঘড়িতে এখন ন'টা কেন? বিশ্বসারকে ও জিজ্ঞেস করল, "সার দেখুন তো আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজে?"

"সময়টা প্লেনেই আমি বদলে নিয়েছি। এখানে এখন ন'টা। কলকাতার সঙ্গে এখানকার

BanglaBook.org

সময়ের পার্থক্য আড়াই ঘণ্টার মতো। পূর্ব দিকের দেশ বলে এরা এগিয়ে। কলকাতায় এখন সন্ধে হয়েছে।"

সুইং ডোরের কাছে নীল রঙের পোশাক পরা চিনেম্যানদের মতো দেখতে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন। কুশ অবশ্য চিনেম্যান দেখেছে। বছর পাঁচেক আগে। ওদের বহরমপুরেই। এক চিনেম্যান আর তার বউ দাঁত তোলার দোকান দিয়েছিল। সেই লোকটার একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো ছিল। লোকটা যখন হাসত, তখন সেই সোনার দাঁত দেখা যেত। ভৈরবতলার গুপীর বাবা একবার দাঁত তোলার জন্য সেই চিনেম্যানের দোকানে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে উনি মাকে বলেছিলেন, "আশ্চর্য হাত। দাঁত তুলতে গিয়ে একটুও লাগেনি।"

সেই চিনেম্যান খুব বেশিদিন বহরমপুরে থাকতে পারেনি। হঠাৎ দোকান ফেলে কোথায় চলে গিয়েছিল, কেউ টেরই পায়নি। সেই দাঁতের দোকানটায় এখন স্টেশনারি দোকান হয়ে গেছে। সেই চিনেম্যানের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল হংকংয়ে পা দিয়ে। ফিসফিস করে ও বিশ্বসারকে জিজ্ঞেস করল, "সার, এখানে সবাই কি চিনেম্যান?"

সার বললেন, "এরা আসলে মঙ্গোলিয়ান রেস। দেখো, টানা-টানা চোখ। একটু হলদেটে গায়ের রং। ভুরু নেই বললেই চলে।"

ইমিগ্রেশনে এসে কুশ দেখল অন্তত পঁচিশ থেকে তিরিশটা কাউন্টার। প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে লাইনে। একটা প্লেন থেকে তো এত লোক নামতে পারে না! এত লোক একসঙ্গে এল কোত্থেকে? লাইনে দাঁড়িয়ে ঠিক এই কথাটা ভাবার সময় পাশ থেকে বিশ্বসার বললেন, "হংকংয়ের এই এয়ারপোর্টটা খুব বিজি থাকে সবসময়। পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর প্লেন নামছে। কখন বেরোতে পারব কে জানে?"

লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ই কুশের চোখে পড়ল, একটা লোক হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ঘুরছে। তাতে ইংরেজিতে লেখা 'বি বিশ্ব অ্যান্ড এস কুশ।

বিশ্ব আর কুশ দুটো নাম দেখে কুশ বুঝতে পারল, লোকটা বোধ হয় ওদেরই খুঁজছে। কিন্তু তা কী করে হয়? এটা তো হওয়া উচিত, বি ভট্টাচার্য আর কে সেনগুপ্ত। কে জানে, এ-দেশে মনে হয় অন্যরকম নিয়ম। সারকে ও বলল, "এই লোকটা বোধ হয় আমাদের খুঁজছে।"

"তাই তো। দাঁড়াও, দেখি জিজ্ঞেস করে।" বলে বিশ্বসার একটু এগিয়ে কথা বলতে লাগলেন প্ল্যাকার্ড ধরা লোকটার সঙ্গে। তারপর পিছন দিকে তাকিয়ে বললেন, "কুশ, চলে এসো। আমাদের লাইনে দাঁড়াতে হবে না। মিঃ মন আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছেন।"

মিনিট দশেকের মধ্যে ব্যাগপত্তর নিয়ে বিশ্বসারের সঙ্গে কুশ এয়ারপোর্টের বাইরে এল। সামনে যানজট। একটু এগিয়ে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। তখনই একটা অদ্ভুত দৃশ্য ওর চোখে পড়ল। অন্ধকার ফুঁড়ে আকাশ থেকে নেমে আসছে একটা বিশাল প্লেন। প্রায় গাড়ির উপর দিয়ে নেমে গেল রানওয়েতে। প্রচণ্ড শব্দে কুশের কানে তালা লেগে

BanglaBook.org

যাওয়ার জোগাড়। শহরের এত কাছে এয়ারপোর্ট? প্লেন নামা বা ওঠার সময় একটু এদিক-ওদিক হলেই সর্বনাশ। প্রচুর লোক মারা যাবে।

প্লেনটা নেমে যাওয়ার পর সেদিকে তাকিয়ে বিশ্বসার বললেন, "আসলে কী জানো? হংকং জায়গাটা খুব ছোট। জায়গায় প্রবলেম। আমরা যারা বড় দেশে থাকি, তাদের খুব অবাক লাগবে এখানকার অনেক কিছু দেখে।"

এয়ারপোর্ট চত্বর ছাড়িয়ে গাড়িটা শহরের মধ্যে ঢুকতেই আলোর বন্যা দেখে কুশের চোখ আরও একবার ধাঁধিয়ে গেল। বাপ রে! রাস্তার দু'পাশে এত দোকান! আর দোকানগুলো এতরকম আলো দিয়ে সাজানো? কারা কেনে এত জিনিসপত্তর? ফুটপাতগুলোও বিরাট। বহরমপুরের মেন রাস্তা বাবুলবোনা রোডের চেয়েও এখাকার ফুটপাত বড়। কয়েকটা ছোট ছেলেমেয়ে সাঁ করে চলে যাচ্ছে ভিড় কাটিয়ে। ওদের পিঠে স্কুলব্যাগ। ওদের পায়ে চাকা লাগানো আছে নাকি?

ভাল করে দেখার জন্য কুশ জানলার সামনে সরে এল। দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বাচ্চাগুলো নিশ্চয়ই হাঁটছে না। তা হলে সাঁ করে চলে যেতে পারত না। ভারী মজা তো। আগ্রহ নিয়ে ওকে বাইরে তাকাতে দেখে বিশ্বসার বললেন, "অবাক হয়ো না কুশ। বাচ্চারা স্কেটিং করছে। এখানকার রাস্তা আর ফুটপাত এত মসৃণ, স্বচ্ছন্দে স্কেটিং করা যায়।"

একটু পরে একটা রাস্তার মোড়ে এসে কুশ দেখল পুরো ফুটপাতটাই গড়াচ্ছে। চলন্ত ফুটপাত দেখে ও খুব অবাক হয়ে গেল। এরকম দেশও পৃথিবীতে আছে নাকি? দেশে ফিরে গিয়ে কোনওদিন গল্প করলে কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না। না, কুশ ঠিক করল হংকংয়ে কোনও কিছু দেখে ও আর অবাক হবে না।

ঘাড় ঘুরিয়ে ও বিশ্বসারকে জিজ্ঞেস করল, "সার, আমরা যে জায়গাটায় থাকব, সে জায়গাটার নাম কী?"

"কাওলুন।"

"হোটেলে উঠব?"

"হ্যাঁ। মিঃ ফেইফার তো সেরকমই আমাকে বলেছিলেন।"

কথাটা শুনেই কুশ ঠিক করে নিল, হোটেলে পৌঁছেই তিনটে জায়গায় ওকে চিঠি লিখতে হবে। প্রথমে রঞ্জুমাসিকে। একটা তিতলিকে। আর একটা কিস্টিদাকে। তিতলির ডাকটিকিট জামানোর শখ। ওকে প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে কুশ। হোটেলে ঢুকে প্রথমে ওকে ঠিকানা জেনে নিতে হবে। তারপর যা কিছু হোক, লিখে দিলেই হবে। তিতলির কাছে চিঠির চেয়েও বেশি জরুরি ডাকটিকিট।

আর-একটা কাজ মনে পড়ে গেল কুশের। হোটেলে ঢোকার পরই ওকে ফোন করতে হবে সুকুমার দাসকে। ইলিয়াসভাই ফোন নম্বর দিয়েছিলেন। একটা চিরকুটে সেই নম্বরটা লেখা আছে। ভদ্রলোক কাওলুনেই থাকেন। তা হলে জায়গাটা খুব বেশি দূরে হওয়ার কথা নয়। সুকুমারবাবুকে আজই ও একবার আসতে বলবে হোটেলে। যাতে হংকং সম্পর্কে

BanglaBook.org

মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।

এসব কথা ভাবার ফাঁকেই কুশ দেখল, গাড়ি এসে দাঁড়াল বিরাট একটা হোটেলের সামনে। নিওন আলোয় বড়-বড় করে লেখা—'গ্র্যান্ড স্ট্যানফোর্ড ইন্টার কন্টিনেন্টাল'। গাড়ি থেকে নামতেই ও তাজ্জব হয়ে গেল। বহরমপুর থেকে কুশ বহুবার নবাব প্যালেসে গেছে। নবাব সিরাজদ্দৌল্লার লালবাগের প্যালেসে। ইদানীং রংটং করার পর নবাবের প্যালেস একটা দেখবার মতো জিনিস হয়েছে। কিন্তু কোথায় লাগে সেই প্যালেস। এই হোটেলটার কাছে নবাবের প্যালেস কুঁড়েঘর বলে মনে হল কুশের। হংকংয়ে ও এই হোটেলে থাকবে? বিশ্বাস হচ্ছে না।

এয়ারপোর্টে যে লোকটার হাতে প্ল্যাকার্ড ছিল, সে পথ দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল। লাউঞ্জ দেখে হাঁ করে তাকিয়ে রইল কুশ। লাউঞ্জটাই একটা ফুটবল মাঠের মতো। পনেরো-ষোলোটা বড়-বড় ঝাড়বাতি ঝুলছে উপর থেকে। লাউঞ্জ থেকে পাঁচ-ছ'টা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতালার দিকে। নীচে প্রচুর দোকান। আলোয় ঝলমল করছে পুরো লাউঞ্জটা। রিসেপশনের সামনেই বিরাট একটা গোল সোফা। অন্তত তিরিশ-পঁয়ত্রিশজন বসতে পারবে তাতে।

বিশ্বসার রিসেপশনে গিয়ে কথা বলছেন। কুশ সোফায় গিয়ে বসল। কাঁধের কিট ব্যাগটা পাশে রেখে দিল। আশেপাশে যে-যার কাজে ব্যস্ত। কয়েকটা ছোট ছেলে দৌড়োদৌড়ি করে খেলছে। সুখী সুখী সব চেহারা। মনে হয়, এই দেশে গরিব বলে কেউ নেই। কুশ এদিক-ওদিক তাকাতেই হঠাৎ দেখতে পেল ওরই বয়সী দুটো ছেলে ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। ছেলে দুটো হংকংয়ের নয়। একজনের গায়ের রং বাদামি। অন্যজন বেশ ফরসা। বাদামি কাছে এসে বলল, "হাই। ইউ খুশ? ফ্রম ইন্ডিয়া?"

কথা শুনেই কুশ বুঝতে পারল, ওর মতোই ছেলেটার ইংরেজি বিদ্যা। ও বলল, "ইয়েস আই অ্যাম কুশ।"

"মি...গঞ্জালেস।" তারপর অন্য ছেলেটার দিকে আঙুল দেখিয়ে গঞ্জালেস বলল, "হি রেকোবা। কাম।"

ছেলেটা ওর সঙ্গে যেতে বলছে দেখে কুশ জিজ্ঞেস করল, "হোয়ার?"

"জানাডু। গুড প্লেস।" বলেই গঞ্জালেস হাত ধরে টানল।

আচ্ছা মুশকিল! ছেলে দুটোকে কুশ চেনে না, জানেও না। ওর সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে কি না কুশ বুঝতে পারল না। ও বলল, "নো নো।"

"কাম বয়।" বলেই গঞ্জালেস ছেলেটা ওর কিট ব্যাগটা নিয়ে দৌড় লাগাল। আরে, এ কী অসভ্যতা? কুশ উঠে দাঁড়িয়ে রিসেপশনের দিকে তাকাল। যা বাব্বা, বিশ্বসার আবার কোথায় গেলেন? এই তো উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল। হঠাৎই কুশের মনে পড়ল, আলা... মানে মরা তারাটা ওর কিট ব্যাগে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর সারা শরীরের পেশি ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। যে করেই হোক, কিট ব্যাগটা ওকে ফেরত পেতেই হবে।

BanglaBook.org

গঞ্জালেস আর রেকোবা একটু দূরেই একটা গোল থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। উঁকি মেরে ওর গতিবিধি লক্ষ রাখছে। তার মানে চোর-ছ্যাঁচোড় না। ছেলে দুটো ওর সঙ্গে মজা করছে। "গিভ, গিভ মাই ব্যাগ" বলে কুশ পা চালিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

কুশের সঙ্গে চোর-পুলিশ খেলতে শুরু করল গঞ্জালেস আর রেকোবা। কুশ যতই ওদের ধরার চেষ্টা করছে, ততই ওরা লাউঞ্জের অন্যদিকে সরে যাচ্ছে। একবার চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে গঞ্জালেস বলে ছেলেটা লাফিয়ে লাফিয়ে দোতলায় উঠে গেল। কলকাতা এয়ারপোর্টে কুশ চলন্ত সিঁড়ি দেখেছিল। কিন্তু উঠতে সাহস পায়নি। পাছে ব্যালান্স হারিয়ে নীচে পড়ে যায়। কিন্তু এখন কিট ব্যাগটা ওর দরকার। সেই কারণে বেপরোয়া হয়ে ও সিঁড়িতে উঠেই পাশের রেলিংটা ধরে নিজেকে সামলে নিল।

একটু ওপাশেই আর-একটা সিঁড়ি। নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। কুশ দোতলার ল্যান্ডিংয়ে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখলে গঞ্জালেস আর রেকোবা অন্য সিঁড়ি দিয়ে হাসতে হাসতে নীচে নেমে যাচ্ছে। আচ্ছা বদমাশ ছেলে তো। কুশের এবার মাথা গরম হতে শুরু করল। সকাল সেই সাড়ে আটটার সময় রঞ্জুমাসির বাড়ি থেকে ও বেরিয়ে এসেছে। তারপর থেকে একটুও বিশ্রাম নেওয়া হয়নি। মাঝে দশ ঘণ্টা কেটে গেছে। শরীর এখন বিশ্রাম চাইছে। কোথায় ঘরে ঢুকে স্নান করে একটু তাজা হবে, তা নয়। মাঝখান থেকে এই দুটো উৎপাত হাজির।

এত লোক থাকতে ছেলে দুটো ওকেই বা বেছে নিল কেন? নীচের দিকে তাকিয়ে কুশের মনে হল, ওদের ধরে ঠাস-ঠাস করে চড় মারে। উঁচু থেকে ও রিসেপশনের দিকে তাকিয়ে দেখল বিশ্বসার সোফার কাছে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। তার মানে নিশ্চয়ই ওকে খুঁজছেন। মহা মুশকিল। রিসেপশনের কাছে ও গেলে ছেলে দুটো কেটে পড়বে। আলাকে ও আর ফেরতই পাবে না।

চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে কুশ রিসেপশনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। হিলিতে দীপপ্রিয় না জেনে আলাকে নিয়ে একটু বেশি কৌতূহল দেখিয়েছিল। তার শাস্তি ভালমতো পেয়েছিল। এই দুটো ছেলেরও যেন সেই অবস্থা হয়। পিছন দিকে একবার তাকিয়ে কুশ মনে-মনে বলল, "আলা, তুমি এমন শিক্ষা দাও, যেন ছেলে দুটো কাঁদতে কাঁদতে এসে আমার কাছে ক্ষমা চায়।"

দূর থেকে বিশ্বসার ওকে দেখতে পেয়ে বললেন, "তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

কুশ বলল, "আমি একটু ঘুরে-ঘুরে সব দেখছিলাম।"

"চলো। আমাদের রুম রেডি। রাত ন'টার সময় মিঃ ফেইফার ডিনার টেব্‌লে আমাদের সবার সঙ্গে দেখা করবেন।"

"সার, যতদিন আমরা হংকংয়ে থাকব, এই হোটেলেই থাকতে হবে?"

"মনে হয় না। এখানে ভিক্টোরিয়া হারবার বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে তোমাদের জন্য একটা বাংলো কেনা হয়েছে। যে লোকটা আমাদের এয়ারপোর্ট থেকে আনতে

BanglaBook.org

গিয়েছিল, সে-ই বলল। এই হোটেলটা কার জানো? মিঃ মুন-এর। যাঁর টিমের হয়ে তোমরা খেলতে এসেছ। এইরকম তিনটে হোটেল ওঁর আছে।"

"মিঃ ফেইফারও কি এই হোটেলে আছেন?"

"হ্যাঁ। চলো, চলো। আর মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যেই আমাদের নীচে নেমে আসতে হবে। এখানে প্ল্যানেট হলিউড বলে একটা রেস্তোরাঁ আছে। সেখানে পুরো টিমের সবাই হাজির হবে। এক মিনিট দেরি হলে মিঃ ফেইফার চটে যাবেন।"

বিশ্বসারের সঙ্গে লিফ্‌টে ওঠার আগে কুশ একবার পিছন ফিরে তাকাল। না, ছেলে দুটোর চিহ্নমাত্র নেই। ইস, কিট ব্যাগটা তা হলে খোয়া গেল। আলার কথা ভেবে মনটা ওর ভারী হয়ে গেল। কিট ব্যাগের কথাটা ও বিশ্বসারকে বলবে কি না ভাবছে, এমন সময় সারই জিজ্ঞেস করলেন, "কুশ, তোমার কিট ব্যাগ কোথায়?"

ছেলে দুটোর কথা বলতেই বিশ্বসার বললেন, "সে কী, এতক্ষণ বলোনি কেন? এখানে তো এই ধরনের ছিনতাই হয় না?"

"সার, ছেলে দুটোর পিছন-পিছন আমি দৌড়ে গিয়েছিলাম। মনে হল, ওরা মজা করছে আমার সঙ্গে।

"মজা করছে? এখানে তোমায় কে চেনে যে তোমার সঙ্গে মজা করবে! না, না। আগে চলো, সিকিউরিটির লোকদের কাছে গিয়ে কমপ্লেন করা যাক।"

বিশ্বসার খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কিট ব্যাগটা নিয়ে। রিসেপশনের উলটোদিকেই সিকিউরিটি ডেস্ক। দু'জনে মিলে সেদিকে পা বাড়াতেই কুশ শুনল, "হাই ইন্ডিয়ান। টেক ইয়োর ব্যাগ।"

পিছন ফিরে গঞ্জালেস বলে ছেলেটাকে দেখতে পেল কুশ। কিট ব্যাগ এগিয়ে দিয়ে ভীত গলায় ও বলল, "ম্যাজিক। ম্যাজিক। সি রেকোবা, দেয়ার।" বলেই আঙুল দিয়ে ও পিছনের দিকে দেখাল।

কুশ দেখল, হোটেলরই দু'-তিনজন লোক ধরাধরি করে রেকোবা বলে ছেলেটাকে লিফ্‌টের দিকে নিয়ে আসছে। আলা... আলাই তা হলে মজা করার শাস্তিটা দিয়েছে। বেশ হয়েছে। কুশ মনে-মনে হাসল। গঞ্জালেস বলল, "ম্যাজিক।" ম্যাজিক তো বটেই। কী হয়েছে, জানার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ওর জাগল না। বিশ্বসারকে ও বলল, "চলুন সার। আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

...মিনিট কুড়ি পরে বিশ্বসারের সঙ্গে প্ল্যানেট হলিউড রেস্তোরাঁয় ঢুকে কুশ একেবারে বাক্‌রহিত হয়ে গেল। একটা রেস্তোরাঁ এমন হতে পারে! রেস্তোরাঁটা এত বড় যে, ওদের বহরমপুরের খাগড়া বাজারের পুরোটাই এর ভিতর ঢুকে যেতে পারে। বিশ্বসার বললেন, এটা রেস্তোরাঁ নয়। শপিং কমপ্লেক্স। একেবারে হলিউডের স্টাইলে।"

হলিউড কী, তা বুঝতে পারছে না কুশ। হাঁটতে হাঁটতে ও জিজ্ঞেস করল, "হলিউড কী সার?"

"হলিউডের নাম তুমি শোনোনি? একটা জায়গার নাম। আমেরিকায় লস অ্যাঞ্জেলিস

BanglaBook.org

বলে একটা শহর আছে, তার কাছে। ওখানে সিনেমা তৈরি হয়।"

এইবার কুশের মনে পড়ল। ঢাকায় দিলুভাইয়ের বাড়িতে 'জুরাসিক পার্ক' বলে একটা সিনেমা দেখেছিল ভি সি আর-এ। ডাইনোসরদের নিয়ে গল্পটা। আফরোজা ভাবী তখন হলিউডের নামটা করেছিলেন কুশের কাছে। দিলুভাই নাকি আফরোজা ভাবীকে ওই হলিউডে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন একবার।

প্ল্যানেট হলিউডে ঢুকে বিশ্বসারের সঙ্গে কুশ হাঁটছে। প্ল্যানেট মানে গ্রহ। সত্যিই এই শপিং কমপ্লেক্সটা একটা আলাদা গ্রহের মতোই মনে হচ্ছে। একেবারে স্বর্গের মতো। মায়ের কাছে স্বর্গ সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে কুশ একটা সময়। সেখানে নাকি দেবতারা থাকেন। মা বলেছিলেন,"একমাত্র স্বর্গেই নাকি পারিজাত ফুল ফোটে। সেই ফুল পৃথিবীতে পাওয়া যায় না।" শুনে সে-সময় কুশের খুব ইচ্ছে হয়েছিল, পারিজাত গাছ পেলে ও টবে পুঁতবে। মা বলেছিলেন, "দূর বোকা, ও তো দেবতাদের গাছ। ওরা ওই গাছ মানুষকে দেবেই না।"

এখন কুশের মনে হচ্ছে, মানুষ ইচ্ছে করলে দেবতাদের হারিয়ে দিতে পারে। প্ল্যানেট হলিউডে অসংখ্য দোকান। সঙ্গে লাগোয়া অসংখ্য রেস্তোরাঁ। প্রচুর লোকের ভিড় দোকানে দোকানে। মুখগুলো দেখে মনে হচ্ছে, সুখী, সমৃদ্ধ সব মানুষ। এঁদের দুঃখ নেই, দারিদ্র্য নেই। যেন স্বর্গরাজ্যে বসবাস করা মানুষ।

শপিং কমপ্লেক্সের মাঝামাঝি বিরাট একটা রেস্তোরাঁয় বিশ্বসার কুশকে নিয়ে যখন ঢুকলেন, তখন ন'টা বাজতে আর মিনিট দুয়েক দেরি। রেস্তোরাঁর একদিকে একটু উঁচু ডায়াসের মতো করা হয়েছে। সেখানে মুন'স ইলেভেনের বিরাট একটা কাট আউট। পাশে বড় একটা ভিডিও স্ক্রিন। খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছে সবুজ রঙের ডায়াসটা। মনে হচ্ছে যেন একটা ফুটবল মাঠ। পিছনে গোল পোস্ট। রেস্তোরাঁর মাঝে গোল-গোল গোটা তিরিশ টেবিল। তার চারধারে ছ'টা করে চেয়ার। প্রতি চেয়ারের পিছনে নাম লেখা রয়েছে। যার নাম লেখা, তাকেই বসতে হবে।

চেয়ার খুঁজে নিজের নাম একটা জায়গায় দেখতে পেয়ে কুশ বসে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে রেস্তোরাঁর আলো নিভে গেল। এবার পুরো আলোটা ডায়াসে। অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন মিঃ ফেইফার। সঙ্গে-সঙ্গে হাততালির বন্যা বয়ে গেল। কালো রঙের সুট পরে রয়েছেন মিঃ ফেইফার। কুশ আগে মাত্র একদিনই দেখেছে মিঃ ফেইফারকে। তখন উনি একটা ট্র্যাকসুট পরেছিলেন। এখন ধোপদুরস্ত পোশাকে মিঃ ফেইফারকে ঠিক বেকেনবাউয়ারের মতো লাগছে।

মুন'স ইলেভেন টিম সম্পর্কে প্রথম অনেক কথা বললেন মিঃ ফেইফার। কেন এই টিম গড়ার পরিকল্পনা করা হল, এই টিমের ভবিষ্যৎ কী— এইসব বলে উনি বললেন, "এবার আপনাদের আমরা কিছু ভিডিও ক্লিপিংস দেখাব। আমরা এই স্বপ্নের টিমটা কীভাবে তৈরি করেছি, তা আপনারা দেখুন। তারপর যদি আপনাদের কোনও প্রশ্ন থাকে, আমাকে করতে পারেন।"

BanglaBook.org

এই কথাগুলো শুনে কুশের মনে হল, ডিনারে শুধু ফুটবলাররাই নয়, আরও কিছু বিশিষ্ট লোকও আমন্ত্রিত। ঘাড় ঘুড়িয়ে ও চারপাশের টেবিলগুলো লক্ষ করল। আবছা অন্ধকারে কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না। নীল রঙের স্কার্টপরা কয়েকটা মেয়ে টেবিলে টেবিলে কী যেন দিচ্ছে। ওর কাছে একটা মেয়ে বই জাতীয় কী রেখে গেল। বইটা খুলতে যাবে এমন সময় 'গোওওওওল' শব্দটা শুনে কুশের শরীরে প্রতিটা রোম খাড়া হয়ে উঠল। ও ডায়াসের দিকে তাকিয়ে দেখল, স্ক্রিনে একটা ম্যাচ দেখানো হচ্ছে। গোলকিপার বল কুড়িয়ে আনছে গোল পোস্টের ভিতর থেকে।

'গোওওওওওওল' শব্দটার মধ্যে এমন মাদকতা আছে, কুশ আগে কখনও এমনভাবে অনুভব করেনি। এর পরই গ্যালারির দৃশ্য। দর্শকরা গোল দেখে আনন্দে লাফাচ্ছে। ক্যামেরা পুরো গ্যালারিটা একবার ঘুরে এল। ঘোষক বললেন, "এই হচ্ছে আর্জেন্তিনার বোকা জুনিয়ার্স ক্লাবের স্টেডিয়াম। একদিন এই স্টেডিয়ামে খেলতেন দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা।" সঙ্গে-সঙ্গে মারাদোনার ছবি। ড্রিব্‌ল করছেন। "আমরা এই স্টেডিয়াম থেকেই তুলে এনেছি আর্জেন্তিনার সেরা প্রতিভা গুইনো দিয়াজকে। এবার দেখুন তাকে।"

উপর থেকে একটা আলোর রেখা নেমে এসে স্থির হল একটা টেবিলের কাছে। কুশ দেখল, ওরই বয়সী একটা ছেলে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে হাত নাড়তে লাগল অন্যদের দিকে। ছেলেটা ফরসা। সাদা-নীল ট্র্যাকসুট পরা। হাততালির মাঝেই আলোটা আবার সরে গেল ভিডিও স্ক্রিনের দিকে। ট্রায়াল থেকে গুইনো দিয়াজকে মিঃ ফেইফার কীভাবে আবিষ্কার করেছেন, ঘোষক তা বলতে লাগলেন। ওর খেলার ঝলক দেখেই কুশ মুগ্ধ হয়ে গেল। ছেলেটার দু'পায়েই ড্রিব্‌ল আছে। বলকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। চারজনকে ড্রিব্‌ল করে ও একটা গোলও করল, আর্জেন্তিনার ছোটদের লিগের ম্যাচে।

"কুশ সেনগুপ্ত। ইন্ডিয়া'জ বেস্ট ট্যালেন্ট।"

আলোটা ফের নীচে নেমে এসে ওর মুখের উপর স্থির হয়ে দাঁড়াল। মাইকে নিজের নাম শুনে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল কুশ। স্ক্রিনে ওর মুখটা দেখানো হচ্ছে। আরে, এই তো মোহনবাগান মাঠ। ও ভলি করছে গোল লক্ষ্য করে। বল অনেকটা বাঁক খেয়ে ঢুকে যাচ্ছে গোলের মধ্যে। তা দেখে রেস্তোরাঁয় হাততালি। এই ছবিগুলো এরা পেল কোথায়? কুশ ঠিক বুঝতে পারল না।

পাশ থেকে বিশ্বসারের গলা ও শুনতে পেল, "কী হচ্ছে, কুশ। উঠে দাঁড়াও। যাতে তোমাকে সবাই দেখতে পারে।"

সম্মোহিতের মতো কুশ উঠে দাঁড়াল।

BanglaBook.org

সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন বলে উঠল, "কুশ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকো না। দর্শকদের দিকে হাত নাড়ো। মুখে হাসি আনো। বোঝাও, তুমি খুব স্মার্ট।" কথাটা শুনে কুশ হাত তুলে নাড়তে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে হাততালির বন্যা বয়ে গেল রেস্তোরাঁয়। তখনই গোল আলোটা সরে গেল ওর উপর থেকে।

"নাউ রিকার্ডো গঞ্জালেস।"

গোল আলোটা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ঘুরে স্থির হয়ে দাঁড়াল একটা টেব্‌লের উপর। কুশ অবাক হয়ে দেখল, সেই ছেলেটা। খানিকক্ষণ আগে লাউঞ্জে যে ব্যাগটা ওর হাতে ফেরত দিয়ে গিয়েছিল। বাঃ ছেলেটা তো ভীষণ স্মার্ট। মুখ থেকে চুমু নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে দর্শকদের দিকে।

ঘোষক বলছেন, "স্পেনের সেরা প্রতিভা। বার্সেলোনা ক্লাবের তৈরি ছেলে। রাউলের পর এত প্রতিশ্রুতি নিয়ে আর কোনও ছেলে উঠে আসেনি। এবারই আন্ডার নাইন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলে এই ছেলেটা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চারটে গোল করেছিল। গঞ্জালেস খেলে মিড ফিল্ডে।"

পরদায় আন্ডার নাইন্টিন ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচ দেখানো হচ্ছে। গঞ্জালেস তিনজনকে কাটিয়ে একটা গোল করে শূন্যে দু'বার ডিগবাজি খেল। বাপ রে, কী বডি ফিট ছেলেটার! বহরমপরে রামকৃষ্ণ ব্যায়াম সমিতি বলে একটা ক্লাব আছে। সেখানে মানিকদার কাছে চিন্ময়সার অফ সিজ্‌নে নিয়ে যেতেন। ওখানেই গদির উপর প্রথম সমারসল্ট দিতে গিয়েছিল কুশ। কোমর প্রায় জখম করে বসেছিল। পরে মানিকদা খুব বকাবকি করেছিলেন। কেন অন্য লোকের সাহায্য ছাড়াই ও সমারসল্ট প্র্যাকটিস করতে গিয়েছিল।

পরদায় অন্য ছেলেদের পরিচয় করানো হচ্ছে। প্রত্যেকেই উঁচুদরের প্লেয়ার। প্রায় সারা পৃথিবী থেকে খুঁজে খুঁজে মিঃ ফেইফার ছেলেদের ধরে এনেছেন। তখনই কুশ জানল, রেকোবা বলে যে ছেলেটা তখন গঞ্জালেসের সঙ্গে ছিল, সে মেক্সিকোর। বেচারা যখন উঠে দাঁড়াল, তখন কপালে ব্যান্ডেজ। দেখে কুশের খুব হাসি পেল। ওর পিছনে লাগার শাস্তি। মনে হয়, সিঁড়ি থেকে পড়েটড়ে গিয়েছিল।

একটা ফুটবল টিমে এরকম দুষ্ট ছেলে দু-একজন থাকেই। বহরমপুরে যেমন ছিল পিন্টু সর্দার। ওর মাথা থেকে বেরোতও সব অদ্ভুত বদমাইশি বুদ্ধি। প্রায়ই ও কুশদের কারও না কারও ব্যাগে ব্যাঙ ঢুকিয়ে রাখত। একবার একটা টিকটিকি সুজয়ের জামার পকেটে রেখে দিয়ে কী কাণ্ডটাই না করেছিল! সুজয় প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে গেছিল। ওরা সবাই ভেবেছিল, চিন্ময়সার খুব ধমক দেবেন পিন্টুকে। কিন্তু উনিও খুব হেসেছিলেন পিন্টুর দুষ্টুমি দেখে।

তা হলে এই পিছনে লাগার ব্যাপারটা সব জায়গাতেই আছে। গঞ্জালেস আর রেকোবা নিশ্চয় আগে থাকতে জানত, ও কলকাতা থেকে আজ আসছে। নামটাও জিজ্ঞেস করেছিল প্রথমে। তার মানে মিঃ ফেইফার ওর সম্পর্কে আগেই বলে রেখেছেন সবাইকে। কুশের

BanglaBook.org

মনে হঠাৎ খুব আনন্দ হল। ও খুব ভাগ্যবান। এত দেশের ছেলেদের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। ক'টা ছেলের কপালে এমন ঘটে! ও মনে মনে বলল, 'দাঁড়াও, সুযোগ আসুক। তোমাদের পিছনেও আমি লাগব।'

ছেলেদের সবাইকে পরদায় দেখানো হয়ে গেল। এবার রেস্তোরাঁয় ফের আলো জ্বলে উঠেছে। মিঃ ফেইফার মঞ্চে এসে বললেন, "আমাদের এই টিমটা কেমন হল, তা বোঝার জন্য কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা একটা ম্যাচ খেলব। হংকং লিগের টিম ডাবল ফ্লাওয়ারের সঙ্গে। খেলাটা হবে মংপক স্টেডিয়ামে। এবার ডিনার ব্রেক। ইচ্ছে করলে আপনারা এবার আমাদের প্লেয়ারদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।"

সঙ্গে-সঙ্গে টেব্‌ল ছেড়ে উঠে পড়লেন সবাই। বিশ্বসার বললেন, "চলো কুশ এবার আমরা কিছু খেয়ে নিই।"

খাবারের এলাহি আয়োজন। টেব্‌লের উপর অনেক ধরনের খাবার। নানারকম নাম লেখা আছে। কুশ একবার চোখ বুলিয়ে মনের মতো খাবার কিছু পেল না। ভাত ডাল মাছ খাওয়া ওর অভ্যেস। ঘুরে ঘুরে একটা জায়গায় ও দেখল, লেখা আছে রাইস। কিন্তু ঝুরঝুরে ভাত নয়। দলামাখানো। ফ্যান না গলালে ভাতের যেরকম অবস্থা হয়, ঠিক তেমনই। খিদের চোটে একদলা ভাত চামচ দিয়ে ও তুলে নিল। খানিকটা চিকেন নিয়ে ও এক পাশে সরে এল। কিন্তু চিকেনে কামড় দিতে গিয়ে কুশের পেট গুলিয়ে উঠল। কলকাতায় মুরগির ছাল ছাড়িয়ে সবাই রান্না করে। এখানে স্রেফ পালক ছাড়িয়ে ছালসুদ্ধু রান্না।

কী করবে, কুশ ভাবছে এমন সময় বেঁটেমতো একজন চিনেম্যান ওর কাছে এসে বললেন, "ইউ কুশ, রাইট?"

কুশ বলল, "ইয়েস সার।"

"ইউ নো বাইচুং বুটিয়া?"

"ইয়েস। হি ইজ প্লেয়িং ইন ইংল্যান্ড।"

"আই নো। আই নো। হি কেম হিয়ার। আই ইন্টারভিউড হিম। ভেরি গুড প্লেয়ার।"

"ইয়েস সার।"

"আই অ্যাম এ রিপোর্টার। মাই নেম ইজ টোয়াং। আই ওয়ার্ক ইন ডেইলি হংকং। চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ পেপার।"

কুশ বুঝতে পারল, লোকটা যে কাগজে কাজ করে, সেটা চিনে ভাষার। পিনাকীদার মতো রিপোর্টার। ও বলল, "ফুটবল পপুলার ইন হংকং?"

"ওওওওও। ভেরি ভেরি পপুলার। ইস্টবেঙ্গল ফ্রম কালকুত্তা। কাম হিয়ার টু প্লে। লস্ট দ্য ম্যাচ টু সাউথ চায়না ক্লাব।"

টোয়াংয়ের ইংরেজি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কুশের। ও জিজ্ঞেস করল, "হাউ মেনি টিম্‌স ইন হংকং?"

'হংকং ভেরি স্মল কান্ট্রি। ওনলি এইট টিম্‌স। চ্যাম্পিয়ান সাউথ চায়না। রানার্স ডাবল ফ্লাওয়ার।"

BanglaBook.org

"ডাবল ফ্লাওয়ার গুড টিম?"

"নো নো নো। গুড টিম সাউথ চায়না। আই সাপোর্ট সাউথ চায়না।" বলেই হি হি করে হাসতে লাগলেন টোয়াং। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে উনি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "টেক দিস কার্ড। কিপ ইট উইথ ইউ।"

কার্ডটা পকেটে রাখার সময়ই কুশ দেখতে পেল, মিঃ ফেইফার এদিকে আসছেন। ওঁর একপাশে গুইনো দিয়াজ বলে ছেলেটা, অন্য পাশে ইয়াকুব। পিছনে পিছনে কয়েকজন ফোটোগ্রাফার আর রিপোর্টারের ভিড়। কাছে এসেই মিঃ ফেইফার কুশকে টেনে নিয়ে ইংরেজিতে বললেন, "এই তিনজনই আমার টিমের সেরা। এদের ছবি তুলে রাখুন। প্রায়ই এদের ছবি আপনাদের ছাপতে হবে।"

গুইনো ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে কুশের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। কুশের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল। সেই ছবিটা অনেকেই পটাপট তুলে নিলেন। গুইনোর হাতটা কী নরম। চিন্ময়সার একবার বলেছিলেন, "যাদের হাত দেখবি খুব নরম, তাদের মনটা খুব ভাল হয়।" তার মানে, মারাদোনার দেশের এই ছেলেটা খুব ভাল ছেলে। এর পর থেকে তো একই সঙ্গে ওরা থাকবে। কুশ মনে মনে ঠিক করে নিল, তখন গুইনোরে কাছ থেকে মারাদোনার অনেক গল্প শুনবে।

মিঃ ফেইফার ছবি তোলার পরই অন্যদিকে চলে গেলেন। কুশ খুব সমস্যায় পড়ল। টেব্‌লে সাজানো খাবারগুলোর দিকে ও করুণ চোখে তাকিয়ে রইল। এত খাবার, সবই গপগপ করে খাচ্ছে। অথচ ও মুখে দিতে পারছে না। তা হলে হংকংয়ে ও থাকবে কী করে? ইস, রঞ্জুমাসির বাড়ি থেকে কিছু চিঁড়ে নিয়ে এলে ভাল করত। প্রথম প্রথম কয়েকদিন তা হলে অসুবিধে হত না। এমন সময় কুশকে কে যেন বলল, 'সব খাবার একটু একটু করে চেখে দেখো। যেটা ভাল লাগবে, খাবে।'

প্লেট নিয়ে কুশ ফের খাবারের টেব্‌লের দিকে এগিয়ে গেল। আলু সেদ্ধর মতো একটা খাবার ও খুঁজে বের করল। সঙ্গে মুরগির মাংস। মুখে দিয়ে ওর বেশ ভাল লাগল। ভাতের সঙ্গে মেখে খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ডাইনিং হলে কেউ হাত দিয়ে খাচ্ছেন না। কারও হাতে দুটো কাঠি। সেই কাঠি দিয়ে খাবার মুখে পুরে দিচ্ছেন। কেউ কেউ খাচ্ছেন চামচ দিয়ে। না, কাঠি দিয়ে খাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব না। লজ্জা করলে খিদে মরবে না। তাই এক কোণে সরে গিয়ে কুশ হাত দিয়েই ভাত চটকাতে লাগল।

"তোমার নামই তো কুশ, তাই না?"

বাংলায় প্রশ্নটা শুনে কুশ চমকে পাশ ফিরে তাকাল। বয়সে কিস্টিদার চেয়ে সামান্য বড় এক ভদ্রলোক। চোখে চশমা। পরনে কালো সুট। ভদ্রলোককে দেখে কুশ একটু অবাকই হল। ও বলল, "হ্যাঁ, আমার নামই কুশ। আপনি?"

"আমি সুকুমার দাস। ইলিয়াসভাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।"

কুশের এতক্ষণে মনে পড়ল, তাই তো। ইলিয়াসভাই ওকে বলেছিলেন, হংকংয়ে পৌঁছেই তুমি সুকুমার দাসকে একবার ফোন করবে। ও বলল, "হ্যাঁ। উনি আমাকে আপনার

BanglaBook.org

নম্বরটা দিয়েছিলেন। আমি কালই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতাম।"

সুকুমারবাবু বললেন, "চলো। আমার বাড়িতে চলো। এই কাছেই। তিন থেকে চার মিনিটের রাস্তা।"

"তা হলে আমাকে পারমিশন নিতে হবে।"

"তোমার সঙ্গে কলকাতা থেকে আর একজন এসেছেন না? তিনি কোথায়?"

কুশ আশপাশে তাকিয়ে দেখল, বিশ্বসার কাছেই দাঁড়িয়ে কথা বলছেন এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। কুশ আঙুল দিয়ে দেখাল, "উনি ওখানে।"

সুকুমারবাবু বললেন, "ওর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও তা হলে।"

কুশ আলাপ করিয়ে দিতেই সুকুমারবাবু বললেন, "আপনিও চলুন না মশাই। আমার বাড়িতে ঘুরে আসবেন। আমরা জানতাম না, আজ এখানে ডিনার আছে। আপনাদের দু'জনের জন্য আমার স্ত্রী রান্না করে রেখেছেন।"

বিশ্বসার বললেন, "কুশ যাবে নাকি? আরে মশাই, এখানকার খাবার আমি মুখে দিতে পারছি না। কীরকম একটা গন্ধ। কীজন্য বলুন তো?"

সুকুমারবাবু বললেন, "মুখে দিতে পারবেন না। আমারও প্রথম প্রথম অসুবিধা হত। আসলে কী জানেন, এখানে রান্না হয় অলিভ অয়েল দিয়ে। আমাদের ওখানকার মতো সরষের তেল দিয়ে নয়। সেজন্যই গন্ধটা লাগছে।"

"তাই বলুন। আমি কিছুদিন জার্মানিতে ছিলাম। ওখানে তো কোনও অসুবিধে হয়নি? ওখানে অবিশ্যি লোকেরা তেল-মশলা খুব কম খায়। আমি তো সেদ্ধজাতীয় জিনিসই বেশি পছন্দ করতাম। পেট ভাল থাকত। তা মশাই, আপনার বাড়িতে রান্নাটা কী হয়েছে শুনি?"

সুকুমারবাবু বললেন, "বেশি কিছু নয়। মুগ ডাল, সর্ষে-ইলিশ আর চিকেন। আসলে কী জানেন, আমি ঠিক শিওর ছিলাম না আপনাদের পাব।"

সর্ষে-ইলিশের কথা শুনে কুশের জিভে জল চলে এল। ও বলল, "চলুন না সার। আধঘণ্টার মধ্যে আবার হোটেলে ফিরে আসব।"

বিশ্বসার বললেন, "তোমার খুব ইচ্ছে করছে বুঝি? তা হলে চলো। আমার মনে হয় না এর পর ঘরে ফিরে যাওয়ার কোনও প্রোগ্রাম আছে।"

প্লেট এককোণে নামিয়ে রেখে বিশ্বসারের সঙ্গে কুশ প্ল্যানেট হলিউড থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে বেরিয়ে সুকুমারবাবু বললেন, "ট্যাক্সি নেওয়ার দরকার নেই। দুটো মাত্র ব্লক। আমরা হেঁটে যেতে পারি।"

রাত এখন প্রায় দশটা। হোটেল থেকে বাইরে বেরিয়েই কুশের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। রাস্তাভর্তি লোক। মনেই হচ্ছে না, এত রাত্তির হয়েছে। বহরমপুরে রাত আটটার সময় সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যেত। রাস্তাগুলো সব সুনসান হয়ে যেত। কলকাতা বা ঢাকায় কুশ যে ক'দিন থেকেছে, এত রাতে কখনও রাস্তাতেই বেরোয়নি। রাতের হংকং যেন স্বর্গের দেবতাপুরী। নানা রঙের আলোয় উজ্জ্বল। রাস্তার দু'পাশে রেস্তোরাঁ। ফুটপাতে

BanglaBook.org

সুন্দর রঙিন ছাতার নীচে গোল গোল টেব্‌লের চারপাশে বসে সবাই খাচ্ছে। কুশের মনে হল, রাতে বোধহয় হংকংয়ের কেউ বাড়িতে রান্নাবান্না করে না।

রাস্তার ধারে একটা দোকানে আলোর খেলা চলছে। ব্রুস লি-র মতো একজন কুংফু করছে। আলো দিয়ে লেখা চুন'স ইউনিভার্সিটি অব মার্শাল আর্ট। ও, তা হলে এটা দোকান নয়। ওখানে ক্যারাটে শেখানো হয়। বহরমপুরের মীরা হল-এ কিস্টিদার সঙ্গে কুশ একবার ব্রুস লি-র একটা সিনেমা দেখেছিল। কী নাম যেন? রিটার্ন অব দ্য ড্রাগন। সেই সময়ই প্রথম ও জানতে পরে ক্যারাটে আর কুংফু বলে খেলা আছে। বহরমপুরে তারপরই একটা ক্যারাটে ক্লাব হয়েছে। রুনু চৌধুরি বলে একজন শেখায়। চোখ কটা টাইপের। রুনুদা থাকে তেঘরিয়ার দিকে।

চুন'স ইউনিভার্সিটির গেটে একজন চিনেম্যান দাঁড়িয়ে আছেন। ভিতর যে ঢুকছে, লোকটা তাকে মাথা ঝুঁকিয়ে কাচের দরজা খুলে দিচ্ছে। আর তখন টুংটাং একটা মিষ্টি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শব্দটা কোত্থেকে আসছে দেখার জন্য কুশ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে সুকুমারবাবু বললেন, "এটা কুংফু ক্লাব। ভিতরে এখন জোর খেলা চলছে। এখানকার লোকে খুব পছন্দ করে মার্শাল আর্ট। যদি ভিতরে যাও তা হলে লড়াই দেখতে পাবে।"

খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে কুশের খুব ইচ্ছে হল ভিতরে ঢুকে দেখে কী হচ্ছে। ব্রুশ লি-র ওই সিনেমায় এইরকমই একটা ক্লাব দেখিয়েছিল। কিন্তু বিশ্বসার বললেন, "না, না। আজ না। পরে কোনওদিন ঘুরে ঘুরে সব দেখা যাবে। এখন তো কুশকে এখানেই থাকতে হবে।"

তিনজনে মিলে আবার হাঁটতে শুরু করল। কৌতূহল চাপতে না পেরে কুশ বলল, "ব্রুস লি-কে এখানে আপনি কখনও দেখেছেন?"

"না ভাই। আমি এখানে আসার আগে ব্রুস লি মার্ডার হয়েছিলেন।"

"মার্ডার হয়েছিলেন! কেন?"

"সে অনেক ব্যাপার। মার্ডার ব্যাপারটা এখানে কিছুই না। হংকং হল ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস সেন্টার। যেখানে বিজনেস সেইখানেই নানারকম ভাইসেস। বুঝলেন বিশ্ববাবু, এখানে রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করবেন। রোজ কাগজ খুললেই দেখতে পাবেন, খুন-জখম। অনেক কিছু হয়।"

কুশ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, কুংফু করার জন্য খুব বডি ফিট রাখা দরকার, তাই না?"

"সে তো বটেই। কুংফু ক্যারাটেকাদের খুব দাম এখানে। একেকজনের গুরুকুল আছে। সে অদ্ভুত রেষারেষি গুরুকুলে।"

হাঁটতে হাঁটতে ওরা একটা ক্রসিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল। তখনই কুশের চোখে একটা মজার দৃশ্য পড়ল। একদল চিনেম্যান খোল করতাল নিয়ে হরে কৃষ্ণ হরে রাম গাইতে গাইতে যাচ্ছে। প্রত্যেকের মাথা নেড়া। কিন্তু বড় একটা করে টিকি। গায়ের রং

BanglaBook.org

ধবধবে সাদা বলে বেশ সুন্দর লাগছে সবাইকে দেখতে। পাশ দিয়ে দশ-বারোজনের দলটা যখন যাচ্ছে, তখন কুশ দেখতে পেল, প্রত্যেকের মুখে রসকলি। দুটো-একটা মেয়েও আছে। তাদের পরনে গেরুয়া রঙের শাড়ি। দেখে কুশ হাসবে কি না বুঝে উঠতে পারল না।

সুকুমারবাবু বললেন, "দেখে অবাক হচ্ছেন না? এদের কৃষ্ণ মন্দিরে গিয়ে একবার দেখে আসবেন। কী দারুণ সেই মন্দির। আমি আর আমার স্ত্রী প্রায়ই ওদের মন্দিরে যাই। এরা রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। রোজ নামকীর্তন হয়। মন্দিরের প্রেসিডেন্ট কে জানেন? আপনাদের মুন'স ইলেভেনের মিঃ মুন।"

বিশ্বসার বললেন, "বাবা, ফুটবল ছাড়া উনি কৃষ্ণ কনসাসনেস মুভমেন্টেও জড়িয়ে আছেন? ভাবা যায় না।"

"হংকংয়ে মিঃ মুন কিসে নেই বলেন তো? খবরের কাগজ খুললেই রোজ ওঁর নাম দেখতে পাবেন।"

কুশ জিজ্ঞেস করল, "হংকংয়ের লোকেরা কোন ধর্মের লোক?"

"বেশিরভাগই বৌদ্ধ। ক্রিশ্চানও আছে। আর এখন কৃষ্ণভক্তদের সংখ্যা বাড়ছে। দোল পূর্ণিমার সময় এখানে একবার এসে দেখবেন। সে একটা উৎসব হয় বটে! এ ছাড়া জন্মাষ্টমী, ঝুলন—সব হয়। এখানে মন্দিরে একজন বাঙালি আছেন। কুশেশ্বরানন্দ। তিনিই সব দেখাশুনো করেন।"

কথা বলতে-বলতে হঠাৎ দশতলা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন সুকুমারবাবু। তারপর বললেন, "এসে গেছি।"

বাড়ির দরজাটা মোটা কাচের। বোধ হয় ভিতর থেকে বন্ধ। সুকুমারবাবু পকেটে হাত দিয়ে বললেন, "এই রে, চাবিটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছি। দাঁড়ান, আগে দরজা খোলার ব্যবস্থা করি।" বলেই সামনের দেওয়ালে লাগানো একটা বক্সের কাছে গিয়ে সুইচ টিপলেন। বক্সের উপর একটা ছোট টিভি পরদার মতো আছে। সেখানে একজন ভদ্রমহিলার ছবি ফুটে উঠল। উনি বললেন, "দাঁড়াও, খুলে দিচ্ছি।"

কুশ পুরো ব্যাপারটা দেখে প্রচণ্ড অবাক। ওর মুখে কৌতূহল দেখে সুকুমারবাবু নিজে থেকেই বললেন, "এখানকার সিস্টেম দেখে অবাক হচ্ছ, তাই না? এখানে ক্রাইম রেট এত বেশি যে, সবসময় খুব অ্যালার্ট থাকতে হয়। বিশেষ করে হাইরাইজ বাড়িগুলোতে। এ-বাড়িতে দশতলায় চল্লিশটা ফ্ল্যাট আছে। কোনও ফ্ল্যাটে কোনও লোক এলে সে এখানে সুইচ টিপবে। ওপরের ঘরেও একটা করে বক্স আছে। সেখানে লোকটার ছবি ফুটে উঠবে। তখন ইচ্ছে করলে তুমি তাকে বিদেয় করে দিতে পারো। অথবা উপর থেকে সুইচ টিপে নীচের এই দরজা খুলে দিতে পারো।"

বিশ্বসার বললেন, "বাঃ বেশ ভাল ব্যবস্থা তো।"

"আরও আছে। ডাকাতি রাহাজানি বন্ধ করতেই এই ব্যবস্থা। এ বাড়িতে কে কখন ঢুকছে, কে কখন বেরিয়ে যাচ্ছে— সব ক্লোজ সার্কিট টিভিতে মনিটর করা হচ্ছে। একটা

BanglaBook.org

ক্যাসেট লাগিয়ে দেওয়া হয়, সেটা দুশো চল্লিশ ঘণ্টা ধরে ছবি তুলে যাবে। ওপরে একটা ক্যামেরা লুকনো রয়েছে। ওই দ্যাখো।" বলেই সুকুমারবাবু কোণের দিকে একটা ক্যামেরা দেখালেন।

তখনই ক্লিক করে একটা শব্দ হল। উপর থেকে কেউ বোধ হয় লক খুলে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে কাচের পাল্লা ঠেলে ওদের নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন সুকুমারবাবু। অত বড় বাড়ি। অথচ জনমানবের চিহ্ন নেই। লিফ্‌টে করে সবাই আটতলায় উঠতেই সুইচ টিপে করিডোরের আলো জ্বালেন সুকুমারবাবু। করিডরের দু'পাশে দুটো করে ফ্ল্যাট। একদম শেষের ফ্ল্যাটের ডোর-বেল টিপলেন তিনি। সঙ্গে-সঙ্গে আলোটা নিভে গেল। মজার ব্যাপার, সুইচ টিপে ফের আলো জ্বালালেন সুকুমারবাবু। তারপর বললেন, "আলোটা প্রতি দশ সেকেন্ড অন্তর আপনা থেকেই নিভে যায়। এরকমই সিস্টেম এখানে। বিদ্যুৎ বাঁচানোর জন্য।"

কুশ ফের অবাক হয়ে গেল। বহরমপুরের রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা কোনওদিন আলো নেভাতে ভুলে গেলে সারাদিন ধরেই আলো জ্বালা থাকে। একটা লোকের ভুলের জন্য কত বিদ্যুৎ নষ্ট হয়। এখানকার লোকরা কত ভাবনাচিন্তা করেন। কত উন্নত। এখানে না এলে ও এতসব জানতেই পারত না।

ভিতর থেকে যিনি দরজা খুলে দিলেন, তাঁকে দেখে কুশের খুব চেনা চেনা মনে হল। ও কি কোথাও ভদ্রমহিলাকে দেখেছে? মনে হয়। একদিন না, বেশ কয়েকদিন দেখেছে। ইনি নিশ্চয়ই সুকুমারবাবুর স্ত্রী। বহরমপুরের দিদির মতোই বয়স। অথবা দিদির চেয়ে সামান্য কম। সংসারে খাটতে খাটতে দিদির চেহারাটা কেমন যেন হয়ে গেছে। জামাইবাবু কালেক্টরেটে চাকরি করেন। কীই বা এমন মাইনে পান? জামাইবাবুটা ভাল। তবুও দিদি সুখে নেই। সুখে থাকলে, দেখতে সুকুমারবাবুর স্ত্রীর মতোই হতেন।

ভদ্রমহিলা বললেন, "এসো কুশ, তোমাদের খবর টিভিতে এই মাত্তর দেখাল। তোমাকে আমার খুব চেনা মনে হচ্ছে। কলকাতায় তোমাদের বাড়ি কোথায় বলো তো?"

কুশ বলল, "আমি বহরমপুরের ছেলে।"

"আরে, এইবার মনে পড়েছে তুই তো রেবা-র ভাই। এই দ্যাখ। তাই বলি, ছেলেটাকে কোথায় যেন দেখেছি। উফ তোকে দেখে যে আমার কী আনন্দ হচ্ছে, কী বলব?"

বহরমপুরের দিদির নাম রেবা। কুশ বলল, "আমিও আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি দিদির সঙ্গে গার্লস কলেজে পড়তেন, তাই না?"

"তুই হঠাৎ এত বড় হয়ে গেলি কী করে রে ভাই। এই পাঁচ-ছ' বছরের মধ্যে! তোকে কত ছোট দেখেছি। হ্যাঁ রে, তোর দিদি এখন কেমন আছে রে?"

"ভাল। দিদি বহরমপুরেই আছে। কাল কলকাতায় এসেছিল। আমার সঙ্গে দেখা হল। বোধ হয় আজও কলকাতায় থাকবে।"

"ওর কোনও ফোন নম্বর আছে? দে তো। ওকে এখুনি ফোন করে চমকে দিই।"

কুশ রঞ্জুমাসির ফোন নম্বরটা বলে দিল। সুকুমারবাবু মিটিমিটি হাসছেন। স্ত্রীকে বললেন,

BanglaBook.org

"তোমার কোন বন্ধুর কথা বলছ সীমা? সৈদাবাদের সেই বন্ধু?"

সীমা নামটা শুনে কুশের পুরনো একটা কথা মনে পড়ল। দিদির এই বন্ধুটা থাকত গোরাবাজারের দিকে। একেবারে গঙ্গার ধারে। দুই বন্ধু শহরের এ-প্রান্তে আর ও-প্রান্তে। দিদির কোনও দরকার হলে কুশকে সাইকেলে অতটা গিয়ে সীমাদিকে খবর দিয়ে আসতে হত। তখন বহরমপুর শহরে এত টেলিফোন ছিল না। একবার সীমাদির যখন বিয়ে ঠিক হল, তখন কিছুতেই বিয়ে করতে রাজি হয়নি। দিদির কাছে এসে বলেছিল আত্মহত্যা করবে। নাকি পাত্রকে পছন্দ হয়নি। দিদি অনেক করে সেদিন বুঝিয়েছিল। কুশ বুঝতে পারল না, এই সুকুমারবাবুই সেই পাত্র কি না। সীমাদির কী ভাগ্য! দিদি শ্বশুরবাড়িতে হেঁসেল ঠেলছে। আর সীমাদি পৃথিবীর একটা সেরা শহরের আটতলায় বসে সমুদ্রের হাওয়া খাচ্ছে।

সীমাদি কলকাতার লাইন পেয়ে গেছে। কলকল করে কথা বলছে দিদির সঙ্গে। প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা কেটে যাওয়ার পর সীমাদি যেন একটু থমকে গেল। "কী হয়েছে রে?" "ও তাই নাকি?" "কুশকে বলব?" "তোকে পরে ফোন করব।" "নে ধর। ওকে দিচ্ছি।" কথাগুলো বলেই সীমাদি রিসিভারটা কুশের হাতে দিয়ে বলল, "রেবা তোকে কিছু বলবে বোধ হয়।"

কুশের মন বলল, কলকাতা থেকে ওরা চলে আসার পর নিশ্চয় রঞ্জুমাসির বাড়িতে কিছু হয়েছে। ও সরাসরিই জিজ্ঞেস করল, "দিদি, কী হয়েছে রে?"

"খুব খারাপ একটা খবর আছে রে ভাই। আজ দুপুরে সল্টলেক থেকে তিতলি যখন গড়পারে ওদের বাড়িতে ফিরছিল, তখন কিডন্যাপ্‌ড হয়েছে।"

খবরটা শুনে কুশ সোফার উপর ধপ্‌ করে বসে পড়ল।

২৯

সারাটা দিন স্বপ্নের মতো কেটে গেল কুশের। ফেইফার সারের প্রথম দিনের প্র্যাকটিস ওর এত ভাল লাগল যে, সন্ধেবেলায় হোটেলে ফিরে ও বিশ্ব ভট্টাচার্যকে বলল, "সার, দেখবেন, আমি ফার্স্ট ইলেভেনে ঢুকে পড়ব।"

সার বললেন, "কে বলেছে, তুমি পারবে না? তোমরা যখন প্র্যাকটিস করছিলে, তখন আমি বসে নোট নিচ্ছিলাম। আমাকে মিঃ ফেইফার বললেন, তোমাদের দেশে এরকম আর দশবারোটা ছেলেকে যদি তুলে আনতে পারো, তবে আমি বলছি নিশ্চয়ই খুব শিগগির ভারত বিশ্বকাপে খেলবে।"

"কিন্তু প্র্যাকটিসের পর তো ফেইফার স্যার আমার সঙ্গে কথাই বললেন না।"

"তার জন্য তুমি কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলো না। তুমি তোমার নিজস্ব খেলা খেলে যাবে। তোমাকে তা হলে একজনের কথা বলি শোনো। জর্জ বেস্টের নাম শুনেছ?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ সার। উনি তো ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে খেলতেন।"

"ঠিক ধরেছ। সেই জর্জ বেস্ট। ওঁর সময়ে ম্যান ইউ-র কোচ ছিলেন সার ম্যাট বুশবি। ওঃ, কোচ ছিলেন বটে! তা বেস্টকে তো উনি ছোটবেলা থেকে খেলা শিখিয়েছেন। প্রথমদিন দেখেই বুশবি বুঝেছিলেন, ছেলেটার মধ্যে ট্যালেন্ট আছে। পৃথিবীতে এরকম ফুটবলার খুব কমই জন্মান। বেস্ট যত বড় হতে থাকলেন, ততই একটু খেয়ালি ধরনের হয়ে উঠলেন। খেলার দিন হয়তো চলে গেলেন জুয়া খেলতে বা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। বুশবি তখন কথা বন্ধ করে দিতেন। আর যতই উনি খাটো করতেন, পরের ম্যাচে খেলতে নেমে ততই বেস্ট দুর্দান্ত খেলতেন। একদিন কোচকে রাগানোর জন্যই বেস্ট দশজনকে কাটিয়ে গোল দিয়েছিলেন। তখন বুশবি কী করলেন, জানো?"

জর্জ বেস্টের কথা শুনতে কুশের এত ভাল লাগল যে, উৎসাহের সঙ্গে বলেই ফেলল, "কী করলেন সার?"

"মনে-মনে ঠিক করলেন, আর জব্দ হওয়া নয়। যে ছেলে বলে-বলে ম্যাচ জেতাতে পারে, দরকার হলে তাকে খাতির করতে হবে। পরের ম্যাচ থেকে তিনি খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসতেন বেস্টকে। তোমাকে...খেলা দেখিয়েই এই জায়গায় নিজেকে নিয়ে যেতে হবে। তুমি যদি ভাল খেলতে পারো কুশ, তা হলে মিঃ ফেইফার কথা বলুন বা না বলুন তাতে কিচ্ছু আসে যায় না।"

হোটেলে মুন'স ইলেভেনের টিমের প্রত্যেক দু'জন ছেলের জন্য এক-একটা করে ঘর। বিশ্বসার আপাতত কুশের ঘরে। উনি দিনপাঁচেক পর কলকাতায় ফিরে যাবেন। তখন বোধ হয় গুইনো দিয়াজ কুশের ঘরে এসে উঠবে। প্রত্যেক ঘরে একটা করে নির্দেশাবলী টাঙানো আছে। কুশ ওর ঘরে, দিয়াজের নামটা দেখেছে। সারাটা দিন কাকে কী করতে হবে, সেটা একটা বুকলেটে লেখা আছে। কাল রাতে সুকুমারবাবুর বাড়ি থেকে ফেরার পর পুরো বুকলেটটা পড়ে কুশকে শুনিয়েছেন বিশ্বসার।

সকাল ছ'টার সময় ঘুম থেকে উঠে আধঘণ্টার মধ্যে সবাইকে তৈরি হয়ে নিতে হবে। সাতটায় নীচের লবিতে পৌঁছতেই হবে। সাতটা দুই-এ বাস ছেড়ে যাবে ভিক্টোরিয়া হারবারের দিকে। সাতটা পনেরোর মধ্যে প্র্যাকটিস শুরু। একেবারে সোয়া ন'টা পর্যন্ত। ওখানেই ক্যান্টিন। আবার দশটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত ফুটবল-পাঠ। এক-একদিন এক-একরকম। যেমন ফেইফার সার বলবেন। তার পর ফের হোটেলে। সাড়ে তিনটের পর আবার লবিতে। সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত স্টেডিয়ামে। কুশ হিসেব করে দেখেছে, মোট আট ঘণ্টা প্র্যাকটিস হল, কিন্তু আজ কারও মনেই হল না, এতক্ষণ খেলছে।

একবেলা টেকনিক প্র্যাকটিস। আর-একবেলা ফিজিক্যাল ট্রেনিং। মাঝে গ্রুপ ডিসকাশন। এই সময়টাই সবচেয়ে বেশি ভাল লাগছে কুশের। ফেইফার সার রোজ এক-একটা টপিক দেবেন। আর সে সম্পর্কে সকলকে বলতে হবে। আজ তিনি বলেছিলেন, এই যে জাপান আর দক্ষিণ কোরিয়ায় বিশ্বকাপ ফুটবল হবে, তাতে কে চ্যাম্পিয়ান হলে তোমরা খুশি হবে?

BanglaBook.org

সার আগে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কার কার দেশ বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পেয়েছে, তারা হাত তোলো।"

বাইশজনের মধ্যে কুড়িজনই হাত তুলে ফেলল। কুশ দেখল, ও নিজে আর হল্যান্ডের রেনসেনবিঙ্ক বলে আর-একজন শুধু হাত তোলেনি। রেনসেনবিঙ্ক মাথা নিচু করে বসে আছে। ওকে দেখেই মনে হচ্ছে খুব লজ্জিত। কুশ অবাক হয়ে গেল। এমনটা হয়? কই, ভারত বিশ্বকাপ খেলছে না বলে ওর লজ্জা হচ্ছে না তো! কেন? হল্যান্ড দেশটা সম্বন্ধে চিন্ময়সারের কাছে অনেক গল্প শুনেছে কুশ। রুদ খুলিটকে ওদের দেশে ডাকা হত ব্ল্যাক টিউলিপ নামে। টিউলিপ এক ধরনের ফুলের নাম।

ফেইফার সার বললেন, "রেনসেনবিঙ্ক, তুমি বলো। কোন টিম চ্যাম্পিয়ান হলে তুমি সবচেয়ে বেশি খুশি হবে?"

ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কোন টিম চ্যাম্পিয়ান না হলে আমি খুশি হব, সেই প্রশ্নটা করুন।"

"তাই বলো।"

"জার্মানি। এই টিমটা যেন কোনওদিন বিশ্বচ্যাম্পিয়ান না হয়।"

ফেইফার সার অবাক হয়ে বললেন, "কেন বলো তো?"

"সার ওরা মারপিট করে খেলে। ওদের খেলায় কোনও সৌন্দর্য নেই।"

রেনসেনবিঙ্ক কথা শেষ করার আগেই একটা ছেলে হাত তুলে দাঁড়াল। তারপর বলল, "সার, আমি কিছু বলতে চাই।"

'আগে তোমার নাম বলো।"

"আমার নাম শল। আমি জার্মান। রেনসেনবিঙ্কের কথার প্রতিবাদ করছি। ওর বোধ হয় মনে নেই, আমাদের দেশ তিনবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ান হয়েছে। হল্যান্ড এখনও একবার হতে পারেনি।"

কুশ অবাক হয়ে গেল শল বলে ছেলেটার জাত্যভিমান দেখে। এদের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। রেনসেনবিঙ্ক নিশ্চয় জানে, ফেইফার সার নিজেও একজন জার্মান। ওঁর কথা শুনে চটে যেতে পারেন। এই ছেলেগুলোর কি ভয়ডর বলে কিছু নেই? কিন্তু ফেইফার সার চটলেন না। শল-কে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "বেশ, তা হলে তুমিই বলো, কোন টিম চ্যাম্পিয়ান হবে?

"সার, আমাদের ডয়েশল্যান্ড।"

রেনসেনবিঙ্ক ফিসফিস করে বলল, "কখনও হবে না।"

ফেইফার সার বললেন, "গঞ্জালেস, এবার তুমিই বলো।"

"এস্পানা সার। এবার আমরাই জিতব।"

"ধরো, কোনও কারণে তোমার দেশ যদি চ্যাম্পিয়ান হতে না পারে, তা হলে কোন দেশকে তুমি মনে মনে চাইবে, জিতুক।"

"নট এনি লাতিন আমেরিকান কান্ট্রি সার। আমি চাইব ইতালি জিতুক।"

BanglaBook.org

"কেন, ইংল্যান্ড নয় কেন?"

"সার, ওরা নিজের দেশে রাজা। বাইরে গেলে কিছুই করতে পারে না।" বলে গঞ্জালেস ফিকফিক করে হাসতে লাগল।

হাসাহাসির মাঝে ফেইফার সার হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, "কুশ, কোন টিম তোমার পছন্দ বলো?"

"ব্রাজিল সার। আমাদের দেশে আগে সবাই খুব ব্রাজিলের ভক্ত ছিল। পেলের জন্য। কিন্তু এখন অনেকে আর্জেন্তিনার সাপোর্টার। মারাদোনার জন্য।"

"তোমাদের দেশ বিশ্বকাপ খেলতে পারে না কেন?"

প্রশ্নটা শুনে একটা ঝটকা খেল কুশ। ও বুঝতেই পারল না, কী উত্তর দেবে। অনেকদিন আগে কিস্টিদার মুখে ও একটা কথা শুনেছিল। সেই কথাটাই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

"আমাদের দেশে ক্রিকেট খেলাটা খুব পপুলার। তাই ফুটবল পিছিয়ে পড়ছে। ফিজিক্যালি আমরা খুব স্ট্রং না। সেই কারণে মার খাচ্ছি।"

পিছন থেকে গঞ্জালেস আঙুলের খোঁচা মারল, "হেই ম্যান, টেল মি হোয়াট ইজ ক্রিকেট?"

কুশ পিছন দিকে তাকিয়ে বলল, "পরে আমার ঘরে এসো। তখন তোমাকে বুঝিয়ে দেব।"

"না, না, তোমার ঘরে যাব না। তোমার ঘরে সেই ম্যাজিকটা আছে। দেখো, রেকোবা এখনও সেরে ওঠেনি।"

...সারাদিনের ঘটনা কুশের মনে পড়ছে ঘরে বসে। বিশ্বসার বিছানার ধারে ছোট আলো জ্বালিয়ে কী যেন মন দিয়ে পড়ছেন। নিশ্চয়ই ফুটবলের বই। পাশ ফিরে কুশ জানলার দিকে তাকাল। প্রতিটা ঘর এয়ারকন্ডিশনড। কিন্তু ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার ভয়ে বিশ্বসার এ সি মেশিন অফ করে রেখেছেন। জানলাটা তাই খোলা। হু-হু করে হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। তা দেখে কুশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বহরমপুরে দিদির বাড়ির চিলেকোঠায় যখন থাকত, তখন প্রচণ্ড গরমে এক-একদিন ওর ঘুম হত না। ঘরে একটা পাখা ছিল না। তাই অনেক রাত পর্যন্ত ও পায়চারি করত ছাদে। পরদিন সকালে প্র্যাকটিসে গিয়ে ওর শরীর আর চলত না। চিন্ময়সার সব বুঝতে পারতেন। ওই সময় একটা ফুটবল ম্যাচে টেব্‌ল ফ্যান প্রাইজ পেয়েছিল কুশ। সেটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে অনেক টিপ্পনি শুনেছিল জামাইবাবুর ভাইদের মুখে। দিদি কিন্তু সেই ফ্যান লাগানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। এর মধ্যেই কী পরিবর্তন। জামাইবাবুর ভাইয়েরা এখনও বহরমপুরেই পড়ে রয়েছে, আর ও হংকংয়ে। একটা স্বপ্নময় শহরে। এই দু'দিন আগে দিদির সঙ্গে কুশের দেখা হল রঞ্জুমাসির বাড়িতে। ওর যে কী ভালই লেগেছিল! রক্তের টান বোধহয় একেই বলে। দিদি এক ফাঁকে মায়ের জন্য কেঁদেছিল, "ইস, মা বেঁচে থাকলে

BanglaBook.org

আজ কী খুশিই না হত।"

হঠাৎই কুশের মনে হল, মা যদি সত্যিই থাকতেন তা হলে কী হত? মা কি ওকে একা বিদেশ-বিভুঁইয়ে আসতে দিতেন? কুশের মনে আছে, প্রথম যেবার চিন্ময়সার দু'দিনের জন্য ওকে মালদা নিয়ে গিয়েছিলেন, সেবার ও ফিরে না আসা পর্যন্ত মায়ের কী অবস্থা। ওদের বাড়িতে তখন কাজ করত আলতামাসি। কুশ ফিরে আসার পর আলতামাসি বলেছিল, "মাকে ছেড়ে তুমি আর কোনওদিন বাইরে যেওনি খোকাবাবু। তোমার মা রাতদিন চিন্তেয় পাগল-পাগল করেছে।"

মা তখন বলেছিলেন, "স্বামীকে হারিয়েছি আলতামাসি। একটাই মাত্তর ছেলে আমার। ওকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে আছি, চিন্তা করব না বলো?"

মা আজ বেঁচে থাকলে কুশই কি চট্ করে বহরমপুর থেকে বেরিয়ে আসতে পারত? মনে হয় না। ওকে অনেক কথা ভাবতে হত। এই যে বিশ্বসার আজ প্র্যাকটিস সেরে মাঠ থেকে ফিরেই মাকে চিঠি লিখতে বসলেন, কেন? মায়ের জন্য উদ্বিগ্ন বলেই না? উনি যখন হোটেলের প্যাডে চিঠি লিখছিলেন, তখন কুশেরও মনে হয়েছিল, রঞ্জুমাসিকে একটা চিঠি লেখে। ওর মা নেই তো কী হয়েছে, রঞ্জুমাসিও তো মায়েরই মতো। কিন্তু কী লিখবে ও রঞ্জুমাসিকে? কাল রাতেই তো মাসির সঙ্গে কথা হল টেলিফোনে, সুকুমারবাবুর বাড়ি থেকে।

কাল সুকুমারবাবুর বাড়িতে তিতলির কিডন্যাপ হওয়ার খবরটা পেয়ে কুশ খুব আপসেট হয়ে পড়েছিল। আজ সন্ধেবেলা সুকুমারবাবু এসে বললেন, তিতলিকে পাওয়া গেছে। কুশ জানতই না হংকংয়ে বসে কলকাতার খবরের কাগজগুলো ইন্টারনেটে দেখা যায়। কলকাতার কয়েকটা কাগজের ওয়েবসাইট আছে। এখানে বাংলা কাগজ পাওয়া যায় না। কিন্তু সুকুমারবাবুরা রোজ ইন্টারনেটেই জেনে যান কলকাতার কোথায় কী ঘটছে। আনন্দবাজারেই নাকি বেরিয়েছে, তিতলি কিডন্যাপারদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছে। সুকুমারবাবু আজ রাতে ওঁর বাড়িতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন, বিশ্বসার যেতে রাজি হননি।

সার এখনও বইয়ের পাতা উলটে যাচ্ছেন। দেখেই মনে হয়, খুব পড়াশুনোর অভ্যাস। আজ রাতে ডিনার সেরে আসার পর ওর টেব্‌লে মায়ের ছবি দেখে সার হঠাৎ বলেছিলেন, "কুশ, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

কুশ বলেছিল, কী সার?"

"তোমার মুখে তোমার মায়ের কথা অনেক শুনেছি। বাবার কথা শুনি না কেন? উনি কি বেঁচে নেই?"

"জানি না সার।"

"তার মানে? তোমার রঞ্জুমাসি একদিন আমাকে বলেছিলেন, উনি নাকি খুব বড়মাপের ফুটবলার ছিলেন। সেটাই সম্ভব। ওঁর জিন তোমার শরীরে সেটা বোঝা যায়। তা, উনি কোথায় তোমার মাকে তুমি কোনওদিন জিজ্ঞেস করোনি?"

BanglaBook.org

"করেছি সার। কিন্তু জিজ্ঞেস করলেই মা খুব কান্নাকাটি করত।"

"আই সি। তোমার আত্মীয়স্বজনরাও তোমাকে কিছু বলেননি কখনও?"

"রঞ্জুমাসির মুখে একদিন শুনেছিলাম, বাবা জাহাজে চাকরি করতেন। উনি একবার জাহাজে ব্যাঙ্কক পর্যন্ত এসে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। মা খোঁজ করেছিল, কিন্তু কিছুই জানা যায়নি কখনও।"

"তা কী করে হয়? যে কোম্পানির হয়ে উনি কাজ করতেন, তারা কিছু জানায়নি?"

"আমি অত বলতে পারব না সার।"

"সে কী! তোমার কোনওদিন কৌতূহল হয়নি? তোমার তো উচিত এখন অন্তত বাবার সন্ধান করা।"

"সে পনেরো বছর আগেকার কথা সার। এখন কি আর খোঁজ পাওয়া যাবে?"

"আরে, মিঃ মুন-এর তো জাহাজ কোম্পানি আছে এ অঞ্চলে। ব্যাঙ্কক থেকে ফিলিপিন্স পর্যন্ত ওঁর অনেক জাহাজ চলাচল করে। কথায় কথায় ওঁকে একদিন বোলো তো। হতে পারে, ওঁরই কোনও জাহাজে তোমার বাবা চাকরি করতেন।"

বিশ্বসারের কথাটা খুব মনে ধরেছে কুশের। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ও ভাবতে লাগল, সত্যিই ওর উচিত বাবার একটা খোঁজ নেওয়া। সুযোগ পেলেই ও মিঃ মুনকে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু কোথায় উনি? ওঁর তো দেখাই নেই। বিশ্বসার বললেন, উনি নাকি চৈতন্য আশ্রমের কী একটা উৎসব নিয়ে খুব ব্যস্ত। এই আশ্রমটা নাকি দেখার মতো। সুকুমারবাবু কথা দিয়েছেন, যে কোনও একটা ছুটির দিনে কুশকে মন্দিরে নিয়ে যাবেন। কুশ খুব আগ্রহ নিয়ে সেই দিনটার অপেক্ষা করছে।

বিশ্বসার বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। তখনই বইটার দিকে নজর পড়ল কুশের। না, ফুটবলের বই তো নয়। মলাটে লেখা, 'সচিত্র যোগ প্রদীপিকা'। সার এতক্ষণ যোগের উপর বই পড়ছিলেন! কৌতূহলবশত কুশ জিজ্ঞেস করল, "সার, আপনি যোগসাধনা করেন?"

"হ্যাঁ। স্বামী বিবেকানন্দের কিছু প্রবন্ধ আছে এই বইটাতে। আমি রোজ রাতে কিছু অংশ পড়ি। তাতে মনঃসংযোগ বাড়ে। তোমাকে এই বইটা দিয়ে যাব। রোজ পড়বে। তোমার মানসিক শক্তি বাড়বে।"

"সার, আপনি খুব পড়েন, না?"

"না পড়লে তো অনেক কিছু জানা যায় না। আমার একটা অদ্ভুত হবি আছে জানো কুশ, মনীষীদের আত্মজীবনীমূলক বই কেনা। ফুটবলার, ক্রিকেটার, গল্‌ফার—যার বই পাই কিনে ফেলি। সে দিন ব্যাঙ্কক এয়ারপোর্টে টাইগার উড্‌সের একটা বই দেখলাম। কেনবার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পকেটে ডলার ছিল না বলে কিনতে পারলাম না। দেখি, যাওয়ার সময় যদি চোখে পড়ে, কিনব।"

"টাইগার উড্‌স কে সার?"

"একজন গল্‌ফার। মানে গল্‌ফ খেলে। ফুটবলে যেমন পেলে, ক্রিকেটে ডন ব্রাডম্যান,

BanglaBook.org

তেমনই গল্‌ফে টাইগার উড্‌স। তোমার জানা উচিত ছিল ওর নামটা। একজন ফুটবলারকে শুধু ফুটবল জানলেই হবে না, সবরকমের খবরাখবর রাখতে হবে। আমি কেন আত্মজীবনীমূলক বইগুলো পড়ি জানো? এটা জানার জন্য ওঁরা কীভাবে বড় হয়েছেন, জীবনটাকে ওঁরা কীভাবে দেখেন।"

কুশ বলল, "সার, এইসব বই কোথায় পাওয়া যায়?"

"যে-কোনও লাইব্রেরিতে পাবে, দোকানে কিনতেও পাওয়া যায়। এই হংকংয়ে বিরাট একটা বইয়ের বাজার আছে। সারা পৃথিবীর বই ওখানে কিনতে পাওয়া যায়। আমি একবার কাল যাব। আমার সঙ্গে যেতে পারো। এই যে আজ প্র্যাকটিসের সময় তুমি বলে চাঁটি মেরে একবার গোল করার চেষ্টা করছিলে, জানো সেই ধরনের শটকে ফুটবলের ভাষায় কী বলে?"

"কখন সার?"

"ওই যে হল্যান্ডের ছেলেটা...যে তখন স্টপারে খেলছিল...তুমি যাকে পরিষ্কার ড্রিব্‌ল করে এগোলে...বলটা হাঁটু অবধি উঠেছিল। মিঃ ফেইফার তখনই খেলাটা থামিয়ে তোমাদের কাছে গেলেন...।"

"হ্যাঁ সার, মনে পড়েছে।"

"সেই শটটাকে ডিঙ্ক শট বলে। আমি নিজেও জানতাম না। এরিক বেটির বইতে পড়ে জানলাম। তুমি শটটা মারতে পারো, অথচ নাম জানো না।"

বিশ্বসার কার্পেটের উপর একটা চাদর বিছিয়ে নিচ্ছেন। তারপর একটা বালিশ নিয়ে মেঝেতেই শুয়ে পড়লেন। কালও উনি বিছানায় শোননি। কুশ জিজ্ঞেস করল, "আপনি মেঝেতে শুচ্ছেন কেন সার?"

"বিছানাটা খুব নরম। শুতে আমার অসুবিধে হয়। শক্ত মেঝেতে শোয়া আমার অভ্যেস। এতে স্পাইন মানে মেরুদণ্ডের কোনও সমস্যা হয় না। কুশ মেঝেতে শোয়া শুরু করো।"

একটু পরেই বিশ্বসার অল্প অল্প নাক ডাকতে আরম্ভ করলেন। কুশের কিন্তু ঘুম এল না। ওর মনে হল জগতে কত কিছু জানার আছে। প্রতি মুহূর্তেই নতুন কিছু শেখা যায়। হোটেলের নীচে কোথাও গান হচ্ছে, বাজনার শব্দ ভেসে আসছে। ক'টা বাজে এখন? মনে হয় সাড়ে দশটা। ফেইফার সার রাত দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু ঘুম না পেলে কুশ কী করবে? কাল বিশ্বসার বলছিলেন, ফেইফার সার নাকি রাতে এক চক্কর মেরে দেখেন, কেউ ওঁর নির্দেশ অমান্য করছেন কি না। কোনওরকম বিচ্যুতি চোখে পড়লে চটে যান। কথাটা মনে পড়ায় কুশ তাড়াতাড়ি লাইট নিভিয়ে দিল।

ওই সময়েই ফোনটা এল। পাছে বিশ্বসারের ঘুম ভেঙে যায়, সেজন্য কুশ চট করে হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে বলল, "হ্যালো?"

"কে, কুশ বলছ? আমি পিনাকীদা।"

পিনাকীদা মানে কলকাতা থেকে ফোন। কুশ উঠে বসল বিছানায়। এত রাতে ? ও দম বন্ধ করে বলল, "কী হয়েছে পিনাকীদা?"

BanglaBook.org

"কিছু হয়নি। তোমার খবর নেওয়ার জন্য ফোন করলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?"

"না, না, এখন জাস্ট শুয়েছি।"

"কলকাতায় এখন সন্ধে। যাকগে, তোমার কথা বলো। প্রথম দিনের প্র্যাকটিস কেমন লাগল?"

"ভাল। নতুন ধরনের।"

"তোমাদের টিমের কার খেলা সবচেয়ে ভাল লাগল?"

"সবাই ভাল। তবে গুইনো দিয়াজ বলে একটা নতুন ছেলে এসেছে আর্জেন্তিনা থেকে। সে সবচেয়ে ভাল। বিশ্বসার বললেন, ছেলেটা নাকি মারাদোনার চেয়েও বড় প্লেয়ার হবে একদিন।"

"আচ্ছা। তোমার পজিশনেই তো খেলে?"

"হ্যাঁ। স্পেনের গঞ্জালেস বলে আরেকটা ছেলেও আছে। আর মেক্সিকোর রেকোবা। আমরা চারজন মাত্র স্ট্রাইকার।"

"তোমার টিমে ঢোকার চান্স আছে?"

"জানি না। চার-পাঁচদিন পর এখানকার একটা ক্লাবের সঙ্গে ম্যাচ আছে। তখন বুঝতে পারব।"

"কী নাম ক্লাবটার?"

"ডাবল ফ্লাওয়ার। এখন দিনকয়েক টানা প্র্যাকটিস চলবে সকাল বিকেল। তারপর ফেইফার সার টিম বেছে নেবেন।"

"তোমাদের এই টিমটার মধ্যে তুমি ছাড়া এশিয়ার আর কোনও দেশের ছেলে আছে?"

"আছে। একটা জাপানি ছেলে। মিডফিল্ডে খেলে, নাম নাকাতা।"

"ইন্টারনেটে দেখছিলাম, ইয়াকুবু বলে নাকি একটা ছেলে তোমাদের টিমে আছে?"

"হ্যাঁ, দারুণ।"

"টিমের সবার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়ে গেছে?"

"মোটামুটি। সবাই তো ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না, তাই তেমনভাবে হয়নি।"

"কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হল?"

"না, আমার ঘরে এখন বিশ্বসার আছেন। উনি চলে গেলে একজন প্লেয়ার ঢুকবে। তখন বন্ধুত্ব হয়ে যাবে।"

"বিশ্বদাকে বোলো, ওঁর মা ভাল আছেন। ওঁর সঙ্গে এখন কথা বলা যাবে?"

"উনি ঘুমোচ্ছেন। ডাকব?"

"না, না, থাক। ছাড়ছি। মাঝে-মাঝে তোমাকে ফোন করব।"

ফোনটা ছাড়ার পরই কুশ শুয়ে পড়ল। কলকাতায় এখন সন্ধে। কী আশ্চর্য! এক প্রান্তের লোক ঘুমে ঢুলছে, আর-এক প্রান্তে লোক তখন ঘুম থেকে উঠছে। সন্ধে...মানে এই সময়টায় বহরমপুরে ওরা চিন্ময়সারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ফিরত স্কোয়ার ফিল্ড থেকে। তারপর কুশ ছুটত টিউশনি করতে। বাচ্চাদের পড়াতে পড়াতেই ওর চোখ ঘুমে

BanglaBook.org

ঢুলে আসত। গায়ে চিমটি কেটে নিজেকে জাগিয়ে রাখত কুশ। কেউ জানে না এসব কথা।

অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎই কুশের চোখ গেল টেব্‌লের দিকে। প্র্যাকটিসের পর ফিরে এসে ও আলাকে টেবলের উপর রেখে দিয়েছিল। এতক্ষণ ওর মনেই ছিল না তারাটার কথা। এখন বেশ জ্বলজ্বল করছে। আলার দিকে ও তাকিয়ে রইল। আলার কাছে এতদিন মনে মনে ও যা প্রার্থনা করেছে, সবই পেয়ে গেছে। আর কিছু চাইবার নেই। না, আছে। বাবার খোঁজ।

হঠাৎই কুশের চোখে পড়ল, আলার রং বদলে যাচ্ছে। হালকা নীল থেকে ক্রমশ বেগুনি হয়ে যাচ্ছে। একটু দপদপ করছে। তারাটার রং যখনই বদলেছে, তখনই কোনও না কোনও বড় ঘটনা ঘটেছে। কী হতে পারে? অনেক ভেবেও কুশ তা আন্দাজ করতে পারল না।

৩০

ঘরের অলোটা অনেক আগেই নিভিয়ে দিয়েছিল কুশ। হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ শুনল। চোখ খুলে ও দেখল, সামনে দাঁড়িয়ে আলা। বলল, "কুশ, আমার যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আমি চলি, কেমন?"

চলি মানে? কুশ ঠিক বুঝল না। বোকার মতো ও প্রশ্ন করল, "কোথায়?"

"কেন, আমাদের জ্যোতিষ্কে। তোমার সঙ্গে এখানে আসার পর থেকেই সিগন্যাল পাচ্ছি। আর তোমাদের গ্রহে থাকা যাবে না।"

আলা চলে গেলে কী হবে, কুশ ভেবেই পেল না। বালুরঘাটে আলাকে ও কুড়িয়ে পাওয়ার পরই ওর ভাগ্য খুলে গেছে। ওর জীবনে কত ঘটনাই না ঘটে গেল তারপর থেকে। আলা সঙ্গে থাকা মানেই বিরাট একটা ভরসা। কতবার বিপদ থেকে ওকে উদ্ধার করেছে। কুশ একটু নার্ভাস হয়েই বলল, "না, তোমাকে আমি যেতে দেব না আলা। তুমি চলে গেলে আমার আত্মবিশ্বাসটাই চলে যাবে।"

"না, যাবে না। তোমার কাছে থাকার আর দরকার নেই আমার। যদি কোনওদিন আমাকে খুব দরকার হয়, তা হলে মনে-মনে তিনবার স্মরণ কোরো। আমি চলে আসব।"

"কিন্তু তুমি চলেই বা যাবে কেন?"

এখানে আমার কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আর একটুই বাকি। সেটা হল তোমার এক প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়া।"

কুশ ঠিক বুঝতে পারল না, প্রিয়জন বলতে আলা কাকে বোঝাচ্ছে। মা যখন বেঁচে ছিলেন, তখন সবচেয়ে প্রিয়জন ছিলেন মা-ই।

ওর আর কে আছে? হ্যাঁ, চিন্ময়সার। কিন্তু তিনিও তো বেঁচে নেই। তা হলে কি

BanglaBook.org

রঞ্জুমাসি? না, তিতলি? ওদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার কী আছে? ও প্রশ্ন করল, "কে প্রিয়জন? তুমি কার কথা বলছ?"

"এখন বলব না। দু'-একদিনের মধ্যে সেটা তুমি জানতে পারবে। তোমার এমন প্রিয়জন, যাকে দেখার জন্য তুমি খুব উদ্‌গ্রীব।"

কুশ ভেবেই পেল না আলা কার কথা বলছে। ও যখন গভীরভাবে ভাবার চেষ্টা করছে, তখনই বিশ্বসারের গলা শুনতে পেল, "কুশ, ওঠো। সাতটা বাজতে আর পনেরো মিনিট বাকি।"

কথাটা কানে যাওয়ামাত্রই কুশ উঠে বসল বিছানা ছেড়ে। পৌনে সাতটা বেজে গেছে? তা হলে ও এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল? হঠাৎ করে ওর নজর গেল টেব্‌লটার দিকে। কাল রাতে শোয়ার আগে মরা তারাটাকে ও টেব্‌লের উপর দেখেছিল। ওর মনে পড়ল তখন আলা খুব দপদপ করছিল। তার মানে বড় কোনও কিছু ঘটবে। শোয়ার সময় আলাকে ও ড্রয়ারের ভিতর ঢুকিয়ে রেখেছিল। কুশের খুব ইচ্ছে হল, একবার ড্রয়ার খুলে দেখে ভিতরে আলা আছে কি না?

"কী হল কুশ, তৈরি হয়ে নাও! তোমাদের অনেকে নীচে লবিতে নেমে গেছে কিন্তু।"

"হ্যাঁ, সার।" বলেই কুশ তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে গেল। সাতটা বাজতে দুই, এর আগেই ওকে নীচে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। না হলে প্রচণ্ড রেগে যাবেন ফেইফার সার। তাড়াতাড়ি ও মুখ ধুয়ে, পোশাক বদলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল। ইস, কাল রাতে খুব ভুল হয়ে গেছে। জানলার সামনে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে না থাকলেই ভাল হত।

নীচে নেমে কুশ দেখল দিয়াজ, গঞ্জালেস, রেনসেনব্রিঙ্করা সবাই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ফেইফারসার তখনও নামেননি। মনে-মনে ও একটু স্বস্তি পেল। ঠিক সাতটা বাজতে দু'মিনিট বাকি থাকতে লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে এলেন ফেইফারসার। এসেই বললেন, "আজ প্র্যাকটিস নয়। চলো, আজ সবাই মিলে জানাডুতে খানিকটা সময় ওয়ার্ম আপ করি।"

লবি দিয়ে হেঁটে ওরা সবাই মিলে জানাডু নামের জিমনাশিয়ামে পৌঁছল। হোটেলের একপ্রান্তে। এই জিম-এ মাত্র একদিনই কুশ এসেছিল। সব কিছু ভাল করে দেখার সুযোগ পায়নি। বহরমপুরে চিন্ময়সারের কাছে আট স্টেশন, ষোলো স্টেশন মাল্টি জিমের কথা শুনেছিল। জানাডুতে গিয়ে ও দেখল, এলাহি ব্যাপার। একইসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যায়াম করছেন প্রায় পঞ্চাশজন লোক। হলের মধ্যে টুঁ শব্দটি নেই।

হংকং-এ আসার পর থেকেই কুশ লক্ষ করেছে, এখানকার মানুষ চেঁচিয়ে কোনও কথা বলেন না। প্রত্যেকেই কাজে খুব ব্যস্ত। এঁরা একটা মিনিটও বাজে সময় নষ্ট করেন না। সুকুমারবাবু সেদিন প্রশংসা করছিলেন এঁদের। একেবারে যেন আমেরিকানদের মতো। সকাল আটটায় কাজে বেরিয়ে পড়েন। সারাদিন কাজ করেন। সন্ধে ছ'টার পর কর্মক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে যে যার মতো বাড়ি ঢুকে পড়েন। কাজের সময় নাকি খেলাধুলো নয়। ফুটবল ম্যাচগুলোও শুরু হয় সন্ধে সাতটার পর। একটা ভাল কথা বলেছিলেন সেদিন সুকুমারবাবু, "জানো কুশ, এঁদের কাছে টাইম ইজ মানি।"

BanglaBook.org

জিমে পা দিয়েই কুশ অবাক হয়ে গেল, এত লোক তা হলে শারীরচর্চাও করেন! ফেইফারসার বোধ হয় আগে থেকে এদের সঙ্গে কথা বলে রেখেছিলেন। ওরা সবাই মিলে একধারে গিয়ে ওয়ার্ম আপ শুরু করল। জিমে চার-পাঁচজন ইনস্ট্রাক্টর আছেন। তাঁরা এসে দেখিয়ে দিতে লাগলেন, কীভাবে ব্যায়াম করতে হয়। হঠাৎই বুকলেট-এর নির্দেশ মনে পড়ল কুশের। সেখানে লেখাই ছিল, সপ্তাহে তিনদিন জিমে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ব্যায়াম করতে হবে। তা হলে কি আজ আর বল নিয়ে প্র্যাকটিস হবে না?

পাঁচ-সাত মিনিট যন্ত্রগুলোর সাহায্যে ব্যায়াম করার পরই কুশের খুব ভাল লেগে গেল। শরীরে ঘাম হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে কুশের ব্যায়াম করার ইচ্ছেটাও বাড়তে লাগল। আনন্দও হতে লাগল খুব। ও কোনওদিন ভাবতেও পারেনি, এত চমৎকার আর আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে ও কোনওদিন ব্যায়াম করতে পারবে। চিন্ময়সারের একটা কথা ওর মনে পড়ল, 'কোনও জিনিস ভাল লাগলে দেখবি তোর মনে আনন্দ হবে। তখনই সেটা তোর কাজে লাগবে।"

পঁয়তাল্লিশ মিনিট কোথা থেকে কেটে গেল, কুশ টেরই পেল না। জানাডুর বাইরে একটা সুন্দর লন আছে। ফেইফারসার সবাইকে নিয়ে এসে সেখানে বসলেন। তারপর বললেন, "কাল আমাদের একটা প্র্যাকটিস ম্যাচ আছে। আমরা আজ এখন আর বল নিয়ে খেলব না। আমরা সবাই মিলে গল্প করব।"

ওরা সবাই গোল হয়ে বসল। সামনে চেয়ারে বসে ফেইফারসার বললেন, "তোমাদের সবাইকে আজ একটা দায়িত্ব দিচ্ছি। কালকের ম্যাচে আমি কোন এগারোজন নামাব, সে ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। তোমরাই বলে দাও, আমি কোন এগারোজনকে নামাব।"

কথাটা শুনেই কুশের শরীরে বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। এই রে, যদি অন্য প্লেয়াররা ওকে কেউ টিমে না রাখে? তা হলে কী হবে? ও এক কোণে চুপ করে বসে রইল। আর মনে মনে টিমটা করতে লাগল। স্যার যদি ওকে টিম গড়ে দেওয়ার কথা বলেন, তা হলে চট করে যাতে বলে দিতে পারে। কেউ চুপ করে থাকলে ফেইফারসার অখুশি হন। গোলকিপার থেকে মিড ফিল্ড পর্যন্ত সব প্লেয়ার ও ঠিক করে ফেলল। কিন্তু ফরওয়ার্ড লাইনে এসে ও থমকে গেল। গুইনো দিয়াজকে বাদ দেওয়া যাবে না। ফেইফারসার যদি আবার অসন্তুষ্ট হন?

কেউ কোনও কথা বলছে না দেখে ফেইফারসার হেসে বললেন, "এ কী! তোমরা চুপ করে আছ কেন? কেউ কিছু বলো।"

রেনসেনব্রিঙ্ক বলল, "স্যার, আমাদের এখানে সবাই ভাল প্লেয়ার। কাকে রেখে কাকে বাদ দেব, বুঝতে পারছি না।"

গঞ্জালেস বলল, "স্যার, আপনি আমাদের ভাবার সময় দিন। এত তাড়াতাড়ি টিম করা অসম্ভব।"

ফেইফারসার তখন বললেন, " ঠিক আছে, বিকেলবেলা আমরা যখন প্র্যাকটিসে যাব,

BanglaBook.org

তখন আমাকে জানিও। তোমরা সবাই লিখে আনবে। তা হলে কেউ কারও টিমের কথা জানতে পারবে না। যার টিম আমার ভাবনার সঙ্গে মিলবে, সে কালকের ম্যাচে মুন্‌স ইলেভেনের ক্যাপ্টেন।"

ভিড়ের মাঝে হাঁফ ছাড়ার শব্দ। গুইনো পাশ ফিরে কুশকে বলল, "ফরওয়ার্ড লাইনে তুমি আর আমি।"

কুশ ঘাড় নাড়ল। ও এই কথাটাই ভাবছিল। কিন্তু যদি ফেইফারসার ডাবল স্ট্রাইকারে না খেলান, তা হলে? কালই সামনে মাত্র একজন স্ট্রাইকারে উনি প্র্যাকটিস করিয়েছেন। কখনও গুইনোকে, কখনও ওকে সামনে ঠেলে দিয়েছেন। সারের প্ল্যানটা কী, সেটা জানার দরকার। তাই ও হাত তুলে বলল, "সার, আপনি কোথায় ক'জন প্লেয়ার খেলাবেন, বলবেন?"

"ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। এই প্রশ্নটাই তোমাদের কাছে আমি শুনতে চাইছিলাম। তোমাদের একটা নতুন ফর্মেশনে খেলাব। এক-তিন-তিন-এক-দুই। এই ছকটা তোমরা মাথায় রেখো।"

সার কথা শেষ করার পরই কুশ দেখল, ট্রলি করে দুটো লোক ড্রিঙ্কস নিয়ে এল। বেশ গরম। সবাই ঘামছে দরদর করে। তেষ্টাও পেয়ে গেছে প্রত্যেকের। এক এক করে উঠে ওরা ট্রলি থেকে গ্লাস নিয়ে পানীয়ে চুমুক দিতে লাগল। মুন্‌স ইলেভেনের ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য এক ভদ্রলোক আছেন। তাঁর নাম অরুময় নৈগম। স্যার তাঁকে আরু বলে ডাকেন। সবাই তাই ওই নামেই ভদ্রলোককে ডাকতে শুরু করেছে। কুশ দেখল; আরুসার মিঃ ফেইফারের সঙ্গে কী কথা বলছেন। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ফেইফার ওকে হাত তুলে ডাকলেন।

কাছে যেতেই সার বললেন, "কুশ, আজ লাঞ্চের পর বেলা দেড়টার সময় তুমি রেডি হয়ে থাকবে। আরু তোমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাবেন।"

"কোথায় সার?"

"মিঃ মুন তোমাকে দেখতে চেয়েছেন।"

শুনেই কুশ অবাক হয়ে গেল। মিঃ মুন...মানে এই টিমটার মালিক। উনি চিনলেন কী করে? এত ভাল-ভাল প্লেয়ার থাকতে হঠাৎ মিঃ মুনই বা ওকে কেন দেখতে চাইলেন, কুশ বুঝতে পারল না। ও বলল, "সার, বিকেলে প্র্যাকটিস?"

"তুমি ওখান থেকেই প্র্যাকটিস-মাঠে চলে যাবে। আজ আমাদের প্র্যাকটিস মংপক স্টেডিয়ামে। তুমি যেখানে যাচ্ছ, মংপক স্টেডিয়াম তার কাছেই।"

ফেইফারসারের সঙ্গে কথা বলেই কুশ নিজের জায়গায় এসে বসল। আর তখনই সার বললেন, "আমাদের হাতে এখনও আধঘণ্টামতো সময় আছে। আমি তোমাদের কাছে একটা কথা জানতে চাইব। আমাকে বলো, তোমাদের দেশে কে তোমাদের চোখে শ্রেষ্ঠ ফুটবলার এবং কেন? এটা তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে। এই গুইনো, বলো...প্রথম তুমি শুরু করো।"

BanglaBook.org

গুইনো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "সার, আমাদের দেশের সেরা ফুটবলার হলেন ডিয়েগো। ডিয়েগো মারাদোনা। উনি আমাদের বিশ্বকাপ এনে দিয়েছেন। চারটে বিশ্বকাপ খেলেছেন। উনি ইউরোপে খেলে লাতিন আমেরিকান ফুটবলের সুনাম বাড়িয়েছেন। আমার তো মনে হয়, উনিই বিশ্বের সেরা ফুটবলার। খুব গরিব ঘরের ছেলে। নিজের প্রতিভার জোরে সারা বিশ্বে একটা সময় হইচই ফেলে দিয়েছেন।"

ফেইফারসার বললেন, "লুসিও, তোমার কী মনে হয় বলো?

লুসিও ব্রাজিলের ছেলে। মিডফিল্ডে খেলে। খুব শান্ত প্রকৃতির ছেলেটা। কুশ ঠিক করেই রেখেছে ওর টিমে লুসিওকে রাখবে। ভাল বল বাড়াতে পারে। দু'পায়ে ভাল শট আছে। ও কী বলে তা শোনার জন্য কুশ কান পেতে থাকল।

লুসিও বলল, "সার, আমার মনে হয়, বিশ্বের সেরা ফুটবলার হলেন পেলুসা। যাকে আমরা জানি পেলে বলে। তিনবার বিশ্বকাপ এনে দিয়েছেন ব্রাজিলকে। ফিফা পেলেকে শতাব্দীর সেরা ফুটবলার নির্বাচিত করেছে। সার, পেলুসাও খুব গরিব ঘরের ছেলে। একটা সময় বাদাম বিক্রি করে উনি ফুটবল মাঠে খেলা দেখতে যেতেন। আমাদের কাছে উনি আদর্শ। আমি কেন, ব্রাজিলের সব ছেলে ওঁর মতো হতে চায়।"

এর পর রেনসেনব্রিঙ্কের পালা। ও উঠে বলল, "সার, আমার চোখে বিশ্বের সেরা ফুটবলার হলেন জোহান ক্রুয়েফ। উনিও খুব দরিদ্র পরিবারের ছেলে ছিলেন। আমাদের আয়াক্স বলে একটা ক্লাব আছে। ক্রুয়েফের বাবা ওই আয়াক্স ক্লাবের সাধারণ কর্মী ছিলেন। উনি হয়তো আমাদের বিশ্বকাপ এনে দিতে পারেননি। কিন্তু আমাদের ফুটবলকে সারা বিশ্বে পরিচিত করিয়েছেন।"

একের পর একে একে সবাই বলতে লাগল তাদের দেশের ফুটবলারের নাম। শল ছেলেটা বলল, "সার, আমাদের দেশে ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ার কিংবদন্তি ফুটবলার। উনি প্লেয়ার হিসেবে বিশ্বকাপ জিতেছেন। কোচ হিসেবেও। উনি আমাদের বায়ার্ন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট।

সবার শেষে কুশের পালা। প্রথমে ও ভেবেই পাচ্ছিল না, কার কথা বলবে। ওর দেশের কোনও ফুটবলার এমন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নন। গোষ্ঠ পাল, শৈলেন মান্না, চুনী গোস্বামী, প্রদীপ বন্দোপাধ্যায়...। এই চারজনের নাম নিয়ে ও মনে-মনে অনেক চিন্তা করল। কী ভেবে ও শেষে চুনী গোস্বামীরই নাম বলল। এশিয়া চ্যাম্পিয়ান ভারত দলের ক্যাপ্টেন। কিন্তু অন্যরা কেউ তাঁর নাম শুনেছে বলে কুশের মনে হল না।

সকলের কথা শুনে ফেইফারসার বললেন, "তোমরা যাঁদের কথা বললে, তাঁদের কি তোমরা ছাপিয়ে যেতে পারবে?"

সকলে জানে কোন কথাটা বললে সার খুশি হবেন। তাই সকলেই বলল, "হ্যাঁ সার।"

"তা হলে মন দিয়ে তোমাদের অনুশীলন করতে হবে। তোমরা সবাই ঈশ্বরের দেওয়া প্রতিভা নিয়ে জন্মেছ। সেই প্রতিভায় শান দিতে হবে। পারবে না?"

সবাই বলল, "হ্যাঁ সার!"

BanglaBook.org

এর পরই ফেইফারসার ছুটি দিয়ে দিলেন। বললেন, "বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত বল নিয়ে প্র্যাকটিস। এখন তোমরা ব্রেকফাস্ট করে যে-যার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। শুধু কুশ দেড়টার সময় থাকবে। মিঃ আরু তোমাকে নিয়ে একটা জায়গায় যাবেন।"

সবাই উঠে দাঁড়াতে কুশ দেখল বিশ্বসার ওর দিকেই আসছেন। কাছে এসে উনি হাসতে-হাসতে বললেন, "চুনী গোস্বামী ছাড়া তোমার অন্য কোনও নাম মনে পড়ল না?"

কুশ বলল, "কেন সার, আমি ভুল বলেছি?"

"না। তুমি ঠিকই বলেছ।"

বিশ্বসারের পাশাপাশি কুশ হাঁটতে লাগল। হঠাৎ ও জিজ্ঞেস করল, "বেলা দেড়টার সময় আমাকে কোথায় যেতে হবে সার?"

"এখানকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মন্দিরে।"

"কেন সার?"

"মন্দিরের অধ্যক্ষ তোমাকে দেখতে চেয়েছেন।"

"আমাকে?"

"হ্যাঁ। উনি ফুটবল-পাগল মানুষ। কলকাতার। খবরের কাগজে তোমার সম্পর্কে পড়েছেন। মিঃ মুনকে উনি অনুরোধ করেন। তোমাকে দেখতে চান।"

"সার, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?"

"না। মিঃ ফেইফার আমাকে কিছু কাজ দিয়েছেন। বিকেলে প্র্যাকটিসের আগে সেরে রাখতে হবে। পরে আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন দেখা করব। সুকুমারবাবু সেদিন এঁর কথাই আমাদের বলছিলেন। ভদ্রলোক আধ্যাত্মিক জগতের লোক। কিন্তু এখানে বড় কোনও খেলা হলেই স্টেডিয়ামে যান।"

কুশের খুব কৌতূহল হল শুনে। ঘরে ঢুকেই ও অবশ্য ভদ্রলোকের কথা ভুলে গেল। স্নান সেরে বেরিয়ে এসে ও দেখল মাত্র সাড়ে দশটা বাজে। এখনও হাতে অঢেল সময়। কারও ঘরে ঢুকে আড্ডা মারা যেতে পারে। দরজা লক করে ও পাশের ঘরে ঢুকল। ওই ঘরে থাকে গুইনো আর শল। ও দেখল, টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে ওরা দুজন মুখ টিপে হাসছে। ওকে দেখে শল ফোনটা গুইনোর হাতে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "আমরা গঞ্জালেসের সঙ্গে মজা করছি। তুমি শুধু শুনে যাও।"

গুইনো ছেলেটার মাথায় যে এমন দুষ্টুবুদ্ধি আছে, কুশ ভাবতে পারেনি। ও হাসিমুখে দাঁড়িয়ে সব শুনতে লাগল। ফোনে গুইনো বলল, "তোমার জন্য আমি হারবারের কাছে অপেক্ষা করছি। এখনই এসো! অন্য কেউ যেন জানতে না পারে।" বলেই ফোনটা ও রেখে দিল।

শল বলল, "এবার টের পাবে মজাটা।"

গুইনো বলল, "চলো, আমারা ব্যালকনিতে যাই। তা হলে ওকে দেখতে পাব। ব্যালকনি থেকে হারবারটা দেখা যায়।"

তিনজনে মিলে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। আর তখনই কুশের চোখে পড়ল, নীচ

BanglaBook.org

দিয়ে গঞ্জালেস হনহন করে হারবারের দিকে যাচ্ছে। ওকে দেখে গুইনো আর শল দুজনে খুব হাসতে লাগল। গুইনো বলল, "জানো, সেদিন আমার সঙ্গে ও কী করেছে? হঠাৎ ফোন করে বলল, 'আমি বুয়েনস আইরেস থেকে বলছি। বোকা জুনিয়ার্স ক্লাব থেকে। তুমি কি আমাদের ক্লাবে খেলতে চাও?' আমি ভাবলাম, সত্যি বুঝি। ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। পরে দু'চারটে কথা বলার পর বুঝতে পারলাম, কেউ মজা করছে। গঞ্জালেস ছাড়া আর কেউ এটা করতে পারে না। আজ আমরা পালটা দিলাম।"

কুশ জিজ্ঞেস করল, "ওকে কী বলেছ?"

"বললাম, আমি তোমার ফ্যান। তোমার জন্য একটা উপহার নিয়ে এসেছি। তুমি এখনই হারবারের কাছে চলে এসো। ওই ও যাচ্ছে। হি হি হা হা।"

ব্যালকনিতে রোদ্দুর লাগছে। ওরা তিনজনই ভেতরে ঢুকে গেল। গুইনো বিছানায় টানটান হল। শল স্নান করার জন্য বাথরুমে ঢুকে গেল। চেয়ারে বসে কুশ বলল, "গুইনো, তুমি কি বুয়েনস আইরেসের?"

"না, আমাদের বাড়ি শহরতলিতে। বুয়েনস আইরেস থেকে প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে। আমার বাবা খুব বিখ্যাত প্লেয়ার ছিলেন। প্রচুর রোজগার করেছেন। কিন্তু এখন কিছু নেই। আমরা তাই বুয়েনস আইরেস থেকে চলে গিয়েছি।"

"বুয়েনস আইরেসে বুঝি বড়লোকেরা থাকেন?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার আর কে কে আছেন?"

"বাবা, মা আর এক বোন। আমি আর এক বছর বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকব। তারপর অন্য কোথাও বাড়িভাড়া নেব।"

"কেন, তুমি বাবা-মায়ের কাছ থেকে চলে যাবে?"

"আমাদের ওখানে সতেরো-আঠারো বছর বয়সের পর কোনও ছেলে বা মেয়ে বাবা-মায়ের বোঝা হয়ে থাকে না। নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নেয়। এখানে এই টিমে চান্স পেয়ে আমার সুবিধে হল। এবার ফিরে গিয়ে ফ্ল্যাট কিনতে পারব।"

"তুমি কখনও মারাদোনাকে দেখেছ?"

"অনেকবার। আমার বাবা ডিয়েগোর সঙ্গে খেলেছেন। আমাদের বাড়িতে উনি এসেওছেন। আমাকে খুব ভাল করে চেনেন। কিন্তু পরে আমার বাবার সঙ্গে ডিয়েগোর মনোমালিন্য হয়। তারপর আর কোনওদিন আসেননি।"

"মারদোনার খেলা তুমি দেখেছ?"

এখানে আসার মাস ছয়েক আগে দেখেছি। বোকা জুনিয়ার্সে ওর ফেয়ারওয়েল ম্যাচ। এই বয়সেও এত পায়ের কাজ ভাবা যায় না। কিউবাতে গিয়ে উনি মোটা হয়ে গেছেন। তবুও খেলতে নেমেছিলেন।"

"মারাদোনা সম্পর্কে কিছু আমায় বলো।"

"উনি খুব ভাল লোক। জানো, আমাদের আন্ডার ফোর্টিন লিগের একটা ম্যাচ ছিল।

BanglaBook.org

সেখানে ফাইনাল ম্যাচে উনি গেস্ট হয়ে এসেছিলেন। খেলার শেষে আমাকে উনি একটা দশ নম্বর জার্সি উপহার দিয়েছিলেন। সেই জার্সিটা আমি রেখে দিয়েছি।"

"আচ্ছা, আমেরিকায় বিশ্বকাপের সময় কি উনি সত্যিই ডোপ করেছিলেন?"

"না, না। সত্যি না। আমরা বিশ্বাস করি না।"

মারাদোনা সম্পর্কে অনেক গল্প করতে লাগল গুইনো। একটা অদ্ভুত কথা বলল। মারাদোনার কানে যে দুলটা আছে, তাতে নাকি মুক্তো বসানো নেই। অনেকে মুক্তো বলে ভুল করে। আসলে ওটা মেয়ে খিনখিনির পড়ে যাওয়া দাঁত। নিজের মেয়ের দাঁত কেউ কানের দুলের সঙ্গে পরতে পারে শুনে কুশ অবাকই হল।

মারাদোনা সম্পর্কে আরও কিছু শুনতে কুশের ইচ্ছে করছিল। কিন্তু শল এই সময় বাথরুম থেকে বেরিয়ে তাগাদা লাগাল। "ঠিক একটার সময় লাঞ্চ। তাড়াতাড়ি স্নান করে নাও"। শুনে গুইনো উঠে পড়ল। কুশও ওদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। যখন নিজের ঘরে ঢুকতে যাবে, দেখল, গঞ্জালেস হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে আসছে। ওর হাতে ছোট একটা প্যাকেট।

কুশকে দেখে ও বলল, "হেই ইন্ডিয়া। এই দ্যাখো, আবার একজন আমাকে একটা গিফ্‌ট দিয়ে গেল।"

ভাঙবে, তবুও গঞ্জালেস মচকাবে না। কুশ আগেই সব জানে। তাই প্যাকেট নিয়ে ও আগ্রহ দেখাল না।

বেলা পৌনে দুটোর সময় মিঃ আরুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আশ্রমে গিয়ে কুশ খুব অবাক হয়ে গেল। কী বিরাট মন্দির! পুরো মন্দিরটাই সাদা মার্বেল পাথরের। সামনে বিশাল বাগান। ন্যাড়া মাথা, তিলক কাটা, গেরুয়া পোশাক পরা কিছু লোক চোখে পড়ল কুশের। হংকংয়ে আসার দিন এঁদের কয়েকজনকে রাস্তায় নামকীর্তন করতে দেখেছিল ও। গাড়িটা ভেতরে ঢোকামাত্র রিসেপশন থেকে এক চিনে ভদ্রলোক নেমে এলেন। মিঃ আরুকে বললেন, "আসুন, আমার সঙ্গে আসুন।"

মন্দিরের পাশেই একটা বাংলো টাইপের বাড়ি। সেখানে জুতো খুলে ভেতরে ঢুকে কুশ আরও অবাক হয়ে গেল। একেবারে হোটেলের মতো সাজানোগোছানো। নরম সোফায় কুশ গা এলিয়ে দিল। বহরমপুরে মহাকালীর মন্দির, বিষ্টুপুরের কালীবাড়ি ছাড়া আর কোনও মন্দিরে ও কোনওদিন যায়নি। ওখানে মন্দির মানেই হইহট্টগোল। নোংরা। এখানে সব ঝকঝকে তকতকে। এসেই মনটা শান্তিতে ভরে গেল।

মিনিটদুয়েক অপেক্ষা করার পরই পরদা সরিয়ে গেরুয়া পরা একজন সন্ন্যাসী ঘরের ভেতর ঢুকলেন। সৌম্যদর্শন তাঁর দিকে তাকিয়ে কুশ চমকে উঠল। উনিই তা হলে মন্দিরের অধ্যক্ষ? ভরাট গলায় উনি বললেন, "তোমার নামই কুশ?"

কুশ বুঝতে পারল না, সন্ন্যাসীকে এত চেনা আর এত আপন মনে হচ্ছে কেন?

BanglaBook.org

পাশ থেকে বিশ্বসার ফিসফিস করে বললেন, "কুশ, উঠে গিয়ে প্রণাম করো।"

কয়েক সেকেন্ড কেমন যেন ঘোরের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল কুশ। সারের কথা শুনে ও সঙ্গে-সঙ্গে উঠে মঠের অধ্যক্ষকে প্রণাম করতে গেল। কিন্তু পায়ে হাত ঠেকানোর আগেই উনি বললেন, "না, না, আমি কারও প্রণাম নিই না।"

বলেই উনি মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, "মিঃ মুনের কাছে শুনলাম, তুমি নাকি খুব ভাল ফুটবল খেলো?"

কুশ কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই বিশ্বসার বললেন, "হ্যাঁ মহারাজ, ও জিনিয়াস।"

"তাই নাকি।" মহারাজ বললেন, "তা হলে তো কাল মাঠে যেতেই হয়। কাল মংপক স্টেডিয়ামে তোমাদের খেলা আছে, তাই না?"

কুশ এবার বলল, "হ্যাঁ, সার। এখানকার ডাব্‌ল ফ্লাওয়ার ক্লাবের সঙ্গে।"

"ভাল টিম। একটু মন দিয়ে খেলো।"

"সার, আপনি রোজ খেলা দেখতে যান?"

"মাঝে-মাঝে যাই। আমি নিজেও একসময় ফুটবল খেলতাম। প্রদীপ ব্যানার্জি, চুনীদের আমলে। চেনো তাদের?"

"নাম শুনেছি। কিন্তু কখনও দেখিনি।"

"ওরা খুব বড় প্লেয়ার ছিল। তবে আমার প্রদীপ ব্যানার্জিকে বেশি ভাল লাগত। কেন জানো? স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের জন্য। মনে আছে একবার সন্তোষ ট্রফিতে বোধ হয় সার্ভিসেসের সঙ্গে খেলা। সার্ভিসেসের গোলকিপার তখন পিটার থঙ্গরাজ। খেলার সময় এমন একটা সিচুয়েশন হল, থঙ্গরাজ বল ধরতে গিয়ে মারাত্মক আহত। সেই সময় গোল একেবারে ফাঁকা। বল গোলে ঠেলে দিলেই গোল। সেই বল পেয়েও প্রদীপ ব্যানার্জি গোল করেনি। বল বাইরে পাঠিয়ে আগে ছুটে গিয়েছিল থঙ্গরাজকে শুশ্রূষা করার জন্য।"

বিশ্বসার বললেন, "ঠিক বলেছেন। এরকম একটা ঘটনার কথা আমি থঙ্গরাজদার মুখে শুনেছি।"

মহারাজ বললেন, "আপনাকে তো চিনতে পারলাম না?"

"আমি বিশ্ব ভট্টাচার্য। ফুটবল কোচিং করি। মিঃ ফেইফারকে আমি সাহায্য করছি।"

মহারাজ এবার কুশকে বললেন, "কাগজে পড়লাম তুমি তো বহরমপুরের ছেলে। আচ্ছা, ওখানে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবটা এখনও আছে?"

কুশ চমকে উঠল ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের নামটা শুনে। বলল, "আছে সার। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?"

"একসময় আমিও ওই ক্লাবের হয়ে খেলেছি। কী সুন্দর মাঠটা ছিল তখন। আচ্ছা, এখনও কি তোমাদের ওখানে লংডিসট্যান্স সুইমিংটা হয়? ভাগীরথীর উপর ৭৪

BanglaBook.org

কিলোমিটার সাঁতার? জানো, আমি একবার ওই কম্পিটিশনে নেমেছিলাম। তখন ওই কম্পিটিশন নিয়ে খুব হইচই হত।"

কুশ সোৎসাহে বলল, "এখনও হয় সার।"

"বহরমপুরে খুব যেতে ইচ্ছে করে, জানো কুশ। তোমার মতো আমারও দেশ। জন্মভূমি। শেষবার গেছি পনেরো-ষোলো বছর আগে। এখন নিশ্চয়ই সব বদলে গেছে। যাকগে, অনেক বড় প্লেয়ার হও। দেশের নাম উজ্জ্বল করো। আর-একটা কথা, এখানে যখন তোমার ইচ্ছে হবে, আমার কাছে চলে এসো। কেমন?"

"হ্যাঁ সার।"

সোফা ছেড়ে মঠের অধ্যক্ষ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "তোমাকে একটা জিনিস দেওয়ার ছিল। সেটা সারাজীবন কাছে রেখে দিও। তা হলে আমার কথা তোমার মনে থাকবে।"

কথাগুলো বলেই ফতুয়ার পকেট থেকে কী একটা উনি বের করে আনলেন। তারপর সেটা কুশের হাতে দিয়ে বললেন, "এই নাও। কাল তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।"

হাতে লকেটের মতো একটা কী যেন তুলে দিলেন উনি। সেটা পকেটে রেখে কুশ বলল, "আপনার সঙ্গে যদি কখনও দেখা করতে আসি, তা হলে আমায় ঢুকতে দেবে?"

"দেবে। আমার কথা গার্ডদের বোলো, দেবে।"

কুশ ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ সার।"

মিনিটদুয়েক পর মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেই বিশ্বসার বললেন, "আশ্চর্য, মহারাজকে দেখে আমার খুব আশ্চর্য লাগল, কুশ। তোমার মুখের সঙ্গে কী অদ্ভুত মিল। উনি বহরমপুরের লোক, তুমিও। আমার মনে হচ্ছিল, উনি তোমার কোনও রিলেটিভ।"

কথাটা শুনে কুশ মনে মনে হাসল। রিলেটিভ! মানে আত্মীয়। কী করে হবে? চিন্ময়স্যারের মুখে ও একবার শুনেছিল, পৃথিবীতে একই রকম দেখতে লোক নাকি সাতজন থাকেন। সারাজীবনেও হয়তো তাঁদের মধ্যে কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয় না। তাঁরা নানা জায়গায় ছড়িয়েছিটিয়ে থাকেন। কী করে হয় এটা? নিশ্চয় হয়। চিন্ময়সার বাজে কথা বলার মানুষ নন।

ড্রাইভারের পাশের সিটে মিঃ আরু বসে আছেন। উনি মহারাজের সঙ্গে দেখা করার জন্য ঘরের ভিতর ঢোকেননি। হঠাৎ বললেন, "এই যাঃ। সামনে জ্যাম। আমাদের হেঁটে যেতে হবে।"

কথাটা বলতে বলতেই গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। সামনে বিরাট রাস্তাটা ফাঁকা। আজ ছুটির দিন নয়। তবুও রাস্তাটা এত ফাঁকা দেখে কুশ একটু অবাক হয়ে গেল। রাস্তার মুখে লোহার ব্যারিকেড। সেখানে দু'জন পুলিশ দাঁড়িয়ে। দু'জনেরই নীল রঙের পোশাক। খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে ওদের। এরা টকটকে ফরসা বলে যা পরে তাতেই এদের মানিয়ে যায়। পুলিশ দু'জন হাত নেড়ে দেখাল, এই রাস্তা বন্ধ। ঘুরে সেই রিং রোড ধরে সমুদ্রের ধার দিয়ে যেতে হবে।

BanglaBook.org

বিশ্বসার বললেন, "এখনও প্র্যাকটিস শুরু হতে আধঘণ্টা দেরি। চলো আমরা হেঁটে যাই। এখানে আবার ওয়ান ওয়ে। গাড়ি নিয়ে গেলে অনেকটা ঘুরতে হবে।

মিঃ আরু বললেন, "ঠিক বলেছেন।"

গাড়ি থেকে নামার সময়ই দৃশ্যটা চোখে পড়ল কুশের। ডান দিকের বিরাট ফুটপাথে একটা গুণ্ডামতো লোক একটা বাচ্চা ছেলেকে তাড়া করেছে। ছেলেটা একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে যেতে চাইছিল। কিন্তু তার আগেই গুণ্ডাটা ওকে ধরে ফেলল। বাঁ হাতে ছেলেটাকে বগলদাবা করে গুণ্ডাটা ওকে একটা গাড়ির মধ্যে তুলতে চাইছে। তখনই রেস্তোরাঁ থেকে একজন চিনা মহিলা বেরিয়ে এলেন। গুণ্ডাটাকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। মহিলা বোধ হয় বাচ্চাটার মা। উনি লোকজন ডাকছেন।

কিন্তু কেউ এগিয়ে যাচ্ছে না।

দৃশ্যটা দেখেই কুশের শরীরের রক্ত টগবগ করে উঠল। ও গাড়ির ডান দিকের দরজা খুলে ফুটপাথে নেমে পড়ল। হংকংয়ের রাস্তায় রাইট হ্যান্ড ড্রাইভ। মানে ডান দিক দিয়ে গাড়ি চলে। তাই কুশের কোনও অসুবিধে হল না। ফুটপাথে নেমেই ও এক লাফে লোহার ব্যারিকেডটা টপকে দৌড়তে লাগল গুণ্ডাটার দিকে। বাচ্চা ছেলেটাকে বাঁচাতেই হবে। পিছন থেকে পুলিশ দু'জন কিছু বলার চেষ্টা করছে। কুশ কানেই নিল না। পুলিশের সামনে একটা গুণ্ডা মায়ের কোল থেকে বাচ্চাকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ পুলিশ কিছু বলছেই না। এ কেমন দেশ?

পিছনে পুলিশ দৌড়ে আসছে। কুশ ভ্রূক্ষেপ করল না। আরও গতি বাড়িয়ে ও গুণ্ডাটার কাছে পৌঁছে গেল। তারপর ওর চোয়াল লক্ষ্য করে এক ঘুসি চালাল। লোকটা বোধ হয় আশা করেনি, কেউ বাচ্চাটাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে। কুশের ঘুসি খেয়ে রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কুশ ভেবেছিল, লোকটা পালটা আঘাত করবে। কিন্তু-এ কী! তা না করে চোয়ালে হাত বোলাতে বোলাতে হ্যা হ্যা করে হাসছে। বাচ্চাটা চিনে ভাষায় কী যেন বলছে। ওর মা-ও দাঁড়িয়ে পড়েছেন। কুশ কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেল। বাচ্চাটাকে ফিরে পেয়ে ভদ্রমহিলার তো রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ার কথা। তিনিও হাসছেন কেন?

ফুটপাথের উলটো দিক থেকে দশ-বারোজন হইহই করে ছুটে এল। ততক্ষণে পুলিশ দুটোও কুশের কাছে পৌঁছে গেছে। ওরা দু'জনই ক্রুদ্ধ। চিনে ভাষায় কী যেন বলছে। কুশ পাসপোর্ট কথাটা বুঝতে পারল। পুলিশ দুটো ওর পাসপোর্ট দেখতে চাইছে। বুঝতে পারল। পাসপোর্ট তো ওর সঙ্গে নেই। দেখাবে কী করে? কুশ বলল, "পাসপোর্ট ইন হোটেল। নট হিয়ার।"

একটা পুলিশ কুশের হাত ধরেছে। কুশ হাত ছাড়িয়ে নিল। পুলিশটা কী যেন বলছে, ও বুঝতে পারল না। ওকে ঘিরে ছোট্ট একটা ভিড়। অনেকেই হাসছে। কুশ দেখল বিশ্বসার আর মিঃ আরু এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। ওদের কী বোঝানোর চেষ্টা করছেন। তারপর ওঁরা দু'জন হাসতে শুরু করলেন। ওর চারপাশে কী হচ্ছে কুশ ঠিক বুঝতে পারল

BanglaBook.org

না। গুণ্ডার হাত থেকে একটা বাচ্চাকে বাঁচিয়েছে তাতে এত হাসির কী আছে?

ভিড় সরিয়ে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে ইংরেজিতে বললেন, "ছেলেটার সঙ্গে আমি কথা বলব। তোমরা সরে যাও।"

সঙ্গে-সঙ্গে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। কে একজন দৌড়ে গিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে এল। অন্য একজন মাথায় একটা ছাতা ধরল। কুশ বুঝতে পারল, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বড় মানের কেউ হবেন। চেয়ারে বসে ভদ্রলোক বললেন, "হাই, আমার নাম জ্যাকি চেন। তোমার নামটা কী জানতে পারি?"

"সার, মাই নেম ইজ কুশ।"

কে একজন আরেকটা চেয়ার এনে দিয়েছে। কুশকে চেয়ারে বসতে বলে জ্যাকি চেন বললেন, "তুমি কোন দেশ থেকে এসেছ?"

"সার, ইন্ডিয়া।"

"ওহ, ইন্ডিয়া। খুব ভাল। আমি একবার ক্যালকাটা বলে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। মাদার টেরিজাকে দেখতে। বছর দশেক আগে।"

মাদার টেরিজার নাম কুশ শুনেছে। কাগজে ছবিও দেখেছে। ও বলল, "সার, উনি এখন বেঁচে নেই।"

"আমি জানি। ইন্ডিয়াতে তুমি কোথায় থাকো, মুম্বই?"

"না। ক্যালকাটা থেকে একটু দূরে।"

"তোমার তো খুব সাহস! গুণ্ডাটাকে মারতে আসার আগে তোমার ভয় করল না?"

"না সার। আমি ফুটবল খেলি। আমার ভয় কম।"

"আই সি! তুমি ফুটবলার? কোন ক্লাবে খেলো?"

"মুন'স ইলেভেন। আপনি নাম শুনেছেন?"

"কাগজে পড়েছি। আমার খুব ভাল লাগে ফুটবল খেলা দেখতে। হলিউডে একবার পেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। জানো, পেলে কে?"

"হ্যাঁ সার। পেলের নাম কে না জানে?"

"পেলেকে নিয়ে একটা ফিল্‌ম করার খুব ইচ্ছে ছিল আমার। প্রথমে উনি রাজি হলেন। কিন্তু পরে কী কারণে পিছিয়ে গেলেন।"

বিশ্বসার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। জ্যাকি চেনের দিকে খুব মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন। কুশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মিঃ চেন, ইনি আমার কোচ।"

মিঃ চেন হাত বাড়িয়ে দিতেই বিশ্বসার হ্যান্ডশেক করে বললেন, "মিঃ চেন, আমি আপনার অনেক মুভি দেখেছি।"

"ধন্যবাদ। আপনার ছাত্র আমার নাম কোনওদিন শুনেছে বলে মনে হচ্ছে না। আমি বোধ হয় ইন্ডিয়াতে পপুলার নই।"

বিশ্বসার বললেন, "না মিঃ চেন, আপনি খুব পপুলার। আমি দুঃখিত, আমার এই ছেলেটি না বুঝে একটা অপরাধ করে ফেলেছে।"

BanglaBook.org

"আরে, না, না। দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। বলতে পারেন ছেলেটির সাহস দেখে আমি মুগ্ধ।"

কুশ দু'জনের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছে না। ও অবাক হয়ে বিশ্বসারের দিকে তাকাতেই উনি বললেন, "কুশ, এই ভদ্রলোককে চিনতে পারোনি। ইনি বিখ্যাত ফিল্মস্টার জ্যাকি চেন। এই হংকংয়েই এখন থাকেন। রাস্তায় উনি ফিল্মের শুটিং করছিলেন। তুমি মাঝখান থেকে চৌপাট করে দিলে।"

ও, তা হলে সিনেমার শুটিং হচ্ছিল। বাচ্চাটাকে সত্যি-সত্যি কিডন্যাপ করা হচ্ছিল না! পুরো ব্যাপারটা বুঝে ও হেসে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে ও বলল, "আই অ্যাম সরি মিঃ চেন। আমি বুঝতে পারিনি।"

"না, না। তোমার দুঃখিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। আচ্ছা, ধরো, ঘটনাটা যদি সত্যি হত, তুমি কী এইভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়তে? আমি হলে কিন্তু পারতাম না। সিনেমায় এত মারপিট করি। তিনতলা বাড়ি থেকে ঝাঁপ দিই। আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাই। আমার এক ঘুসিতে অনেকে কাত হয়ে যায়। কিন্তু সত্যি কথাটা তোমায় বলি, আমি খুব ভিতু লোক।" যেন গোপন কথা ফাঁস করে দিলেন, কথাগুলো বলেই উনি হা-হা করে হেসে উঠলেন।

হাসি থামিয়ে এবার জ্যাকি চেন হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, "ও কে কুশ! এবার আমাকে কাজ করতে হবে। তোমরা কোথায় যাবে?"

"সার, মংপক স্টেডিয়ামে। আমার প্র্যাকটিস আছে।"

তাই নাকি! মংপক স্টেডিয়াম তো এই বাড়িটার পিছনে। তোমরা হেঁটে গেলে দু'মিনিটও লাগবে না। আচ্ছা, আবার দেখা হবে।"

কথাগুলো বলেই জ্যাকি চেন মাথার টুপিটা খুলে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নাও। এটা তোমাকে দিলাম। এই টুপিটা দেখলে আমার কথা তোমার মনে পড়বে।"

কুশ হাত বাড়িয়ে টুপিটা নিতেই জ্যাকি চেন সঙ্গীদের নিয়ে ফের উলটো দিকের ফুটপাথে চলে গেলেন। বিশ্বসার তখন বললেন, মিঃ আরু, আপনি গাড়ি নিয়ে স্টেডিয়ামে আসুন। আমরা হেঁটে যাচ্ছি।"

সামনেই বিরাট একটা দশতলা বাড়ি। তার পাশ দিয়ে হাঁটার সময় বিশ্বসার বললেন, "কুশ, তুমি সত্যিই জ্যাকি চেনের নাম শোনোনি?"

"না সার।"

"টিভিতে কখনও দ্যাখোনি?"

"আমাদের বাড়িতে টিভি ছিল না সার।"

"তুমি খুব লাকি। ওঁর মতো একজন লোকের কাছ থেকে একটা উপহার পেলে। টুপিটা যত্ন করে রেখে দিও।"

কথা বলতে-বলতে দু'জনে স্টেডিয়ামটা দেখতে পেল। প্রায় তিনটে বাজে। কুশ বোকার মতো রাস্তায় ওই কাণ্ডটা না ঘটালে এতক্ষণ ড্রেসিংরুমে গিয়ে বিশ্রাম নিতে

BanglaBook.org

পারত। আজ একটু দেরি হলেও ফেইফারসার কিছু বলবেন না। কেননা উনি জানেন, কুশ কোথায় গিয়েছিল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে স্টেডিয়ামে পৌঁছে ওরা কাউকে দেখতে পেল না। সাধারণত ওদের ছেলেরা মুন'স ইলেভেনের বাসে আসে। স্টেডিয়ামের বাইরে বাস দাঁড়িয়ে থাকার কথা। কিন্তু বাস নেই।

বিশ্বসার বললেন, "কী ব্যাপার হল, বলো তো কুশ?"

"সার, আমাদের ভুল হয়নি তো? আপনি ঠিক শুনেছেন এখানে প্র্যাকটিস?"

"তাই তো শুনেছি। মিঃ আরুও সেটা বললেন। একবার হোটেলে ফোন করলে ভাল হত। চলো, ভিতরে চলো। একটা ফোন করা যাক।"

বিশ্বসারের সঙ্গে স্টেডিয়ামের ভিতরে ঢুকে কুশ অবাক হয়ে গেল। এত ছোট স্টেডিয়াম! মাত্র সাত-আট হাজার লোক ধরবে। তার বেশি কিছুতেই না। তবে খুব সুন্দর। রঙিন চেয়ার দিয়ে সাজানো। একেবারে ঝকঝক করছে। মাঠটাও দারুণ। তবে ঘাস অন্যরকম। একটু মোটা। গোলপোস্টের পিছনে নেট টাঙানো আছে। তার মানে এখানেই প্র্যাকটিস। না হলে এরা নেট টাঙিয়ে রাখত না। ডাব্‌ল ফ্লাওয়ার ক্লাবটাকে কুশ যত ছোট ভেবেছিল, তত ছোট না। ক্লাবের অফিস ঘরে ঢোকার আগে একটা টেলিফোন দেখতে পেয়ে কুশ বলল, "সার, এই যে এখানে একটা টেলিফোন আছে।"

হংকংয়ে বেশ চমৎকার ব্যবস্থা। সর্বত্রই টেলিফোন বক্স। কয়েন ফেলে পৃথিবীর সব জায়গায় টেলিফোন করা যায়। সুকুমারবাবু সেদিন বলছিলেন, হংকংয়ে কেউ টেলিফোন লাগাতে চাইলে পাঁচটা কোম্পানি দৌড়ে আসে। আধ ঘণ্টার মধ্যে লাইন দিয়ে যায়। কুশের মনে পড়ল, বহরমপুরে কিছুদিন আগে টেলিফোন নিতে চেয়েছিল জামাইবাবু। কিন্তু টেলিফোনের লোকেরা বলেছিল যে এক বছরের আগে পাওয়া যাবে না।

টেলিফোন বক্সে বিশ্বসার কয়েন ফেলার পরই কুশ গুইনোকে দেখতে পেল। তারপর গঞ্জালেসকে। দু'জনেই দরদর করে ঘামছে। ও এগিয়ে গিয়ে বলল, "কী ব্যাপার, তোমাদের এত দেরি হল?"

"রাস্তায় বাস খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা হেঁটে আসছি।"

"মিঃ ফেইফার কোথায়?"

"এসে গেছেন। খুব রেগে আছেন। চলো, আমরা মাঠে নেমে পড়ি।"

ড্রেসিংরুমে ঢুকে কুশ চটপট ড্রেস করে নিল। একে একে সব প্লেয়ার হলঘরে ঢুকছে। সবার মুখ গম্ভীর। তার মানে সবাই বুঝতে পেরে গেছে, মিঃ ফেইফারের মেজাজ ভাল নেই। কুশের মাথায় জ্যাকি চেন-এর টুপিটা দেখে গুইনো জিজ্ঞেস করল, "কুশ তুমি এই টুপিটা কোথায় পেলে?"

"আমাকে মিঃ চেন দিয়েছেন। কেন বলো তো?"

"যাঃ, তুমি বানিয়ে বানিয়ে বলছ।"

"না, আমি সত্যি কথা বলছি।" রাস্তায় আসার সময় যা ঘটেছে, কুশ অল্প কথায় সব বলল।

BanglaBook.org

"ইস, আমার সঙ্গে কেন দেখা হল না? এই টুপিটা আমাকে দেবে?"

"নাও।"

টুপিটা নিয়ে গুইনো বলল, "জ্যাকি চেন আমাদের ওখানে খুব পপুলার। ব্রুস লি মারা যাওয়ার পর আমরা ওর ফিল্ম খুব দেখি।"

আজ নতুন ধরনের জার্সি দেওয়া হচ্ছে সবাইকে। মিঃ চ্যাঙ বলে একজন ডেকে ডেকে সবাইকে জার্সি দিচ্ছেন। পায়ে বুট গলিয়ে নিয়ে কুশ দমবন্ধ করে রাখল। তখনই ওর মনে পড়ল, সকালে ওয়ার্ম আপ করার সময় মিঃ ফেইফার সবাইকে তার পছন্দমতো টিম নিয়ে আসতে বলেছিলেন। এই রে, কুশ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসার জন্য সেই কথা ভুলে গেছে। এখন যদি ফেইফার ওর কাছ থেকে টিম লিস্ট চান, তা হলে কী হবে?

এক দুই তিন করে নম্বর ডেকে মিঃ চ্যাঙ একটা জার্সি তুলে দিচ্ছেন এক-একজনের হাতে। ন' নম্বর জার্সিটা পেল গুইনো। সাধারণত টিমের প্লে মেকারকে ন' নম্বর জার্সিটা দেওয়া হয়। ঠিকই আছে। ও ছাড়া আর কেই বা পেতে পারে? মুন'স ইলেভেনের বেস্ট প্লেয়ার গুইনো।

দশ নম্বর জার্সির জন্য মিঃ চ্যাং ওর নাম ডাকতেই কুশ চমকে উঠল। ও উঠে গিয়ে জার্সিটা হাতে নিতেই কেঁপে উঠল। দশ নম্বর জার্সিটার একটা আলাদা মানে আছে। চিন্ময়সার একদিন বলেছিলেন, "জানিস, দশ নম্বর জার্সি কারা পরে গেছে? পেলে, জিকো, রিভে লিনো...বিশ্বের সব বিখ্যাত প্লেয়ার।" মুন্স ইলেভেনও একদিন সারা বিশ্ব কাঁপিয়ে দেবে। তখন সবাইয়ের চোখ পড়বে দশ নম্বর জার্সিটার দিকে। জার্সিটা পেয়ে কুশ মনে মনে বলল, এর মর্যাদা আমাকে রাখতেই হবে।

জার্সি দেওয়া শেষ হতেই মিঃ ফেইফার ড্রেসিং রুমে ঢুকে বললেন, "গেট রেডি বয়েজ। আজ আমরা পনেরো মিনিট দেরি করে ফেলেছি। চলো, আজ এক ঘণ্টা বাড়তি প্র্যাকটিস করব।"

সওয়া তিনটে থেকে সওয়া সাতটা পর্যন্ত প্র্যাকটিস করেও কেউ ক্লান্ত হল না। স্টেডিয়ামে আলো জ্বলে গেছে। রাতে কোনও স্টেডিয়ামে আলোর মধ্যে কোনওদিন খেলেনি কুশ। এতদিন দিনের আলোতে ম্যাচ খেলেছে। মিঃ ফেইফার বললেন, "কাল আমাদের রাতে খেলা। সেজন্যই আলো জ্বালাতে বলেছি। তোমরা যাতে আলোটা মানিয়ে নিতে পারো তার জন্যই আরও একঘণ্টা গেম প্র্যাকটিস।"

এমনিতে আলোয় কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু মিঃ ফেইফার যখন কর্নার কিক থেকে গোলে হেড প্র্যাকটিস করাচ্ছেন, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে এক-একবার চোখ ধাঁধিয়ে যেতে শুরু করল কুশের। তা হলে তো গোলকিপারের খুব অসুবিধে হবে। কুশ মনে মনে ভাবল, খেলার শেষে একবার এ নিয়ে কথা বলবে মিঃ ফেইফারের সঙ্গে।

গেম প্র্যাকটিসের সময় মিনিট দশেক বাদেই কুশ বুঝে গেল, ফেইফারসার কোন

BanglaBook.org

এগারোজনকে খেলাতে চান। বারবার উনি খেলা থামাতে লাগলেন বাঁশি বাজিয়ে। আর ভুলত্রুটি শুধরে দিতে লাগলেন।

মাঠের পাশেই একটা বোর্ড। সেখানে নানা ধরনের ম্যাগনেটিক খুঁটি লাগানো। খেলা থামিয়ে বারবার বোর্ডের সামনে সবাইকে নিয়ে এসে মিঃ ফেইফার বোঝাতে লাগলেন, কোনদিকে খেলাটা ঘোরানো উচিত ছিল। কোথায় পাস বাড়ালে গোলের কাছে সহজে চলে যাওয়া যেত। কুশকে একবার ডেকে খুব ধমক দিলেন উনি। বললেন, "হাফ টার্ন নেওয়ার পরই তোমার গোলে শট নেওয়া উচিত ছিল।"

সবচেয়ে গালাগাল বেশি খাচ্ছে গঞ্জালেস। মাঝমাঠের ডান দিকে খেলাচ্ছেন ওকে। ওর পিছনেই রেনসেনব্রিঙ্ক। কিন্তু বারবার গঞ্জালেস মিস পাস করছে। রেগে ওকে বসিয়েই দিলেন মিঃ ফেইফার। খেলা অবশ্য থেমে রইল না। ধমক খাওয়ার ভয়ে সবাই ফের উৎসাহে ম্যাচ খেলে যেতে লাগল। কুশের বল নিয়ে খেলতে সবচেয়ে ভাল লাগে। সারাদিন যদি কেউ ওকে খেলে যেতে বলে তা হলেও ও ক্লান্ত হয় না।

গ্যালারিতে বেশ লোক জমে গেছে। কেউ কেউ হাততালিও দিচ্ছে। হঠাৎ মাঝমাঠ থেকে সরে এসে মিঃ ফেইফার কুশকে বললেন, "সাদা চেয়ার যেখানে আছে, সেখানে একটা লোককে তুমি দেখতে পাচ্ছ?"

কুশ তাকিয়ে লোকটাকে দেখতে পেল। হাতে ভিডিও ক্যামেরা। লোকটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে। কুশ বলল, "হ্যাঁ সার, লোকটা ছবি তুলছে।"

"চুপিসারে ওই জায়গাটায় উঠে যাও। তারপর ক্যামেরাটা কেড়ে এনে আমাকে দেবে। সাবধান, লোকটা যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে।"

কুশ বুঝতে পারল না, কেন লোকটার উপর সার রেগে গেলেন। ও জার্সিটা খুলে মাঠে রেখেই লাফিয়ে লাফিয়ে গ্যালারির ধাপ টপকে উপরের দিকে উঠতে লাগল।

৩২

সকাল বেলায় হোটেলে এসে হাজির সুকুমারবাবু। দরজা খুলেই কুশ একটু অবাক। গত দু'দিন সুকুমারবাবুর পাত্তা নেই। হঠাৎ এলেন কেন, ও ঠিক বুঝতে পারল না। বেলা এখন ন'টা। আর ঘণ্টা দেড়েক পরেই ফেইফার সার সবাইকে কনফারেন্স রুমে হাজির হতে বলেছেন। আজ রাতে ডাবল ফ্লাওয়ার ক্লাবের সঙ্গে ম্যাচ। টিম নিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলবেন। কুশ স্নান করে নেওয়ার কথা ভাবছিল। সুকুমারবাবুকে দেখেই ওর মনে হল, কথা বলতে গেলে না আবার দেরি হয়ে যায়।

তবু হাসি হাসি মুখে ও বলল, "আসুন। ভেতরে আসুন।"

ঘরে ঢুকেই সুকুমারবাবু বললেন, "বিশ্ববাবু নেই?"

BanglaBook.org

ঘুম থেকে উঠে বিশ্বসার এয়ারলাইন্সের অফিসে গেছেন। কাল বিকালের ফ্লাইটেই দেশে ফিরে যাবেন। টিকিট কনফার্ম করা দরকার। সে কথা বলতেই সুকুমারবাবু একটু আপসোস করার ভঙ্গিতে বললেন, "এ হে হে। উনি কখন ফিরবেন?"

কুশ বলল, "জানি না।"

সুকুমারবাবুর হাতে একটা টিফিন কেরিয়ার। সেটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "ভাই কুশ, তোমার বউদি কী পাঠিয়েছেন, দেখো। কাল খুব যত্ন করে তৈরি করেছেন।"

কুশ তাড়াতাড়ি টিফিন কেরিয়ারের ঢাকনা খুলে দেখল, পিঠে। দেখেই ওর দিদির কথা মনে পড়ে গেল। বহরমপুরের দিদি খুব সুন্দর পিঠে করতে পারত। শীতের সময় মাঝে মাঝে নলেন গুড়ের পিঠে, মন্দ লাগত না। সঙ্গে সঙ্গে টিফিন কেরিয়ার থেকে তুলে একটা পাটিসাপটা মুখে দিয়ে বলল, "বাঃ, এক্সেলেন্ট।"

হংকংয়ের খাবার ওর ভাল লাগছে না। অলিভ অয়েলে রান্না। সর্ষে তেলের রান্না খেয়ে ওর অভ্যাস। কিন্তু উপায় নেই। বিদেশে মনের মতো খাবার ও পাবে কী করে? তাই পাটিসাপটা ওর অমৃতের মতো মনে হতে লাগল।

সুকুমারবাবু বললেন, "কাল কলকাতা থেকে অনেক লোক এসেছেন। আমার খুব পরিচিত। তোমার বউদি তাদের আজ নেমন্তন্ন করেছেন। রাতের দিকে। তুমি আর বিশ্ব বাবু কি আসতে পারবে?"

"কখন?"

"এই ধরো, রাত ন'টা নাগাদ।"

"আজ তো আমাদের খেলা আছে।"

"ও, হ্যাঁ। আমি ভুলেই গেছিলাম। কাগজে দেখলাম বটে। তা হলে তোমাদের পক্ষে ডিনারে আসা সম্ভব হবে না। খেলা শেষ হতে হতে ন'টা সাড়ে ন'টা হয়ে যাবে। ইস, তোমার প্রথম ম্যাচটা আমার দেখা হবে না।"

কুশ খেতে খেতেই বলল, "কারা এসেছেন কলকাতা থেকে?"

"একদল ফর্মার ফুটবলার। অনেকের নাম হয়তো তুমি শুনে থাকবে। আমি সবাইকে চিনিও না। কালই আলাপ হল ওদের সঙ্গে। এখানে ভেটারেন ফুটবলারদের একটা ক্লাব আছে। তাদের সঙ্গে তিনটে ম্যাচ খেলার জন্য ওরা কলকাতা থেকে এসেছেন। একটু বেড়ানো হল, আবার খেলাও হল।"

"আমাদের ম্যাচটা দেখানোর জন্য আজ রাতে ওদের সংপক স্টেডিয়ামে নিয়ে আসুন না।"

"কথাটা তুমি মন্দ বলোনি। ওদেরও ভাল লাগবে। তবে ওদের অন্য কোনও প্রোগ্রাম আছে কি না জানি না। ওরা ওই হোটেলেই আছেন জানাডুর পিছন দিকে। আমি যাওয়ার সময় কথা বলে যাব।"

BanglaBook.org

কুশ একটু অবাকই হল শুনে। জানাডুর পিছন দিকে ছোট বাংলো টাইপের বাড়ি আছে। সেখানে গেস্টদের রাখা হয় বলে ওর ধারণা ছিল না। ও বলল, "ওরা এই হোটেলেই উঠেছেন? বাঃ। লাঞ্চের আগে গিয়ে একবার তা হলে আমি কথা বলে আসব।"

"তা হলে খুব ভাল হয়।" সুকুমারবাবু উচ্ছ্বসিত। বললেন, "ওঁরাও খুশি হবেন। কাল তোমার কথা আমি ওদের বলেছি। তখন সুভাষ ভৌমিক বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ ছেলেটার নাম কাগজে পড়েছি। এখন এদের সামনে কত সুযোগ। আমাদের সময় আমরা যদি সাহস করে বেরিয়ে পড়তাম, তা হলে আরও উঁচুতে উঠতে পারতাম। কুশ, তুমি নিজে থেকে ওদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে ওরা খুব আনন্দ পাবেন।"

সুকুমারবাবু কথা শেষ করার পরই কুশের ঘরে ঢুকল গুইনো। স্নানটান হয়ে গিয়েছে। বলল, "আমি ব্রেকফাস্ট করতে যাচ্ছি। তুমি যাবে?"

কুশ বলল, "হ্যাঁ যাব।" তার পরই কী মনে হওয়ায় সুকুমারবাবুকে দেখিয়ে ও বলল, "ইনি আমার দেশের লোক। আমার জন্য কেক তৈরি করে এনেছেন। তুমি একটু টেস্ট করে দেখবে?

গুইনো বলল, "নিশ্চয়ই।"

একটা পাটিসাপটা গুইনোর হাতে তুলে দিয়ে কুশ বলল, "খেয়ে দেখো তো, কেমন লাগছে?"

গুইনো পাটিসাপটা মুখে দিয়েই বলল, "বাঃ খুব সুন্দর। দাঁড়াও গঞ্জালেসকে ডেকে আনি। ইন্ডিয়ান কেক। ওকে খাওয়ানো উচিত।"

গুইনো বাইরে বেরিয়ে গঞ্জালেসকে ডেকে আনল। গঞ্জালেস ডেকে আনল রেনসেনবিঙ্ককে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পিঠে নিয়ে সবাই মিলে এমন কাড়াকাড়ি শুরু করল, পুরো টিফিন কেরিয়ার খালি। সবাই সুকুমারবাবুকে ধন্যবাদ জানাতে লাগল। উনি হেসে বললেন, "ইস, পিঠে এদের এত ভাল লাগবে জানলে আরও নিয়ে আসতাম। ঠিক আছে, সামনের রোববার আমি আরও নিয়ে আসব।"

সবাই চলে যাওয়ার পর সুকুমারবাবু বলেন, "কুশ, কাল তুমি এখানকার মঠে গেছিলে?"

প্রশ্নটা শুনে কুশ একটু অবাক হল। সুকুমারবাবু জানলেন কী করে? ও বলল, "হ্যাঁ, কেন বলুন তো?"

"তোমার কথা আমাকে বলছিলেন মঠের মহারাজ। কাল সন্ধেবেলায় ওখানে গেছিলাম। মহারাজ তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন।"

"কী বললেন মহারাজ?"

"বললেন, ছেলেটাকে দেখে মনে হল ট্যালেন্ট আছে। তুমি মাঝে মাঝে মঠে যেও। ওঁর কাছে অনেক সুপরামর্শ পাবে। আজ আমি উঠি। টিফিন কেরিয়ারটা নিয়ে যাচ্ছি। কাল ফের আসব।"

BanglaBook.org

সুকুমারবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর কুশ চট করে স্নান সেরে নিল। তার পর মুন'স ইলেভেনের ট্রাক সুট পরে নীচে নেমে এল। ফেইফার স্যার প্রত্যেককে বলে দিয়েছেন, "তোমরা যখন বাইরে বেরবে, তখন ট্রাক সুট পরে বেরবে। লোকে যাতে জানতে পারে, তোমরা মুন'স ইলেভেনের ছেলে। কাউকে যদি কখনও আমি অন্য পোশাকে দেখি তা হলে জরিমানা করব।"

কুশের ব্রেকফাস্ট করার ইচ্ছে নেই। তিন-চারটে পাটিসাপটা সাবাড় করার পর ওর পেট ভর্তি। কিন্তু গুইনো ওকে ডেকেছে। সে জন্য ও নীচে নেমে এল। আজ বোধ হয় এ দেশে কোনও উৎসব আছে। নীচে লাউঞ্জে নেমেই কুশ তা বুঝতে পারল। রঙিন রাংতা দিয়ে চমৎকার সাজানো হয়েছে চারদিক। ঝলমলে পোশাক পরে অনেক ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে। জানাডুর দিকে ভিড়টা আরও অনেক বেশি। পরে ঘুরে দেখা যাবে ভেবে কুশ ডান পাশের রেস্তোরাঁর দিকে এগোল।

রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই গুইনো হাত নেড়ে কুশতে ডাকল, "হাই কুশ, আমরা এ দিকে। তোমার জন্য জায়গা রেখে দিয়েছি। চলে এসো।"

কুশ গিয়ে গুইনোর পাশে বসল। তার পর বলল, "আজ এখানে কী ফেস্টিভ্যাল আছে, তোমরা কেউ জানো?"

"কাইট ফেস্টিভ্যাল। মিঃ আরু আমাদের বললেন।"

কাইট মানে ঘুড়ি। তার মানে ঘুড়ি ওড়ানোর উৎসব। সঙ্গে সঙ্গে কুশের মনে পড়ল, বহরমপুরেও ওরা শীতের সময় খুব ঘুড়ি ওড়াত। সব থেকে বেশি ঘুড়ি উড়ত সরস্বতী পুজোর দিন। সুমিত বলে ওর এক বন্ধু ছিল। সে খুব ভাল মাঞ্জা দিতে পারত। কাচের গুঁড়ো দিয়ে সুমিত এমন মাঞ্জা বানাত, কেউ ওর ধারেকাছে আসতে পারত না। ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে ও অন্যদের ঘুড়ি কাটত। এই ঘুড়ি ওড়ানো নিয়ে সইদাবাদের ছেলেদের সঙ্গে একবার ওদের মারপিট হয়েছিল। চিন্ময়সার খুব রেগে গেছিলেন। সে কথা মনে পড়তেই কুশ মনে মনে হাসল।

রেস্তোরাঁয় সব বুফে সিস্টেম। টেবলে টেবলে সব খাবার সাজানো আছে। নিজেকে সব নিয়ে আসতে হয়। কুশ বসে আছে দেখে কিছুক্ষণ পর গুইনো বলল, "তুমি কিছু খাবে না?"

কুশ বলল, "আমার ইচ্ছে নেই।"

"আমারও। চলো, আমরা ভিক্টোরিয়া হারবারের দিকে ঘুরে আসি।"

"চলো তা হলে।"

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসার সময় গুইনো হঠাৎ বলল, "তুমি কি আজ বি বি সি-র স্পোর্টস নিউজ দেখেছ?"

"না। কেন বলো তো?"

"আর্জেন্টিনা কাল পর্তুগালকে এক গোলে হারিয়েছে।"

BanglaBook.org

"ফ্রেন্ডলি ম্যাচ ছিল বুঝি?"

"হ্যাঁ। তবে আমাদের টিম ভাল খেলেনি। ওয়ার্ল্ড কাপে কী হবে কে জানে?" কুশ জানে, কী বললে গুইনো খুশি হবে। তাই বলল, "দেখো, তোমাদের টিমই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান হবে। আর্জেন্তিনাই ফেভারিট।"

"হওয়া উচিত। কিন্তু কী জানো। সব সময় ফেভারিট টিম চ্যাম্পিয়ন হয় না। এবার যদি আমাদের টিম চ্যাম্পিয়ন না হয়, তা হলে খুব খারাপ হবে। আমাদের দেশের অবস্থা তো ভাল নয়।"

কথা বলতে বলতে ওরা দু'জন জানাডুর কাছে পৌঁছল। হোটেলের গেট দিয়ে বাইরে বেরতেই কুশ অবাক হয়ে গেল। সামনে সমুদ্রের ধারে প্রচুর লোক হাজির। আকাশে অদ্ভুত ধরনের সব ঘুড়ি উড়ছে। একেকটা বিরাট সাইজের। কোনওটা দেখতে ড্রাগনের মতো। কোনওটা সাপ। কোনও ঘুড়িকে মনে হচ্ছে এক তলা বাড়ি। বহরমপুরে ওরা ছোট ছোট ঘুড়ি ওড়াত। না, এখানে ঘুড়ি উৎসব সত্যিই দেখার মতো।

ভিক্টোরিয়া হারবারে সমুদ্র খুব বেশি দূরে না। একেকটা ঘুড়ি কেটে যাওয়ার পর তা সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ছে। নিশ্চয় ঘুড়িগুলোর প্রচুর দাম। ইস, এ রকম দু'তিনটে ঘুড়ি বহরমপুরে নিয়ে যেতে পারলে সবাইকে অবাক করে দেওয়া যেত। স্কোয়ার ফিল্ডে দাঁড়িয়ে ঘুড়ি ওড়ালে গোরাবাজার থেকে খাগড়া— সব জায়গার লোক এসে হাজির হত। কিন্তু এত বড় ঘুড়ি কি নিয়ে যাওয়া সম্ভব?

সি বিচ-এ প্রচুর গোল গোল ছাতা। তার তলায় এক-একদল লোক। ঘুড়ি আর সুতো কাছ থেকে দেখার জন্য কুশ একটা ছাতার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আর তখনই ও জ্যাকি চেন-কে দেখে অবাক হয়ে গেল। অত বড় একজন ফিল্ম আর্টিস্ট। খালি গা, হাফ প্যান্ট পরে চেয়ারে বসে আছেন। নীচে বালির উপর একটা কার্পেটের মতো বিছানো। তার উপর পেল্লাই দু'তিনটে লাটাই। ভাঁজ করা কয়েক ডজন ঘুড়ি। চেন-এর চোখে সানগ্লাস। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে উনি বললেন, "হাই, তুমি এখানে?" কুশ হাসিমুখে বলল, "আপনি আমায় চিনতে পেরেছেন?" চেন বললেন, "তোমাকে চিনতে পারব না মানে? সেদিন তুমি যা সাহস দেখিয়েছিলে, সারা জীবন আমার মনে থাকবে।"

কাল গুইনোকে যখন কুশ জ্যাকি চেন-এর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বলেছিল, তখন ও লাফিয়ে উঠেছিল। গুইনোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য কুশ বলল, "এ আমার বন্ধু গুইনো দিয়াজ। আর্জেন্তিনার ছেলে। এ একদিন মারাদোনার থেকেও বেশি নাম করবে। আপনার খুব ভক্ত।"

"তাই নাকি? বাঃ। বসো, এখানে বসো। তোমরা ঘুড়ি ওড়াতে পারো?"

"পারি। তবে এত বড় ঘুড়ি কখনও ওড়াইনি। আপনি ঘুড়ি ওড়াতে ভালবাসেন বুঝি?"

"হ্যাঁ। সকাল থেকে ওড়াচ্ছি। খুব টায়ার্ড হয়ে গেছি।"

BanglaBook.org

"আপনার সঙ্গে লোকজন নেই?"

"না। বলতে গেলে আমি একাই এসেছি। সঙ্গে একজন মাত্র বডি গার্ড আছে। একটু পরে লোকজনের ভিড় আরও বাড়বে। এই বার আমি পালাব।"

"আপনি প্রতিবার আসেন?"

"হংকংয়ে থাকলে আসি। কাইট ফেস্টিভ্যাল আমি খুব এনজয় করি। যাক গে তোমরা কী খাবে বলো।"

"কিছু না মিঃ চেন। আমরা এইমাত্র ব্রেকফাস্ট করে এলাম।"

"তা হলে? ঘুড়ি ওড়ানোর ইচ্ছে আছে? বলো। আমার কাছে এখনও অনেক ঘুড়ি আছে।

এইসময় গুইনো বলল, "না মিঃ চেন, আমাদের টিমের একটা মিটিং আছে। এই আর মিনিট পনেরো পর। আজ রাতে, মংপক স্টেডিয়ামে আমাদের একটা ম্যাচ আছে। আপনি যদি দেখতে আসেন, আমরা খুব আনন্দ পাব।"

"মানে ফুটবল ম্যাচ? ইস, বোধহয় সম্ভব হবে না। আজই আমার ম্যাকাও যাওয়ার কথা। তোমাদের পরের ম্যাচ অবশ্যই আমি দেখতে আসব।"

মিটিংয়ের কথা মনে পড়তেই কুশের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সময় আর বিশেষ নেই। ঘুড়ি দেখতে গিয়ে ও মিটিংয়ের কথা প্রায় ভুলেই গেছিল। ভাগ্যিস গুইনোর মনে ছিল। ও বলল, "চলো, আর দেরি করা ঠিক হবে না।"

দু'পা এগোতেই বাধা। জানাডুর দিকে দু'দল ঘুড়ি উড়িয়েদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেছে। লোকজন এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে। গুইনো ওর হাত ধরে টানল। বলল, "কুশ, আমি ওদিক দিয়ে যাব না। চলো, আমরা সি বিচ-এর দিকে সরে যাই।" গুইনোর বোধহয় মারপিট দেখার অভ্যাস নেই। ও এত ভীতু, কুশ আগে বুঝতে পারেনি। তাই হেসে বলল, "তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? এসো আমার সঙ্গে এসো।"

একটা লোককে বালির উপর ফেলে দু'তিনজন মারছে। লোকটা সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। কুশের ইচ্ছে হল, দৌড়ে গিয়ে লোকটাকে বাঁচায়। কিন্তু মিঃ ফেইফারের মুখ মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও পাশ কাটাল। কী দরকার ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার? মিটিংয়ে ওকে দেখতে না পেলে মিঃ ফেইফার চটে যাবেন। এমনও হতে পারে, আজকে ম্যাচ থেকে বাদও দিয়ে দিতে পারেন। মারপিট থামানোর জন্য হোটেলের সিকিউরিটি আছে। হংকংয়ের পুলিশ আছে।

পাশ কাটিয়ে ওরা জানাডুর ভেতর ঢুকে পড়ল। কুশ ঘড়ি পরে আসতে ভুলে গেছে। মিটিংয়ের আরম্ভ হওয়ার আর মিনিট বারো বাকি আছে। কনফারেন্স রুমের দিকে পা বাড়ানোর জন্য এগোতেই ও পিছন থেকে শুনতে পেল, "এই শোন, তোমার নামই তো কুশ সেনগুপ্ত, তাই না?"

BanglaBook.org

কুশ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, এক ভদ্রলোক ওকেই কথাটা বলছেন। উত্তর না দিয়ে চলে যাওয়াটা অভদ্রতা হবে। তাই দাঁড়িয়ে ও বলল, "হ্যাঁ। আপনি?"

"আমি শান্ত মিত্র। এক সময়ে ফুটবল খেলতাম। তোমার কথা কাল সুকুমারবাবু আমাদের বলছিলেন।"

"আমাকেও উনি আপনাদের কথা বলেছেন। কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?"

"কেন? তোমার ট্রাকসুটের পিছনেই তো তোমার নাম লেখা আছে। দাঁড়াও, তোমাকে আমরা খুঁজছিলাম। আমাদের অনেকেই তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।" বলেই শান্ত মিত্র হাঁক পাড়লেন, "এই ব্যানার্জিদা। এদিকে আসুন। কুশ ছেলেটাকে পাওয়া গেছে।"

ব্যানার্জিদা বলে ভদ্রলোক হাঁসফাস করতে করতে হাজির হলেন। ফর্সা গোলগাল চেহারা। এখন দেখলে কেউ বলবেও না, একটা সময় উনি ফুটবল খেলতেন। মনে হয়, ফুটবল ছেড়ে দেওয়ার পর আর ব্যায়াম-ট্যায়াম করেননি। তাই ভুঁড়ি হয়ে গেছে। কাছে এসে ব্যানার্জিদা বললেন, "আরে, এইডা কারে দেহি। য্যান চেনা চেনা লাগে। এক্কেরে মায়ের মুখ বসাইয়া দিসে। হ্যারে, তর মায়ের নামডা কী স্বাতী।" কুশ অবাক হয়ে বলল, "হ্যাঁ। আপনি চেনেন নাকি আমার মাকে?" "চিনি না মানে? ভাল কইর‍্যা চিনি। তর বাবা ছিল আমাগো টিমের ক্যাপ্টেন। ইউনিভার্সিটি টিমের। তর বাবা আর মা তখন থাকত বেলভেডিয়ারে একটা ফ্ল্যাটে। তখন তগো বাড়িতে আড্ডা মারতে যাইতাম। আমার খুড়াত ভাইয়ের সঙ্গে রঞ্জুর বিয়া হইসে। সে হইল গিয়া তর মায়ের বুজম ফ্রেন্ড।"

ব্যানার্জিদার আশপাশে সমবয়সী আরও তিন-চারজন। একজন জিজ্ঞেস করলেন, "কে ক্যাপ্টেন ব্যানার্জিদা?"

"আরে আমাগো লগে খেলত। এই পোলাডা এক্কেরে হের হাইটডা পাইসে রে। দারুণ প্লেয়ার ছিল রে তর বাবা। জাহাজে চাকরি পাইয়া ফুটবল ছাইড়া দিল। নামটা ভুইলা যাইতাছি। ক'না। কী নামডা ছিল?"

"আমার বাবার নাম? কুশেশ্বর সেনগুপ্ত।"

"হ মনে পড়ছে। আমরা হগলে ক্যাপ্টেন বইল্যা ডাকতাম। তা, তর মা নাই, আমি হুনছি। আমারে রঞ্জু কইল, তুই হংকংয়ে আছস।"

"আপনি রঞ্জু মাসিকেও চেনেন?"

"চিনুম না ক্যান? আমাগো চেতলার বাড়ির পাশেই তো রঞ্জুগো বাড়ি ছিল। তর বাবার বিয়া তো আমরাই দিসি।" বলেই হা হা করে হেসে উঠলেন ব্যানার্জিদা। কুশের দেরি হয়ে যাচ্ছে। ও বলল, "আমার বাবা এখন কোথায় আছেন আপনি জানেন?"

"না, হেইডা কইতে পারুম না। খুব স্যাড কেস। ক্যাপ্টেন হঠাৎ উধাও হইয়া গেল। হুনছি, জাহাজে একটা ঝামেলায় পড়ছিল। তার পর আর কোনও খবর পাই নাই। বাবা, আমি ওয়ান জিরো টু ফাইভে আছি। পরে একবার আমার কাছে আসিস। তরে দেইখ্যা ভাল লাগল।"

BanglaBook.org

কুশ শান্ত মিত্রর দিকে তাকিয়ে বলল, "সার, আজ আমাদের একটা ম্যাচ আছে মংপক স্টেডিয়ামে। আপনারা যদি ম্যাচটা দেখতে আসেন, খুব খুশি হব।"

শান্ত মিত্র বললেন, "সুকুমারবাবু আমাদের নিয়ে যাবেন। নিশ্চয়ই যাব। কলকাতায় পিনাকী একদিন তোমার কথা বলছিল। তোমার খেলা দেখার প্রচণ্ড ইচ্ছে আমাদের সবার।"

কুশ তখন ব্যানার্জিদাকে বলল, "আমাদের টিম মিটিং আছে এখন। আমাকে যেতে হবে। লাঞ্চের পর আমি আপনার কাছে যাব।"

ব্যানার্জিদা মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "অবশ্যই আসবা। তোমার বাবারে আমরা হগলে ভালবাসতাম। আশীর্বাদ করি, বড় হও বাবা।"

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে কুশ কনফারেন্স রুমে এসে ঢুকল। প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। মিঃ ফেইফার অন্য দিকের দরজা দিয়ে এসে ঢুকলেন ঘরে। কুশ দেখল ঘরে সব ফুটবলারই হাজির। কিন্তু বিশ্বসার নেই। সারকে না দেখে ওর ভ্রূ কুঁচকে গেল। সেই সকালে সার বেরিয়ে গেছেন। এতক্ষণ কী করছেন এয়ারলাইন্সের অফিসে?

ঘরে একেবারে পিন ড্রপ সাইলেন্স। কুশ আশেপাশে তাকিয়ে দেখল প্রত্যেকেই খুব টেনশনে। মুন'স ইলেভেনের প্রথম ম্যাচ। প্রত্যেকেই প্রথম এগারো জনের মধ্যে থাকতে চায়। যে বাদ যাবে, মনে মনে হতাশ হবে। হঠাৎই চিন্ময়সারের কথা মনে পড়ল কুশের। "কখনও হতাশ হবি না। তুই জানবি, সুযোগ আসবেই।" কথাটা ওর বারবার মনে পড়ত ঢাকায়। বাড্ডা জাগরণীতে খেলার সময়। মনের জোর ও তখন হারায়নি। তাই প্রথম সুযোগটা পাওয়ার পরই ও ফাটিয়ে দিয়েছিল।

ফেইফার সার প্রথমে অনেকক্ষণ ধরে বোঝালেন, ডাবল ফ্লাওয়ার ক্লাব কী ধরনের ফুটবল খেলে। তার পর বললেন, "আমাদের টিম কেমন খেলবে, সে সম্পর্কে সবার প্রচণ্ড কৌতূহল। তোমরা কালই দেখেছ, তোমাদের প্র্যাকটিস ভিডিয়ো ক্যামেরায় ধরে রাখার জন্য ডাবল ফ্লাওয়ার ক্লাবের কোচ একজন ফটোগ্রাফারকেও পাঠিয়েছিলেন। কেন জানো? তোমাদের প্রত্যেকের ভাল-মন্দ খুঁটিয়ে দেখার জন্য। ক্লিপিংস দেখে উনি একটা আইডিয়া পেতেন তোমাদের কার কী দোষ-ত্রুটি আছে। সেটা দেখে আজ উনি সেভাবে প্লেয়ারদের নির্দেশ দিতেন। আমার চোখে পড়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। থ্যাঙ্কস টু কুশ। ও ফটোগ্রাফারকে ধরে না ফেললে, আমি ক্যাসেটটা নষ্ট করে দিতে পারতাম না।"

কুশের মনে পড়ল, কাল কী হেনস্থাই না হয়েছিলেন ওই ফটোগ্রাফার পাইরেসি করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে হাসিও পেল। ফটোগ্রাফার লোকটাকে প্রচণ্ড ভয় দেখিয়ে ফেইফার সার শেষে বলেছিলেন, "তোমাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি, যদি তুমি ডাবল ফ্লাওয়ারের কোনও ম্যাচের ক্যাসেট এনে দিতে পারো। যতক্ষণ না আনবে, তোমার ক্যামেরা ফেরত পাবে না।" লোকটা একটা নয়, তিনটে ম্যাচের ক্যাসেট নিয়ে এসে তার পর ক্যামেরা ফেরত নিয়ে যায়।

BanglaBook.org

ফেইফার সার একটা ম্যাচের ক্যাসেট দেখালেন। তার পর প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিলেন, ওরা কী সিস্টেমে খেলে। পাশেই একটা প্লাস্টিকের বোর্ড। সেখানে তির চিহ্ন দিয়ে সার বুঝিয়ে দিচ্ছেন। পুরো খেলাটা সহজ লাগছে। ডাবল ফ্লাওয়ার ক্লাবে তিনজন বিদেশি খেলেন। একজন চিনের, আর দু'জন অস্ট্রেলিয়ার। তাঁদের দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে সার বললেন, "এবার তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করবার থাকলে করতে পারো।"

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ক্লাস চলার পর ফেইফার সার বললেন, "এখনই আমি ফার্স্ট ইলেভেনের নাম জানাচ্ছি না। আজ ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আঠারো জনকে আমরা নামাতে পারব। ওদের সঙ্গে সে রকমই কথা হয়েছে। তাই আমি ঠিক করেছি, খেলার আগে প্রথম এগারো জনের নাম জানাব।"

মিটিং শেষ হল প্রায় একটার সময়। অনেকে সরাসরি লাঞ্চ করতে চলে গেল। কুশের খিদে নেই। পাটিসাপটা খেয়ে পেট এখনও ভর্তি। উপরে ওঠার সময় ও একবার ভাবলও ওয়ান জিরো টু ফাইভে চলে যায়। ব্যানার্জিদার ঘরে গিয়ে বাবার কথা আরও শোনে। কিন্তু কী ভেবে ও নিজের ঘরে চলে এল। বিশ্বসার ঘরে ফিরেছেন কি না আগে তা দেখা দরকার।

তালা খুলে ঘরে ঢোকা মাত্রই কুশের বুকটা ধক করে উঠল। প্রথমেই ওর টেবলের দিকে চোখ গেল। আলা নেই। বহরমপুর থেকে বেরনোর পর এই প্রথম ও কোনও ফুটবল ম্যাচ খেলতে নামবে, যখন ওর কাছে মরা তারাটা নেই। দরজা বন্ধ করে ও ডিভানের উপর এসে বসল। উধাও হওয়ার আগের দিন স্বপ্নে আলা বলেছিল, "আমি সব সময় তোমার পাশেই থাকব। কোনও দিন যদি দরকার হয়, আমাকে মনে মনে ডেকো।" না, কুশের এখন এমন কোনও দরকার পড়েনি, যে আলা-কে ডাকতে হবে।

৩৩

লকেটটা হাতে নিয়ে কুশ অনেকক্ষণ বসে রইল। ওর ইচ্ছে করল, তখনই উঠে গিয়ে ও মঠে চলে যায়। গিয়ে মহারাজের কাছে জিজ্ঞেস করে মায়ের এই ছবিটা আপনি পেলেন কোথায়? আপনি কি আমার মা আর বাবাকে চিনতেন? আপনি কি জানেন আমার বাবা এখন কোথায়?

ওকে বসে থাকতে দেখে বিশ্বস্যার বললেন, "কী হল কুশ?"

"স্যার, এই লকেটে...এই লকেটের ভেতর আমার মায়ের ছবি আছে। মনে হয় আমার বাবারও।"

"কই দেখি।"

BanglaBook.org

কুশ লকেটটা এগিয়ে দিতেই বিশ্বস্যার ছবিটা দেখে বললেন, "আশ্চর্য! এই লকেটটা উনি তোমায় দিয়েছেন...তার মানে উনি জানেন, তুমি কে।"

"আমার তাই মনে হচ্ছে স্যার।"

"কাল যখন আমরা ওঁর কাছে গেছিলাম, তোমার মনে আছে উনি তখন বলেছিলেন, উনি বহরমপুরের লোক? তার মানে, উনি তোমার বাবা আর মাকে ভালমতো চিনতেন। কিন্তু একটা কথা, উনি যতই তোমার বাবা-মায়ের পরিচিত হোন, এই লকেট পাবেন কী করে?"

"স্যার, আপনার কি মনে হয়, উনি আমাদের রিলেটিভ?"

"সেটা তোমার জানার কথা। আচ্ছা, বহরমপুরে তোমার বাবার তরফে আর কেউ থাকতেন?"

"মনে হয় না স্যার। থাকলে কোনও-না-কোনওদিন আমাদের বাড়িতে আসতেন। একটু বড় হওয়ার পর থেকে আমি শুধু আমার মা আর দিদিকেই দেখেছি।"

"আই সি। তা হলে তো একটা প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যাচ্ছে কুশ। কাল মহারাজ বললেন, উনি শেষবার বহরমপুরে গেছিলেন পনেরো ষোলো বছর আগে। এত দিন ধরে উনি একটা লকেট যত্ন করে রেখে দিয়েছেন কী কারণে, এটা ভাবতেই খুব অবাক লাগছে। উনি যদি তোমার ক্লোজ রিলেটিভই হন, তা হলে কাল পরিচয়ই বা দিলেন না কেন? অবশ্য সন্ন্যাসীরা পূর্বজন্মের কোনও কিছু মনে রাখতে চান না। তুমি জানতে চাইলেও হয়তো উনি বলতেন না।"

"স্যার, ওঁর কাছে এখন যাওয়া যাবে?"

প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে গেলেন বিশ্বস্যার, "এখন যাবে? মিঃ ফেইফার কিন্তু এখন সবাইকে বিশ্রাম নিতে বলেছেন।"

"আমাদের কখন মঠে যেতে হবে স্যার?"

"সন্ধে ছ'টায়। অনেক টাইম আছে। মঠে গিয়ে তুমি অবশ্য ফিরে আসতে পারো। কিন্তু কেউ যদি তোমাকে হোটেলের বাইরে দেখে ফেলে তা হলে মুশকিল।"

"স্যার, আমার মনটা খুব ছটফট করছে।"

"স্বাভাবিক। কিন্তু আমার পরামর্শ যদি নাও, তা হলে আমি বলব, এখন তোমার না যাওয়াই ভাল। মহারাজ আজ ম্যাচটা দেখতে আসবেন। ম্যাচের পর না হয় ওঁকে জিজ্ঞেস করে নিও তোমার বাবার সম্পর্কে। কয়েক ঘণ্টার তো ব্যাপার। মনে হয়, এখন তোমার রেস্ট নেওয়াই সমীচীন হবে।"

কথাটা বলেই বিশ্বস্যার বাথরুমে ঢুকে গেলেন। কুশ পোশাক বদলে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। বিশ্বস্যার ঠিক কথাই বলেছেন। মিঃ ফেইফার ম্যাচের আগে এই সময়টায় রিল্যাক্স করতে বলেছেন। একেবারে শরীর আলগা করে শুয়ে থাকা উচিত। চিন্ময়স্যার,

BanglaBook.org

যাকে শবাসন বলতেন। কয়েক মিনিট এইভাবে থাকার পর ম্যাচ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে। নানা পরিস্থিতির কথা ভাবতে হবে। মনে মনে বারবার ডাবল ফ্লাওয়ারের স্টপারদের ড্রিবল করতে হবে। গোলে শট নিতে হবে। তা হলেই আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

বিশ্বের সেরা স্পোর্টসম্যানরা নাকি এটাই করেন ফেইফারস্যার সেদিন ক্লাসে কার্ল লুইসের উদাহরণ দিয়েছিলেন। একশো মিটার স্প্রিন্টে নামার আগে নাকি লুইস একেবারে আলাদা আলাদা একটা ঘরে চলে যেতেন। তারপর চোখ বন্ধ করে বারবার মনে মনে দৌড়তেন। প্রতিটা স্ট্রাইড নিয়ে ভাবতেন। দৌড়ের আগে এইভাবেই উনি নিজেকে প্রস্তুত করতেন। আর মনে মনে বেন জনসনকে হারিয়ে দিতেন।

বিছানায় শুয়ে সিচুয়েশন ভাবতে গিয়ে কুশ বারবার সমস্যায় পড়তে লাগল। যতবারই ও মংপক স্টেডিয়ামের কথা ভাবছে, ততবারই ওর লকেট আর মহারাজের কথা মনে পড়তে লাগল। কিছুতেই ও মনঃসংযোগ করতে পারল না। বহরমপুরে মায়ের কাছে ও মাত্র একবারই বাবার ছবি দেখেছিল। জাহাজে ডেকের উপর তোলা মা আর বাবার একটা ছবি। মা বলেছিলেন, এডেন থেকে ফেরার সময় নাকি বাবার কোন এক বন্ধু ছবিটা তুলে দেন। মা মারা যাওয়ার পর সেই ছবিটা আর খুঁজে পায়নি কুশ।

অথচ সৈদাবাদের বাড়িতে ও সেই সময় তন্নতন্ন করে খুঁজেছিল।

বহুদিন পরে মায়ের ছবিটা দেখে ওর মন খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। হংকংয়ে এই রাজসিক হোটেলের দামি বিছানায় শুয়ে ও বারবার চলে যেতে লাগল সৈদাবাদের বাড়িতে। সেই ছেঁড়া তোশক, চিটচিটে বালিশ, ময়লা চাদর। মায়ের কোলের কাছে গুটি মেরে শুয়েই ও ঘুমিয়ে পড়ত। মা চাকরিটা জোগাড় করার পর ওদের অবস্থার অবশ্য সামান্য উন্নতি হয়েছিল। মা মারা যাওয়ার পর দিদির শ্বশুরবাড়ির চিলেকোঠায় থাকা, দিদির অপত্যস্নেহের কথা ওর মনে পড়তে লাগল।

স্কুলের হয়ে খেলতে গিয়ে রঞ্জুমাসির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই ওর জীবনটা কেমন যেন বদলে গেল। নাকি বালুরঘাটে আকাশ থেকে পড়া তারাটা পাওয়ার পর থেকে? দুটোই ঠিক। রঞ্জুমাসির সঙ্গে দেখা না হলে ও কলকাতায় যাওয়ার সুযোগ পেত না। মোহনবাগান মাঠে মিঃ ফেইফারের চোখেও পড়ত না। আবার আলা-কে না পেলে ওর আত্মবিশ্বাসও বাড়ত না।

বাথরুমে দরজায় খুট করে একটা শব্দ হল। কুশ চোখ মেলে দেখল, বিশ্বস্যার তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন। চোখাচোখি হতেই বললেন, "একটা কাজ করতে পারো কুশ। তোমার রঞ্জুমাসিকে লকেট পাওয়ার কথা জানাতে পারো। তোমারে পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। হয়তো এমন অনেক কিছু জানেন, যেটা তুমি জানো না।"

স্নান করতে করতে তা হলে বিশ্বস্যার ওর কথাই এতক্ষণ ভাবছিলেন। কুশ উঠে বসে বলল, "রঞ্জুমাসিকে এখান থেকে ফোন করা যাবে?"

BanglaBook.org

"কেন যাবে না? ফোনটা তুলে একবার অপারেটরকে নাম্বারটা বলো, তা হলে ধরিয়ে দেবে।"

এতদিন হংকংয়ে এসেছে। কুশ কোনওদিন কলকাতায় ফোন করেনি। কলকাতা থেকে রঞ্জুমাসিরাই ফোন করেছেন। ও উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে অপারেটরকে নাম্বারটা দিল। তারপর বিশ্বস্যারকে বলল, "স্যার, রঞ্জুমাসি সম্ভবত এখন স্কুলে। মনে হয় বাড়িতে পাওয়া যাবে না।"

বিশ্বস্যার হাসতে হাসতে বললেন, "লকেটটা দেখার পর থেকে তুমি এমন এক্সাইটেড হয়ে গেছ যে, তোমার মনে নেই আজ রোববার। কলকাতায় স্কুল বন্ধ।"

কুশ কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। কুশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমি হংকং থেকে কুশ বলছি।"

ও প্রান্তে তিতলির গলা, "বলো কুশ, তুমি কেমন আছ? হঠাৎ ফোন করলে?"

"আমি ভালো আছি। তুমি একটু রঞ্জুমাসিকে ফোনটা দেবে?"

"কেন, আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার ভালো লাগছে না?"

"তিতলি ঠাট্টা কোরো না। দরকারি কথা আছে। তুমি আন্টিকে দাও। তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব।"

"আন্টি এখন বাড়িতে নেই। আদ্যাপীঠে গেছেন। তোমার জন্য। তোমার আজ খেলা আছে না? এখানকার কাগজে তোমাদের খেলার কথা পিনাকীদা বড় করে লিখেছেন। সেটা পড়েই আন্টি আজ আদ্যাপীঠে পুজো দিতে গেলেন, তুমি যাতে ভালো খেলতে পারো সেজন্য।"

"কখন ফিরবে জানো?"

"ফেরার সময় হয়ে গেছে। কেন, ফিরলে তোমাকে ফোন করতে বলব?"

কী ভেবে কুশ বলল, "না, তার দরকার নেই রাতে ম্যাচ খেলে হোটেলে ফেরার পর আমিই না হয় ফোন করে নেব। তোমরা সব ভালো?"

"হ্যাঁ। বাংলাদেশে গেছিলাম। একটা টুর্নামেন্ট খেলে এলাম। বাব্বা ওখানে দেখলাম, তোমাকে সবাই চেনে। খুব ফেমাস হয়ে গেছ।"

বেশি কথা বললে ফোনের বিল বাড়তেই থাকবে। সেজন্য কুশ বলল, "তিতলি এখন ছাড়ছি। রাতে তুমি থেকো। তখন কথা হবে।"

"আজ ভালো করে খেলো কিন্তু। বাই।"

ফোনে কথাবার্তা বিশ্বস্যার সবই শুনতে পেয়েছেন। রিসিভারটা ক্রেডলে রাখতেই বললেন, "যাই, আমি লাঞ্চ করে আসি। তুমি ততক্ষণ রেস্ট নাও। লকেটটার কথা আর মাথায় রেখো না কুশ। এখন ম্যাচের কথা ভাবো।"

কুশ বলল, "ঠিক আছে স্যার।"

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বিশ্বস্যার ফের দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর কিছুটা ইতস্তত

BanglaBook.org

করেই বললেন, "আজ কিন্তু তোমার ফুটবল জীবনের সব থেকে ইম্পর্ট্যান্ট ম্যাচ কুশ। কথাটা মাথায় রেখো। শুনলাম মিঃ মুন আজ খেলা দেখতে আসবেন। খেলার পর জানাডুর রেস্তোরাঁয় তোমাদের জন্য ডিনার পার্টি ব্যবস্থাও করেছেন। উনি তোমাদের সারপ্রাইজ দিতে চান।"

"কী সারপ্রাইজ স্যার?"

"সেটা বলতে পারব না। মিঃ আরু আমায় তখন বলছিলেন ছেলেরা যদি জেতে তা হলে আজকের সন্ধেটা ওদের খুব সুন্দর কাটবে। এটুকু বলেই উনি চেপে গেলেন। আর কিছু জানি না।"

রাতে মংপুক স্টেডিয়ামে ম্যাচটা জিতল কুশরা। আট শূন্য গোলে। হ্যাটট্রিক করার পর যখন চার-পাঁচজন ওর উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন কুশ আকাশের দিকে চিৎকার করে বলল, "স্যার, আমি পেরেছি।" ফ্লাড লাইটের জন্য আকাশটাকে ও দেখতে পাচ্ছিল না। ওপরে গাঢ় অন্ধকার। তবুও ওর মনে হল, কথাটা শুনে চিন্ময়স্যার যেন বললেন, "আমি জানতাম তুই পারবি।"

চিন্ময়স্যার বলতেন, "ভালো প্লেয়ার পাশে পড়লে, দেখবি তোর খেলাটা এমনিতেই খুলে যাবে। তোর যেসব গুণ চাপা পড়ে আছে, তা আপনা থেকেই বেরিয়ে আসবে। মাঠে এমন কিছু তুই করতে থাকবি, যা আগে কখনও করিসনি। সেগুলো করার পর তুই নিজেই অবাক হয়ে যাবি। আরে আমিও তা হলে পারি?"

চিন্ময়স্যারের কথাগুলো শুনতে-শুনতে সেদিন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল কুশের। ও বলেছিল, "এটা কেন হয় স্যার?"

"এখন বুঝতে পারবি না। তবুও তোকে বলি, এই যে টিভিতে বড়-বড় ফুটবলারদের খেলা দেখার সুযোগ তোরা পাচ্ছিস, চোখে দেখার পর সেই খেলা তোদের মস্তিষ্কের কোষে সেটা ছাপিয়ে রেখে যাচ্ছে। সেই খেলাটাই এক-একসময় তোর অজান্তে বেরিয়ে আসবে।"

চিন্ময়স্যার সেদিন ঠিক বলেছিলেন। আজ খেলার দশ মিনিটের মাথায় প্রথম গোলটা করার আগে ও পায়ের ফাঁক দিয়ে এমন একটা ড্রিবল করল, যা আগে কখনও করেনি। বহুদিন আগেকার একটা ক্যাসেটে খেলা দেখার সময় ওই ড্রিবলটা জোহান ক্রুয়েফকে কুশ করতে দেখেছিল। গোল করার পর ও যখন দৌড়তে দৌড়তে গুইনোর দিকে যাচ্ছে, সেই সময় ডাবল ফ্লাওয়ারের অস্ট্রেলিয়ান স্টপারের মুখটা ওর একবার চোখে পড়েছিল। শুধু বিস্ময় নয়, সেই মুখে হতমান হওয়ারও চিহ্ন।

তেইশ মিনিটের সময় দ্বিতীয় গোল। রেনসেনব্রিঙ্কের লব, কুশ বাইসাইকেল কিক করে। জমি ছেড়ে ওঠার সময় গ্যালারির চিৎকার শুনে তখন ওর কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। গোলের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ও দেখে গোলকিপার বল কুড়িয়ে আনার ফাঁকে গালাগাল দিচ্ছে ডিফেন্ডারদের। তিন মিনিট পরেই হ্যাটট্রিক। এবার গঞ্জালেসের

BanglaBook.org

পাস থেকে ফ্লিক। তখন রিজার্ভ বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে কুশ দেখেছিল, মিঃ ফেইফার উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছেন। আনন্দে কুশের কান্না পেয়ে গেছিল। আর তখন, ঠিক তখনই ওর চিন্ময়স্যারের কথা মনে পড়েছিল।

ছাব্বিশ মিনিটের মধ্যেই খেলা প্রায় শেষ। হাফ টাইমের দু'মিনিট আগে গুইনোর গোল। সেটা আরও অসাধারণ। সাতজনকে কাটিয়ে। গোলটা দেখে কুশ মুগ্ধ। হাফ লাইন থেকে বল ধরে গুইনো একের পর এক প্লেয়ারকে কাটাতে কাটাতে গোলের মুখে পৌঁছে এক সেকেণ্ড দাঁড়াল। তার পর গোলকিপারকে ডেকে এনে তার পায়ের তলা দিয়ে বল ঠেলে গোল করে এল। মংপক স্টেডিয়ামে প্রায় আট হাজার দর্শক। গোল দেখে তাদের হাততালি আর থামতেই চায় না।

হাফ টাইমের সময় কুশরা যখন ড্রেসিংরুমে এল, তখন ফেইফাস্যার সবাইকে বললেন, "তোমরা যা খেলতে পারো, তার ত্রিশ ভাগও খেলনি। আমি আরও বেশি গোল চাই। মিঃ মুন আজ খেলা দেখতে এসেছেন। ওঁর সঙ্গে আরও কিছু ভি আই পি আছেন। আমি চাই, তোমাদের দেখা দেখে যেন ওঁরা ভালো ইম্প্রেশন নিয়ে ফিরে যান। গো ...বয়েজ, গো ফর গোল্‌স।"

মাঠে নামার সময় ফেইফার সার আলাদা করে ডেকে কুশকে বললেন, "তোমার কাছ থেকে আর গোল চাই না। এবার আমি দেখতে চাই, তুমি অন্যদের দিয়ে গোল করাতে পারো কী না। যাও, এবার তুমি লেফ্‌ট ব্যাকে খেলবে। একেবারে রবের্তো কার্লোসের মতো। পাঁচ মিনিটে অন্তত একবার যেন তোমাকে আমি ওদের গোল বক্সে দেখি।"

ফেইফারস্যারের মুখে রবের্তো কার্লোসের কথা শুনে খুব তেতে গেল। খেলা শুরু হওয়ার পর ও বাঁ দিক থেকে বারবার উঠে যেতে লাগল। ওর সেন্টার থেকেই গুইনো ওর দ্বিতীয় গোলটা করে এল। ছ'নম্বর গোলটা করল শল। সাত আর আট নম্বর গোল গঞ্জালেসের। শেষ পনেরো মিনিট মনে হচ্ছিল, মুন'স ইলেভেন যেন নিজেদের মধ্যে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলছে।

খেলা শেষ হওয়ার পর ফোটোগ্রাফার আর রিপোর্টারদের অত্যাচার এড়িয়ে ওরা যখন ড্রেসিংরুমে ঢুকল, তখন ফেইফারস্যার সবাইকে ডেকে বললেন, "রাত সাড়ে ন'টার সময় জানাডুর রেস্তোরাঁয় ডিনার। তোমরা সবাই মিঃ আরুর সঙ্গে হোটেলে ফিরে যাও। ঠিক সময়ে সবাই রেস্তোরাঁয় নেমে আসবে। আমি এখন প্রেস কনফারেন্সে যাচ্ছি। কুশ আর গুইনোকে নিয়ে। আমরা তিনজন সরাসরি রেস্তোরাঁয় চলে যাব।"

কথাটা বলে ফেইফারস্যার আর দাঁড়ালেন না। উল্টোদিকেই প্রেস কনফারেন্স রুম। কুশ আর গুইনোকে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে পড়লেন। এর আগে কোনও দিন ম্যাচের পর প্রেস কনফারেন্স যায়নি। মঞ্চের উপর ফেইফার স্যারের বাঁদিকে বসে ওর খুব ভয় ভয় করতে লাগল। সামনে চেয়ারে বসে প্রায় জনা তিরিশেক সাংবাদিক। তাঁদের মধ্যে

BanglaBook.org

মিঃ চ্যাঙকে কুশ দেখতে পেল। চোখাচোখি হতেই মিঃ চ্যাঙ হেসে ওকে বুড়ো আঙুল দেখালেন।

নানাদিক থেকে একের পর এক প্রশ্ন। 'মিঃ ফেইফার এই আশ্চর্য টিমের ছেলেদের আপনি কোথা থেকে জোগাড় করলেন?" এই টিমের ভবিষ্যৎ কী?' আপনারা আর কোথায় ম্যাচ খেলতে যাবেন?' 'কত বছর এই টিমটাকে রাখতে চান?'—এইসব প্রশ্নের উত্তর প্রথমদিকে মিঃ ফেইফার খুব ভালোভাবেই দিচ্ছিলেন। কিন্তু তারপরই চটে গেলেন। কে একজন হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, "মিঃ ফেইফার আপনি কি মনে করেন না, এই ছেলেগুলোর ভবিষ্যৎ আপনি নষ্ট করে দিচ্ছেন? এরা যদি ওপেন ক্লাবে খেলার সুযোগ পেত তা হলে আরও উন্নতি করতে পারত?"

ফেইফারস্যার খুব রেগে বললেন, "এই ধরনের প্রশ্ন যদি আপনারা করেন, তা হলে আমি উঠে যাব।"

সারা ঘর একদম নিস্তব্ধ। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। তারপর গাম্ভীর্য ভেঙে ফেইফারস্যার বললেন, "আমার এই ফুটবলারকে যদি আপনাদের কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে, তা হলে করতে পারেন। কিছু মনে করবেন না, আমাদের একটু তাড়াতাড়ি আছে।"

পিছন থেকে একজন প্রশ্ন করলেন, "সেনগুপ্তা আজকে যে আটটা গোল হয়েছে, তার মধ্যে কোন গোলটাকে তুমি সেরা মনে করো?"

সেনগুপ্তা বলায় প্রথমে কুশ বুঝতে পারেনি, প্রশ্নটা কার উদ্দেশ্যে। পরে বুঝতে পেরে ও বলল, "আমার মতে, সেরা গোল গুইনো দিয়াজের। যে গোলটা সাতজনকে কাটিয়ে ও করল। তখন ওকে আমার ছোট ডিয়েগো মারাদোনা মনে হচ্ছিল।"

এর পরই কে একজন প্রশ্ন করল, "গুইনো, তোমার মতে সেরা গোল কোনটা?"

গুইনো বলল, "কুশের সেকেণ্ড গোল। বাইসাইকেল কিক থেকে করা। তখন ওকে আমার ছোট পেলে মনে হচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে হাততালি দেওয়া শুরু হল। থামতেই চায় না। কুশ আর গুইনো দু'জনেই হাসতে লাগল। ফেইফারস্যার দু'হাত বাড়িয়ে দু'জনকে কাছে টেনে নিলেন। ফোটোগ্রাফাররা পটপট ছবি তুলতে শুরু করল। স্যারের মুখে রাগের চিহ্ন নেই। কিন্তু সাংবাদিকরা অদ্ভুত। ওই সময় একজন জিজ্ঞেস করে বসলেন, "মিঃ ফেইফার, আপনার মতে, কার গোলটা সেরা বলুন?"

এবার রাগতে গিয়েও হেসে ফেললেন ফেইফারস্যার, "দুটোই সেরা।" বলেই উনি উঠে পড়লেন।

হংকংয়ের রাস্তার জ্যাম এড়িয়ে কুশরা যখন জানাডুতে এসে পৌঁছল, তখন ন'টা একত্রিশ। মাত্র এক মিনিট আগে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। রেস্তোরাঁর আলো সব নেভানো। ওপর থেকে মঞ্চের উপর একটা গোল আলো এসে পড়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে একজন চিনা ভদ্রলোক কথা বলছেন। পরনে গেরুয়া রঙের ফতুয়া আর ধুতি। ভদ্রলোককে কুশ

BanglaBook.org

আগে কখনও দেখেনি। কিন্তু কেন জানে না, ওর মনে হল, ইনিই মিঃ মুন।

বিরাট রেস্তোরাঁয় কোনও টেব্‌ল খালি নেই। আবছা আলোয় কুশ দেখতে পেল লোকের মাথা গিজগিজ করছে। ফেইফার স্যারের পিছু পিছু ও আর গুইনো একেবারে সামনের সারিতে এসে একটা টেবলের ধারে লাগানো চেয়ারে বসে পড়ল। একেবারে পিন ড্রপ সাইলেন্স। চেয়ারে বসে কুশ আশপাশে তাকিয়ে দেখল, অন্য প্লেয়াররা কাছাকাছিই বসে আছে।

মঞ্চের ভদ্রলোক মাইকে কথা বলছেন। মুন'স ইলেভেন টিম কেন গড়ার তাগিদ তিনি অনুভব করলেন, সেটাই ঠিক। এই ভদ্রলোকই মিঃ মুন। ভদ্রলোককে দেখেও প্রচণ্ড অবাকই হল। যিনি কোটি কোটি ডলারের মালিক, ইচ্ছে করলে পুরো হংকংটাই কিনে নিতে পারেন, তিনি সামান্য ফতুয়া পরে ডিনারে এসেছেন? পায়ে চটিও নেই। আশ্চর্য তো?

"আজ আমার টিমের খেলা দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। এদের কিছু পুরস্কার দেওয়া দরকার বলে আমার মনে হচ্ছে। তার আগে এদের একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই। আমরা যখন বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে টিমের ছেলেদের বাছাই করছিলাম, তখন বাবা আর মায়েদের মনে একটু শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রশ্নও তাঁদের মনে জেগেছিল, ছেলেগুলোকে সত্যিই হংকংয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তো? তখনই আমি ঠিক করে নিই প্রথম ম্যাচের দিন, প্রত্যেকের বাবা আর মাকে আমি হংকংয়ে নিয়ে আসব। আজ তাঁরা সবাই এখানে হাজির। সবাই ম্যাচ দেখার জন্য মংপক স্টেডিয়ামে ছিলেন। এখুনি তাদের আমরা মঞ্চে ডেকে আনব। কী ছেলেরা, তোমরা নিশ্চয়ই আজ খুশি?"

সঙ্গে সঙ্গে টিমের প্লেয়ারেরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আনন্দে চিৎকার জুড়ে দিল। কুশ চুপ করে বসে রইল। ওর মা নেই, বাবা নিরুদ্দেশ। ওর আনন্দ করার কিছু নেই। ওর অভিভাবক হিসেবে নাম রয়েছে সঞ্জিতমেসো আর রঞ্জুমাসির। ওরা কি তা হলে এখানে এসেছেন? হতেও পারে। আজ দুপুরে রঞ্জুমাসির বাড়িতে ফোন করার সময় তিতলি বলল, রঞ্জুমাসি বাড়িতে নেই। আদ্যাপীঠে গেছে। হয়তো সত্যি কথাটা বলতে চায়নি। এমনও হতে পারে, ওকে কিছু বলতে বারণ করা হয়েছিল।

কুশ কৌতূহল নিয়ে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে রইল। মিঃ মুন চেয়ারে বসেছেন। এক ভদ্রমহিলার হাতে এবার মাইক। তিনি বললেন, "প্রথমেই আমি ডাকছি রামন দিয়াজকে। আর্জেন্তিনার ওয়ার্ল্ড কাপার। মারাদোনার পাশে খেলেছেন। এমন একজন মানুষকে আজ আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা ধন্য। আপনাদের জানিয়ে রাখি, রামন দিয়াজের ছেলে গুইনো দিয়াজ আমাদের মুনস ইলেভেনের অন্যতম সদস্য। আজ তাঁকে আপনারা দুটো অসাধারণ গোল করতে দেখেছেন।"

রামন দিয়াজ মঞ্চে উঠে আসতেই গুইনো চিৎকার করে বলে উঠল "পাদ্রে...পাদ্রে...এস্তেই আকি...কোমো এস্তাস?"

BanglaBook.org

পাদ্রে কথাটার মানে কুশ বুঝতে পারল। গুইনো বলছিল, পাদ্রে মানে বাবা। ওরা পাপা বলেও ডাকে। কিন্তু বাকি কথাটার মানে ও বুঝতে পারল না। রামন দিয়াজ মঞ্চ থেকেই চুমু ছুঁড়ে দিলেন। সেটা দেখে আর থাকতে পারল না গুইনো। লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে ও মঞ্চের দিকে দৌড়ে গেল। তারপর বাবাকে জড়িয়ে ধরল। গুইনোর পর শল, শলের পর ইয়াকুব, ইয়াকুবের পর গঞ্জালেস। প্রত্যেকেই বাবা অথবা মাকে দেখার পর দৌড়ে দৌড়ে মঞ্চে উঠে যেতে লাগল। দীর্ঘদিন পরে ওরা আপনজনদের দেখছে। আবেগতাড়িত হওয়াই স্বাভাবিক।

একুশজনের নাম ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর ভদ্রমহিলা বললেন, "টিমের আর একজনই বাকি। এর সম্পর্কে মিঃ মুন কিছু বলতে চান।" বলেই মাইকটা মিঃ মুনের দিকে এগিয়ে দিলেন উনি। কুশ দমবন্ধ করে বসে রইল। কী বলবেন মিঃ মুন? তা হলে রঞ্জুমাসিরা আসেনি?

"এখানে যেসব ছেলেকে আনন্দ করতে দেখছেন, তারা বাবা-মাকে দু'সপ্তাহ বাদে দেখছে। কিন্তু আমার টিমে একজন ছেলে আছে, যে তার বাবাকে জন্মের পর কখনও দেখেনি। সে জানতও না তার বাবা কোথায়? আজ দু'জনকে আমরা মিলিয়ে দিচ্ছি।"

শুনে কুশের বুকটা ধক করে উঠল। মিলিয়ে দিচ্ছি। তার মানে বাবা এই রেস্তোরাঁয় বসে আছেন? তা কী করে হয়, ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মঞ্চের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ঠিক তখনই মিঃ মুন ডাকলেন, "কুশ, কুশ, তুমি কোথায়? মঞ্চে উঠে এসো।"

কুশ মোহগ্রস্তের মতো মঞ্চে উঠে গেল। ওকে কাছে টেনে মিঃ মুন বললেন, "আপনারা হয়তো অনেকেই জানতে চাইবেন, এই ছেলেটির বাবাকে আমি কী করে খুঁজে পেলাম? ছোট্ট করে বলছি। আপনারা জানেন, আমি জাহাজের ব্যবসায়ী। প্রায় দশ হাজার কর্মী আমার ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। এই কুশের বাবা ছিলেন আমার একটি জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার। ষোলো-সতেরো বছর আগে ব্যাঙ্ককের রাস্তায় একটা বিশ্রী দুর্ঘটনার জন্য ওঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। প্রায় দেড় বছর উনি হাসপাতালে ছিলেন। সেই সময় ওর স্মৃতিবিভ্রম হয়েছিল।

"এরপর উনি ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি ফিরে পান। তখন হাসপাতালের লোকজন আমার কাছে খবর পাঠায়। আমি ওকে হংকং নিয়ে এসে চিকিৎসা করাই। উনি পুরো সুস্থ হওয়ার পর আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হন। দেশে ফিরে না গিয়ে উনি এখানেই রয়ে যান। খবরের কাগজে আমাদের ফুটবল টিমের কথা শুনে উনি একদিন আমাকে ডেকে বললেন, ভারত থেকে যে ছেলেটি এসেছে, সে আমারই ছেলে। তোমরা ওকে দেখো। শুনে আমি গোপনে সব খবর দিই। ওর অভিভাবকদের একজনকে এখানে নিয়ে এসেছি। তাঁকে আমি মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি।"

কুশ দেখল, রঞ্জুমাসি উঠে আসছেন। দীর্ঘদিন পর মাসিকে দেখে ও দৌড়ে গিয়ে

BanglaBook.org

জড়িয়ে ধরল। রঞ্জুমাসি কেঁদে ফেললেন। মিঃ মুন এবার বললেন, "এবার আমি আসতে অনুরোধ করছি মহারাজ কুশেশ্বরানন্দজিকে। সন্ন্যাসীরা পূর্বজীবনের কথা মনে রাখতে চান না। তাঁর সাংসারিক জীবনই তাঁর কাছে পূর্বজীবন। তবুও আমার অনুরোধে মহারাজ এখানে হাজির হয়েছেন।"

মিঃ মুন নিজেই নীচে নেমে গেলেন মহারাজকে নিয়ে আসার জন্য। উপর থেকে গোল আলো তাঁকে অনুসরণ করছে। অন্ধকার মঞ্চে দাঁড়িয়ে কুশ দেখল, মঠের অধ্যক্ষ মহারাজ উঠে আসছেন। ইনিই তা হলে ওর বাবা! সেই কারণেই লকেটটা সেদিন হাতে তুলে দিয়েছিলেন? ওর চোখ ছাপিয়ে জল নেমে আসতে চাইল। কিন্তু না, চিন্ময়স্যার কাঁদতে মানা করেছেন। ফুটবলাররা লায়ন হার্টেড। কাঁদবে কেন? মাকে হারানোর দিনই কুশ কাঁদেনি। বাবাকে পাওয়ার দিন কাঁদবে?

আলোটা মঞ্চে ফিরে আসার আগেই ও চোখের জল মুছে ফেলল।

———oo———

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG